# ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী

## ২০০০-২০০১

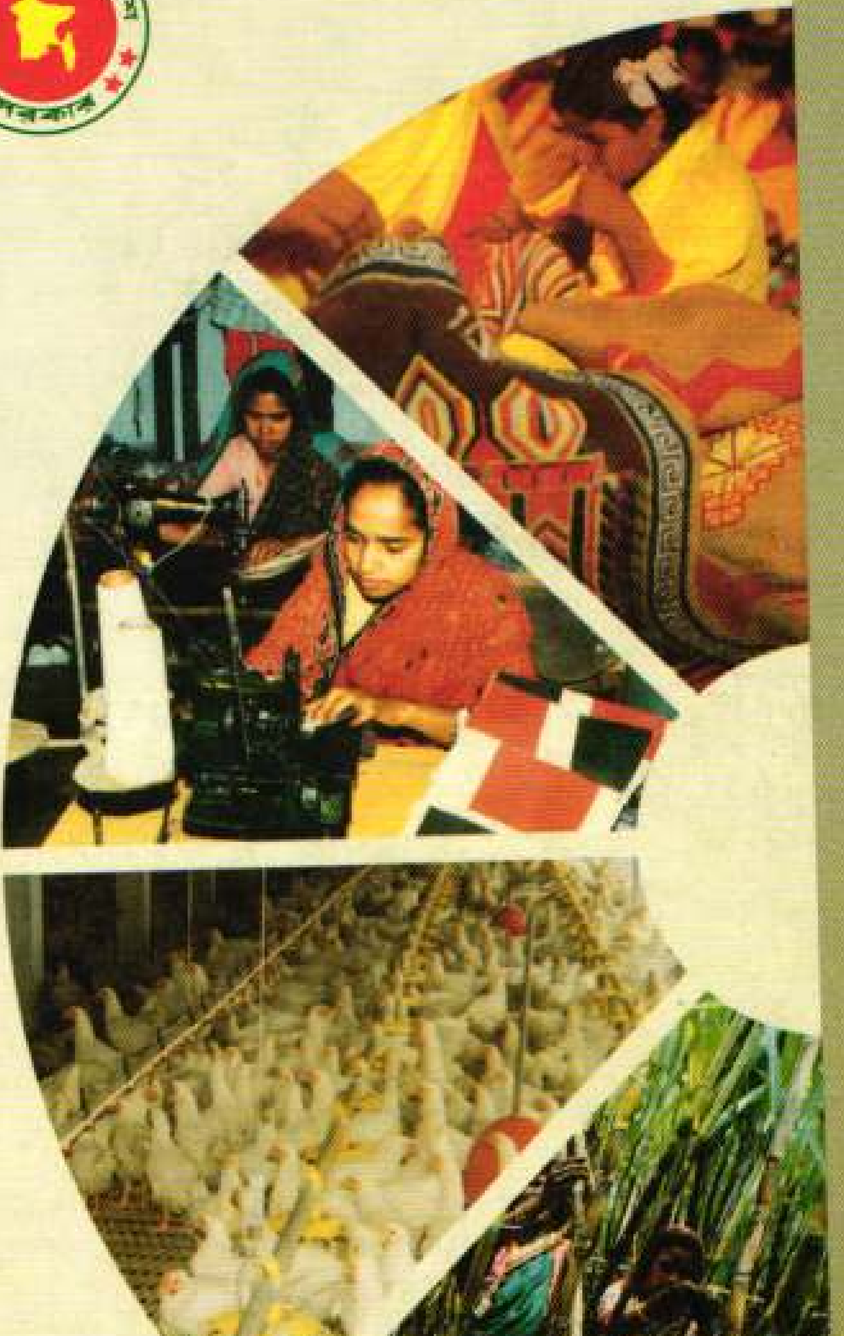

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী

# ২০০০-২০০১

অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**শাহ্ এ এম এস কিবরিয়া**
অর্থমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# মুখবন্ধ

প্রতিযোগিতামূলক পরিমন্ডলে এবং ক্রমবিশ্বায়নের যুগে দেশের সার্বিক উন্নয়নে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমানতকারী ও ঋণ গ্রহীতাগণের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আর্থিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সুষ্ঠ ব্যাংকিং এর বিকাশ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই একটি দক্ষ ও গতিশীল ব্যাংকিং কাঠামো গড়ে তোলা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকার জন্য বর্তমান সরকার ব্যাংকিং খাতে বিভিন্ন সংস্কারমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিবিড় তত্ত্বাবধানের ফলশ্রুতিতে এবং খেলাপী ঋণ আদায়ে আইনগত কাঠামো জোরদারকরণের ফলে দেশে ঋণ-শৃংখলা পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং এর প্রেক্ষিতে শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণের হার ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। ব্যাংক ব্যবস্থায় শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণের হার ডিসেম্বর ১৯৯৯ সালে ছিল মোট ঋণ স্থিতির শতকরা ৪১ ভাগ যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর, ২০০০ এ দাড়িয়েছে শতকরা ৩৪.৯ ভাগ। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহে এ হার উল্লেখিত সময়ে শতকরা ৪৬ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে শতকরা ৩৮ ভাগে দাঁড়ায়। সাম্প্রতিককালে গৃহীত সরকারের সহায়ক ও কার্যকর নীতি গ্রহণ, বাংলাদেশ ব্যাংকের শক্তিশালী তদারকি এবং ব্যাংক ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যাংক ব্যবস্থায় অদক্ষতা ও দুর্নীতি হ্রাস পাচ্ছে। ফলে, ২০০০ সালে ব্যাংকগুলো অধিক মুনাফা অর্জনে সক্ষম হয়। বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ২০০০ সালে প্রায় ২৮৪ কোটি টাকা কর ও প্রভিশন পূর্বক মুনাফা অর্জন করে যা সার্বিক ব্যাংক ব্যবস্থায় একটি উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক দিক বলে মনে করা যায়। তাছাড়া, সম্প্রতি দু'টি ব্যাংক "প্রবলেম ব্যাংক" এর আওতা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে এবং আরও কয়েকটি ব্যাংক এর আওতা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

ব্যাংকিং খাতের সুদহার যুক্তিসংগত পর্যায়ে নিয়ে আসার লক্ষ্যে সরকার অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ব্যাংক রেট ৮ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৭ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিতব্য ব্যাংকগুলোর নগদ অর্থ জমার হার ৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৪ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে নিম্ন হারের মুদ্রাস্ফীতি থাকায় এবং শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণের হার হ্রাস পাওয়ায় ব্যাংকিং খাতে সুদের হার কিছুটা কমানোর অবকাশ রয়েছে। আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের সুদহার যুক্তিসংগত পর্যায়ে নির্ধারণ করে শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে অধিকতর ঋণ প্রবাহের মাধ্যমে অর্থনীতিকে আরও বেগবান ও গতিশীল করতে সক্ষম হবে।

ব্যাংকিং খাতের পাশাপাশি ২৩টি নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও গৃহায়ণ ইত্যাদি খাতে অর্থায়ন করে আসছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বুনিয়াদ সুসংহত ও বলিষ্ঠ করার লক্ষ্যে ডিসেম্বর ২০০০ থেকে তফসিলী ব্যাংকগুলোর ন্যায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও লীজের শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং চালু করা হয়েছে। আশা করা যায় আগামীতে এ সব প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় উন্নত মানব সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী কম্পিউটারায়নের মাধ্যমে গ্রাহকদের আরও উন্নত ও যুগোপযোগী সেবা প্রদানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সর্বোপরি আর্থিক খাতে প্রতিযোগিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি, ঋণ-শৃংখলা জোরদারকরণ এবং ব্যাংকসমূহের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আশা করি সকলের সম্মিলিত প্রয়াস ও সহযোগিতায় অচিরেই একটি বলিষ্ঠ, সুসংহত ও প্রতিযোগিতামূলক ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা সহজতর হবে।

এ প্রতিবেদনটির পরিকল্পনা ও উপস্থাপনার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং অনুবিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, ডেপুটি গভর্নরগণ এবং গবেষণা বিভাগের কর্মকর্তাগণ যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। আমি তাঁদের সকলকে আমার আন্ত রিক ধন্যবাদ জানাই।

(শাহ এ.এম.এস. কিবরিয়া)
অর্থমন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# সূচীপত্র


| ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ❑ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী | i |
| **কেন্দ্রীয় ব্যাংক :** | |
| ❑ বাংলাদেশ ব্যাংক | ১ |
| **রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক :** | |
| ❑ সোনালী ব্যাংক | ১৭ |
| ❑ জনতা ব্যাংক | ২৪ |
| ❑ অগ্রণী ব্যাংক | ২৯ |
| ❑ রূপালী ব্যাংক লিমিটেড | ৩৭ |
| ❑ ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স বাংলাদেশ লিমিটেড | ৪১ |
| **স্থানীয় বেসরকারী ব্যাংক :** | |
| ❑ পূবালী ব্যাংক লিমিটেড | ৪৫ |
| ❑ উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড | ৪৯ |
| ❑ ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড | ৫৪ |
| ❑ দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড | ৫৮ |
| ❑ ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড | ৬২ |
| ❑ আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড | ৬৬ |
| ❑ ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স ইনভেস্টমেন্ট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড | ৭০ |
| ❑ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড | ৭৩ |
| ❑ আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড | ৭৭ |
| ❑ ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড | ৮১ |
| ❑ ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড | ৮৫ |
| ❑ প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড | ৮৯ |
| ❑ সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিমিটেড | ৯৪ |
| ❑ ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড | ৯৮ |
| ❑ আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড | ১০২ |
| ❑ সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড | ১০৫ |
| ❑ ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড | ১০৯ |
| ❑ মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড | ১১৩ |
| ❑ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড | ১১৬ |
| ❑ ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড | ১১৯ |
| ❑ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড | ১২২ |
| ❑ বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড | ১২৫ |
| ❑ মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড | ১২৯ |
| ❑ ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক লিমিটেড | ১৩৩ |
| ❑ দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড | ১৩৬ |
| ❑ ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড | ১৩৯ |
| ❑ দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড | ১৪২ |
| **বিদেশী বেসরকারী ব্যাংক** | |
| ❑ আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক লিমিটেড | ১৪৫ |
| ❑ স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক | ১৪৯ |
| ❑ স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক লিমিটেড | ১৫২ |
| ❑ হাবিব ব্যাংক লিমিটেড | ১৫৬ |
| ❑ স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া | ১৫৯ |

পৃষ্ঠা


- ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ (দি ব্যাংক) ১৬২
- ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান ১৬৫
- মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড ১৬৮
- সিটি ব্যাংক এনএ ১৭১
- হানভিট ব্যাংক ১৭৪
- দি হংকং এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড ১৭৭
- শামিল ব্যাংক অব বাহরাইন ইসি (ইসলামিক ব্যাংকার্স) ১৮০


## বিশেষায়িত ব্যাংক


- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ১৮৩
- রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ১৮৮
- বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ১৯২
- বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা ১৯৬


## আর্থিক প্রতিষ্ঠান


- আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক ২০০
- বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ২০৪
- গ্রামীণ ব্যাংক ২০৬
- কর্মসংস্থান ব্যাংক ২০৯
- ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ ১১৩
- বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন ২২১
- সৌদি-বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড ২২৪
- ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট লীজিং কোম্পানী অব বাংলাদেশ ২২৮
- জি এস পি ফাইন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড ২৩২
- বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইনান্স কোম্পানী লিমিটেড ২৩৫
- ভানিক বাংলাদেশ লিমিটেড ২৩৯
- দি ইউ এ ই-বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড ২৪২
- ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী লিমিটেড ২৪৫
- বে লীজিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড ২৪৮
- প্রাইম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড ২৫১
- ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড ২৫৪
- ইন্টারন্যাশনাল লীজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড ২৫৭
- বাহরাইন-বাংলাদেশ ফাইনান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড ২৬১
- ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমোশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী অব বাংলাদেশ ২৬৩
- উত্তরা ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড ২৬৬
- ইউনাইটেড লীজিং কোম্পানী লিমিটেড ২৬৯
- ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লিমিটেড ২৭৩
- পিপলস লীজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড ২৭৬
- ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড ২৭৮
- ন্যাশনাল হাউজিং ফাইনান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড ২৮০
- মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড ২৮২
- ফার্স্ট লীজ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড ২৮৫
- বাংলাদেশ ফাইনান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড ২৮৯
- ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ২৯২
- চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ ২৯৬

# ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

সুস্থ, দক্ষ ও সুশৃংখল আর্থিক খাত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য। বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের আর্থিক সংকটের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের আর্থিক খাতের সংস্কার আরো ত্বরান্বিত করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এ বিবেচনায় সরকার দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সুষ্ঠ বিকাশের লক্ষ্যে নানাবিধ সহায়ক ব্যবস্থা ও সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে। দেশের অর্থনীতির বহুমুখী চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডের পরিধির বিস্তার ও সেবার গুণগত মানের ক্রমাগত উন্নতি ঘটছে।

২। মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত বাংলাদেশে তফসিলী ব্যাংকের সংখ্যা ছিল ৪৯টি। এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে ৫টি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ২৭টি স্থানীয় বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক, ১৩টি বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক ও রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে ৪টি বিশেষায়িত ব্যাংক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২৭টি স্থানীয় বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে ৪টি ইসলামী ব্যাংক রয়েছে এবং একটি বেসরকারী ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকিং চালু রেখেছে। এছাড়া বিদেশী ব্যাংক গুলোর মধ্যেও একটি ইসলামী ব্যাংক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলী ব্যাংকসমূহের বর্তমান (জানুয়ারী, ২০০১ পর্যন্ত) শাখা সংখ্যা ৬,১২৪টি, যার মধ্যে শহরাঞ্চলের রয়েছে ২,৪৬৩টি (৪০.২২%) এবং অবশিষ্ট ৩,৬৬১টি (৫৯.৭৮%) মফস্বলে অবস্থিত। মোট শাখার মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা ৩,৬০৮টি, বেসরকারী ব্যাংকের শাখা ১,২৬৮টি, বিদেশী ব্যাংকের শাখা ৩৪টি এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের শাখা ১,২১৪টি। উল্লেখিত তফসিলী ব্যাংক ছাড়াও দেশে ১টি সমবায় ব্যাংক, ১টি আনসার-ভিডিপি ব্যাংক, ১টি কর্মসংস্থান ব্যাংক ও ১টি গ্রামীণ ব্যাংক রয়েছে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে (এপ্রিল, ২০০১ পর্যন্ত সময়ে) আরও ২টি বেসরকারী ব্যাংককে ব্যাংক ব্যবসার লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। আশা করা যায়, নতুন নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ফলে ব্যাংকিং খাতে প্রতিযোগিতা বাড়বে এবং এর ফলে ব্যাংকিং খাতের সেবাও উন্নততর হবে।

৩। ব্যাংকিং খাতের পাশাপাশি বেশ কিছু নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান দেশের শিল্প, বাণিজ্য, গৃহায়ন ইত্যাদি খাতে অর্থায়নে নিয়োজিত রয়েছে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৩টি নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে এবং সবগুলো প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে। এর মধ্যে ১০টি সম্পূর্ণ দেশীয় মালিকানাধীন, ১টি সরকারী মালিকানাধীন এবং ১২টি স্থানীয় ও বিদেশী যৌথ উদ্যোগে (১টি বাংলাদেশ সরকার ও বিদেশী সংস্থা, ২টি বাংলাদেশ সরকার ও বিদেশী সরকার এবং ৯টি ব্যক্তি পর্যায়ের দেশী ও বিদেশী উদ্যোগে) প্রতিষ্ঠিত। লাইসেন্স প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ ৬,৪৩২ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত উল্লেখিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন খাতে অর্থায়নের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৬,৮৪১ মিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ৬৩.৫৮ ভাগ বেশী। ঋণ পরিস্থিতির পর্যালোচনা ও আদায় জোরদার করণের জন্য ডিসেম্বর, ২০০০ থেকে তফসিলী ব্যাংকগুলোর মত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও লীজের শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং এর নিয়ম চালু করা হয়েছে। এপ্রিল, ২০০১ পর্যন্ত সময়ে সম্পূর্ণ দেশীয় মালিকানাধীন আরও দুটি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এরা শীঘ্রই তাদের কার্যক্রম শুরু করবে।

৪। বিবেচনাধীন ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে (ফেব্রুয়ারী, ২০০১ পর্যন্ত) ব্যাংকসমূহের মোট আমানত ৫৯,১১০ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৮.৪১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৭,৬১,৮৯৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে মোট আমানত বৃদ্ধি পেয়েছিল ৫৫,৭৩৩ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৯.৪১ ভাগ। একই সময়ে তাদের মোট ঋণের স্থিতি ৪৯,১৬৭ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৯.০০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫,৯৫,৬২৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ২৩,৩৩৩ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৪.৭১ ভাগ। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ব্যাংক সমূহের কর্জের পরিমাণ ১,৭৭৩ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরে ৫,১৭১ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়েছিল। একই সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে ব্যাংক সমূহের নগদ জমা ৫,৬২৫ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়ে ১৩,৫৫৯ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়েছিল। আলোচ্য সময়ে ব্যাংকসমূহের তারল্য পরিস্থিতিও বেশ সন্তোষজনক ছিল।

৫। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন তথা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের জন্য সরকার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে ৩২,৬৫৯ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ৩৩,৩১০ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরের জানুয়ারী, ২০০১ পর্যন্ত (সাত মাসে) মোট ১৫,৩৭১ মিলিয়ন টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ এবং ১৫,৭৬০ মিলিয়ন টাকা আদায় করা হয়েছে যার পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল যথাক্রমে ১২,৮৯৮ মিলিয়ন টাকা এবং ১৪,৯৬১ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় এ বছর ঋণ বিতরণ ও আদায় যথাক্রমে শতকরা ১৯.১৮ ভাগ ও ৫.৩৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬। দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে শিল্পোন্নয়ন অত্যন্ত জরুরী। এক্ষেত্রে দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। শিল্প খাতে পুনর্বাসন কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে ব্যাংকসমূহকে অনুসরণের জন্য সময় সময় যে সমস্ত নির্দেশাবলী প্রদান করা হয় আলোচ্য সময়েও এমন নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও আলোচ্য অর্থ বছরে শিল্পখাতের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিভিন্ন শিল্পে চলতি মূলধন সরবরাহের প্রচলিত ঋণ নিয়মাচার ( Credit Norms ) সমন্বিতকরণ এবং ইইসি নিষেধাজ্ঞা এবং মহাপ্লাবন ইত্যাদি আওতা বহির্ভূত কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হিমায়িত খাদ্য প্রক্রিয়াকারী রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের ১৯৯৭ এবং ১৯৯৮ সালের সুদের ৮০% মওকুফকরণ। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের প্রথম ছয় মাসে শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ২২,০৯৬ মিলিয়ন টাকা (৩৭.৭৩%) বৃদ্ধি পেয়ে ৮০,৬৫৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

৭। দেশের শিল্প খাতে কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জন তথা দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৫টি শিল্প খাতকে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শিল্প খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে দেশের সম্ভাবনাময় দুটো শিল্প খাত যথা-কৃষি নির্ভর শিল্প এবং কম্পিউটার সফটওয়্যার ও তথ্য প্রযুক্তি শিল্প খাতে উদ্যোক্তাদেরকে বিনিয়োগে উৎসাহিত ও আকর্ষিত করার লক্ষ্যে বিশেষ হ্রাসকৃত সুদের হারে অর্থাৎ শতকরা মাত্র ১০ ভাগ হার সুদে ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা নিয়মিত ও যথাসময়ে ঋণ পরিশোধকারীকে বিভিন্ন হারে রিবেট প্রদানের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধে উৎসাহ প্রদান করে আসছে। নিয়মিতভাবে যথাসময়ে কিস্তি পরিশোধ করলে প্রদেয় কিস্তির উপর ক্ষেত্র বিশেষে ১৫%, ১২.৫০%, ১০% ও ৫% হারে রিবেট সুবিধা প্রদান করা হয়েথাকে। চলতি অর্থ বছরের (২০০০-২০০১) ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে সংস্থা কর্তৃক অর্থায়িত ৯টি প্রকল্পকে ৩৪.৭৪ লক্ষ টাকা রিবেট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

৮। গ্রামীণ ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, আনসার ও ভি ডি পি উন্নয়ন ব্যাংক এবং এনজিওসমূহ পল্লী অঞ্চলে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন আয় উৎসারী ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ড অব্যাহত রেখেছে। এ সকল সংস্থা ক্ষুদ্র ঋণ ( Microcredit ) বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত করছে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে (মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত) গ্রামীণ ব্যাংক ৪,৬১১ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে। বেশ কিছু ব্যাংকও প্রচলিত ব্যাংকিং কার্যক্রমের পাশাপাশি নিজেদের তত্ত্বাবধানে অথবা নির্বাচিত এনজিওদের সহায়তায় এসব কার্যক্রম পরিচালনা করছে। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক আলোচ্য বছরের প্রথম নয় মাসে (মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত) দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর আওতায় বিতরণকৃত ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় মোট ৪,০৩৩ মিলিয়ন টাকা। এসব কর্মসূচী মূলতঃ গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সংশ্লিষ্ট বিধায় তা কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সহায়ক এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালণ করছে।

৯। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদারকি ও পরিদর্শন ব্যবস্থা জোরদার ও আধুনিকীকরণে প্রবর্তিত CAMEL RATING পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্যা সংকুল ব্যাংকগুলোকে আগাম সতর্ককরণ ব্যবস্থা আলোচ্য বছরেও অব্যাহত থাকে। তাছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকে গঠিত "প্রবলেম ব্যাংক মনিটরিং বিভাগ" সমস্যায় পতিত ব্যাংকের কার্যক্রমকে সতর্ক পর্যবেক্ষনে রাখে এবং সে অনুসারে পদক্ষেপ নেয়। 'বৃহদাংক ঋণ সমীক্ষা কোষ' বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বৃহদাংকের ঋণ প্রদানে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনে পরামর্শ দেয়। 'ঋণ তথ্য ব্যুরো ( CIB )' ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুসারে ঋণ খেলাপী / খেলাপী ঋণ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সরবরাহ করে। ব্যাংক তদারকি জোরদারকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে গঠিত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন 'ব্যাংক সুপারভিশন কমিটি' এর কাজ আলোচ্য বছরেও অব্যাহত থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস, প্রশাসনিক সংস্কার এবং তদারকী ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আরও জোরদার করার জন্য বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় 'Central Bank Technical Assistance Project' নামে একটি প্রকল্প প্রণয়নের প্রক্রিয়া আলোচ্য বছরেও অব্যাহত থাকে।

১০। আর্থিক খাত সংস্কারের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় সমাপ্ত 'Commercial Banking Restructuring Project' এর সুপারিশ অনুযায়ী কিছু পদক্ষেপ ইতোমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে এবং কিছু প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। এ কার্যক্রমগুলোর সুফল ইতোমধ্যেই সুস্পষ্ট হয়েছে। ব্যাংকিং খাতে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ণ এবং মূলধন ভিত্তি সুদৃঢ় করণের লক্ষ্যে ঋণের শ্রেণী বিন্যাস এবং শ্রেণী বিন্যাস ঋণের বিপরীতে সঞ্চিতি সংরক্ষণের বিধি বিধান আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হয়েছে। অনাদায়ী ব্যাংক ঋণ আদায় ত্বরান্বিত করার জন্য অর্থঋণ আদালত ও দেউলিয়া আদালত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর খেলাপী ঋণ সংক্রান্ত মামলার বিচার করছে। সর্বোপরি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিবিড় তত্ত্বাবধানের ফলে খেলাপী ঋণের মাত্রা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। ডিসেম্বর, ২০০০ শেষে দেশের ৪৯টি তফসিলী ব্যাংকের মোট বকেয়া ঋণের মধ্যে খেলাপী ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২,২৮,৫১০ মিলিয়ন টাকা (৩৪.৯%) যা পূর্ববর্তী অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ৬.১৯ ভাগ কম। তবে এ হিসাব হতে যে সব খেলাপী ঋণের জন্য সঞ্চিতির ব্যবস্থা করা হয়েছে তা বাদ দেয়া হয়নি। যদি নীট ভিত্তিতে হিসাব করা হয় এবং সরকার কর্তৃক পরিশোধযোগ্য দায়-দেনা বাদ দেয়া হয় তবে মোট খেলাপী ঋণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে। অর্থনীতিকে অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে ঋণ, আগাম ও আমানত ব্যবস্থাপনাকে বাজার ভিত্তিক করার জন্য সুদের হার নির্ধারণে ব্যাংকগুলোকে যে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল তা বর্তমান সময়েও বজায় রয়েছে। বর্তমানে কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে আগামের উপর সুদের পরিসীমা ও ভর্তুকী নেই। তবে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত হিসেবে শুধুমাত্র রপ্তানি খাতে প্রদত্ত ঋণের সুদের হারের পরিসীমা ৮%-১০% এ অপরিবর্তিত রয়েছে। আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা সুসংহত করার জন্য আমানত বীমা আইন প্রবর্তণ করা হয়েছে।

১১। দেশী বিদেশী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশের আর্থিক খাত এখন অনেকটা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্যাংকসমূহ অর্থ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে। আন্তঃ ব্যাংক মুদ্রা বাজারের ব্যাপক কর্মকান্ডে এর প্রতিফলন দেখা যায়। এ অবস্থা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর ব্যাংকসমূহের নির্ভরশীলতা হ্রাসে উল্লেখযোগ্যভাবে সহায়ক হয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ ব্যাংকসমূহের অনুকরণে দেশীয় ব্যাংকসমূহ তাদের সেবার মান ও অর্থ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য নতুন নতুন পদ্ধতি যথা অন-লাইন ব্যাংকিং, ATM, Money Gram, Credit Card ইত্যাদি চালু করছে যা সার্বিকভাবে দেশের ব্যাংকিং ব্যবসায়ের উন্নয়নে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। আধুনিক প্রযুক্তি যথা ইন্টারনেট, সুইফট ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থিক খাত বিশ্ব অর্থ বাজারের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে।

১২। ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু সম্ভাবনাময় শিল্প যেমন সফটওয়্যার শিল্প এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও কৃষিভিত্তিক শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদেরকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য ২০০০-২০০১ সালের সরকারী বাজেট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একশত কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। বরাদ্দকৃত অর্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে 'Equity and Enterpreneurship Fund (EEF)' বা স˜লধন ও উদ্যোক্তা তহবিল গঠন করা হয়। এ তহবিলের যথাযথ ব্যবহার শিল্প ও রপ্তানী খাতে সুফল বয়ে আনবে বলে আশা করা যায়।

১৩। দেশের স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের কার্যক্রমে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে গতিশীলতার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। শেয়ার বাজার উন্নয়নে বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ হলো- বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে "মার্চেন্ট ব্যাংকিং উইং" চালু করার বিষয়টি নীতিগত অনুমোদন, উত্তম কোম্পানীর শেয়ারসমূহের লেনদেন বৃদ্ধির লক্ষ্যে "বাজার সৃষ্টির ব্যবস্থা" ( Market Making System ) প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ, শতকরা ২৫ ভাগ বা এর অধিক লভ্যাংশ ঘোষণাকারী তালিকাভুক্ত কোম্পানীকে শতকরা ১০ ভাগ কর-রেয়াত প্রদান এবং বোনাস শেয়ারের উপর আরোপিত কর প্রত্যাহার। এ সমস্ত পদক্ষেপসমূহের কারণে শেয়ার বাজারে দীর্ঘ মন্দার অবসান হবে বলে আশা করা যায়।

১৪। একটি বলিষ্ঠ, সুসংহত ও আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সরকার অংগীকারাবদ্ধ। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকান্ডে গতি সঞ্চার করার লক্ষ্যে সরকারী প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে দেশের সর্বস্তরের জনগণ, বিশেষ করে ঋণ গ্রহীতাদের সহযোগিতা একান্তভাবে আবশ্যক। আশা করা যায়, বিদ্যমান সমস্যাসমূহ অতিক্রম করে সকলের সম্মিলিত সহযোগিতা ও প্রচেষ্টায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় অর্থনীতিতে অধিকতর কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

( ডঃ আকবর আলি খান )
সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

# কেন্দ্রীয় ব্যাংক

## বাংলাদেশ ব্যাংক

দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থ ব্যবস্থাপনা এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত। নোট ইস্যুকরণ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ এবং সরকারের যাবতীয় লেনদেন ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় দেশের মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে থাকে। মুদ্রানীতির মূল উদ্দেশ্য যথাঃ (১) অর্থনৈতিক উন্নয়ন, (২) টাকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক মূল্যমান স্থিতিশীলকরণ, (৩) দ্রব্যমূল্য যুক্তিযুক্ত পর্যায়ে স্থিতিশীল রাখা এবং (৪) দীর্ঘ মেয়াদে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে। দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রা বাজারের উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা সাধনের জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। গভর্নরসহ ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। প্রধান কার্যালয় ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের ঢাকায় দু'টি এবং চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বগুড়া,

*বাংলাদেশ ব্যাংক ভবন*

সিলেট, রংপুর ও বরিশালে একটি করে শাখা রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৯৯৯-২০০০ সালের স্থিতিপত্র সংযোজনী-১-এ দেখানো হলো।

## অর্থ সরবরাহ

সংকীর্ণ অর্থ সরবরাহ (ন্যারো মানি এম-১) ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই, ২০০০ - ফেব্রুয়ারী, ২০০১ পর্যন্ত) ১৭৫৪৫ মিলিয়ন টাকা (৮.৮২%) বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারী শেষে ২১৬৩৫৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়কালে বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৩৬৮৯ মিলিয়ন টাকা (৭.৯৪%)। আলোচ্য অর্থ বছরের এ সময়কালে ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (ব্রড মানি এম-২) ৭১৬৬০ মিলিয়ন টাকা (৯.৫৯%) বৃদ্ধি পেয়ে ৮১৯২৮৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়কালে যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ৬৪৯৮২ মিলিয়ন টাকা (১০.৩১%)। একই সময়ে রিজার্ভ মুদ্রা ৯৫৪০ মিলিয়ন টাকা (৫.৫৯%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৮০১৮৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়কালে বৃদ্ধি পেয়েছিল ৫৪১০ মিলিয়ন টাকা (৩.৬৭%)। আলোচ্য অর্থ বছরে অর্থের গুণক (Money Multiplier) জুন, ২০০০ শেষের ৪.৩৮ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারী, ২০০১ শেষে ৪.৫৫-এ দাঁড়ায়। মুদ্রা/আমানত অনুপাত জুন, ২০০০ শেষের ০.১৫৮ হতে কিঞ্চিত বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারী, ২০০১ শেষে ০.১৬৭-এ দাঁড়ায় এবং রিজার্ভ/আমানত অনুপাত ০.১০৭ হতে হ্রাস পেয়ে ০.০৯০-এ দাঁড়ায়।

আলোচ্য অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে ব্যাপক অর্থ সরবরাহের উপাদানসমূহের মধ্যে ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা ১৫২৯৫ মিলিয়ন টাকা (১৫.০৩%) বৃদ্ধি পেয়ে ১১৭০৫৫ মিলিয়ন টাকায়, মেয়াদী আমানত ৫৪১১৬ মিলিয়ন টাকা (৯.৮৬%) বৃদ্ধি পেয়ে ৬০২৯২৭ মিলিয়ন টাকায় এবং তলবী আমানত ২২৫০ মিলিয়ন টাকা (২.৩২%) বৃদ্ধি পেয়ে ৯৯৩০৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী অর্থ বছরের একই সময়কালে ব্যাংক বহির্ভূত

সারণী-১

### অর্থ সরবরাহ

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বছর/মাস | ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা | তলবী আমানত | সংকীর্ণ অর্থ সরবরাহ | পরিবর্তন | মেয়াদী আমানত | ব্যাপক অর্থ সরবরাহ | পরিবর্তন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯৯৯ | | | | | | | |
| মার্চ | ৯০৪৩৭ | ৭৬৪৯৫ | ১৬৬৯৩২ | +২৯৬১ | ৪৩২৮১৫ | ৫৯৯৭৪৭ | +২১৯১ |
| জুন | ৮৬৮৬৬ | ৮৫৬২৮ | ১৭২৪৯৪ | +৫৫৬২ | ৪৫৭৭৭৩ | ৬৩০২৬৭ | +৩০৫২০ |
| সেপ্টেম্বর | ৯০০১৫ | ৮০০৩৩ | ১৭০০৪৮ | -২৪৪৬ | ৪৭৬৪৯১ | ৬৪৬৫৩৯ | +১৬২৭২ |
| ডিসেম্বর | ৯৩৮১৯ | ৯১০৫৫ | ১৮৪৮৭৪ | +১৪৮৭৭ | ৫০৪৯৬৭ | ৬৮৯৮৪১ | +৪৩৩০৩ |
| ২০০০ | | | | | | | |
| মার্চ | ১০৮৯৬১ | ৮৯৩৭৪ | ১৯৮৩৩৫ | +১৩৪৬১ | ৫১৬৪৪১ | ৭১৪৭৭৬ | +২৪৯৩৫ |
| জুন | ১০১৭৬০ | ৯৭০৫৩ | ১৯৮৮১৩ | +৪৭৮ | ৫৪৮৮১১ | ৭৪৭৬২৪ | +৩২৮৪৮ |
| সেপ্টেম্বর | ১০৫৯০২ | ৯৩৭৮৯ | ১৯৯৬৯১ | +৮৭৮ | ৫৭৫২৯৪ | ৭৭৪৯৮৫ | +২৭৩৬১ |
| ডিসেম্বর | ১১৬৮৭৭ | ১০২০৭৩ | ২১৮৯৫০ | +১৯২৫৯ | ৬০৩৮৮৪ | ৮২২৮৩৪ | +৪৭৮৪৯ |
| ২০০১ | | | | | | | |
| ফেব্রুয়ারী | ১১৭০৫৫ | ৯৯৩০৩ | ২১৬৩৫৮ | -২৫৯২ | ৬০২৯২৭ | ৮১৯২৮৫ | -৩৫৪৯ |

*নোট : তলবী ও মেয়াদী আমানতে ব্যাংকসমূহে গচ্ছিত সরকারী আমানত এবং আন্তঃব্যাংক লেনদেন অন্তর্ভুক্ত নয়। তলবী আমানতে বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত অ-তফসিলী ব্যাংকসমূহের আমানত অন্তর্ভুক্ত।*

*উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।*

মুদ্রা ১১৯১০ মিলিয়ন টাকা (১৩.৭১%), মেয়াদী আমানত ৫১২৯৩ মিলিয়ন টাকা (১১.২০%) এবং তলবী আমানত ১৭৭৯ মিলিয়ন টাকা (২.০৮%) বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস শেষে ব্যাপক অর্থ সরবরাহের মধ্যে ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রার পরিমাণ শতকরা ১৪ ভাগ, তলবী আমানতের পরিমাণ শতকরা ১২ ভাগ এবং মেয়াদী আমানতের পরিমাণ শতকরা ৭৪ ভাগ-এ দাঁড়ায়, যা ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারী শেষে ছিল যথাক্রমে শতকরা ১৪ ভাগ, শতকরা ১৩ ভাগ এবং শতকরা ৭৩ ভাগ। ১ নম্বর এবং ২ নম্বর সারণিতে অর্থ সরবরাহ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান দেখানো হলো।

## অর্থ সরবরাহ পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানসমূহ

আলোচ্য অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে সংকীর্ণ অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধির কারণসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সরকারী খাতে (রাষ্ট্রায়ত্ত খাতসহ) ও বেসরকারী খাতে যথাক্রমে ২১৩৬২ মিলিয়ন টাকা ও ৪৫৭৭৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ বৃদ্ধি, বৈদেশিক খাতে (নীট) ১৭৬৯ মিলিয়ন টাকা উদ্বৃত্ত এবং অন্যান্য পরিসম্পদ ২৭৫৭ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধিতে সম্প্রসারণমূলক প্রভাব রাখে। তবে মেয়াদী আমানত ৫৪১১৬ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি উক্ত সম্প্রসারণমূলক প্রভাব অনেকাংশে রোধ করে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সংকীর্ণ অর্থ সরবরাহ পরিবর্তনের কারণসমূহের বিশ্লেষণ সারণি-৩ এ দেখানো হলো।

## ব্যাংক আমানত

ব্যাংকসমূহের মোট আমানতের পরিমাণ (আন্তঃব্যাংক বাদে) ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে ৫৯১১০ মিলিয়ন টাকা (৮.৪১%) বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস শেষে ৭৬১৮৯৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী অর্থ বছরের একই সময়ে মোট ব্যাংক আমানতের পরিমাণ ৫৫৭৩৩ মিলিয়ন টাকা (৯.৪১%) বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য

সারণি-২

### ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২) ও এর বিভিন্ন অংশের শতকরা হার

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বছর/মাস | ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২) | অর্থ সরবরাহে (এম-২) ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রার শতকরা হার | অর্থ সরবরাহে (এম-২) তলবী আমানতের শতকরা হার | অর্থ সরবরাহে (এম-২) মেয়াদী আমানতের শতকরা হার |
|---|---|---|---|---|
| ১৯৯৯ | | | | |
| মার্চ | ৫৯৯৭৪৭ | ১৫.০৮ | ১২.৭৫ | ৭২.১৭ |
| জুন | ৬৩০২৬৭ | ১৩.৭৮ | ১৩.৫৯ | ৭২.৬৩ |
| সেপ্টেম্বর | ৬৪৬৫৩৯ | ১৩.৯২ | ১২.৩৮ | ৭৩.৭০ |
| ডিসেম্বর | ৬৮৯৮৪১ | ১৩.৬০ | ১৩.২০ | ৭৩.২০ |
| ২০০০ | | | | |
| মার্চ | ৭১৪৭৭৬ | ১৫.২৪ | ১২.৫০ | ৭২.২৫ |
| জুন | ৭৪৭৬২৪ | ১৩.৬১ | ১২.৯৮ | ৭৩.৪১ |
| সেপ্টেম্বর | ৭৭৪৯৮৫ | ১৩.৬৭ | ১২.১০ | ৭৪.২৩ |
| ডিসেম্বর | ৮২২৮৩৪ | ১৪.২০ | ১২.৪১ | ৭৩.৩৯ |
| ২০০১ | | | | |
| ফেব্রুয়ারী | ৮১৯২৮৫ | ১৪.২৯ | ১২.১২ | ৭৩.৫৯ |

*উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।*

সারণি-৩

**অর্থ সরবরাহ পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানসমূহ**

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | জুলাই, ২০০০ হতে ফেব্রুয়ারী, ২০০১ | জুলাই, ১৯৯৯ হতে ফেব্রুয়ারী, ২০০০ |
|---|---|---|
| ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা | +১৫২৯৫ | +১১৯১০ |
| তলবী আমানত | +২২৫০ | +১৭৭৯ |
| মোট অর্থ সরবরাহের পরিবর্তন | +১৭৫৪৫ | +১৩৬৮৯ |
| কারণসূচক উপাদানসমূহঃ<br>সম্প্রসারণ (+) সংকোচন (-) | | |
| ১। সরকারী খাত (রাষ্ট্রায়ত্ত খাতসহ) | +২১৩৬২ | +৩৩৯৯৯ |
| ক) সরকারী খাত (নীট) | +১৮৭৮৯ | +৩৩৩৬৩ |
| খ) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত | +২৫৭৩ | +৬৩৬ |
| ২। বেসরকারী খাত | +৪৫৭৭৩ | +২২২৪৩ |
| ৩। মেয়াদী আমানত (বৃদ্ধি-) | -৫৪১১৬ | -৫১২৯৩ |
| ৪। বৈদেশিক খাত (নীট) | +১৭৬৯ | +১২৮৫১ |
| ৫। অন্যান্য পরিসম্পদ (নীট) | +২৭৫৭ | -৪১১১ |
| মোট | +১৭৫৪৫ | +১৩৬৮৯ |

সময়কালে মোট ব্যাংক আমানতের মধ্যে মেয়াদী আমানত ৫৪১১৬ মিলিয়ন টাকা (৯.৮৬%), সরকারী আমানত ২৯২০ মিলিয়ন টাকা (৫.২০%) এবং তলবী আমানত ২২৫০ মিলিয়ন টাকা (২.৩২%) বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে মেয়াদী আমানত ৫১২৯৩ মিলিয়ন টাকা (১১.২০%), সরকারী আমানত ১৩৬২ মিলিয়ন টাকা (২.৭৮%) এবং তলবী আমানত ১৭৭৯ মিলিয়ন টাকা (২.০৮%) বৃদ্ধি পেয়েছিল। সারণি-৪-এ ব্যাংক আমানতের পরিমাণ দেয়া হয়েছে।

## ব্যাংক ঋণ

তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে প্রদত্ত ঋণের স্থিতির পরিমাণ (আন্তঃব্যাংক বাদে) ৪৯১৬৭ মিলিয়ন টাকা (৯.০০%) বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারী শেষে ৫৯৫৬২৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়কালে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ২৩৩৩৩ মিলিয়ন টাকা (৪.৭১%) বৃদ্ধি পেয়ে ৫১৮৫৬১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল। আলোচ্য সময়ে (ফেব্রুয়ারী, ২০০১ পর্যন্ত) মোট ব্যাংক ঋণের মধ্যে বেসরকারী খাতে ৪৫৬৬৯ মিলিয়ন টাকা (৯.১৪%) বৃদ্ধি পেয়ে ৫৪৫২১৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, সরকারী খাতে (রাষ্ট্রায়ত্ত খাতসহ) ৩৪৯৮ মিলিয়ন টাকা (৭.৪৬%) বৃদ্ধি পেয়ে ৫০৪১৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে বেসরকারী খাতে ঋণ বৃদ্ধি পায় ২৪৪২২ মিলিয়ন টাকা (৫.৪৫%) এবং সরকারী খাতে ব্যাংক ঋণ হ্রাস পায় ১০৮৯ মিলিয়ন টাকা (২.৩২%)। সারণি-৫-এ খাতওয়ারী ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ও ঋণ প্রবাহের চিত্র দেখানো হয়েছে।

## শহর ও পল্লী এলাকায় আমানত ও আগামের অংশ

পল্লী ও শহর এলাকার মধ্যে আমানত সংগ্রহ ও আগাম প্রবাহের ক্ষেত্রে সামান্য পরিবর্তন দেখা যায়। ১৯৯৯ সালের

জুন শেষে মোট আমানতে পল্লী আমানতের অংশ ছিল শতকরা ২২.৭৮ ভাগ যা বিভিন্ন সময়ে উঠানামা করে ২০০০ সালের জুন শেষে শতকরা ২২.৬ ভাগে দাঁড়িয়েছে। পক্ষান্তরে, উক্ত সময়কালে মোট আগামে পল্লীর অংশ শতকরা ১৭.৩ ভাগ হতে বিভিন্ন সময়ে উঠানামার মাধ্যমে শতকরা ১৬.৯ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। এ সময়ে আমানত সংগ্রহ বেড়েছে এবং আগামের প্রবাহ কমেছে।

পল্লী ও শহর এলাকার আমানত ও আগামের বছর ভিত্তিক গতিধারা সারণি-৬-এ দেয়া হলো।

## নগদ রিজার্ভ সংরক্ষণ আবশ্যকতা

১লা অক্টোবর ১৯৯৯ তারিখ থেকে তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ তহবিল সংরক্ষণের হার (CRR) তাদের মোট দায় (তলবী ও মেয়াদী আমানত) এর শতকরা ৫ ভাগ হতে হ্রাস করে শতকরা ৪ ভাগে নির্ধারিত হয়েছিল যা আলোচ্য সময়েও বলবৎ রয়েছে।

## তরল সম্পদ সংরক্ষণ আবশ্যকতা

ইসলামী শরিয়ত ভিত্তিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত ব্যাংকিং কোম্পানিসমূহ কর্তৃক সংরক্ষণীয় তরল সম্পদ-এর হার তাদের মোট দায় (তলবী ও মেয়াদী আমানত) এর ২০

সারণি-৪

### ব্যাংক আমানত

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| মাস/বছর | মোট আমানত | মোট আমানতের পরিবর্তন | মোট আমানতের উপর তলবী* আমানতের শতকরা হার | মোট আমানতের উপর মেয়াদী* আমানতের শতকরা হার | মোট আমানতের উপর সরকারী আমানতের শতকরা হার |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৯৯৯ | | | | | |
| মার্চ | ৫৫৪৮৪৬ | +১২০৬৭ | ১৩.৭৯ | ৭৮.০১ | ৮.২০ |
| জুন | ৫৯২৩৪০ | +৩৭৪৯৪ | ১৪.৪৬ | ৭৭.২৮ | ৮.২৬ |
| সেপ্টেম্বর | ৬০৫৬৬৩ | +১৩৩২৩ | ১৩.২১ | ৭৮.৬৭ | ৮.১১ |
| ডিসেম্বর | ৬৪৮৯৫৭ | +৪৩২৯৪ | ১৪.০৩ | ৭৭.৮১ | ৮.১৫ |
| ২০০০ | | | | | |
| মার্চ | ৬৫৭৭৪৭ | +৮৭৯০ | ১৩.৫৯ | ৭৮.৫২ | ৭.৯০ |
| জুন | ৭০২৭৮৭ | +৪৫০৪০ | ১৩.৮১ | ৭৮.০৯ | ৭.৯৯ |
| সেপ্টেম্বর | ৭২৫৯০৯ | +২৩১২২ | ১২.৯২ | ৭৯.২৫ | ৭.৭২ |
| ডিসেম্বর | ৭৬৬৩৭৪ | +৪০৪৬৫ | ১৩.৩২ | ৭৮.৮০ | ৭.৮০ |
| ২০০১ | | | | | |
| ফেব্রুয়ারী | ৭৬১৮৯৭ | -৪৪৭৭ | ১৩.০৩ | ৭৯.১৩ | ৭.৭৫ |

** তলবী ও মেয়াদী আমানতে সরকারী আমানত অন্তর্ভুক্ত নয়।*

*নোট : মোট আমানতে আন্তঃব্যাংক আমানত অন্তর্ভুক্ত নয়।*

*উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।*

সারণি-৫

## ব্যাংক ঋণ*

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| মাস/বছর | সরকারী খাতে ব্যাংক ঋণ | বেসরকারী খাতে ব্যাংক ঋণ | মোট ব্যাংক ঋণ | মোট ব্যাংক ঋণের পরিবর্তন |
|---|---|---|---|---|
| ১৯৯৯ | | | | |
| মার্চ | ৪৬২৬৪ | ৪৩১২৬৮ | ৪৭৭৫৩২ | +৫৮১৫ |
| জুন | ৪৬৯০১ | ৪৪৮৩২৭ | ৪৯৫২২৮ | +১৭৬৯৬ |
| সেপ্টেম্বর | ৪৭৪৯০ | ৪৪৬৪১৩ | ৪৯৩৯০৩ | -১৩২৫ |
| ডিসেম্বর | ৪৩৮৯২ | ৪৭০৬৯০ | ৫১৪৫৮২ | +২০৬৭৯ |
| ২০০০ | | | | |
| মার্চ | ৪৬৯৬২ | ৪৭৬৮৫৫ | ৫২৩৮১৭ | +৯২৩৫ |
| জুন | ৪৬৯১৬ | ৪৯৯৫৪৫ | ৫৪৬৪৬১ | +২২৬৪৪ |
| সেপ্টেম্বর | ৪৮৩০৪ | ৫০৮৮০৫ | ৫৫৭১০৯ | +১০৬৪৮ |
| ডিসেম্বর | ৫১৩৩৯ | ৫৩৬৫৯৮ | ৫৮৭৯৩৭ | +৩০৯২৮ |
| ২০০১ | | | | |
| ফেব্রুয়ারী | ৫০৪১৪ | ৫৪৫২১৪ | ৫৯৫৬২৮ | +৭৬৯১ |

*বৈদেশিক বিল এবং আন্তঃ ব্যাংক লেনদেন বাদে। উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।*

সারণি-৬

## শহর ও পল্লী এলাকায় আগাম ও আমানত

*(শতকরা হার)*

| বছর | আগাম | | আমানত | |
|---|---|---|---|---|
| (জুন শেষের অবস্থা) | পল্লী | শহর | পল্লী | শহর |
| ১৯৯১ | ২১.৯১ | ৭৮.০৯ | ২১.৪৫ | ৭৮.৫৫ |
| ১৯৯২ | ১৯.৯৫ | ৮০.০৫ | ২১.৫২ | ৭৮.৪৮ |
| ১৯৯৩ | ১৯.০৩ | ৮০.৯৭ | ২১.৭৬ | ৭৮.২৪ |
| ১৯৯৪ | ১৯.৮৬ | ৮০.১৪ | ২২.১১ | ৭৭.৮৯ |
| ১৯৯৫ | ১৯.৭১ | ৮০.২৯ | ২১.৯৭ | ৭৮.০৩ |
| ১৯৯৬ | ১৯.৭০ | ৮০.৩০ | ২২.৭০ | ৭৭.৩০ |
| ১৯৯৭ | ১৮.৬৪ | ৮১.৩৬ | ২২.৬৮ | ৭৭.৩২ |
| ১৯৯৮ | ১৬.৯৩ | ৮৩.০৭ | ২২.৮৮ | ৭৭.১২ |
| ১৯৯৯ | ১৭.৩২ | ৮২.৬৮ | ২২.৭৮ | ৭৭.২২ |
| ২০০০ | ১৬.৮৭ | ৮৩.১৩ | ২২.৬২ | ৭৭.৩৮ |

শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ এবং সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ কর্তৃক আইনানুগ তরল সম্পদ সংরক্ষণের হার তাদের মোট দায়ের ১০ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে। অপরদিকে, বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোকে তরল সম্পদ সংরক্ষণের দায় হতে প্রদত্ত অব্যাহতি আলোচ্য সময়েও বলবৎ রয়েছে।

## ব্যাংকিং, মুদ্রা ও ঋণ নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে কাঙ্ক্ষিত গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে ১৯৯৯/২০০০ অর্থ বছরে ব্যাংকিং, মুদ্রা ও ঋণ নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ২০০০/২০০১ অর্থ বছরেও অব্যাহত থাকে। এছাড়াও, আলোচ্য বছরে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গৃহীত হয়েছে।

১) ব্যাংকের বেশির ভাগ ঋণ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিকট কেন্দ্রীভূত হওয়ার সম্ভাবনা/প্রবণতা রোধ, ব্যাংকের ঝুঁকি হ্রাস, আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং নতুন প্রকৃত শিল্পোদ্যোক্তাদের ঋণ সুবিধা প্রদানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৃহদাংক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হারে সিলিং নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

| ব্যাংকের মোট শ্রেণীকৃত ঋণের হার | মোট ঋণ ও অগ্রিমের সাথে বৃহদাংক ঋণের সর্বোচ্চ হার |
|---|---|
| ৫% পর্যন্ত | ৮০% |
| ৬%-১০% পর্যন্ত | ৬০% |
| ১০%-১৫% পর্যন্ত | ৪০% |
| ১৬%-২০% পর্যন্ত | ৩০% |
| ২০%-এর উর্ধ্বে | ২০% |

২) বিয়ারার সার্টিফিকেট অব ডিপোজিট নামের সঞ্চয় প্রকল্পটির সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যালোচনাপূর্বক প্রকল্পটি আর দীর্ঘায়িত না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং ১লা জানুয়ারী, ২০০১ থেকে নতুন সার্টিফিকেট ইস্যু বন্ধ রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল ব্যাংককে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৩) আলোচ্য অর্থ বছরে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে, ব্যাংকসমূহ একক বা যৌথ উভয় প্রকার হিসাব খোলার সময় বাধ্যতামূলকভাবে নমিনী (Nominee) নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং বিদ্যমান হিসাবসমূহেও পর্যায়ক্রমে নমিনী নিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

## আর্থিক খাত সংস্কার

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যাংকিং তথা আর্থিক খাতের ভূমিকা যথাযথ করার লক্ষ্যে ১৯৯১ সালের শুরুতে যে আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়, ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে তার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। এ সংস্কার কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্যায়ে ১লা মে ১৯৯৭ থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকিং পুনর্গঠন প্রকল্প (Commercial Banking Restructuring Project) বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয় এবং ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯-এ তা শেষ হয়।

সংস্কার কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকী ক্ষমতা অধিকতর সুদৃঢ়ীকরণের লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় "কেন্দ্রীয় ব্যাংক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প" (Central Bank Technical Assistance Project) নামে একটি প্রকল্প অবলম্বনের বিষয় বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

যে উদ্দেশ্য সামনে রেখে "কেন্দ্রীয় ব্যাংক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প" প্রস্তাবিত হয়েছে সেগুলো হলোঃ

১। বাংলাদেশ ব্যাংকের কাঠামোগত পুনর্গঠন,
২। মানব সম্পদ উন্নয়ন,
৩। আর্থিক খাতের সুবিবেচিত পরিচালনামূলক প্রবিধান প্রণয়ন (Prudential Regulations) এবং তদারকী জোরদারকরণ,
৪। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রবলেম ব্যাংক বিভাগ শক্তিশালীকরণ,
৫। বাংলাদেশ ব্যাংকের কম্পিউটারায়ন,
৬। হিসাব ও নিরীক্ষা পদ্ধতি উন্নতকরণ এবং
৭। বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণ।

## কৃষি খাত

কৃষি খাতের অব্যাহত প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রাথমিকভাবে ২০০০/২০০১ অর্থ বছরে ৩২১৬৯ মিলিয়ন টাকা কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আকস্মিক বন্যাজনিত কারণে উপদ্রুত এলাকাসমূহে পুনর্বাসনের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ৪৯০ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি করা হয়, ফলে মোট ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ৩২৬৫৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এছাড়াও, উপদ্রুত এলাকাসমূহে ঋণ কার্যক্রম কঠোরভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ২০০০/২০০১ অর্থ বছরের জানুয়ারী, ২০০১ পর্যন্ত সময়ে ১৫৩৭১ মিলিয়ন টাকার কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়, যার পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়ে ছিল ১২৮৯৮ মিলিয়ন টাকা।

কৃষি ঋণের যথাযথ ও সময়োপযোগী বিতরণ, আদায় পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং সার্বিকভাবে ঋণ পরিস্থিতি তদারকির জন্য পূর্ববর্তী বছরগুলোতে গৃহীত ও অনুসৃত নির্দেশক নীতিমালা আলোচ্য বছরেও অব্যাহত থাকে। এছাড়াও, আলোচ্য বছরে ব্যাংকসমূহকে অনুসরণের জন্য নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন করা হয়।

(ক) বন্যা উপদ্রুত এলাকাসমূহে অর্থ বছরের শুরুতে ধার্যকৃত কৃষি ঋণের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রার দ্বিগুণ করা হয়েছে।

(খ) বন্যা উপদ্রুত এলাকায় কৃষি পুনর্বাসনে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম প্রতিনিয়ত নিবিড়ভাবে তদারকীর প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশক্রমে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেক থানায় একটি "কৃষি ঋণ বিতরণ অভিযোগ ও তদারকী সেল" গঠন করা হয়েছে। উক্ত সেল ঋণ বিতরণ তদারকী ছাড়াও বিতরণ সংক্রান্ত প্রাপ্ত অভিযোগ তদন্ত করে দ্রুত জেলা প্রশাসককে অবহিত করে। জেলা প্রশাসকগণ এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের স্থানীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অবহিত করে।

(গ স্ব-স্ব ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ঋণ বিতরণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে মনিটরিং করছে।

(ঘ) বন্যার পানি কমে যাবার সংগে সংগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার কৃষকদেরকে অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে এবং স্বচ্ছতার সাথে কৃষি ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে।

(ঙ) হালের বলদ ও কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য নিয়ম অনুযায়ী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

(চ) বন্যাজনিত কারণে যে সকল কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদের ঋণ ১ (এক) বছরের জন্য পুনঃতফসীল করে নতুন ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ মঞ্জুরের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ফসল উৎপাদনের সম্ভাবনা শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক যাচাই-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(ছ) ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে ইতোপূর্বে জারীকৃত বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুসরণীয়।

(জ) বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ মোতাবেক এলাকার বাস্তব প্রয়োজনের নিরীখে বর্তমান মৌসুমের জন্য ঋণ বিতরণ সময়সীমা শিথিল করা হয়েছে।

(ঝ) এছাড়া, বন্যা উপদ্রুত এলাকায় উপজেলাওয়ারী বাস্তবায়িত ঋণ কার্যক্রম এবং পূর্বের ও বর্তমান লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কিত প্রতিবেদন অতি জরুরী ভিত্তিতে প্রতি সপ্তাহে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগে প্রেরণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

## শিল্প খাত

শিল্প খাতে পুনর্বাসন কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৯/২০০০ অর্থ বছরে ব্যাংকসমূহকে অনুসরণের জন্য নিম্নবর্ণিত যেসব নির্দেশাবলী প্রদান করা হয় তা ২০০০/২০০১ অর্থ বছরেও অব্যাহত রয়েছেঃ

ক) চিহ্নিত রুগ্ন শিল্প/নিবন্ধনকৃত রুগ্ন শিল্পসমূহের মধ্যে প্রকৃত রুগ্ন ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিশেষ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে অনধিক ৫ মিলিয়ন টাকা প্রকল্প ঋণ গ্রহণকারী

ক্ষুদ্র রুগ্ন শিল্পসমূহের ঋণের সুদ মওকুফের আবেদন বিবেচনাপূর্বক যথাযথ সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৯৮/৯৯ অর্থ বছরে সুদ মওকুফ সংক্রান্ত যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল তা ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে তার দায়িত্ব সমাপ্ত করায় উক্ত কমিটি বিলুপ্ত হয়েছে। উক্ত কমিটির সুপারিশসমূহ ব্যাংকসমূহের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনের পর মওকুফকৃত অর্থের শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে বন্ডের মাধ্যমে প্রদান করবে। সুদ মওকুফের সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে সরকার মওকুফকৃত সুদের ২৫ শতাংশ ক্ষতিপূরণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করবে এবং সংশ্লিষ্ট রুগ্ন শিল্প কর্তৃক ঋণ পরিশোধিত হওয়ার পর অবশিষ্ট ২৫ শতাংশ প্রদান করবে।

খ) রুগ্ন হিসেবে চিহ্নিত শিল্পসমূহের মধ্যে যেসব প্রকল্পের মূল ঋণ ৫ মিলিয়ন টাকার অধিক, সেসব প্রকল্পের জন্য ১০ মিলিয়ন টাকার অধিক সাধারণ সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন নেয়া প্রয়োজন হবে।

এ ছাড়াও আলোচ্য বছরে শিল্প খাতের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহকে অনুসরণের জন্য নিম্নবর্ণিত নির্দেশাবলী প্রদান করা হয়।

১) বর্তমান বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন শিল্পে চলতি মূলধন ঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রচলিত ঋণ নিয়মাচার (Credit Norms) নমনীয় করা হয়। বর্তমান নিয়মাচার অনুযায়ী সর্বোচ্চ ঋণ সীমা হিসেব করার ক্ষেত্রে প্রকল্পের Capacity Utilization সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাংকের প্রকৌশলীর প্রতিবেদন এবং ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্ক বিবেচনা করা হবে। তবে, চলতি মূলধন নির্ণয়ের জন্য কোন ক্ষেত্রে ৯০%-এর উর্ধ্বে গ্রহণযোগ্য হবে না। ৭৫% এর উর্ধ্বে Capacity Utilization দেখিয়ে চলতি মূলধন ঋণ মঞ্জুর করতে হলে ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ মঞ্জুরীদানকারী কর্তৃপক্ষকে এত অধিক Utilization-এর বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে হবে। ঋণ নিয়মাচার প্রণয়ন করা হয়নি এমন খাতসমূহের জন্য Capacity Utilization-এর ভিত্তিতে চলতি মূলধন ঋণ প্রদান করা যাবে। তবে নতুন প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রথম বছরে ৫০%-এর অধিক Capacity ধরা যাবে না। Capacity Utilization এর হিসেব রাখার জন্য প্রতি মাসের গড় Utilization সংশ্লিষ্ট ঋণ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে। ঋণ বৃদ্ধি/নবায়ন বিবেচনার সময় ১২ মাসের গড় Capacity Utilization কে Ceiling হিসাবে ধরা যুক্তিযুক্ত হবে। এই নিয়মাচার ১০টি প্রধান শিল্প খাত ব্যতীত ব্যাংক ঋণ আওতাভুক্ত অন্যান্য শিল্প খাতের (৪৭টি) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

২) যে সকল হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ইইসি'র নিষেধাজ্ঞা এবং মহাপ্লাবন ইত্যাদি আওতা বহির্ভূত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের ১৯৯৭ এবং ১৯৯৮ সালের ঋণের সুদের ৮০% মওকুফ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে। মওকুফকৃত সুদের মধ্যে ব্যাংকসমূহ নিজস্ব হিসাব হতে ৪০% বহন করবে। অবশিষ্ট ৪০% সুদ মওকুফের অর্থ পুনঃভরণের নিমিত্তে সরাসরি অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে দাবী পেশ করবে। ২০% সুদ উদ্যোক্তা নিজেই বহন করবে।

৩) ব্যবসা/বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠভাবে পরিচালনার স্বার্থে কোন চলমান ঋণ গ্রহণযোগ্য কারণে 'নিম্নমান' হিসেবে শ্রেণীকৃত হলে পর্যাপ্ত জামানত দ্বারা আবৃত থাকা সাপেক্ষে ঋণ হিসাবটি পুরোপুরি সমন্বয়ের পরিবর্তে নগদ জমার মাধ্যমে ঋণ স্থিতি ঋণ সীমার নীচে আনয়নপূর্বক নবায়ন করা যাবে। তবে ঋণটি 'সন্দেহজনক' বা 'মন্দ' হিসেবে শ্রেণী বিন্যাসিত হলে প্রচলিত নিয়মই প্রযোজ্য হবে।

৪) ঈদ-উল-আযহা মৌসুমে চামড়া ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ব্যাংকসমূহ চামড়া শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণ হিসাব নিয়মিত থাকার প্রেক্ষিতে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে যথাসময়ে ঋণ সুবিধা প্রদান বিবেচনা করবে।

## বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বিনিময়যোগ্য বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ জুন, ২০০০ শেষের ৮১৪৬৬ মিলিয়ন টাকা (১৬০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) হতে ২২৭৭ মিলিয়ন টাকা (৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হ্রাস) বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ২০০১ শেষে ৮৩৭৪৩ মিলিয়ন টাকায় (১৫৫৫ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে এর পরিমাণ ৭৮৯৩ মিলিয়ন টাকা (৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) বৃদ্ধি পেয়ে ৮১৫৪৩ মিলিয়ন টাকায় (১৬০৪ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়িয়েছিল।

বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের মাস ভিত্তিক পরিসংখ্যান সারণি-৭ এ দেয়া হয়েছে।

## বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নীতি

বিনিময় হার

আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় রপ্তানিযোগ্য পণ্যের প্রতিযোগিতা বজায় রাখার লক্ষ্যে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশী টাকার দুইবার অবমূল্যায়ন করা হয়। ফলে জুন, ২০০০ শেষে টাকা-ডলার বিনিময় হার দাঁড়ায় ১ ডলার=৫১.০০ টাকা (মধ্যমান)। ২০০০/২০০১ অর্থ বছরের মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত সময়ে ডলারের বিপরীতে টাকার একবার অবমূল্যায়ন করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় সর্বশেষ ১৩ই আগস্ট, ২০০০ তারিখে টাকা-ডলার বিনিময় হার পুনঃনির্ধারণ করে ১ ডলার=৫৪.০০ টাকা (মধ্যমান) নির্ধারণ করা হয়। ফলে আলোচ্য অর্থ বছরের জুলাই-মার্চ সময়ে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মানে শতকরা ৫.৫৬ ভাগ অবমূল্যায়ন ঘটে। এছাড়া, ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখ হতে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত হারে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের সাথে মার্কিন ডলার কেনা-বেচার প্রচলিত রীতি পরিবর্তন করে প্রত্যেক

সারণি-৭

### বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

| মাস শেষে | রেট (মার্কিন ডলার/বাংলাদেশ টাকা) | মিলিয়ন মার্কিন ডলারে | মিলিয়ন টাকায় |
|---|---|---|---|
| ১৯৯৯ | | | |
| মার্চ | ৪৮.৫০ | ১৫৫৫.৩২ | ৭৫১৯৯.৬০ |
| জুন | ৪৮.৫০ | ১৫২৩.২৬ | ৭৩৬৪৯.৭০ |
| সেপ্টেম্বর | ৪৯.৫০ | ১৬৫৩.০২ | ৮১৫৭৬.৬০ |
| ডিসেম্বর | ৫১.০০ | ১৬৪৫.০২ | ৮৩৬৪৯.৫০ |
| ২০০০ | | | |
| মার্চ | ৫১.০০ | ১৬০৩.৬১ | ৮১৫৪৩.৪০ |
| জুন | ৫১.০০ | ১৬০২.০৮ | ৮১৪৬৫.৬০ |
| সেপ্টেম্বর | ৫৪.০০ | ১৩৮৪.২৭ | ৭৪৫৪৩.১০ |
| ডিসেম্বর | ৫৪.০০ | ১৫১৫.৬৭ | ৮১৬১৮.৮০ |
| ২০০১ | | | |
| মার্চ | ৫৪.০০ | ১৫৫৫.১১ | ৮৩৭৪২.৯০ |

লেনদেনের জন্য পৃথক একটি ব্যান্ডে (টাকা ৫৩.৮৫ থেকে টাকা ৫৪.১৫) কেনা-বেচার রীতি গ্রহণ করে।

## বৈদেশিক মুদ্রা বিধি-ব্যবস্থাদিতে সাধিত পরিবর্তনসমূহ

জুলাই, ২০০০ হতে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাদিতে সাধিত পরিবর্তনসমূহ হলোঃ

১) ৩রা ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে অনুমোদিত ডিলারগণকে এনএফসিডি মেয়াদী জমাগুলোর স্থিতি বিদেশে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকের সাথে বিনিয়োগ ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অনুমোদিত ডিলারের পরিচালিত সুদবাহী বৈদেশিক মুদ্রা ক্লিয়ারিং একাউন্টে গচ্ছিত রাখার প্রাধিকার ঘোষিত হয়; বৈদেশিক মুদ্রায় স্থানীয় বিনিয়োগের জন্য উক্ত মোট স্থিতির অনধিক ৫০% নিম্নরূপে ব্যবহার করার প্রাধিকার ঘোষিত হয়েছেঃ-

(ক) রপ্তানিমুখী শিল্পের উপকরণাদি আমদানীর জন্য তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ্য (সাইট) ভিত্তিক ব্যাক-টু-ব্যাক আমদানী ঋণ পত্রের মূল্য সংশ্লিষ্ট রপ্তানির মূল্য প্রত্যাবাসনের পূর্বেই পরিশোধের জন্য স্বীয় রপ্তানীকারক মক্কেলকে ঋণদান;

(খ) রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় সম্পূর্ণ বা আংশিক বিদেশী মালিকানাধীন (টাইপ এ ও বি) প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্বারা অত্র এলাকার বাইরে বাংলাদেশে কার্যরত অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের এ্যাকসেপট্যান্স সম্বলিত বৈদেশিক মুদ্রা ইউজ্যান্স বিলের ডিসকাউন্টিং;

২) স্বীয় উৎপাদনের জন্য উপকরণাদির (ব্যাক-টু-ব্যাক ব্যবস্থা বহির্ভূত) আমদানীর বিল প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ প্রচ্ছন্ন রপ্তানির বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তির তারিখের ত্রিশ দিনের মধ্যে পরিশোধ্য হবে এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের লিখিত আবেদন অনুযায়ী প্রাপ্ত রপ্তানিমূল্য হতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা (রিটেনশন কোটার অতিরিক্ত হলেও) আমদানী বিল পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত অনুমোদিত ডিলারগণ ধারণ করতে পারবেন মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে আমদানী বিল পরিশোধে ব্যবহৃত না হলে রিটেনশন কোটার অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রা আবশ্যিকভাবে টাকায় নগদায়ন করতে হবে।

৩) দেশীয় হস্তচালিত তাঁত বস্ত্র রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক শিল্পে সরবরাহের অথবা সরাসরি রপ্তানির বিপরীতে শুল্ক বন্ড অথবা ডিউটি ড্র-ব্যাক এর পরিবর্তে বস্ত্রমূল্যের ২৫% হারে নগদ সহায়তা সুবিধা অব্যাহত রয়েছে। ৪ঠা মার্চ, ২০০১ তারিখে পূর্বের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে জামদানী শাড়ী, লুঙ্গী ও গামছার ১লা জুলাই, ২০০০ ও তৎপরবর্তীকালে জাহাজীকৃত চালানের রপ্তানির বিপরীতে শুল্ক বন্ড ও ডিউটি ড্র-ব্যাকের পরিবর্তে এফওবি মূল্যের ১০% হারে নগদ সহায়তা প্রদানের নির্দেশনা জারী করা হয়।

৪) দেশীয় বস্ত্র দ্বারা প্রস্তুতকৃত প্যাচওয়ার্ক কাঁথা (Quilt) এবং তাজা ও কৃত্রিম ফুল রপ্তানির বিপরীতে ১০% হারে নগদ ভর্তুকী প্রদান ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের ন্যায় চলতি অর্থ বছরেও অব্যাহত থাকে। প্যাচওয়ার্ক কাঁথা সামগ্রী রপ্তানির বিপরীতে প্রদেয় ১০% নগদ ভর্তুকীর অংক নিরূপনে সর্বোচ্চ এফওবি মূল্যের সিলিংসমূহ সুনির্দিষ্ট হারে পুনঃনির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে।

৫) আলোচ্য অর্থ বছরে জাহাজীকৃত চামড়াজাত দ্রব্যাদি রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানী মূল্য প্রত্যাবাসনের পর নগদ সহায়তার আবেদন দাখিলের সর্বোচ্চ সময়সীমা ৩০০ দিনের পরিবর্তে ১৮০ দিন করা হয়েছে। ১০০% রপ্তানিমুখী দেশীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চামড়াজাত দ্রব্যাদি রপ্তানির বিপরীতে ১০% নগদ সহায়তা প্রদান আলোচ্য অর্থ বছরেও অব্যাহত থাকে। পাকিস্তান, ভারত, হংকং ও সিংগাপুর ব্যতীত বিশ্বের অন্যান্য দেশে ঋণপত্রের পাশাপাশি চুক্তিপত্রের মাধ্যমে চামড়াজাত দ্রব্যাদি রপ্তানির ক্ষেত্রেও নগদ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সারণি-৮

## কৃষি ঋণ কার্যক্রম

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| অর্থ বছর | কর্মসূচী* | প্রকৃত বিতরণ | আদায় | বকেয়া/স্থিতি |
|---|---|---|---|---|
| ১৯৯৯-২০০০ (জানুয়ারী পর্যন্ত) | ৩৩৩১০ | ১২৮৯৮ | ১৪৯৬১ | ৯৭৪৬৪ |
| ২০০০-২০০১ (জানুয়ারী পর্যন্ত) | ৩২৬৫৯ | ১৫৩৭১ | ১৫৭৬০ | ১০৪৯২২ |

* বাৎসরিক কর্মসূচী।

সারণি-৯

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ব্যাংকের নাম | কর্মসূচী (২০০০-২০০১) | জুলাই ২০০০ হতে জানুয়ারী, ২০০১ পর্যন্ত | |
|---|---|---|---|
| | | বিতরণ | আদায় |
| সোনালী | ৩৮০০ | ১৩৫৮ | ১৩১৩ |
| জনতা | ২৪২৩ | ৮২১ | ১১২১ |
| অগ্রণী | ২৮০০ | ৮৮৪ | ১২৫১ |
| রূপালী | ২৩০ | ২৬ | ৪৬ |
| <u>উপ মোট</u> | <u>৯২৫৩</u> | <u>৩০৮৯</u> | <u>৩৭৩১</u> |
| বিকেবি | ১৫৩৯০ | ৯০৫১ | ৮৭৯৫ |
| রাকাব | ৪২০০ | ১৯৯৮ | ২০২৫ |
| বিএসবিএল | ১৬৫ | ১ | ৯ |
| বিআরডিবি | ৩৬৫১ | ১২৩২ | ১২০০ |
| <u>উপ মোট</u> | <u>২৩৪০৬</u> | <u>১২২৮২</u> | <u>১২০২৯</u> |
| সর্ব মোট | ৩২৬৫৯ | ১৫৩৭১ | ১৫৭৬০ |

৬) প্রবাসী বাংলাদেশীগণ কর্তৃক এনএফসিডি হিসাব খোলার নিয়মাবলী সহজীকরণ করা হয়েছে এবং সকল ব্যাংককে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের বিভিন্ন দূতাবাস/হাইকমিশন/কনসুলেট অফিসে প্রয়োজনীয় সংখ্যক এনএফসিডি হিসাব খোলার আবেদনপত্র/ফরম প্রেরণ করার যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

## কৃষি খাতে অর্থ সংস্থান

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের জন্য ৩২৬৫৯ মিলিয়ন টাকার ঋণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ৩৩৩১০ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে মোট কর্মসূচীর মধ্যে ফসল উৎপাদনের জন্য

১৬২৪০ মিলিয়ন টাকা, সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ১৪০ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য কর্মকান্ডের জন্য অবশিষ্ট ১৬২৭৯ মিলিয়ন টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে (জানুয়ারী, ২০০১ পর্যন্ত) মোট ১৫৩৭১ মিলিয়ন টাকার কৃষি ঋণ প্রদান করেছে, যা মোট কর্মসূচীর শতকরা ৪১.০৭ ভাগ। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১২৮৯৮ মিলিয়ন টাকা যা মোট কর্মসূচীর শতকরা ৩৮.৭২ ভাগ ছিল। আলোচ্য বছরের জানুয়ারী পর্যন্ত সময়ে ঋণ বিতরণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় শতকরা ১৯.১৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মোট আদায়কৃত কৃষি ঋণের পরিমাণ ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের (জানুয়ারী, ২০০১ পর্যন্ত) দাঁড়ায় ১৫৭৬০ মিলিয়ন টাকা, পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ১৪৯৬১ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে ঋণ আদায় শতকরা ৫.৩৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। জানুয়ারী, ২০০১ শেষে কৃষি ঋণের স্থিতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ৯৭৪৬৪ মিলিয়ন টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১০৪৯২২ মিলিয়ন টাকায় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ৬০৪৩৮ মিলিয়ন টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৬৮০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

৮ নম্বর সারণিতে কৃষি ঋণ কার্যক্রমের তুলনামূলক সার্বিক চিত্র এবং ৯ নম্বর সারণিতে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক চিত্র দেয়া হলো।

## কৃষি খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃ অর্থ সংস্থান

ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে (জানুয়ারী, ২০০১ পর্যন্ত) কৃষি খাতে পুনঃ অর্থসংস্থান হিসেবে মোট ৩৫৩৯[সা] মিলিয়ন টাকা গ্রহণ করেছে এবং ৩৮৩৩[সা] মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করেছে। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৩৪৬ মিলিয়ন টাকা ও ২৩৩২ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরের জানুয়ারী শেষে অর্থ সংস্থানের স্থিতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ৩৯৫০৫ মিলিয়ন টাকা হতে শতকরা ৩.২০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪০৭৬৯[সা] মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

[সা] = সাময়িক।

সংযোজনী-১

### বাংলাদেশ ব্যাংক ঃ স্থিতি পত্র

ইস্যু বিভাগ

দায়

| বিবরণ | ৩০শে জুন, ২০০০ | | ৩০শে জুন, ১৯৯৯ | |
|---|---|---|---|---|
| | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ব্যাংকিং বিভাগে রক্ষিত নোট | ১১৩৭৪৬০ | | ৭৭৮১৪৬০ | |
| প্রচলিত নোট* | ১১০৩৪৫৮১৮৯৮৫ | | ৯৪৭৮৬৫১৯৭১০ | |
| মোট প্রচলিত নোট | | ১১০৩৪৬৯৫৬৪৪৫ | | ৯৪৭৯৪৩০১১৭০ |
| মোট দায় | | ১১০৩৪৬৯৫৬৪৪৫ | | ৯৪৭৯৪৩০১১৭০ |

** বাতিলকৃত পাকিস্তানী নোট যা বাজার হতে প্রত্যাহৃত হয়েছে তদপরিবর্তে পাকিস্তান সরকার/স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান এর উপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার/বাংলাদেশ ব্যাংকের উক্ত দাবী সম্পর্কে কোন প্রতিকূলতা সৃষ্টি করবে না।*

সংযোজনী-১ (চলমান)

# বাংলাদেশ ব্যাংক ঃ স্থিতি পত্র

## ইস্যু বিভাগ

### সম্পদ

| বিবরণ | ৩০শে জুন, ২০০০ | | ৩০শে জুন, ১৯৯৯ | |
|---|---|---|---|---|
| | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ক) স্বর্ণ মুদ্রা ও স্বর্ণ বার | ১৫৮৭৮২৯২৪৫ | - | ১০০১৫৭৫০০০ | |
| রৌপ্য বার | - | - | | |
| আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে রক্ষিত এসডিআর | - | - | | |
| **অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা** | ৪০০০০০০০০০০ | ৪১৫৮৭৮২৯২৪৫ | ৪০০০০০০০০০০ | ৪১০০১৫৭৫০০০ |
| খ) টাকা মুদ্রা | ৩৪২৯৯৫১৫৪ | | ২৯০৩৩৯৮৭৯ | |
| বাংলাদেশ সরকারের ঋণপত্র** | ৩৯০০৫৩০১৮৪১ | | ২৬৬৮১৫৫৬০৮৬ | |
| অভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল ও অন্যান্য | | | | |
| **বাণিজ্যিক কাগজ** | ২৯৪১০৮৩০২০৫ | ৬৮৭৫৯১২৭২০০ | ২৬৮২০৮৩০২০৫ | ৫৩৭৯২৭২৬১৭০ |
| মোট সম্পদ | | ১১০৩৪৬৯৫৬৪৪৫ | | ৯৪৭৯৪৩০১১৭০ |

*** পাকিস্তানী নোটের পরিবর্তে বাংলাদেশী নোট ইস্যু করার জন্য সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সৃষ্ট বিশেষ এডহক ট্রেজারী বিলও এর অন্তর্ভুক্ত।*

*- = নেই।*

সংযোজনী-১ (চলমান)

# বাংলাদেশ ব্যাংক ঃ স্থিতি পত্র

ব্যাংকিং বিভাগ

দায়

| বিবরণ | ৩০শে জুন, ২০০০ | | ৩০শে জুন, ১৯৯৯ | |
|---|---|---|---|---|
| | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| পরিশোধিত মূলধন | | ৩০০০০০০০ | | ৩০০০০০০০ |
| সংরক্ষিত তহবিল | | ৩০০০০০০০ | | ৩০০০০০০০ |
| পল্লী ঋণ তহবিল | | ৩২০০০০০০০০ | | ৩০০০০০০০০০ |
| শিল্প ঋণ তহবিল | | ১৩৮৭৮৫২৪৫০ | | ১২৩৭৮৫২৪৫০ |
| রপ্তানী ঋণ তহবিল | | ১৩০০০০০০০০ | | ১১৭০০০০০০০ |
| কৃষি ঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিল | | ৩২০০০০০০০০ | | ৩০০০০০০০০০ |
| আমানতঃ | | | | |
| ক) সরকার | ৯৯০১৬৩৯৩ | | ৬২৮৫৮৭৬ | |
| খ) ব্যাংক | ৪১৮৩৭৬৬০১১০ | | ৩৮১২৪৬৭৯৪৩৯ | |
| গ) অন্যান্য | ৪৩৪৬৫৪০২১৭৬ | ৮৫৩১২৯৬৩৯৭৯ | ৪৫৪৭৬৩০৪৩২২ | ৮৩৬০৭২৬৯৬৩৭ |
| এস ডি আর-এর বরাদ্দ | | ৩০৫১৭৩১৬৩০ | | ৯১৭৪৩১২০৫ |
| দেয় বিল | | ৯৬৮৪০৫৯ | | ১২১৩৩০৫১ |
| অন্যান্য দায় | | ৩৬১২০৯০৮০৭৩ | | ৩৩০৬৬৬৫৩২০ |
| মোট দায় | | ১৩৩৬৪৩১৪০১৯১ | | ১২৬০৭১৩৫১৬৬৩ |

সংযোজনী-১ (চলমান)

# বাংলাদেশ ব্যাংক ঃ স্থিতি পত্র

ব্যাংকিং বিভাগ

সম্পদ

| বিবরণ | ৩০শে জুন, ২০০০ | | ৩০শে জুন, ১৯৯৯ | |
|---|---|---|---|---|
| | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| নোট | | ১১৩৭৪৬০ | | ৭৭৮১৪৬০ |
| টাকা মুদ্রা | | ৩১৫ | | ১০ |
| সম্পূরক মুদ্রা<br>ক্রীত ও বাটাকৃত বিল | | ২৩৬ | | ২৪৮৪ |
| ক) অভ্যন্তরীণ | - | | - | |
| খ) বৈদেশিক | - | | - | |
| গ) সরকারী ট্রেজারী বিল | ১২৯০৫৩২৬৯১ | ১২৯০৫৩২৬৯১ | ৯৯৩১৪৭২৮ | ৯৯৩১৪৭২৮ |
| বাংলাদেশের বাইরে রক্ষিত স্থিতি* | | ৩৯৭০৬২২৩০০৬ | | ৩২১৭০২৪২৫৪১ |
| আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে রক্ষিত এস ডি আর | | ১৭১৫৯৬১৩১ | | ৪৬১১৩৬২৫০ |
| সরকারকে প্রদত্ত ঋণ ও আগাম | | ৬৪০০০০০০০ | | ৬৪০০০০০০০ |
| অন্যান্য ঋণ ও আগাম | | ১৮৮৭৩৮৪৪৩৫১ | | ২২৬৩২৫৩০১২২ |
| বিনিয়োগ | | ৪৪৪০৮৯০২০৯৩ | | ৪৩২৮১৩৫৩৫০৭ |
| অন্যান্য সম্পদ | | ২৮৫৫০৯০৩৯০৮ | | ২৬৭৭৮৯৯০৫৬১ |
| মোট সম্পদ | | ১৩৩৬৪৩১৪০১৯১ | | ১২৬০৭১৩৫১৬৬৩ |

** নগদ টাকা ও স্বল্প মেয়াদী ঋণপত্র এর অন্তর্ভুক্ত।*

*- = নেই।*

# রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক

## সোনালী ব্যাংক

সোনালী ব্যাংক দেশের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক যার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। ৩১ শে ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে ব্যাংকটির শাখা সংখ্যা ছিল ১২৯৩টি (শহরাঞ্চলে ৪২১টি এবং গ্রামাঞ্চলে ৮৭১টি এবং ১টি ভারতের কলিকাতায় অবস্থিত)। এছাড়া ১৯৯৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে "সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনকর্পোরেটেড" নামে একটি পূর্ণাঙ্গ সাবসিডিয়ারী কোম্পানী স্থাপনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং অঙ্গনে ব্যাংকটি কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে। এ কোম্পানী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের অর্থ সহজে ও দ্রুত দেশে প্রেরণের আন্তর্জাতিক

*ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় গড়ে ওঠা একটি আধুনিক পোল্ট্রি খামার*

অর্থ প্রেরক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে থাকে। নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে প্রধান অফিস ছাড়াও পরবর্তীতে ব্রুকলীন, এস্টোরিয়া, জ্যাকসন হাইট এবং ক্যালিফোর্নিয়ার লসএঞ্জেলেসে কোম্পানীর শাখা/বুথ অফিস স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৯৯ সালে যুক্তরাজ্যস্থ সোনালী ব্যাংকের শাখাসমূহের স্বাভাবিক কার্যক্রম শুধুমাত্র রেমিট্যান্স (বড বিক্রিসহ), বৈদেশিক বাণিজ্য (এলসিসহ সকল কার্যক্রম) এবং ট্রেজারী বিজনেস-এ রূপান্তরিত হয়ে "সোনালী ট্রেড এন্ড ফাইনান্স (ইউকে) লিঃ" নামে লন্ডন, লুটন, ব্রাডফোর্ড, বার্মিংহাম ও ম্যানচেস্টার-এ পরিচালিত হচ্ছে। যুক্তরাজ্যস্থ শাখাসমূহকে পূর্ণ ব্যাংকিং কার্যক্রমে রূপান্তরের লক্ষ্যে Financial Services Authority (FSA), UK -এর

## অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

সারণি-১

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ১০০০০ | ১০০০০ | ১০০০০ | ১০০০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ৩২৭২ | ৩২৭২ | ৩২৭২ | ৩২৭২ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ২০৩৬ | ২১৮০ | ২১৮০ | ২১৮০ |
| ৪। | আমানত ঃ | ১৬৯৩৭৩ | ১৯৭৮৮৬ | ১৯৫৫০৬ | ১৯৮৫৩০ |
| | ক) তলবী আমানত | ৩৮৩৮৪ | ৪৬৮৯৫ | ৪৪৪৫৮ | ৪৬৪৮০ |
| | খ) মেয়াদী আমানত | ১৩০৯৮৯ | ১৫০৯৯১ | ১৫১০৪৮ | ১৫২০৫০ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ১২৩৫৬৩ | ১৩৩২৩১ | ১৩৫০৬৯ | ১৩৮০৭৩ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ৩৩১০২ | ৪৪১৫২ | ৫০০২৯ | ৫৩০৩১ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ১৯০৮২৫ | ২৩৭১০৩ | ২২৬২১৭ | ২৪০৭১৭ |
| ৮। | মোট আয় | ১২৪৩০ | ১৫১৪৬ | ৪৫৬৮ | ৮৪৮৪ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ১২৩০৩ | ১৩৯৭৬ | ৪১৪৫ | ৮৩২৬ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ১১৫৫৩৬ | ১৪৩৪৫৮ | ৩০১৬৩ | ৮৩৫০৯ |
| | ক) রপ্তানি | ৩৮৯৫৭ | ৪৪২১০ | ১০৩৫৬ | ২৮৭৫০ |
| | খ) আমদানি | ৩৫২৭৬ | ৫০৮২২ | ১১২৭৫ | ৩১৭৫৯ |
| | গ) রেমিটেন্স | ৪১৩০৩ | ৪৮৪২৬ | ৮৫৩২ | ২৩০০০ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ২৬০৫৫ | ২৬০৪৬ | ২৬০৯২ | ২৬২৭৫ |
| | ক) কর্মকর্তা | ১১৯৯০ | ১২১৭১ | ১২২২৪ | ১২৪১০ |
| | খ) কর্মচারী | ১৪০৬৫ | ১৩৮৭৫ | ১৩৮৬৮ | ১৩৮৬৫ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ৩৮১ | ৩৮৬ | ৩৮৮ | ৩৯০ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ১৩০৬ | ১২৯৩ | ১২৯৩ | ১২৯৬ |
| | ক) বাংলাদেশে | ১৩০৫ | ১২৯২ | ১২৯২ | ১২৯৫ |
| | খ) বিদেশে | ১ | ১ | ১ | ১ |

প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

সোনালী ব্যাংকের মোট অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ২০০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০০ মিলিয়ন, ৩২৭২ মিলিয়ন ও ২১৮০ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটি ২০০০ সালে ১১৪১ মিলিয়ন টাকা মুনাফা অর্জন করেছে যার প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ৭৫.১৭ ভাগ। ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির ১২১৭১ জন কর্মকর্তা ও ১৩৮৭৫ জন কর্মচারীসহ মোট জনশক্তি ছিল ২৬০৪৬ জন।

সোনালী ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ২০০০ সালে ২৮৫১৩ মিলিয়ন টাকা (১৬.৮৩%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৮৮৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে ব্যাংকটির তলবী আমানত ৮৫১১ মিলিয়ন টাকা (২২.১৭%) বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬৮৯৫ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানত ২০০০২ মিলিয়ন টাকা (১৫.২৭%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৫০৯৯১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সোনালী ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতির পরিমাণ ৯৬৬৮ মিলিয়ন টাকা (৭.৮২%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৩২৩১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালে সোনালী ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী খাতের অংশ ছিল যথাক্রমে ১৯৩৮৭ মিলিয়ন টাকা (১৪.৫৫%) এবং ১১৩৮৪৪ মিলিয়ন টাকা (৮৫.৪৫%)। আলোচ্য বছরে সোনালী ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ১১৫৫৩৬ মিলিয়ন টাকা হতে ২৭৯২২ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৩৪৫৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এ সময় বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্স বাবদ ব্যবসার পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় যথাক্রমে ১৫৫৪৬ মিলিয়ন টাকা, ৫২৫৩ মিলিয়ন টাকা ও ৭১২৩ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৫০৮২২ মিলিয়ন টাকা, ৪৪২১০ মিলিয়ন টাকা ও ৪৮৪২৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। রপ্তানির পরিমাণ ৩১শে মার্চ ২০০১ইং পর্যন্ত ৩ মাসে ছিল ১০৫৩৩.৭০ মিলিয়ন টাকা যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১১% বেশী। আশা করা যায় চলতি বছরের বাদবাকী ৯ মাসে এ বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকবে। দেশের খাদ্য, ভোজ্য ও জ্বালানি তেল এবং ক্যাপিটাল মেশিনারীজ আমদানি কম হওয়ায় চলতি বছর ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ৩ মাসে আমদানির পরিমাণ কমে যায়। এসব দ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধি পেলে আমদানির পরিমাণও বছর শেষে গত বছরের পরিমাণের চেয়ে বেশী হবে। অপরদিকে, সার্বিকভাবে দেশের রেমিটেন্স প্রবাহ কমে যায়, যার ফলে চলতি বছরের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকের রেমিটেন্স প্রাপ্তি কমে যায়। ব্যাংক এর বৈদেশিক শাখার সংখ্যা ও বুথ বৃদ্ধিসহ অন্যান্য সহযোগী ব্যবস্থা ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছে। আশা করা যায় চলতি বছরের শেষ ৯ মাসে ব্যাংকের রেমিটেন্সের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে গত বছরের তুলনায় বেশী হবে।

ব্যাংকটির বিনিয়োগ ২০০০ সালে ১১০৫০ মিলিয়ন টাকা (৩৩.৩৮%) বৃদ্ধি পেয়ে ৪৪১৫২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। সোনালী ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হলো।

## খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

সোনালী ব্যাংক ২০০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে ১০০৩৬৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ এবং ১০০৭৪৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করেছে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮৫০০১ মিলিয়ন টাকা ও ৭৯৪৪৩ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২০০০ সালে সোনালী ব্যাংক কৃষি খাতে ৩১৩৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৩৫০৬ মিলিয়ন টাকা

*ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি মৃৎশিল্প প্রতিষ্ঠান*

সারণি-২

**ঋণ বিতরণ ও আদায়**

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| **১৯৯৯** | | | | | | |
| বিতরণ | ৩০৫৪ | ৮৬৮ | ১২৯৯০ | ১৩৮৫৮ | ৬৮০৮৯ | ৮৫০০১ |
| আদায় | ৪০৯৯ | ১৫০০ | ৯৭৬৫ | ১১২৬৫ | ৬৪০৭৯ | ৭৯৪৪৩ |
| **২০০০** | | | | | | |
| বিতরণ | ৩১৩৩ | ১৮৭৯ | ১৯২৭০ | ২১১৪৯ | ৭৬০৮৫ | ১০০৩৬৭ |
| আদায় | ৩৫০৬ | ২৬৮৫ | ১৭৫৬২ | ২০২৪৭ | ৭৬৯৯৫ | ১০০৭৪৮ |
| **৩১শে মার্চ, ২০০১*** | | | | | | |
| বিতরণ | ৯১০ | ১৭৪ | ৬৬৭৯ | ৬৮৫৩ | ৪৯৭৫৪ | ৫৭৫১৭ |
| আদায় | ৮৮৫ | ৪৫২ | ২০৪৮ | ২৫০০ | ৪৬৩০৪ | ৪৯৬৮৯ |
| **৩০শে জুন, ২০০১**** | | | | | | |
| বিতরণ | ১৪১৯ | ৫৪৪ | ১৩৩৫৮ | ১৩৯০২ | ৯৮৮৫৭ | ১১৪১৭৮ |
| আদায় | ১৩৯৮ | ১১০০ | ৩৯৯৬ | ৫০৯৬ | ৯২৪৩৩ | ৯৮৯২৭ |

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩০৫৪ মিলিয়ন টাকা ও ৪০৯৯ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২১১৪৯ মিলিয়ন টাকা ও ২০২৪৭ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৩৮৫৮ মিলিয়ন টাকা ও ১১২৬৫ মিলিয়ন টাকা।

ব্যাংকটির খাতওয়ারী ঋণ বিতরণ ও আদায়ের অবস্থা সারণি-২ এ দেয়া হলো।

## শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

সোনালী ব্যাংক ২০০০ সালে ১৬৪১ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করেছে। পূর্ববর্তী বছরে এ খাতে মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৩১৭২ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পুঞ্জীভূত মোট শিল্প ঋণের (মেয়াদী) মধ্যে ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল থেকে মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ ২৬০৯০ মিলিয়ন টাকা এবং বিভিন্ন বৈদেশিক ঋণ কর্মসূচীর আওতায় বৈদেশিক ঋণের অংশ ১১১৮ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক ১৪টি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতে সুদের হার ১৩%-এর স্থলে ১০% নির্ধারণ করেছে।

শিল্পের আকার অনুযায়ী ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ সারণি-৩ এ দেখানো হলো।

## অন্যান্য কার্যাবলী

### কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচী

সোনালী ব্যাংক ১৯৭৩-'৭৪ সাল থেকে পল্লী এলাকায় কৃষি/পল্লী ঋণ প্রদান শুরু করে। ব্যাংকের বর্তমান বকেয়া কৃষি/পল্লী ঋণের পরিমাণ ২৯৪৯৪ মিলিয়ন টাকা যার প্রধান অংশ কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন এবং গ্রামীণ ক্ষুদ্র চাষীদের আয় বৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্যাংকের মোট ১২৯৩টি শাখার (১টি বৈদেশিক শাখাসহ) মধ্যে ১০৭৩টি শাখার মাধ্যমে সারাদেশের ১১৪০টি ইউনিয়নে পল্লী ঋণ কার্যক্রম চালু রয়েছে। ব্যাংকের কৃষি/পল্লী ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা বর্তমানে ১.০৩ মিলিয়ন। এ ঋণ কর্মসূচী/প্রকল্পের আওতায় মূলতঃ ক্ষুদ্র আয় বর্ধক কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থায়ন করা হয়।

## বিশেষ বিনিয়োগ কর্মসূচী

মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী, গবাদি পশু ও জামদানী তাঁত শিল্পসহ বিভিন্ন কৃষি উপখাতে পুঁজি বিনিয়োগে অক্ষম অথচ সম্ভাবনাময় গ্রামীণ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে নিবিড় তদারকিমূলক ব্যবস্থাপনায় ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে বিশেষ বিনিয়োগ কর্মসূচী প্রবর্তন করা হয়েছিল। নির্ধারিত ২৩১টি শাখার মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ে কোন সহায়ক জামানত ছাড়াই ০.০৫ মিলিয়ন টাকা এবং সর্বোচ্চ ০.৫০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে এ কর্মসূচী প্রণীত হয়েছিল। ২০০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এ কর্মসূচীতে ২৩৮৫৩ জন উদ্যোক্তার মাঝে ৯৯৬ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে যার বিপরীতে আদায়ের হার ৭১%। প্রদত্ত ঋণের ৬০% জামানত বিহীন। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষমতা মাঠ পর্যায়ে ন্যস্ত আছে।

## কৃষিজ শিল্প ঋণ কর্মসূচী

ক্ষুদ্র ও মাঝারী আকারে দুগ্ধ উৎপাদন, গরু মোটাতাজাকরণ, মহিষ পালন, হাঁস-মুরগী, মৎস্য খামার (সনাতনী ও আধা নিবিড়), চিংড়ি চাষ (গলদা ও বাগদা), মৎস্য হ্যাচারী, চিংড়ি হ্যাচারী (গলদা ও বাগদা), মুরগী হ্যাচারী ও ফিডমিল (চিংড়ি, মাছ, মুরগী ও গবাদি পশু খামারের জন্য) এবং দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ খামার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৩ সাল হতেই সোনালী ব্যাংক তদারকিমূলক কৃষিজ শিল্প ঋণ কর্মসূচী প্রবর্তন করেছিল। উল্লেখিত দু'টি কৃষিজ বিনিয়োগ কর্মসূচীর কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা তৈরি, লালন ও উন্নয়ন করাই কর্মসূচী দু'টির লক্ষ্য। কৃষিজ শিল্প ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ব্যাংক এ পর্যন্ত ১২১ জন উদ্যোক্তাকে ৯২১ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুরী দিয়েছে।

সারণি-৩

### শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|
| | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ২২৫ | ৩৯০৫৯ | ৩৯২৮৪ |
| পরিমাণ | ১৬২৬৮ | ১০৯৪০ | ২৭২০৮ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ১৬ | ৪৩ | ৫৯ |
| পরিমাণ | ১৩৮১ | ২৬০ | ১৬৪১ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ তারিখে | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ২৩০ | ৩৯০৬৯ | ৩৯২৯৯ |
| পরিমাণ | ১৬৩৮৪ | ১১০১৩ | ২৭৩৯৭ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৫ | ১০ | ১৫ |
| পরিমাণ | ১৫২ | ৭৩ | ২২৫ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১* পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ১২ | ৩৫ | ৪৭ |
| পরিমাণ | ৩৫২ | ১৭৩ | ৫২৫ |

** প্রাক্কলিত।*

## পুকুরে মৎস্য চাষ ঋণ কর্মসূচী

গ্রামাঞ্চলের হাজা-মজা জলাশয় ও পুকুরকে সংস্কার করে মৎস্য চাষের আওতাভুক্ত করার জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে পুকুরে মৎস্য চাষ ঋণ কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। ক্ষুদ্র পুকুর মালিক/অংশীদারদের ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য সারাদেশের ২০০টি শাখাকে মনোনীত করা হয়েছে। এ খাতে সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে ০.০৫ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে।

## দারিদ্র বিমোচন ঋণ কর্মসূচী

গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠির উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টি তথা স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে দারিদ্র বিমোচন ঋণ কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। ব্যাংকের পল্লী ঋণ কর্মকাণ্ডের মধ্যে নিম্নোক্ত কর্মসূচী/প্রকল্পসমূহ দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছেঃ-

(১) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া ও যশোর জেলার ১৫২টি থানায় পরিচালিত পল্লী দরিদ্র সমবায় প্রকল্প (২) বৃহত্তর রংপুর জেলায় পরিচালিত আরডি-৯ প্রকল্প (৩) সরকারের জনশক্তি ও কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) সহায়তায় পরিচালিত বিত্তহীন ঋণ প্রকল্প (৪) স্বনির্ভর বাংলাদেশ-এর সহায়তায় পরিচালিত স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচী এবং (৫) প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র খামার পদ্ধতির মাধ্যমে শস্য নিবিড়করণ প্রকল্প। এ ছাড়াও দারিদ্র বিমোচন ও মহিলা উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংক আরও ২টি ঋণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। প্রথম কর্মসূচীর আওতায় শহরে ক্ষুদ্র মহিলা উদ্যোক্তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জামানতমুক্ত ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। দ্বিতীয় কর্মসূচীর আওতায় এনজিও/এমএফআইদের মাইক্রো ফাইন্যান্সিং ইন্সটিটিউশন (এমএফআই) লিংকেজ প্রোগ্রামে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। উপরন্তু বিত্তহীনদের ঋণ প্রদানের একটি কার্যকর মডেল উদ্ভাবনের লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংক বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া-এর সাথে ২টি গবেষণামূলক ঋণ কর্মসূচী পরিচালনা করছে। পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাংক এ পর্যন্ত ৬৭৯২ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে, যার সুফল ভোগ করছে ৬২৬৪৫৮ জন দরিদ্র জনগোষ্ঠী যার মধ্যে ৯০৬৩০ জন হচ্ছেন মহিলা।

## মহিলা ঋণ কর্মসূচী

দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর আওতায় এটিও একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ। সারাদেশের ১৩০টি থানায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের সহায়তায় সোনালী ব্যাংক মহিলা ঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। শুধুমাত্র মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য এবং মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত এটিই বৃহত্তম ঋণ কর্মসূচী। এ প্রকল্পে ব্যাংক কর্তৃক এ যাবত ১৩৫০ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং আদায়ের হার ৯৩%। এ কর্মসূচীটি সমবায়ী কাঠামোর আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। দেশের ৭৩৩৬টি প্রাথমিক সমিতির (এম এস এস) ২৬৬৫৪০ জন মহিলা বর্তমানে উক্ত ঋণ সুবিধা ভোগ করছেন।

উপরোক্ত বহুমুখী আয়বর্ধক কর্মসূচী গ্রহণ করায় অকৃষি খাতে উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় আলোচ্য কর্মসূচীগুলো সর্বস্তরে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও সমাদৃত হয়েছে। তাছাড়া আলোচ্য কর্মসূচীগুলো বাস্তবায়নের ফলে পল্লী এলাকায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে মৌসুমী বেকার লোকদের আয়ও বেড়েছে।

## গ্রাহক সেবা

গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি, ব্যাংকের তথ্য প্রবাহে গতি সঞ্চার ও ত্বরিৎ ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য কম্পিউটারায়নের পাশাপাশি ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক ব্যাংকিং পরিবেশের প্রেক্ষাপটে গণব্যাংকিং-এর পাশাপাশি বিশেষ শ্রেণীর ব্যাংকিং-এর জন্য প্রাথমিকভাবে এই ব্যাংকের কয়েকটি শাখায় কর্পোরেট ক্লায়েন্ট সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

সোনালী ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

## খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্যঃ | ২৪২০৬ | ২৫৩৯৬ | ২৫৯১২ | ২৬০৯৭ |
| | ক) শস্য | ১৭০৪৩ | ১৮২৭২ | ১৮৮৯২ | ১৯০১৭ |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | ৭১৬৩ | ৭১২৪ | ৭০২০ | ৭০৮০ |
| ২। | শিল্পঃ | ৪২৯৩৮ | ৪৩১৮১ | ৪৩২৯৮ | ৪৩৮০৩ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ২৮৫২০ | ২৮৫১৪ | ২৮৪৯৬ | ২৮৮৪৬ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | ১৪৪১৮ | ১৪৬৬৭ | ১৪৮০২ | ১৪৯৫৭ |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | ১০৫৮৬ | ১৩৬৯৮ | ১২৫৮১ | ১৩৭০৫ |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ৩২৩৫ | ৩১৮৭ | ৩১৭৫ | ৩১৬৮ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১৬৯ | ১১১ | ১১৫ | ১২০ |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ | ৩০৪৬ | ৩০১৬ | ৩৫১৫ | ৩৫৯৩ |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | ২১৪৭ | ২১০৩ | ২১৬০ | ২২০৩ |
| | খ) অন্যান্য | ৮৯৯ | ৯১৩ | ১৩৫৫ | ১৩৯০ |
| ৭। | অন্যান্য | ৩৯৩৮৩ | ৪৪৬৪২ | ৪৬৪৭৩ | ৪৭৫৮৭ |
| | সর্বমোট | ১২৩৫৬৩ | ১৩৩২৩১ | ১৩৫০৬৯ | ১৩৮০৭৩ |

# জনতা ব্যাংক

জনতা ব্যাংক দেশের অন্যতম বৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক যার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮০০০ মিলিয়ন টাকা, ২৫৯৪ মিলিয়ন টাকা ও ৫৩৩ মিলিয়ন টাকা। বিদেশে ৪টি শাখাসহ ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা ৮৯৮টি। বিদেশী শাখাসমূহ সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবী, দুবাই, শারজাহ ও আল-আইনে অবস্থিত। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অত্র ব্যাংকের বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংকের সংখ্যা রয়েছে ১২০৯টি। ২০০০ সালের শেষে ব্যাংকের মোট জনশক্তি দাঁড়ায় ১৬৯৪৭ জন, যার মধ্যে ৮৪০৭ জন কর্মকর্তা ও ৮৫৪০ জন কর্মচারী।

জনতা ব্যাংকের আমানত ২০০০ সালে ১১৪১০ মিলিয়ন টাকা (১২%) বৃদ্ধি পেয়ে ১০৩৮৪৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা ১৯৯৯ সালে বৃদ্ধি পেয়েছিল ৩৯৯০ মিলিয়ন টাকা (৫%)।

*একটি আধুনিক সিমেন্ট শিল্প। অর্থায়ন করেছে জনতা ব্যাংক।*

আলোচ্য বছরে মোট আমানতের মধ্যে তলবী আমানত বৃদ্ধি পায় ১৭৪৬ মিলিয়ন টাকা (১০%) এবং মেয়াদী আমানত বৃদ্ধি পায় ৯৬৬৪ মিলিয়ন টাকা (১৩%)। ২০০০ সালে ব্যাংকটির ঋণের স্থিতির পরিমাণ ৭৫১০ মিলিয়ন টাকা (১০.৮%) বৃদ্ধি পেয়ে ৭৭০৮৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে ব্যাংকটির বিনিয়োগের পরিমাণ ১১৩৫ মিলিয়ন টাকা (৬%) বৃদ্ধি পেয়ে ২০৩৬৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। জনতা ব্যাংক ২০০০ সালে মোট ৮৯৭৫৭ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসা পরিচালনা করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৭৪৬১৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালে ব্যাংকটির মোট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৮০০৫ মিলিয়ন টাকা, ৩০৭৭৯ মিলিয়ন টাকা ও ১০৯৭৩ মিলিয়ন টাকা।

জনতা ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হলো।

## খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

জনতা ব্যাংক ২০০০ সালে ২৩৪২৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ এবং ২২৫৩৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৬৩৮৩ মিলিয়ন

সারণি-১

### অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ (নিরীক্ষাপূর্ব) | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ৮০০০ | ৮০০০ | ৮০০০ | ৮০০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ২৫৯৪ | ২৫৯৪ | ২৫৯৪ | ২৫৯৪ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ৫৩১ | ৫৩৩ | ৫৩৩ | ৫৩৩ |
| ৪। | আমানত ঃ | ৯২৪৩৬ | ১০৩৮৪৬ | ১০২৬৯০ | ১০৬২৯০ |
| | ক) তলবী আমানত | ১৭৩২২ | ১৯০৬৮ | ১৮৮৪৪ | ১৯৫০৪ |
| | খ) মেয়াদী আমানত | ৭৫১১৪ | ৮৪৭৭৮ | ৮৩৮৪৬ | ৮৬৭৮৬ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ৬৯৫৭৯ | ৭৭০৮৯ | ৮৪৯১৯ | ৮৯২২৮ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ১৯২৩৩ | ২০৩৬৮ | ১৯২১১ | ১৯৫১১ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ১০১০৪০ | ১১৩৩৭৮ | ১১২৭৮৮ | ১১৫৯০৮ |
| ৮। | মোট আয় | ৮১০৯ | ৯২৯৪ | ২৩২২ | ৪৬৮৫ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৮০৯৮ | ৮৪৬৫ | ২৩১২ | ৪৬২০ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ৭৪৬১৬ | ৮৯৭৫৭ | ২৩৩১১ | ৪৮৫৪৮ |
| | ক) রপ্তানি | ২১৫৯৬ | ৩০৭৭৯ | ৭৬২৩ | ১৫৩৪৬ |
| | খ) আমদানি | ৪৩২৫০ | ৪৮০০৫ | ১৩২৮২ | ২৬৫৯৯ |
| | গ) রেমিটেন্স | ৯৭৭০ | ১০৯৭৩ | ২৪০৬ | ৬৬০৩ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যা) ঃ | ১৭১৩৮ | ১৬৯৪৭ | ১৬৮৬৬ | ১৬৮৪৬ |
| | ক) কর্মকর্তা | ৮৪৩৩ | ৮৪০৭ | ৮৩৪৮ | ৮৪১৬ |
| | খ) কর্মচারী | ৮৭০৫ | ৮৫৪০ | ৮৫১৮ | ৮৪৩০ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ১১৭০ | ১২০৯ | ১২২০ | ১২৩০ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ৮৯৮ | ৮৯৮ | ৮৯৯ | ৯০৯ |
| | ক) বাংলাদেশে | ৮৯৪ | ৮৯৪ | ৮৯৫ | ৯০৫ |
| | খ) বিদেশে | ৪ | ৪ | ৪ | ৪ |

সারণি-২

## খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | | | | | | | |
| | বিতরণ | ১৬০৯ | ১৬০২ | ৯৭৮৫ | ১১৩৮৭ | ৩৩৮৭ | ১৬৩৮৩ |
| | আদায়* | ১৪৯৩ | ৫৫১ | ২৪৩ | ৭৯৪ | ২২৫৪ | ৪৫৪১ |
| ২০০০ | | | | | | | |
| | বিতরণ | ৮৮২ | ১২৭৬ | ১২৬৮৫ | ১৩৯৬১ | ৮৫৮৬ | ২৩৪২৯ |
| | আদায়* | ৯০৭ | ৮০৭ | ১২২১৭ | ১৩০২৪ | ৮৬০৩ | ২২৫৩৪ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | | | | | | | |
| | বিতরণ | ৩৫০ | ৫১৩ | ৮২৯১ | ৮৮০৪ | ৯২৪২ | ১৮৩৯৬ |
| | আদায়* | ৩৪০ | ২৫১ | ৭৪৯৪ | ৭৭৪৫ | ৯৪৫৭ | ১৭৫৪২ |
| ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) | | | | | | | |
| | বিতরণ | ৪৫০ | ১০২৬ | ৯৯৮৫ | ১১০১১ | ১০৬৭৬ | ২২১৩৭ |
| | আদায়* | ৫৪০ | ৫০২ | ৮৭২২ | ৯২২৪ | ১১৫৪৫ | ২১৩০৯ |

** শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণসহ আদায়।*

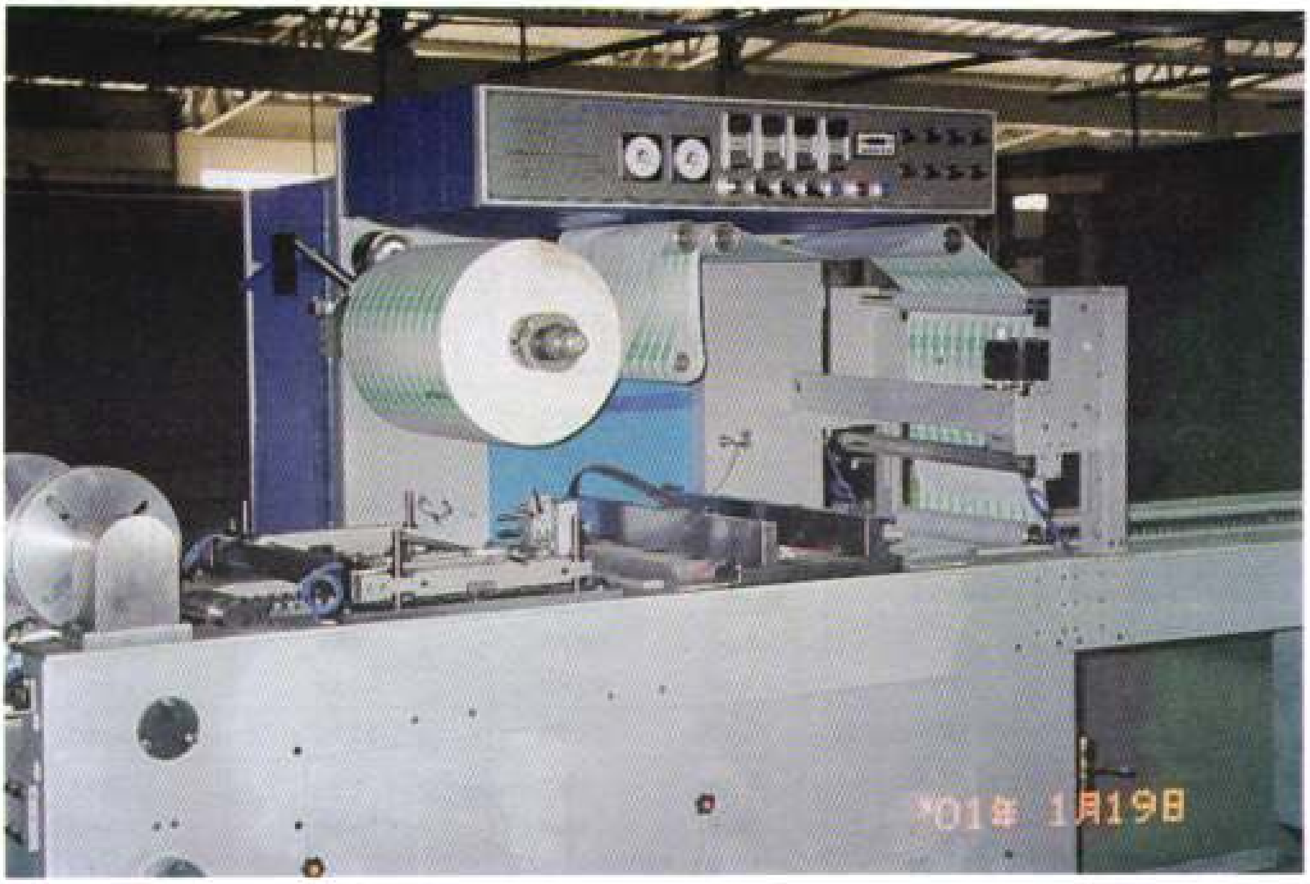

*জনতা ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ তৈরির কারখানা*

টাকা ও ৪৫৪১ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে কৃষি ও শিল্প খাতে যথাক্রমে ৮৮২ মিলিয়ন টাকা এবং ১৩৯৬১ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৬০৯ মিলিয়ন টাকা ও ১১৩৮৭ মিলিয়ন টাকা।

জনতা ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২-এ দেয়া হলো

## শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

জনতা ব্যাংক ২০০০ সালে ৪৫টি শিল্প প্রকল্পের জন্য মোট ১৮২৯ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করেছে। ২০০০ সাল পর্যন্ত ব্যাংকটির ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৪৪০৬ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে ৭৭৩০ মিলিয়ন টাকা (৫৪%) মঞ্জুর করা হয় বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প খাতে।

জনতা ব্যাংকের শিল্প ঋণের আকার ভিত্তিক অবস্থা সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

## দারিদ্র বিমোচন/পল্লী ঋণ কর্মসূচী

জনতা ব্যাংক দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাংকের নিজস্ব উদ্যোগে ও দেশী-বিদেশী সংস্থার সহযোগিতায় বিভিন্ন দারিদ্র নিরসন সংক্রান্ত ঋণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে আসছে। এ সকল কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন আয় বর্ধক কর্মকাণ্ডে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে যেসব পরিবারের মাসিক আয় ৪০০০ টাকা অথবা যেসব পরিবারের আবাসভূমিসহ চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ১.৫ একর তাদেরকে বিভিন্ন দারিদ্র নিরসন ঋণ কার্যক্রমে প্রাধান্য দেয়া হয়। বিভিন্ন আয় উৎসারী কার্যক্রমের প্রকৃতি ও প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে ঋণের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ঋণের সর্বোচ্চ মাত্রা জন প্রতি ০.৫০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে ০.০৪ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে কোন সহ-জামানতের প্রয়োজন হয় না। দারিদ্র নিরসন সংক্রান্ত ঋণ কর্মসূচীগুলোর

সারণি-৩

### শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|
| | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও মাঝারী | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৫৪ | ৪৯৭৯ | ৫০৩৩ |
| পরিমাণ | ৭৭৩০ | ৬৬৭৬ | ১৪৪০৬ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ১১ | ৩৪ | ৪৫ |
| পরিমাণ | ১৩৬৬ | ৪৬৩ | ১৮২৯ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ তারিখে | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৫৮ | ৪৯৮৬ | ৫০৪৪ |
| পরিমাণ | ৮০৯২ | ৬৭৫০ | ১৪৮৪২ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১* পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৪ | ৭ | ১১ |
| পরিমাণ | ৩৬২ | ৭৪ | ৪৩৬ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১** পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৯ | ২২ | ৩১ |
| পরিমাণ | ৭৫০ | ২৭৫ | ১০২৫ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

মধ্যে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলো অন্যতমঃ

ক) ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন কৃষক উন্নয়ন প্রকল্প।

খ) স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচী।

গ) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক খামার পদ্ধতিতে শস্য নিবিড়করণ প্রকল্প।

ঘ) রুরাল পুওর প্রোগ্রাম (আরপিপি)।

ঙ) বহুমূখী ঋণ কর্মসূচী।

চ) এনজিওদের সাথে সমন্বয় কর্মসূচী।

ছ) শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্প।

জ) পরিবার ভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণ।

ঝ) বাংলাদেশ জার্মান বীজ উন্নয়ন প্রকল্প।

ঞ) ঘরোয়া প্রকল্প।

বিশেষ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ পর্যন্ত দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ০.৩৭ মিলিয়ন ঋণ গ্রহীতাকে মোট ২৯৭০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যার বিপরীতে ঐ তারিখে স্থিতির পরিমাণ ৮৫০ মিলিয়ন টাকা। বর্তমানে ব্যাংকের ৮৬০টি শাখার মাধ্যমে এ ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

জনতা ব্যাংকের মোট পল্লী ঋণের স্থিতির পরিমাণ ২০০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে দাঁড়ায় ৬৪৫৪ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে এর পরিমাণ ছিল ৫৯৬৩ মিলিয়ন টাকা। এ স্থিতির পরিমাণ ২০০১ সালের ৩০শে জুন তারিখে প্রায় ৬৭৮০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

দারিদ্র নিরসন ও বিশেষ ঋণসহ ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

## খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ (নিরীক্ষাপূর্ব) | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | ৪২৯১ | ৪২৯৩ | ৪৩১৬ | ৪২৫৮ |
| | (ক) শস্য | ৩৪৭৩ | ৩৭৪০ | ৩৭৬৩ | ৩৭০৪ |
| | (খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | ৮১৮ | ৫৫৩ | ৫৫৩ | ৫৫৪ |
| ২। | শিল্পঃ | ৩৩৭৪৫ | ৩৬২০৬ | ৩৯৮২৭ | ৪৪০০৬ |
| | (ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ৩০৮৭৩ | ২৯৩৩৮ | ৩২২৭২ | ৩৫২৮১ |
| | (খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | ২৮৭২ | ৬৮৬৮ | ৭৫৫৫ | ৮৭২৫ |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেঁস্তোরা/হোটেল | ৫৭৮ | ৫৯১ | ৬০০ | ৬২০ |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ৩২৪ | ২৯৯ | ৩০৪ | ৩১০ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৩২৫ | ৩৪০ | ৩৫৭ | ৩৭৫ |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | ১৬৭২ | ১৪৭০ | ১৫৫৮ | ১৭৮৯ |
| | দারিদ্র বিমোচন | ৮৬০ | ৮৫০ | ৮৫১ | ৮৬১ |
| | অন্যান্য | ৮১২ | ৬২০ | ৭০৭ | ৯২৮ |
| ৭। | অন্যান্য | ২৮৬৪৪ | ৩৩৮৯০ | ৩৭৯৫৭ | ৩৭২৭০ |
| | সর্বমোট | ৬৯৫৭৯ | ৭৭০৮৯ | ৮৪৯১৯ | ৮৯২২৮ |

# অগ্রণী ব্যাংক

অগ্রণী ব্যাংক দেশের অন্যতম বৃহৎ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক। ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে অগ্রণী ব্যাংকের অনুমোদিত এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮০০০ মিলিয়ন টাকায় ও ২৪৮৪ মিলিয়ন টাকায়। রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১৯ মিলিয়ন টাকা। সাত জন পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংকের সামগ্রিক নীতি নির্ধারণ করেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল জুড়ে অগ্রণী ব্যাংকের রয়েছে ৯০৩টি শাখা যার মধ্যে ৫৮৬টি বা শতকরা ৬৫ ভাগ গ্রামীণ শাখা। ব্যাংকটির মোট জনবলের সংখ্যা হচ্ছে ১৩২৪২ জন, যার মধ্যে ৭০১৮ জন কর্মকর্তা ও ৬২২৪ জন কর্মচারী।

মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ছাড়াও ২০০০ সালে ৩২টি কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে মোট ১১৬৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ বছর ব্যাংকটি ৭৬৬ মিলিয়ন টাকা মুনাফা অর্জন করেছে।

*সিমেন্ট প্রস্তুতির প্রাথমিক পর্যায়ে ক্লিংকার গুড়ো করা হচ্ছে ব্যাংক অর্থায়িত একটি শিল্পে*

সারণি-১

## অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ৮০০০ | ৮০০০ | ৮০০০ | ৮০০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ২৪৮৪ | ২৪৮৪ | ২৪৮৪ | ২৪৮৪ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ৩১৯ | ৩১৯ | ৩১৯ | ৩১৯ |
| ৪। | আমানত ঃ | ৯৩৫০৪ | ১০০৫২৭ | ১০০৮২২ | ১০৪৪৬৬ |
| | ক) তলবী আমানত | ১৬৭৮৫ | ১৮৩৮৮ | ১৮৭৮৮ | ১৯৬১৭ |
| | খ) মেয়াদী আমানত | ৭৬৭১৯ | ৮২১৩৯ | ৮২০৩৪ | ৮৪৮৪৯ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ৭১৮০৯ | ৭৬৫৪৯ | ৮০৩৬২ | ৮৪১৭৫ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ২৪৩৯০ | ২৮১৭২ | ২৯১১৭ | ৩০০৬২ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ৯৯৯৩৫ | ১০৯০৮৬ | ১১১৩৭৩ | ১১৩৬৬০ |
| ৮। | মোট আয় | ৭৯৭৮ | ৯১৮২ | ২৮৯৬ | ৫৭৯২ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৭৬৮৯ | ৮৪১৬ | ২৫৮৬ | ৫১৭২ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ৮৮৬৩৫ | ১০৬৯২৪ | ৩১৭০০ | ৬৭৬৪৬ |
| | ক) রপ্তানি | ৩৪৭২৮ | ৪২০২০ | ১২২০০ | ২৬২৬৩ |
| | খ) আমদানি | ২৫৯৫৭ | ৩২৭১৫ | ১০০০০ | ২১২৬৫ |
| | গ) রেমিটেন্স | ২৭৯৫০ | ৩২১৮৯ | ৯৫০০ | ২০১১৮ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ১৩২৬৯ | ১৩২৪২ | ১৩২৭৪ | ১৩২৬১ |
| | ক) কর্মকর্তা | ৬৮৭২ | ৭০১৮ | ৭০৬৬ | ৭০৫৮ |
| | খ) কর্মচারী | ৬৩৯৭ | ৬২২৪ | ৬২০৮ | ৬২০৩ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ৯৮০ | ৯৮০ | ৯৮০ | ৯৮০ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ৯০৩ | ৯০৩ | ৯০৩ | ৯০৩ |

অগ্রণী ব্যাংকের ২০০০ সালে আমানত পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ৭.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১০০৫২৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উক্ত সময়ে তলবী আমানত ১৬০৩ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানত ৫৪২০ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায়। ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ৪৭৪০ মিলিয়ন টাকা (৬.৬%) বৃদ্ধি পেয়ে ৭৬৫৪৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির বিনিয়োগের পরিমাণ ৩৭৮২ মিলিয়ন টাকা (১৫.৫%) বৃদ্ধি পেয়ে ২৮১৭২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালে ব্যাংকের মোট বৈদেশিক ব্যবসার পরিমাণ ১০৬৯২৪ মিলিয়ন টাকার মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩২৭১৫ মিলিয়ন টাকা, ৪২০২০ মিলিয়ন টাকা ও ৩২১৮৯ মিলিয়ন টাকা।

ব্যাংকের কার্যক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

## খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

অগ্রণী ব্যাংক ২০০০ সালে মোট ২৪১৭৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ এবং ২৪২৫২ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ছিল ৬৪০ মিলিয়ন টাকা কৃষি ঋণ, ৫৮৩১ মিলিয়ন টাকা শিল্প ঋণ ও ১৭৭০৩ মিলিয়ন টাকা অন্যান্য ঋণ। এর বিপরীতে উক্ত খাতসমূহে ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬৬৪ মিলিয়ন টাকা, ৩৭৫০

সারণি-২

**ঋণ বিতরণ ও আদায়**

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | | | | | | |
| বিতরণ | ৭৭০ | ৫১৮ | ৪৩১২ | ৪৮৩০ | ২২৫৫০ | ২৮১৫০ |
| আদায় | ৫১৪ | ৬৯৯ | ৪১৯৪ | ৪৮৯৩ | ১৯৩৭৭ | ২৪৭৮৪ |
| ২০০০ | | | | | | |
| বিতরণ | ৬৪০ | ২৭৩ | ৫৫৫৮ | ৫৮৩১ | ১৭৭০৩ | ২৪১৭৪ |
| আদায় | ৬৬৪ | ৫৫২ | ৩১৯৮ | ৩৭৫০ | ১৯৮৩৮ | ২৪২৫২ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* | | | | | | |
| বিতরণ | ১০০ | ৫২ | ৬১১৩ | ৬১৬৫ | ১৮৫৩২ | ২৪৭৯৭ |
| আদায় | ১২৫ | ৫১ | ৩৬৭৮ | ৩৭২৯ | ২১৮০০ | ২৫৬৫৪ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | | | | | | |
| বিতরণ | ২০০ | ৮৪ | ৬৭২৫ | ৬৮০৯ | ২০৭৫২ | ২৭৭৬১ |
| আদায় | ২৫১ | ১৬৬ | ৪২২৯ | ৪৩৯৫ | ২৫৪১০ | ৩০০৫৬ |

** সাময়িক । ** প্রাক্কলিত ।*

মিলিয়ন টাকা ও ১৯৮৩৮ মিলিয়ন টাকা।

ব্যাংকের খাতওয়ারী ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক চিত্র সারণি-২-এ দেয়া হলো।

## শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

অগ্রণী ব্যাংক ২০০০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫৮২৭টি প্রকল্পের জন্য মেয়াদী ঋণ হিসাবে ১২৪৪০ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করেছে যার মধ্যে কেবল ২০০০ সালে ২৪টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৩২১ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে। মোট শিল্প ঋণের মধ্যে ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে ক্রমপুঞ্জিভূত মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ১১৭৮২ মিলিয়ন টাকা এবং বৈদেশিক ঋণ কর্মসূচীর আওতায় বৈদেশিক মুদ্রার অংশে ছিল ৬৫৮ মিলিয়ন টাকা। শিল্প খাতে অগ্রণী ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের মধ্যে শতকরা ৩২ ভাগ দেয়া হয়েছে বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প খাতে এবং অবশিষ্ট ৬৮ ভাগ দেয়া হয়েছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে। শিল্পের সকল গুরুত্বপূর্ণ উপ-খাতে অগ্রণী ব্যাংক অর্থায়ন করে আসছে। অর্থায়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিক শিল্প উপ-খাতসমূহ যেমনঃ পাট, বস্ত্র শিল্প, তৈরী পোশাক, হালকা প্রকৌশল, চামড়া, খাদ্য এবং এ সম্পর্কিত উপকরণ খাতে এ যাবত ৬৯ ভাগ বিনিয়োগ করা হয়েছে।

অগ্রণী ব্যাংকের শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

## অগ্রণী ব্যাংক শিল্প উন্নয়ন বন্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে অগ্রণী ব্যাংক ১৯৯৯ সালে ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকা মূল্যমানের শিল্প উন্নয়ন বন্ড ব্যাংকের নির্ধারিত শাখার মাধ্যমে বিক্রয় করার জন্য বাজারে ছেড়েছে। শিল্প উন্নয়ন বন্ডে বিক্রিত অর্থ দেশের শিল্প উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হবে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ২০০০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এ বন্ডের বিপরীতে বিক্রিত অর্থের পরিমাণ হলো ১৩৭০ মিলিয়ন টাকা এবং এর বিপরীতে ১০৬০ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।

## ফিমেল এডুকেশন প্রজেক্ট

অগ্রণী ব্যাংক বর্তমানে ফিমেল এডুকেশন-এ তিনটি প্রজেক্টে অর্থায়ন করছে। নোরাডের আর্থিক সহায়তায় ফিমেল

সারণি-৩

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|
| | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ১৭ | ৫৮১০ | ৫৮২৭ |
| পরিমাণ | ৩৯৬০ | ৮৪৮০ | ১২৪৪০ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৫ | ১৯ | ২৪ |
| পরিমাণ | ৮৭১ | ৪৫০ | ১৩২১ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : মার্চ ৩১, ২০০১ তারিখে | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ১৭ | ৫৮১৬ | ৫৮৩৩ |
| পরিমাণ | ৩৯৬০ | ৮৬৩২ | ১২৫৯২ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | - | ৬ | ৬ |
| পরিমাণ | - | ১৫২ | ১৫২ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৩ | ২০ | ২৩ |
| পরিমাণ | ২০০ | ২৮০ | ৪৮০ |

এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এফ ই এস পি)-এর আওতায় ১৯৯৯ সাল থেকে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ করে আসছে এবং ২০০০ সালে ১৯টি থানায় ৭৮০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ৬৪ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ফিমেল সেকেন্ডারী স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এফ এস এস পি)-এর আওতায় ২০০০ সালে ঢাকা বিভাগের ১৯টি থানার ২৪০৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ১৯৭ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, ফিমেল সেকেন্ডারী স্কুল এসিস্টেন্স প্রজেক্ট (এফ এস এস এ পি)-এর আওতায় ২০০০ সালে সারা দেশের ১১৮টি থানার ৫১৫৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ৭৫৫ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে। অগ্রণী ব্যাংক এফ এস এস এ পি থেকে ১৯ মিলিয়ন টাকা কমিশন আয় করেছে।

*ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় গড়ে ওঠা একটি সিরামিক কারখানায় মহিলা কর্মীরা হাতের কাজ করছে*

## কৃষি ও পল্লী ঋণ

অগ্রণী ব্যাংক কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচী/ প্রকল্পের আওতায়

ঋণ বিতরণ কার্যক্রম ২০০০ সালেও অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে ব্যাংকটি ৬৭৮টি শাখার মাধ্যমে ৭১০টি ইউনিয়নে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০০০ সালে ব্যাংকটি কৃষি ও পল্লী ঋণ বাবদ ১৮৭৬ মিলিয়ন টাকা বিতরণ এবং ১৯০৯ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৪৪৮ মিলিয়ন ও ১৮৬৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকটির কৃষি ঋণের স্থিতির পরিমাণ ছিল ৬০৯৬ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়ে যার পরিমাণ ছিল ৫৯৩৯ মিলিয়ন টাকা।

## দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী

দেশের অন্যতম রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে অগ্রণী ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকিং কার্যাবলীসহ দেশের চলমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের স্রোতধারায় পল্লী এলাকার বিপুল জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ করে দারিদ্র বিমোচনমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ঋণ প্রদানে নিয়োজিত রয়েছে। দেশের বাড়তি জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের বেকারত্ব দূর করা, আর্থিক অবস্থার তথা জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং সর্বোপরি তাদেরকে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করাই এ সকল কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংকের গৃহীত কয়েকটি বিশেষ কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

### ১। উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান প্রকল্প (পিইপি)

দরিদ্র জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহযোগিতার মাধ্যমে কার্যকর সঞ্চয় এবং ঋণ প্রক্রিয়া উদ্ভাবনে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড যথা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন, নার্সারী প্রস্তুত, হাঁস-মুরগী পালন ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে ব্যাংক এ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ দিয়ে আসছে। কর্মসূচীর প্রকল্প এলাকা হলো ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, শরিয়তপুর জেলার ২০টি থানা। ঋণ প্রকল্পটি সিডা ও নোরাডের আর্থিক সাহায্য ও বিআরডিবি'র সহযোগিতায় গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটির আওতায় ডিসেম্বর, ২০০০ পর্যন্ত ৩৩৭১৬২ জন ঋণ গ্রহীতাকে ১৯৫৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আদায়ের হার শতকরা ৯৮ ভাগ।

### ২। দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী (দাবিক)

বিত্তহীন জনগোষ্ঠীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, জীবন যাত্রার সার্বিক মান উন্নয়ন, বেকারত্ব দূরীকরণ এবং পাশাপাশি গণশিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন আয় উৎসারী কর্মকাণ্ড, কুটির শিল্প, হাঁস-মুরগী পালন ইত্যাদি কার্যক্রমে ব্যাংকের নিজস্ব উৎস হতে এ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচীর আওতায় ডিসেম্বর, ২০০০ পর্যন্ত ২৩৫৭৫ জনকে ১৩০ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আদায়ের হার শতকরা ৯৫ ভাগ।

### ৩। আত্মকর্মসংস্থানমূলক ঋণদান কর্মসূচী

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবক যুবতীদের এ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ দেয়া হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে ঋণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে স্ব স্ব পেশায় দক্ষতা অর্জন ও আত্মনির্ভরশীল করে তোলাই এ কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য। ডিসেম্বর, ২০০০ পর্যন্ত এ কর্মসূচীর আওতায় ১৩২৯ জন ঋণ গ্রহীতাকে ২১ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আদায়ের হার শতকরা ৬১ ভাগ।

### ৪। ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন প্রকল্প (এসইডিপি)

নোরাডের দ্বিতীয় আর্থিক অনুদান (বিজিডি-৪১)-এর আওতায় বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর জেলায় ক্ষুদ্র আকারের অধিক সংখ্যক প্রকল্প স্থাপন করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য মে, ১৯৯৫ হতে এ ঋণ প্রদান শুরু হয়। এ প্রকল্পের আওতায় কৃষিজাত দ্রব্যাদি প্রক্রিয়াকরণ, সেবামূলক ও উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে ঋণ প্রদান করা হয়। ডিসেম্বর, ২০০০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় ২০৮৬৪ জনকে ৬৪৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং আদায়ের হার শতকরা ৯১ ভাগ।

### ৫। মহিলাদের জন্য ঋণ কর্মসূচী

দেশের মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য ব্যাংকের নিজস্ব উৎস হতে ১৯৯৩ সালে ব্যাংক এ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচীর আওতায় নকশী কাঁথা, বাটিক প্রিন্ট, টেইলারিং, শাড়ীর দোকান, কিন্ডারগার্টেন স্কুল ইত্যাদি উদ্যোগের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচীর আওতায় ডিসেম্বর, ২০০০ পর্যন্ত ১০০ জন মহিলাকে ৬ মিলিয়ন টাকা

ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আদায়ের হার শতকরা ৮০ ভাগ।

### ৬। দারিদ্র বিমোচনে বেসরকারী সংস্থাকে ঋণ প্রদান

অগ্রণী ব্যাংক দেশের বেসরকারী সংস্থা (এনজিও)-কে ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমেও দেশের দারিদ্র বিমোচন কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। ব্যাংকটি এ পর্যন্ত 'আশা'-র অনুকূলে ১০ মিলিয়ন টাকা এবং রংপুরস্থ গ্রামীণ সমাজ কেন্দ্র-এর অনুকূলে ৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। 'আশা' ও 'গ্রামীণ সমাজ কেন্দ্র' ইতোপূর্বে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করে পুনরায় ১৭ মিলিয়ন ও ৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ গ্রহণ করেছে।

### ৭। নেত্রকোণা সমন্বিত কৃষি উৎপাদন ও পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

নেত্রকোণা জেলার ১০টি থানার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের ক্রমান্বয়ে ভূমিহীন হওয়ার প্রবণতা রোধ করা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় ব্যাংক নিজস্ব উৎস থেকে ঋণ প্রদান করছে এবং 'ইফাদ' কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করছে। এ প্রকল্পের আওতায় ফসল উৎপাদন, কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। নির্বাচিত এনজিও পুরুষ/মহিলাদের গ্রুপ গঠন, ঋণ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ২০০০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় ৭৩৭১ জন ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে ৬০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। আদায়ের হার শতকরা ৬৬ ভাগ।

### ৮। পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প (ইফাদ)

প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তাদের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে স্থায়ীভাবে তাদের দারিদ্র বিমোচন করাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। অগ্রণী ব্যাংক ইফাদের আর্থিক সাহায্যে ১৯৯৬ সাল থেকে এ প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ করে আসছে। এ প্রকল্পের আওতায় ডিসেম্বর, ২০০০ পর্যন্ত ১১৫টি প্রজেক্ট শাখার মাধ্যমে ৫২৬৫টি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৪০১ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও এনজিও ক্রেডিট রিটেইলারদের মাধ্যমে ১৪৩০০ মাইক্রো এন্টারপ্রাইজের বিপরীতে ৩১৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। আদায়ের হার শতকরা ৯০ ভাগ।

### ৯। কুড়িগ্রাম দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প (কেপিএপি)

কুড়িগ্রাম জেলার দারিদ্র পীড়িত জনগণের মধ্যে ঋণ প্রদানকল্পে নোরাডের ৮৫ মিলিয়ন টাকা আর্থিক সহায়তায় এ কর্মসূচীটি অগ্রণী ব্যাংকের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। জুলাই, ১৯৯৭ হতে এ কর্মসূচীটির কার্যক্রম শুরু হয়। ডিসেম্বর, ২০০০ পর্যন্ত এ কর্মসূচীর আওতায় ৬১১৪৯ জন ঋণ গ্রহীতাকে ৩২৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আদায়ের হার শতকরা ৯০ ভাগ।

### ১০। প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র খামার পদ্ধতির মাধ্যমে শস্য নিবিড়করণ প্রকল্প (ইফাদ-কুড়িগ্রাম)

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও আর্থিক উন্নয়নের স্বার্থে ইফাদের আর্থিক সাহায্যে ১৯৯০ সাল থেকে শুধুমাত্র কুড়িগ্রাম জেলার ৯টি থানায় এ প্রকল্প শুরু করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্য মৌসুমী কৃষি ঋণ, কৃষি বিনিয়োগ ঋণ এবং জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন অকৃষি খাতে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। জার্মান কারিগরী সংস্থা (জিটিজেড) প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে নিয়োজিত রয়েছে। প্রকল্পের সহযোগী সংস্থাসমূহ হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, রংপুর দিনাজপুর রুরাল সার্ভিস (আরডিআরএস)। গ্রুপ গঠন, গ্রুপ সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরণ, মানবিক উন্নয়ন এবং ঋণ ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ডিসেম্বর, ২০০০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় ৯৬৯ গ্রুপের মধ্যে মোট ৫৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। আদায়ের হার শতকরা ৮২ ভাগ।

### ১১। স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচী

পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠির বিশেষ করে মহিলাদের বিভিন্ন আয়বর্ধক ও উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ও দারিদ্র দূর করে তাদেরকে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সাল থেকে এ কর্মসূচীটি চালু করা হয়। বর্তমানে ৭২টি থানায় ব্যাংকের ১২২টি শাখার মাধ্যমে এ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০০০-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৫৪৬৮৪ জন ঋণ গ্রহীতার মাঝে মোট

৩১৯ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়। আদায়ের হার শতকরা ৬৫ ভাগ।

## ১২। ক্ষুদ্র উদ্যোগ প্রকল্প

দেশের জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন এবং আয় উৎসারী উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে তাদের সম্পৃক্ত করার নিমিত্তে এ ঋণ কর্মসূচীটি ১৯৯৭ সালে চালু করা হয়েছে। সে মোতাবেক এ কর্মসূচীটির মাধ্যমে ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলোঃ শ্রম নির্ভর ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন ও সম্প্রসারণ, বিলুপ্ত কুটির শিল্পসমূহকে শক্তিশালীকরণ, শিক্ষিত বেকার যুবক/যুবতীদের স্বাবলম্বী করা, বেকারত্ব হ্রাসকরণ, বিত্তহীন ও স্বল্পবিত্তবান পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পেশা ভিত্তিক কর্মের সুযোগ সৃষ্টি এবং সর্বোপরি দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে সচল রাখা। এ প্রকল্পের আওতায় ডিসেম্বর, ২০০০ পর্যন্ত ১৬৩৮ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে ১৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। আদায়ের হার শতকরা ৯২ ভাগ।

## ১৩। কৃষি বহুমুখীকরণ ও নিবিড়করণ প্রকল্প (ইফাদ)

এ প্রকল্পটি অগ্রণী ব্যাংক ও ইফাদের যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত হবে। পল্লী এলাকায় ক্ষুদ্র, বিত্তহীন ও প্রান্তিক চাষীদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলাই এ কর্মসূচীর লক্ষ্য। প্রকল্প এলাকার চার হাজার গ্রুপ ও পঁচাশি হাজার পরিবার এর দ্বারা উপকৃত হবে। এ প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ শীঘ্রই শুরু করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

## ১৪। বিশেষ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী

দেশের বেকার যুবক, দুঃস্থ মহিলা ও ভূমিহীন দরিদ্র লোকদের অর্থায়নের মাধ্যমে তাদেরকে আয়বর্ধক কর্মসূচীতে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংক বিশেষ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী নামে একটি বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, পুষ্টির চাহিদা পূরণ ও বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করাই এ কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য।

এসব কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের ফলে বেকারত্বের অবসানের পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হবে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে।

## গ্রাহক সেবা

ব্যাংক সারা দেশে অধিকতর ব্যবসা সমৃদ্ধ ৯৮টি প্রধান শাখা কম্পিউটারায়নের মাধ্যমে উন্নতমানের গ্রাহক সেবা প্রদান করে আসছে। ব্যাংকের প্রধান শাখা ও রমনা শাখায় মিডরেঞ্জ কম্পিউটারের মাধ্যমে সকল কার্যাদি সম্পাদন করা হচ্ছে এবং এ কম্পিউটারের সকল সফটওয়্যার ব্যাংকের নিজস্ব প্রোগ্রামার দ্বারা উদ্ভাবিত, যা অগ্রণী শাখা ব্যাংকিং সলুশন (Agrani Branch Banking Solution) নামে পরিচিত। কম্পিউটারায়ন ছাড়াও মানব সম্পদের যথাযথ উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবার গুণগত মান বাড়ানোর জন্য ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে।

ব্যাংকের বিশেষ ঋণ কর্মসূচীসহ খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

## খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | ৩৪৪৬ | ৩৬৪৯ | ৩৬২৩ | ৪০৯১ |
| | (ক) শস্য | ২৯৯৫ | ৩২০৯ | ৩১৯৫ | ৩৫৭০ |
| | (খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | ৪৫১ | ৪৪০ | ৪২৮ | ৫২১ |
| ২। | শিল্প ঃ | ৩২০০৬ | ৩৩৫১৬ | ৩৫৮৩২ | ৩৮৪০৬ |
| | (ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ২৩৬৬৭ | ২৪৯০৫ | ২৭১৫২ | ২৯৫৯৪ |
| | (খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | ৮৩৩৯ | ৮৬১১ | ৮৬৮০ | ৮৮১২ |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | ১৬৫৮৭ | ১৪৬১৭ | ১৬০৭৯ | ১৭৬৮৭ |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ৫১৭৪ | ৫৬৮৪ | ৬২৫৩ | ৬৮৭৮ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৪৭৭ | ৩৯২ | ৪৩০ | ৪৭২ |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | ৯৭৫ | ১০১৪ | ১০১০ | ১১২০ |
| | (ক) দারিদ্র বিমোচন | ৯৭৫ | ১০১৪ | ১০১০ | ১১২০ |
| | (খ) অন্যান্য | - | - | - | - |
| ৭। | অন্যান্য | ১৩১৪৪ | ১৭৬৭৭ | ১৭১৩৫ | ১৫৫২১ |
| | সর্বমোট | ৭১৮০৯ | ৭৬৫৪৯ | ৮০৩৬২ | ৮৪১৭৫ |

# রূপালী ব্যাংক লিমিটেড

রূপালী ব্যাংককে ১৯৮৬ সালের ১৪ই ডিসেম্বর একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা হয়। ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে রূপালী ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭০০০ মিলিয়ন টাকা ও ১২৫০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮৮ মিলিয়ন টাকা। পরিশোধিত মূলধনে সরকারী শেয়ারের পরিমাণ শতকরা ৯৪.২২ ভাগ এবং বেসরকারী শেয়ার-এর পরিমাণ ৫.৭৮ ভাগ। পাকিস্তানের করাচীতে ১টি বিদেশী শাখাসহ ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে দাঁড়ায় মোট ৫১২টিতে, যার মধ্যে ২৭৮টি শাখা শহর অঞ্চলে এবং বাকী ২৩৪টি পল্লী অঞ্চলে অবস্থিত। ২০০০ সালের শেষে ব্যাংকটির মোট জনসম্পদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৭৭৮ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তার সংখ্যা ৩৪৭৯ জন এবং কর্মচারীর সংখ্যা ২২৯৯ জন।

ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ২০০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে দাঁড়ায় ৪৪৫৫৭ মিলিয়ন টাকা, যা ১৯৯৯ সালের তুলনায় ৪৮৮৬ মিলিয়ন টাকা (১২.৩%) বেশী। ২০০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড-এর

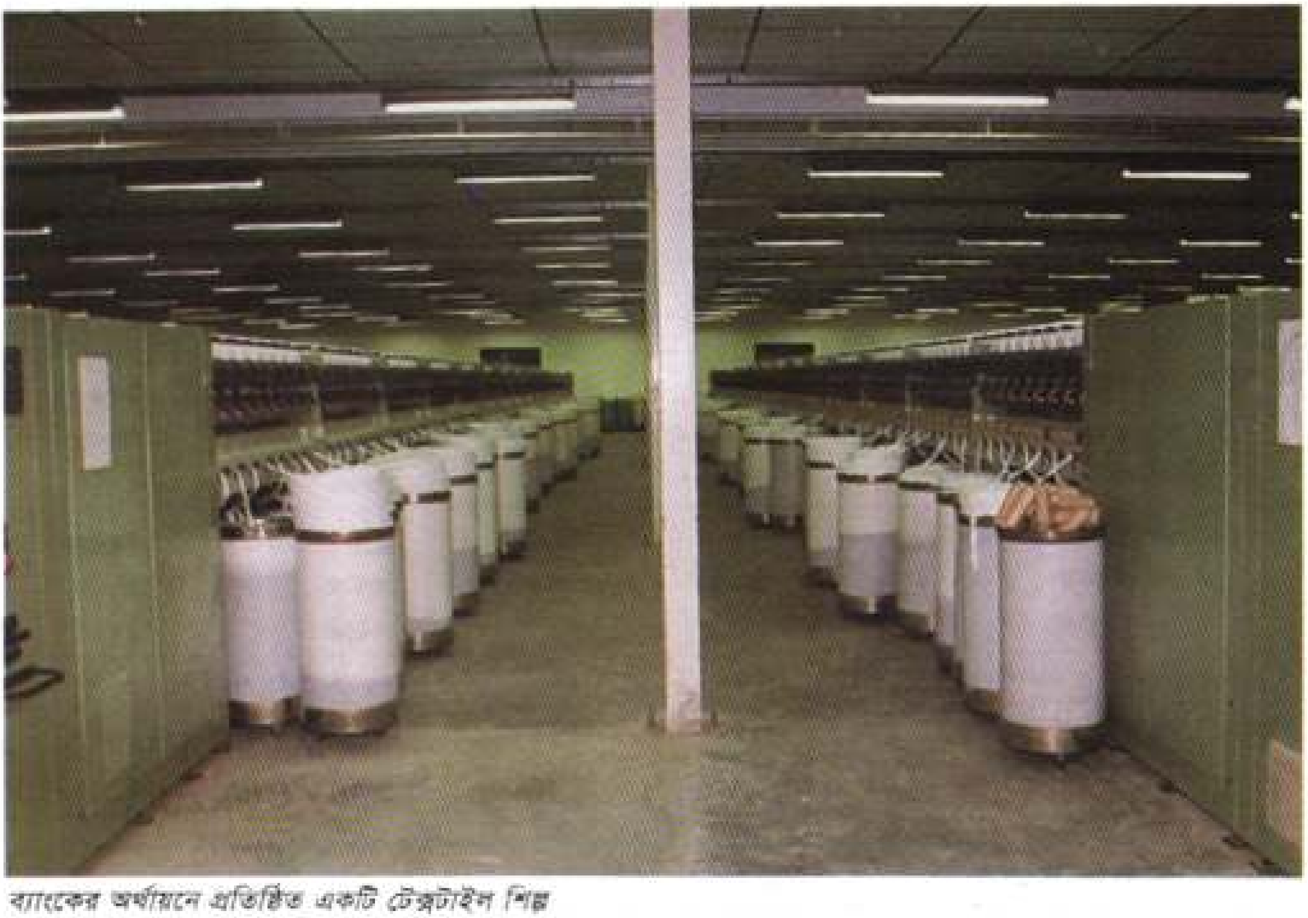

*ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি টেক্সটাইল শিল্প*

ঋণের স্থিতির পরিমাণ (মুলতবী হিসাবে রক্ষিত সুদসহ) ৩৩৭৮৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ব্যাংকের মোট বিনিয়োগ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৯৮৮ মিলিয়ন টাকা (১১.৪%) বৃদ্ধি পেয়ে ৯৬৪০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড মোট ৩০৩৬০ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ২২৭৪৩ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে মোট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসার মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২১১২০ মিলিয়ন টাকা, ৭২০০০ মিলিয়ন টাকা ও ২০৪০ মিলিয়ন টাকা।

ব্যাংকটির অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

## খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড ২০০০ সালে মোট ৮২৪৩ মিলিয়ন

সারণি-১

### অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ৭০০০ | ৭০০০ | ৭০০০ | ৭০০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ১২৫০ | ১২৫০ | ১২৫০ | ১২৫০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ১৮৮ | ১৮৮ | ১৮৮ | ১৮৮ |
| ৪। | আমানত* ঃ | ৩৯৬৭১ | ৪৪৫৫৭ | ৪৫০৫৭ | ৪৭০৫৭ |
| | ক) তলবী আমানত | ৮১৯১ | ৮৭৯১ | ৮৯৪১ | ৯০৯০ |
| | খ) মেয়াদী আমানত | ৩১৪৮০ | ৩৫৭৬৬ | ৩৬১১৬ | ৩৭৯৬৭ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ৩১২৫৪ | ৩৩৭৮৩ | ৩৪১৪৩ | ৩৫৩১২ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ৮৬৫২ | ৯৬৪০ | ৯৭৪০ | ৯৮৫০ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ৫৪৫৫০ | ৪৬৫৫২ | ৪৭০৫০ | ৪৭৫৫০ |
| ৮। | মোট আয় | ৩২৪৫ | ৩৭৪৫ | ৮৫৩ | ১৮৩৫ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৩৫৫৩ | ৩৬৪৩ | ৯৫৭ | ১৭৮০ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ২২৭৪৩ | ৩০৩৬০ | ৪৮৯৮ | ২২৫২৫ |
| | ক) রপ্তানি | ৭১৯১ | ৭২০০ | ১৯৪১ | ৫৪০০ |
| | খ) আমদানি | ১৩৭২২ | ২১১২০ | ২৬২৮ | ১৫৮৫০ |
| | গ) রেমিটেন্স | ১৮৩০ | ২০৪০ | ৩২৯ | ১২৭৫ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ৫৮৮৫ | ৫৭৭৮ | ৫৭৮৯ | ৫৯২৮ |
| | ক) কর্মকর্তা | ৩৩৭৮ | ৩৪৭৯ | ৩৪৯৯ | ৩৬৩৬ |
| | খ) কর্মচারী | ২৫০৭ | ২২৯৯ | ২২৯০ | ২২৯২ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ১৭৪ | ১৭৪ | ১৭৫ | ১৭৫ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ৫১৩ | ৫১২ | ৫১৩ | ৫১৩ |
| | ক) বাংলাদেশ | ৫১২ | ৫১১ | ৫১২ | ৫১২ |
| | খ) বিদেশে | ১ | ১ | ১ | ১ |

** মুলতবী হিসাবে রক্ষিত সুদ বাদে।*

সারণি-২

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

| বিবরণ | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | | | | | | |
| বিতরণ | ৩১ | ৩৪০৭ | ৮৭০৫ | ১২১১২ | ৯৫৯ | ১৩১০২ |
| আদায় | ৪৭ | ৬৭৩ | ১৬০ | ৮৩৩ | ১১৩ | ৯৯৩ |
| ২০০০ | | | | | | |
| বিতরণ | ৪৩ | ১৬২ | ৭৬৪৯ | ৭৮১১ | ৩৮৯ | ৮২৪৩ |
| আদায় | ৬৪ | ২৮৩১ | ২৫৫০ | ৫৩৮১ | ১০০ | ৫৫৪৫ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* | | | | | | |
| বিতরণ | ২২ | ০ | ৯৩৮ | ৯৩৮ | ৭২ | ১০৩২ |
| আদায় | ৯ | ৮০০ | ২০০ | ১০০০ | ১৯ | ১০২৮ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | | | | | | |
| বিতরণ | ৫৪ | ০ | ১১৮৮ | ১১৮৮ | ২৩৮ | ১৪৮০ |
| আদায় | ৩৩ | ১৬৫০ | ২০০ | ১৮৫০ | ৬১ | ১৯৪৪ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৩

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

| ঋণ মঞ্জুরী | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|
| | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৪৭৯ | ৫৮৫ | ১০৬৪ |
| পরিমাণ | ২৩১০৭ | ১৫০ | ২৩২৫৭ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ১১০ | ০ | ১১০ |
| পরিমাণ | ৭৮৪২ | ০ | ৭৮৪২ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ তারিখে | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৪৮৯ | ৫৮৫ | ১০৭৪ |
| পরিমাণ | ২৪০৪৫ | ১৫০ | ২৪১৯৫ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ১০ | ০ | ১০ |
| পরিমাণ | ৯৩৮ | ০ | ৯৩৮ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১* পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৩২ | ০ | ৩২ |
| পরিমাণ | ১২০২ | ০ | ১২০২ |

** প্রাক্কলিত*

টাকা ঋণ বিতরণ ও ৫৫৪৫ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৩১০২ মিলিয়ন টাকা ও ৯৯৩ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০০০ সালে ব্যাংকটির কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৪৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৩১ মিলিয়ন টাকা। একই সময়ে শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৮১১ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ১২১১২ মিলিয়ন টাকা।

রূপালী ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের অবস্থা সারণি-২-এ দেয়া হলো।

## শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০০ সালে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড ১১০টি প্রকল্পের জন্য মোট ৭৮৪২ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে, যার সবই বৃহৎ ও মাঝারী খাতের ঋণ। ২০০০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকের পুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ১০৬৪টি প্রকল্পের অনুকূলে ২৩২৫৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এর মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারী আকারের শিল্পের জন্য ২৩১০৭ মিলিয়ন টাকা (৯৯%) এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য ১৫০ মিলিয়ন টাকা (১%) মঞ্জুর করা হয়। ব্যাংকটির আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

## খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

রূপালী ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০০০ সালে শিল্প খাত, কৃষি ও মৎস্য খাত এবং পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল খাতে ঋণের স্থিতি যথাক্রমে দাঁড়ায় ২০০৭১ মিলিয়ন, ১০৪ মিলিয়ন ও ১১১৬১ মিলিয়ন টাকা। এ সময় বিশেষ ঋণ কর্মসূচীতে ঋণের স্থিতি ছিল ৮৭ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে ১২ মিলিয়ন টাকার স্থিতি ছিল দারিদ্র বিমোচন খাতে।

রূপালী ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

### খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি*

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | ১১৫ | ১০৪ | ১১৭ | ১১৩ |
| | ক) শস্য | ৩২ | ৩২ | ৩২ | ৩২ |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | ৮৩ | ৭২ | ৮৫ | ৮১ |
| ২। | শিল্প ঃ | ২১৩৭৩ | ২০০৭১ | ২০০৮২ | ২০১৫৪ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ২১২১৫ | ১৯৯২১ | ১৯৯৩২ | ২০০০২ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | ১৫৮ | ১৫০ | ১৫০ | ১৫২ |
| ৩। | পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল | ৮৩৯৩ | ১১১৬১ | ১১২৭৪ | ১২২৪৪ |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ৩১৩ | ৬৫৯ | ৭০০ | ৭৫০ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৩৮৯ | ৬৮৪ | ৬৮৫ | ৬৮৫ |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | ৮৭ | ৮৭ | ৮৮ | ৮৯ |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | ১০ | ১২ | ১২ | ১৪ |
| | খ) অন্যান্য | ৭৭ | ৭৫ | ৭৬ | ৭৫ |
| ৭। | অন্যান্য | ৫৮৪ | ১০১৭ | ১১৯৭ | ১২৭৭ |
| | সর্বমোট | ৩১২৫৪ | ৩৩৭৮৩ | ৩৪১৪৩ | ৩৫৩১২ |

** মূলতবী হিসাবে রক্ষিত সুদসহ।*

# ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স বাংলাদেশ লিমিটেড

ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স (বেসিক) বাংলাদেশ লিমিটেড ১৯৮৯ সালের ২১শে জানুয়ারী থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশ সরকার ৪ঠা জুন, ১৯৯২ তারিখে এ ব্যাংকটি অধিগ্রহণ করে। ২০০০ সালের শেষ নাগাদ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫০০ মিলিয়ন টাকা, পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৩০০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ছিল ৩৯৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির শাখা সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫টিতে এবং মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৫৪ জন, যার মধ্যে ২০৬ জন কর্মকর্তা এবং ২৪৮ জন কর্মচারী।

বেসিক বাংলাদেশ লিমিটেড উন্নয়ন এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের এক সংমিশ্রণ। ব্যাংকটি ক্ষুদ্র শিল্প খাত প্রসারের জন্য মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ সরবরাহ এবং অন্যান্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত। ব্যাংকটিকে মোট ঋণদান যোগ্য

*ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি কুটির শিল্প পর্যায়ের ইলেকট্রনিক্স কারখানা*

তহবিলের অন্ততঃ শতকরা ৫০ ভাগ ক্ষুদ্র শিল্পের অর্থায়নে ব্যবহার করতে হয়।

ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষের ৫৫৬৫ মিলিয়ন টাকা থেকে ৩.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ৫৭৬৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা ২০০১ সালের মার্চ শেষে ৬০৫৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকটির মোট অগ্রিম এবং বিনিয়োগের পরিমাণ ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় যথাক্রমে ১৬.৬ শতাংশ এবং ৪৬.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬১৯ মিলিয়ন টাকা এবং ১০৭৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালের মার্চ শেষে অগ্রিম এবং বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৮৫০ মিলিয়ন টাকা এবং ১১৩০ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ১৯৯৯ সালের তুলনায় ৩৫৯২ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালে ২২৯৬৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এর মধ্যে আমদানির পরিমাণ ১৯৯৯ সালের ৭৩৯১ মিলিয়ন টাকা থেকে ৭.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালে ৭৯৪৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং ২০০১ সালের জানুয়ারী-মার্চ সময়কালে ১৫৩০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। রেমিটেন্সের পরিমাণ ১৯৯৯ সালের ৬৯২১ মিলিয়ন টাকা থেকে ৩৬.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালে ৯৪৫৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালের প্রথম তিন মাসে যার পরিমাণ ছিল ২৭০০ মিলিয়ন টাকা।

### অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

সারণি-১
*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ৫০০ | ৫০০ | ৫০০ | ৫০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ২৪০ | ৩০০ | ৩০০ | ৩০০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ৩৪৪ | ৩৯৮ | ৪১৮ | ৪৪০ |
| ৪। | আমানত ঃ | ৫৫৬৫ | ৫৭৬৯ | ৬০৫৭ | ৬৪৫০ |
| | ক) তলবী আমানত | ১৫৭৪ | ১৪৫৫ | ১৫২৭ | ১৬৫০ |
| | খ) মেয়াদী আমানত | ৩৯৯১ | ৪৩১৪ | ৪৫৩০ | ৪৮০০ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ৩৯৬০ | ৪৬১৯ | ৪৮৫০ | ৫১০০ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ৭৩১ | ১০৭৪ | ১১৩০ | ১১৯০ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ৭১৭৩ | ৭৭৩১ | ৮১১৫ | ৮৫২৫ |
| ৮। | মোট আয় | ৭৮২ | ৮৭৭ | ২৩০ | ৪৮৫ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৫১৬ | ৫৭৩ | ১৫০ | ৩১৫ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ১৯৩৭২ | ২২৯৬৪ | ৬৪১৫ | ১৩৭৪০ |
| | ক) রপ্তানি | ৫০৬০ | ৫৫৫৭ | ১৫৩০ | ৩২১৫ |
| | খ) আমদানি | ৭৩৯১ | ৭৯৪৮ | ২১৮৫ | ৪৮০০ |
| | গ) রেমিটেন্স | ৬৯২১ | ৯৪৫৯ | ২৭০০ | ৫৭২৫ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ৪০৮ | ৪৫২ | ৪৫৪ | ৪৬০ |
| | ক) কর্মকর্তা | ১৯১ | ২০৯ | ২০৬ | ২০৭ |
| | খ) কর্মচারী | ২১৭ | ২৪৩ | ২৪৮ | ২৫৩ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ১৭ | ১৮ | ১৮ | ১৮ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ২৩ | ২৫ | ২৫ | ২৬ |

ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

## ঋণ বিতরণ এবং আদায়

বেসিক বাংলাদেশ লিমিটেডের ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের পরিমাণ ১৯৯৯ সালের যথাক্রমে ৩৫২৬ মিলিয়ন টাকা এবং ১৫১ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩০৪ মিলিয়ন টাকা এবং ৪৬

সারণি-২

**ঋণ বিতরণ ও আদায়**

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | বিতরণ | - | ২৩৭ | ১৯৪৬ | ২১৮৩ | ১৩৪৩ | ৩৫২৬ |
| | আদায় | - | ১৫১ | - | ১৫১ | - | ১৫১ |
| ২০০০ | বিতরণ | ৩২ | ৩১৩ | ১৯৩৯ | ২২৫২ | ১৫৪৬ | ৩৮৩০ |
| | আদায় | ১ | ২১৪ | - | ২১৪ | - | ২১৫ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* | বিতরণ | - | ৭৫ | ২০১৭ | ২০৯২ | ১৬০৮ | ৩৭০০@ |
| | আদায় | - | ৫২ | - | ৫২ | - | ৫২ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | বিতরণ | - | ১৬০ | ২০৯৮ | ২২৫৮ | ১৬৭০ | ৩৯২৮@ |
| | আদায় | ২ | ১০৭ | - | ১০৭ | - | ১০৯ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত। @ উল্লেখিত তারিখের স্থিতি।*

সারণি-৩

**শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ**

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে | প্রকল্প সংখ্যা | ৯ | ১৮৭ | ১৯৬ |
| | পরিমাণ | ২০০ | ১২৭২ | ১৪৭২ |
| জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা** | - | ৯০ | ৯০ |
| | পরিমাণ | - | ৬৩৬ | ৬৩৬ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১@ তারিখে | প্রকল্প সংখ্যা | ৯ | ১৯১ | ২০০ |
| | পরিমাণ | ২০০ | ১৩২৪ | ১৫২৪ |
| জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১@ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | - | ১৬ | ১৬ |
| | পরিমাণ | - | ৫২ | ৫২ |
| জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০১* পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | - | ৩৫ | ৩৫ |
| | পরিমাণ | - | ৯৫ | ৯৫ |

*@ সাময়িক। * প্রাক্কলিত। ** ২০০০ সালে ৪১টি নতুন প্রকল্প এবং ৪৯টি বিদ্যমান প্রকল্পে ঋণ মঞ্জুর করা হয়।*

মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালে ৩৮৩০ মিলিয়ন এবং ২১৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

## আকার ভিত্তিক শিল্প ঋণের অনুমোদন

ব্যাংকটি শুরু থেকে ২০০১ সালের মার্চ পর্যন্ত ২০০টি প্রকল্পের আওতায় মোট ১৫২৪ মিলিয়ন টাকা অনুমোদন করে যার মধ্যে ১৩২৪ মিলিয়ন টাকা (৮৭%) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে এবং বাকী ২০০ মিলিয়ন টাকা (১৩%) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে। প্রকল্পের ধরণ হচ্ছে গার্মেন্টস এবং টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ, সিনথেটিক লেদার, এমব্রয়ডারী, পেপার প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, হার্ডবোর্ড, মৎস্য ও চিংড়ী, ফিশিং নেট ইত্যাদি। ২০০০ সালে ব্যাংক ৯০টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৬৩৬ মিলিয়ন টাকা অনুমোদন করে।

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

## বিশেষ ঋণ কর্মসূচী এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

শহরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বেসিক ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী (Micro-credit Scheme) নামে একটি কর্মসূচী গ্রহণ করে। এ কর্মসূচীর আওতায় দরিদ্র ঋণ গ্রহীতাদের সরাসরি বা এনজিও-এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাস নাগাদ ব্যাংক ৩৫২২৭ জন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে মোট ৩৯৮ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে। ২০০০ সালের ডিসেম্বর এবং মার্চ, ২০০১ শেষে ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৬১৯ মিলিয়ন টাকা ও ৪৮৫০ মিলিয়ন টাকা।

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

**খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি** সারণি-৪

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | ৭৯ | ২৪৩ | ২৫২ | ২৬২ |
| | ক) শস্য | - | ৩৪ | ৩৫ | ৩৭ |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | ৭৯ | ২০৯ | ২১৭ | ২২৫ |
| ২। | শিল্প ঃ | ২২৪৫ | ২৪৭৪ | ২৬১৮ | ২৭৬২ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ৬৫৬ | ৬৮৭ | ৬৬০ | ৬৩২ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | ১৫৮৯ | ১৭৮৭ | ১৯৫৮ | ২১৩০ |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | - | ৮ | ৮ | ৯ |
| ৪। | বীমা রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | - | - | - | - |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | - | ১১ | ১১ | ১২ |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | ১০৪ | ১২০ | ১২৫ | ১৩০ |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | ১০৪ | ১২০ | ১২৫ | ১৩০ |
| | খ) অন্যান্য | - | - | - | - |
| ৭। | অন্যান্য | ১৫৩২ | ১৭৬৩ | ১৮৩৬ | ১৯২৫ |
| | সর্বমোট | ৩৯৬০ | ৪৬১৯ | ৪৮৫০ | ৫১০০ |

## স্থানীয় বেসরকারী ব্যাংক

# পূবালী ব্যাংক লিমিটেড

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড স্বাধীনতা পূর্বকালের ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড এবং পরবর্তী সময়ে জাতীয়করণকৃত পূবালী ব্যাংকের উত্তরাধীকারী হয়ে ১৬০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ১৩৬ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ১৯৮৪ সালে বেসরকারী ব্যাংক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ২০০১ সালের মার্চ শেষে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড-এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০০০ মিলিয়ন টাকা এবং এর পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১৬০ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির শাখা সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫০টি এবং মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০৩৪ জনে, তন্মধ্যে ২৯৬৯ জন কর্মকর্তা এবং ২০৬৫ জন কর্মচারী। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৪৫ মিলিয়ন টাকা।

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানত ১৯৯৯ সালের শেষে ২৫২০১ মিলিয়ন টাকা ছিল, যা শতকরা ১৯.৫৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালের শেষে ৩০১২২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে ব্যাংকটির মোট আমানতের এ বৃদ্ধি মেয়াদী আমানত ও তলবী আমানতে প্রতিফলিত হয়েছে, যা যথাক্রমে ২২৫০৮ মিলিয়ন টাকা এবং ৭৬১৪ মিলিয়ন টাকা হয়। ১৯৯৯ সালের শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ১৯৫১৬ মিলিয়ন টাকা, যা ২০০০ সালের শেষে ২১৫৭২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালের শেষে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগ ছিল ৩৮৫৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালে ব্যাংকটি মোট ৩১০৫৪ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি ১১৬১৭ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৬৮৭২ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ২৫৬৫ মিলিয়ন টাকা।

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

### ঋণ বিতরণ ও আদায়

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড ২০০০ সালে মোট ৭২৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১২০৩ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিলো যথাক্রমে ৬৯৩ মিলিয়ন টাকা ও ১০৮০ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের প্রথম তিন মাসে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩১৩ মিলিয়ন টাকা ও ২ মিলিয়ন টাকা।

পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

### শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড ২০০০ সালে ১৯টি শিল্প প্রকল্পে মোট ৬০ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে, তন্মধ্যে ৫টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে ৫২ মিলিয়ন টাকা এবং ১৪টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের মার্চ শেষে মোট ৩১৭টি প্রকল্পে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩০৭ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে ১৩০টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে ১১৮৮ মিলিয়ন টাকা এবং ১৮৭টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ১১৯ মিলিয়ন টাকা।

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড-এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের

সারণি-১

## অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ৫০০০ | ৫০০০ | ৫০০০ | ৫০০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ১৬০ | ১৬০ | ১৬০ | ১৬০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ৬৪৪ | ৬৪৫ | ৬৪৫ | ৬৪৫ |
| ৪। | আমানত ঃ | ২৫২০১ | ৩০১২২ | ২৯৫৯৬ | |
| | ক) তলবী আমানত | ৬১৬৫ | ৭৬১৪ | ৭৩৩২ | |
| | খ) মেয়াদী আমানত | ১৯০৩৬ | ২২৫০৮ | ২২২৬৪ | |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম ঃ | ১৯৫১৬ | ২১৫৭২ | ২২৩৬৪ | ২২৫১২ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ৩৩১৮ | ৩৮৫৩ | ৪০৫২ | |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ২৭৪১২ | ৩৬২২৭ | ৩৮৪৩১ | |
| ৮। | মোট আয় | ২১৮৫ | ৪৩১১ | ১১২১ | |
| ৯। | মোট ব্যয় | ১৮৭৭ | ৩৪৬৩ | ৯৮৪ | |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ২৪৬৬৭ | ৩১০৫৪ | ৪৬৫২ | ২১২৯৫ |
| | ক) রপ্তানি | ৮২৪০ | ১১৬১৭ | ২০৩৪ | ৭০৪৫ |
| | খ) আমদানি | ১৪১০০ | ১৬৮৭২ | ২১৬২ | ১২২৫০ |
| | গ) রেমিটেন্স | ২৩২৭ | ২৫৬৫ | ৪৫৬ | ২০০০ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ৪৮৮২ | ৫০৩২ | ৫০৩৪ | ৫০৩৬ |
| | ক) কর্মকর্তা | ২৮৫৯ | ৩০০৩ | ২৯৬৯ | ২৯৭১ |
| | খ) কর্মচারী | ২০২৩ | ২০২৯ | ২০৬৫ | ২০৬৫ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যা) | ৪২৭ | ৪১৫ | ৪১৫ | ৪২০ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ৩৫০ | ৩৫০ | ৩৫০ | ৩৫০ |
| | ক) বাংলাদেশে | ৩৫০ | ৩৫০ | ৩৫০ | ৩৫০ |
| | খ) বিদেশে | - | - | - | - |

অবস্থা সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

## ঋণ কর্মসূচী

২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড-এর ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২১৫৭২ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে দারিদ্র বিমোচন খাতে ৫৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২১৭৫৩ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে দারিদ্র বিমোচন খাতে ৬১ মিলিয়ন টাকা।

পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের খাত ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

## খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | | | | | | |
| বিতরণ | ৮ | ৫১ | ৫৪ | ১০৫ | ৫৮০ | ৬৯৩ |
| আদায় | ০.০৮ | ১২ | ১৪ | ২৬ | ১০৫৪ | ১০৮০ |
| ২০০০ | | | | | | |
| বিতরণ | ৫ | ৬০ | ৬৩ | ১২৩ | ৫৯৬ | ৭২৪ |
| আদায় | ৪ | ৯ | ১৮ | ২৭ | ১১৭২ | ১২০৩ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* | | | | | | |
| বিতরণ | - | ৪২ | ২৬ | ৬৮ | ২৪৫ | ৩১৩ |
| আদায় | .০৮ | .৩০ | ১ | ১ | ১ | ২ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | | | | | | |
| বিতরণ | ৪ | ৭১ | ২৮ | ৯৯ | ৩৫৮ | ৪৬১ |
| আদায় | ১ | ১৫ | ১৭ | ৩২ | ৪৬৭ | ৫০০ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৩

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|
| | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ১২৯ | ১৮৪ | ৩১৩ |
| পরিমাণ | ১১৩৫ | ১০৯ | ১২৪৪ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৫ | ১৪ | ১৯ |
| পরিমাণ | ৫২ | ৮ | ৬০ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ১৩০ | ১৮৭ | ৩১৭ |
| পরিমাণ | ১১৮৮ | ১১৯ | ১৩০৭ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ২ | ৫ | ৭ |
| পরিমাণ | ৪০ | ৭ | ৪৭ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১** পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৪ | ৯ | ১৩ |
| পরিমাণ | ৭৫ | ১১ | ৮৬ |

*** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৪

## খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | **কৃষি ও মৎস্য ঃ** | <u>২২৪</u> | <u>২১৯</u> | <u>২২১</u> | <u>২২১</u> |
| | ক) শস্য | ৮২ | ৭৯ | ৭৮ | ৭৭ |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | ১৪২ | ১৪০ | ১৪৩ | ১৪৪ |
| ২। | **শিল্প ঃ** | <u>১২০৭</u> | <u>১২৫১</u> | <u>১২৩৩</u> | <u>১২৪৫</u> |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ১১০৬ | ১১৪৫ | ১১২৮ | ১১৩৯ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | ১০১ | ১০৬ | ১০৫ | ১০৬ |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | ১৪০৫৭ | ১৬০২০ | ১৬২২১ | ১৬৩১১ |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ৭১৬ | ৭৫৬ | ৭২৪ | ৭৩৮ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৮৯ | ৮৮ | ৯৪ | ৯৫ |
| ৬। | **বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ** | <u>৮৩</u> | <u>৮৭</u> | <u>৯৩</u> | <u>৯৭</u> |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | ৫৪ | ৫৬ | ৬১ | ৬৩ |
| | খ) অন্যান্য | ২৯ | ৩১ | ৩২ | ৩৪ |
| ৭। | অন্যান্য | ৩১৪০ | ৩১৫১ | ৩৭৭৮ | ৩৮০৫ |
| | সর্বমোট | ১৯৫১৬ | ২১৫৭২ | ২২৩৬৪ | ২২৫১২ |

# উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে ইস্টার্ণ ব্যাংকিং কর্পোরেশন নামে বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালে জাতীয়করণের পর এটি উত্তরা ব্যাংক নাম ধারণ করে। আবার সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতির আওতায় পুঁজি প্রত্যাহারপূর্বক উত্তরা ব্যাংক লিমিটেডকে ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস হতে বেসরকারী খাতে ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনার অনুমোদন দেয়া হয়। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ১৯৮টি শাখা সম্বলিত এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২০০ মিলিয়ন টাকা। এই ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন মোট ১০০ মিলিয়ন টাকার মধ্যে ৯৫ মিলিয়ন টাকা উদ্যোক্তা ও জনসাধারণ কর্তৃক পরিশোধিত এবং অবশিষ্ট ৫ মিলিয়ন টাকা সরকার কর্তৃক পরিশোধিত। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৬১ মিলিয়ন টাকা এবং মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯৬৪ জনে, তন্মধ্যে ২০৩৬ জন কর্মকর্তা এবং ৯২৮ জন কর্মচারী।

*ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি স্পিনিং মিল*

সারণি-১

## অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ২০০ | ২০০ | ২০০ | ২০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ৪৮০ | ৬৬১ | ৬৬১ | ৬৬১ |
| ৪। | আমানত ঃ | ২১৭৮০ | ২৫৯৪২ | ২৭০৫১ | ২৮১০০ |
| | (ক) তলবী আমানত | ৬৮৭০ | ৭৬৫১ | ৮৩৮৬ | ৮৭০০ |
| | (খ) মেয়াদী আমানত | ১৪৯১০ | ১৮২৯১ | ১৮৬৬৫ | ১৯৪০০ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ১৮৬০৫ | ২২৩০৭ | ২৪০৩০ | ২৫৪৫৮ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ২৫৬৪ | ৩১৮৪ | ৩৩৯২ | ৩৭৪৫ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ২৫৯২২ | ৩১৪১৯ | ৩৪৮৬৭ | ৩৮৩১৫ |
| ৮। | মোট আয় | ২২৫১ | ৩০১৫ | ৫৩৪ | ১১৪০ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ১৬৯৪ | ১৯৭৩ | ২১৩ | ৪১০ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ৩৪১৫০ | ৪৮৯৯৮ | ১৪৭০৬ | ২০৬৬১ |
| | ক) রপ্তানি | ১০৫৩৫ | ১৫৫৫০ | ৪৩৭৬ | ৬১৩৫ |
| | খ) আমদানি | ২০৩৭৭ | ২৯১৬১ | ৯০২৬ | ১১৯১৫ |
| | গ) রেমিটেন্স | ৩২৩৮ | ৪২৮৭ | ১৩০৪ | ২৬১১ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ২৮২২ | ২৯৫৫ | ২৯৬৪ | ২৯৫০ |
| | ক) কর্মকর্তা | ১৮৪০ | ২০৫৫ | ২০৩৬ | ২০২৬ |
| | খ) কর্মচারী | ৯৮২ | ৯০০ | ৯২৮ | ৯২৪ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ২৩৭ | ২৩৭ | ২৩৭ | ২৩৭ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ১৯৮ | ১৯৮ | ১৯৮ | ১৯৮ |
| | ক) বাংলাদেশে | ১৯৮ | ১৯৮ | ১৯৮ | ১৯৮ |
| | খ) বিদেশে | - | - | - | - |

প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ দ্রুততম সময়ে দেশে প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং তা লাভজনক খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এ ব্যাংকে (ক) অনাবাসিক বৈদেশিক মুদ্রা মেয়াদী আমানত (NFCD), (খ) বৈদেশিক মুদ্রা চলতি আমানত (FCAP/FCAD), (গ) ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড (WEDB), (ঘ) হোম রেমিটেন্স সেল (HRC) এবং (ঙ) ওয়েজ আর্নার্স বিনিয়োগ সেল (WEIC) গঠন করেছে। বৈদেশিক রেমিটেন্স ব্যবসায় দ্রুত সেবা প্রদানের জন্য সেভেন ডেজ অ্যাসিউরড পেমেন্ট স্কীম (Seven Days Assured Payment Scheme) নামে একটি প্রকল্পও চালু রয়েছে। এছাড়া প্রবাসীদেরকে দেশের প্রাথমিক শেয়ারে (IPO) বিনিয়োগে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজার পরিস্থিতির প্রতি মুহূর্তের সঠিক তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে ব্যাংকের ডিলিং রুমের জন্য রয়টার ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (Money-2000) এবং সর্বাধুনিক লেনদেন পদ্ধতি (Dealing-2000-1) চালু করেছে। সর্বোপরি বৈদেশিক বাণিজ্যে দ্রুততম সেবা প্রদানের জন্য

প্রধান কার্যালয়ে ২ (দুই) টি ই-মেইল (E-Mail) চালু করা হয়েছে এবং SWIFT (Society for Worldwide Inter Bank Financial Telecommunication)-এর সংযোগ দেয়া হয়েছে। এ ব্যাংকের কার্যাবলী সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রদানের জন্য ব্যাংকের নিজস্ব ওয়েব সাইট চালু করা হয়েছে, যার নম্বর www.uttarabank-bd.com.

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানতের পরিমাণ ২০০০ সাল শেষে দাঁড়ায় ২৫৯৪২ মিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৪১৬২ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১৯ ভাগ বেশী। ২০০১ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির মোট আমানত বৃদ্ধি পেয়ে ২৭০৫১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ২২৩০৭ মিলিয়ন টাকা, যা ১৭২৩ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালের মার্চ শেষে ২৪০৩০ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়। ২০০০ সালের শেষে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগ ৩১৮৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড মোট ৪৮৯৯৮ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে তন্মধ্যে রপ্তানি, আমদানি এবং রেমিটেন্স-এর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৫৫৫০ মিলিয়ন, ২৯১৬১ মিলিয়ন এবং ৪২৮৭ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটি মোট ১৪৭০৬ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, যার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি এবং রেমিটেন্স-এর পরিমাণ যথাক্রমে ৪৩৭৬ মিলিয়ন, ৯০২৬ মিলিয়ন এবং ১৩০৪ মিলিয়ন টাকা।

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড-এর কার্যক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড ২০০০ সালে মোট ২১২২৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ এবং ১৫৩২৪ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৮৫১১ মিলিয়ন ও ১৪২০৬ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৩৪৫ মিলিয়ন ও ১০০৮ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৫৫ মিলিয়ন ও ৬২৪ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের প্রথম ৩ মাসে এই ব্যাংক মোট ৩৮১৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ২৩৯০ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে।

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড-এর খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২-এ দেয়া হলো।

## শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

উত্তরা ব্যাংক ২০০০ সালে ২১টি প্রকল্পের জন্য মোট ১১৪২ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে যার মধ্যে ৭টি বৃহৎ ও মাঝারী

সারণি-২

### খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | | | | | | |
| বিতরণ | - | - | ৭৫৫ | ৭৫৫ | ১৭৭৫৬ | ১৮৫১১ |
| আদায় | ২ | ৯৭ | ৫২৭ | ৬২৪ | ১৩৫৮০ | ১৪২০৬ |
| ২০০০ | | | | | | |
| বিতরণ | - | ১৬৫ | ১১৮০ | ১৩৪৫ | ১৯৮৮৩ | ২১২২৮ |
| আদায় | - | ১৫২ | ৮৫৬ | ১০০৮ | ১৪৩১৬ | ১৫৩২৪ |
| মার্চ ৩১, ২০০১* | | | | | | |
| বিতরণ | - | ৩৫ | ২২১ | ২৫৬ | ৩৫৫৭ | ৩৮১৩ |
| আদায় | - | ১২ | ১৯০ | ২০২ | ২১৮৮ | ২৩৯০ |
| জুন ৩০, ২০০১** | | | | | | |
| বিতরণ | - | ৪৮ | ৪০১ | ৪৪৯ | ৮৫৫৫ | ৯০০৪ |
| আদায় | - | ২২ | ২৩১ | ২৫৩ | ৬৬০৫ | ৬৮৫৮ |

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

শিল্প প্রকল্পের জন্য ১১৩৩ মিলিয়ন টাকা এবং ১৪টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রকল্পের জন্য ৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ২০০১ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৭৬৭ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে ৩৬৩৫ মিলিয়ন টাকা এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ২১৩২ মিলিয়ন টাকা। এছাড়া, শিল্প খাতে মেশিনারীজ ক্রয়ে সহায়তাদানের জন্য লীজ ফাইন্যান্সিং (Lease financing) নামে বিশেষ প্রকল্প চালু করা হয়েছে যার আওতায় ২০০০ সালে ১৪৭ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করা হয়।

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড-এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

## বিশেষ ঋণ কর্মসূচী

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড-এর ঋণের সর্বমোট স্থিতির পরিমাণ ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে দাঁড়ায় ২২৩০৭ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে বিশেষ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণের স্থিতির পরিমাণ ১৪৪ মিলিয়ন টাকা। এদিকে, উত্তরা ব্যাংক লিঃ দেশব্যাপী এর বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে উদ্যমী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মাঝে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাত ভিত্তিক বাণিজ্যিক ঋণ প্রদানের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। বিত্তহীন জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পরীক্ষামূলকভাবে কিশোরগঞ্জ জেলার ভাগলপুর শাখার মাধ্যমে ইতোমধ্যে গো-দুগ্ধ উৎপাদন ও হাঁস-মুরগী পালন খাতে প্রকল্প ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে এ খাতে ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮ মিলিয়ন টাকা। এই প্রকল্পের সফলতার নিরিখে ভবিষ্যতে এই কর্মসূচী অন্যান্য গ্রামীণ শাখায় সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসে "উত্তরণ" শীর্ষক ভোগ্যপণ্য ক্রয়ে ঋণ সহায়তা প্রকল্প চালু করেছে। ২০০০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এর আওতায় ক্রমপুঞ্জিভূত ৩০৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ১৯৯৯ সালের জুলাই থেকে "ব্যক্তিগত ঋণ প্রকল্প" নামে আরও একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে যেখানে ২০০০-এর

সারণি-৩

**শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ**

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|
| | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৫৭ | ১১৫৪ | ১২১১ |
| পরিমাণ | ৩০২৮ | ২১২৮ | ৫১৫৬ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৭ | ১৪ | ২১ |
| পরিমাণ | ১১৩৩ | ৯ | ১১৪২ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৬০ | ১১৬০ | ১২২০ |
| পরিমাণ | ৩৬৩৫ | ২১৩২ | ৫৭৬৭ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত* | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৩ | ৬ | ৯ |
| পরিমাণ | ৬০৭ | ৪ | ৬১১ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১ পর্যন্ত ** | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৪ | ১২ | ১৬ |
| পরিমাণ | ৪৫৯ | ৭ | ৪৬৬ |
| *সাময়িক। * প্রাক্কলিত। | | | |

ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ২৬ মিলিয়ন টাকা প্রদান করা হয়েছে।

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেডের বিশেষ ঋণ কর্মসূচীসহ খাত ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

**খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি**

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | ২৪ | ২৩ | ২৩ | ২৩ |
| | ক) শস্য | ১২ | ১১ | ১১ | ১১ |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ |
| ২। | শিল্প ঃ | ৪০১৪ | ১৭৪৪ | ২০৯৬ | ২৪৬১ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ১৮৯৫ | ১৬২১ | ১৯৫৭ | ২৩০৭ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | ২১১৯ | ১২৩ | ১৩৯ | ১৫৪ |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল | ২৯২৬ | ১০২৩৭ | ১১৭০৫ | ১১৯২৭ |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ১৪৩৯ | ২৬৫৭ | ২৮৭৭ | ৩১০২ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৪৪ | ৪৪ | ৪৪ | ৪৪ |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | ৬৪ | ১৪৪ | ১৫০ | ১৬০ |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | - | - | - | - |
| | খ) অন্যান্য | ৬৪ | ১৪৪ | ১৫০ | ১৬০ |
| ৭। | অন্যান্য | ১০০৯৪ | ৭৪৫৮ | ৭১৩৫ | ৭৭৪১ |
| | সর্বমোট | ১৮৬০৫ | ২২৩০৭ | ২৪০৩০ | ২৫৪৫৮ |

# ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড

ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড ১০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ৪৪ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ২৩শে মার্চ, ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন টাকা ও ৪৩০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১১৫ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির শাখা সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৬টি। ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড Western Union Financial Services International-এর মাধ্যমে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সহায়তায় তাৎক্ষণিকভাবে এক দেশ থেকে অন্য দেশে টাকা গ্রহণ ও প্রেরণ করে থাকে। এছাড়া ব্যাংকটি সঞ্চয়ী বীমা প্রকল্প, মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প, ক্রেডিট কার্ড (Master Card-local and International) ইত্যাদি সেবা প্রকল্প প্রবর্তন করেছে। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ২০১৯ জনে, তন্মধ্যে ১৪৫৩ জন কর্মকর্তা এবং ৫৬৬ জন কর্মচারী।

*ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি পাওয়ার জেনারেটর প্রকল্প*

ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানত ২০০০ সালে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ১৩.৮৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর শেষে ২৩০৭১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটির আমানত বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ শেষে ২২০৩১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ১৮৫৫৫ মিলিয়ন টাকা যার পরিমাণ ২০০১ সালের মার্চ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৫৮২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালের শেষে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২৬২৭ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালে ব্যাংকটি ৫৬৯৫৫ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি ২৪৭৩১ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ২৭৫৬২ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৪৬৬২ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের প্রথম ৩ মাসে এ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ১২২৬০ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি এবং রেমিটেন্সের পরিমাণ যথাক্রমে ৫১২৬ মিলিয়ন, ৬০৩৩ মিলিয়ন এবং ১১০১ মিলিয়ন টাকা।

সারণি-১-এ ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য দেয়া হলো।

সারণি-১

## অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ৪৩০ | ৪৩০ | ৪৩০ | ৪৩০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ৯৮২ | ১১১৫ | ১১১৫ | ১১১৫ |
| ৪। | আমানত ঃ | ২০২৫৯ | ২৩০৭১ | ২২০৩১ | ২৪৩৯৩ |
| | (ক) তলবী আমানত | ৫০৫৪ | ৫৩৬৭ | ৫৩৩২ | ৫৭৬৮ |
| | (খ) মেয়াদী আমানত | ১৫২০৫ | ১৭৭০৪ | ১৬৬৯৯ | ১৮৬২৫ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ১৩২৩৫ | ১৮৫৫৫ | ১৮৫৮২ | ১৯১৩৭ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ২৩৭১ | ২৬২৭ | ২৭০০ | ২৮০০ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ৩৬৫০৩ | ৪৭১৪৮ | ৪৮০০০ | ৫০০০০ |
| ৮। | মোট আয় | ২৫৭১ | ২৯৮৯ | ৬৮৩ | ১৩৬৫ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ১৬৬৭ | ২০৩৭ | ৫২১ | ৮১৫ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ৪৬৩২৫ | ৫৬৯৫৫ | ১২২৬০ | ২৪৬১৭ |
| | (ক) রপ্তানি | ১৮৭৪২ | ২৪৭৩১ | ৫১২৬ | ১০২৫২ |
| | (খ) আমদানি | ২৩৫৯৭ | ২৭৫৬২ | ৬০৩৩ | ১২০৬৫ |
| | (গ) রেমিটেন্স | ৩৯৮৬ | ৪৬৬২ | ১১০১ | ২৩০০ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ১৮৬৮ | ২০২৫ | ২০১৯ | ২০৬০ |
| | (ক) কর্মকর্তা | ১৩০৯ | ১৪৬২ | ১৪৫৩ | ১৪৫৮ |
| | (খ) কর্মচারী | ৫৫৯ | ৫৬৩ | ৫৬৬ | ৬০২ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ১৫৩ | ১৫৭ | ১৫৯ | ১৫৯ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ৬৬ | ৬৬ | ৬৬ | ৭০ |
| | ক) বাংলাদেশে | ৬৬ | ৬৬ | ৬৬ | ৭০ |
| | খ) বিদেশে | - | - | - | - |

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২
*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | | | | | | | |
| | বিতরণ | ৫৬ | ১২২১ | ২১৩২ | ৩৩৫৩ | ১৩২৯৩ | ১৬৭০২ |
| | আদায় | ১১ | ৩০০ | ৯৪৪ | ১২৪৪ | ৮৪৯৯ | ৯৭৫৪ |
| ২০০০ | | | | | | | |
| | বিতরণ | ৭১ | ১২৬৯ | ২২৩৯ | ৩৫০৮ | ১৩৮৪৮ | ১৭৪২৭ |
| | আদায় | ২১ | ৩১৫ | ৯৯১ | ১৩০৬ | ৫৯৮৪ | ৭৩১১ |
| মার্চ ৩১, ২০০১* | | | | | | | |
| | বিতরণ | ৭ | ২৫৭ | ২৭১ | ৫২৮ | ৩৪৫৩ | ৩৯৮৮ |
| | আদায় | ৫ | ৩০ | ৫৫ | ৮৫ | ১৪৯৮ | ১৫৮৮ |
| জুন ৩০, ২০০১** | | | | | | | |
| | বিতরণ | ১০ | ৬৫১ | ৭০১ | ১৩৫২ | ৩৬২৫ | ৪৯৮৭ |
| | আদায় | ৬ | ১৬৩ | ৫৭১ | ৭৩৪ | ১৫৭২ | ২৩১২ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

## খাত ভিত্তিক বিতরণ ও আদায়

ন্যাশনাল ব্যাংক ২০০০ সালে মোট ১৭৪২৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ৭৩১১ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৬৭০২ মিলিয়ন টাকা ও ৯৭৫৪ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২০০০ সালে ব্যাংকটি কৃষি খাতে ৭১ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণি-৩
*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | মোট |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ তারিখে | | | | |
| | প্রকল্প সংখ্যা | ৯২ | ১৮ | ১১০ |
| | পরিমাণ | ৩০৫৬ | ৮০ | ৩১৩৬ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | | |
| | প্রকল্প সংখ্যা | ১৩ | ৫ | ১৮ |
| | পরিমাণ | ৮৮০ | ১৩ | ৮৯৩ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ তারিখে | | | | |
| | প্রকল্প সংখ্যা | ১০২ | ২০ | ১২২ |
| | পরিমাণ | ৩২০৬ | ৮৫ | ৩২৯১ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | | |
| | প্রকল্প সংখ্যা | ১০ | ২ | ১২ |
| | পরিমাণ | ১৫১ | ৪ | ১৫৫ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১** পর্যন্ত | | | | |
| | প্রকল্প সংখ্যা | ২৫ | ৮ | ৩৩ |
| | পরিমাণ | ৩৪৭ | ২০ | ৩৬৭ |

*** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৪

## খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | <u>৪২</u> | <u>৬৬</u> | <u>৬৪</u> | <u>৬৬</u> |
| | ক) শস্য | ১৪ | ৩৬ | ৩৬ | ৩৬ |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | ২৮ | ৩০ | ২৮ | ৩০ |
| ২। | শিল্প ঃ | <u>২৫৩১</u> | <u>৪০৯৭</u> | <u>৪১৪৯</u> | <u>৪২৭২</u> |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ২৫০৬ | ৩৭৫২ | ৩৮০২ | ৩৯১৫ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | ২৫ | ৩৪৫ | ৩৪৭ | ৩৫৭ |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল | ৪০৩৩ | ৫৫২১ | ৫৪৭১ | ৫৬৩৫ |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ১৫৬৯ | ১৫১৬ | ১৫৬৮ | ১৬১৫ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৩৪৮ | ৩৫০ | ২৯৮ | ৩০৬ |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | | | | |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | | | | |
| | খ) অন্যান্য | | | | |
| ৭। | অন্যান্য | ৪৭১২ | ৭০০৫ | ৭০৩২ | ৭২৪৩ |
| | সর্বমোট | ১৩২৩৫* | ১৮৫৫৫** | ১৮৫৮২** | ১৯১৩৭** |

** লোন-লস প্রভিশন এবং সাসপেন্স বাদ দিয়ে*
*** লোন-লস প্রভিশন এবং ইন্টারেস্ট সাসপেন্সসহ*

২১ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫৬ মিলিয়ন ও ১১ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালে শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৫৭৯ মিলিয়ন ও ১৩২৮ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৪০৯ মিলিয়ন ও ১২৫৬ মিলিয়ন টাকা।

*ব্যাংক অর্থায়িত একটি ওষুধ প্রস্তুতকারী শিল্প*

ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের অবস্থা সারণি-২-এ দেয়া হলো।

## শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০০ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড ১৮টি প্রকল্পে মোট ৮৯৩ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে। ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণের মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৩১৩৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণের মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৩২৯১ মিলিয়ন টাকা। সারণি-৩-এ শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দেয়া হলো।

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

# দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড

দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড ১৯৮৩ সালের ২৭শে মার্চ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। ২০০১ সালের মার্চ শেষে এ ব্যাংকের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪০০ মিলিয়ন টাকা এবং ১৬০ মিলিয়ন টাকা। পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে ৮০ মিলিয়ন টাকা উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক এবং অবশিষ্ট ৮০ মিলিয়ন টাকা জনসাধারণ কর্তৃক পরিশোধিত। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬৫ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের বর্তমান শাখার সংখ্যা ৭৬। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের মোট জনবল দাঁড়ায় ১৬৬৩ জন, যার মধ্যে ১০৯৩ জন নির্বাহী/কর্মকর্তা ও ৫৭০ জন কর্মচারী।

ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ২০০০ সালের শেষে দাঁড়ায় ১৩৬৯৬ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের শেষে এর পরিমাণ ছিল ১২৫৪৪ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের মার্চ

*ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি গার্মেন্টস শিল্পে কাজ করছেন কর্মীরা*

সারণি-১

**অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য**

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সমন্বিত) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ৪০০ | ৪০০ | ৪০০ | ৪০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ১৬০ | ১৬০ | ১৬০ | ১৬০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ২৬৩ | ২৬৫ | ২৬৫ | ২৬৫ |
| ৪। | আমানত ঃ | ১২৫৪৪ | ১৩৬৯৬ | ১২৭৫০ | ১৪৫০০ |
| | (ক) তলবী আমানত | ২৬২৮ | ২৭৩৯ | ২৯৪৪ | ৩২৩৩ |
| | (খ) মেয়াদী আমানত | ৯৯১৬ | ১০৯৫৭ | ৯৮০৬ | ১১২৬৭ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ৮৩৪৯ | ৯৯৬৫ | ১০৭৬৭ | ১১২৩৫ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ১৪৯২ | ১৬১৪ | ১৭১৮ | ১৭৭০ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ১৫৭৩৫ | ১৭৫৯১ | ১৯৯৪১ | ২১১১৬ |
| ৮। | মোট আয় | ১১৭৯ | ১৩৫৭ | ৬১৫ | ১৩৮৬ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ১০৫৩ | ১১৬৮ | ৫৭৬ | ১২৮০ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ১০৬৫৪ | ১১৭২১ | ৩৯৩০ | ৮৪০০ |
| | (ক) রপ্তানি | ১৩০৯ | ২১৭২ | ৫৯২ | ২০০০ |
| | (খ) আমদানি | ৮৫৩০ | ৮৬৬৬ | ৩১৬১ | ৬০০০ |
| | (গ) রেমিটেন্স | ৮১৫ | ৮৮৩ | ১৭৭ | ৪০০ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ১৭২৪ | ১৬৭৪ | ১৬৬৩ | ১৬২১ |
| | (ক) কর্মকর্তা | ১১১২ | ১০৯২ | ১০৯৩ | ১০৬৬ |
| | (খ) কর্মচারী | ৬১২ | ৫৮২ | ৫৭০ | ৫৫৫ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যা) | ২৫৫ | ২৫৫ | ২৫৫ | ২৫৫ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ৭৬ | ৭৬ | ৭৬ | ৭৬ |
| | (ক) বাংলাদেশে | ৭৬ | ৭৬ | ৭৬ | ৭৬ |
| | (খ) বিদেশে | - | - | - | - |

শেষে ব্যাংকের মোট আমানত ১২৭৫০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালের শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতি ছিল ৮৩৪৯ মিলিয়ন টাকা, যা ২০০০ সালের শেষে দাঁড়ায় ৯৯৬৫ মিলিয়ন টাকায়। মার্চ, ২০০০ শেষে মোট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৭৬৭ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সাল শেষে ব্যাংকটির বিনিয়োগের স্থিতি দাঁড়ায় মোট ১৬১৪ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ১৪৯২ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালে ব্যাংকটি মোট ১১৭২১ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি ২১৭২ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৮৬৬৬ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৮৮৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের প্রথম তিন মাসে এ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৩৯৩০ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে রপ্তানি ৫৯২ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৩১৬১ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ১৭৭ মিলিয়ন টাকা।

দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড-এর কার্যক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড ২০০০ সালে মোট ১৫৭৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ৮৫১ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে।

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | | | | | | |
| বিতরণ | ২১ | ১৭৪ | ২০৫ | ৩৭৯ | ৮৮২ | ১২৮২ |
| আদায় | ১৩ | ৪৫ | ৮৭ | ১৩২ | ৫৩৩ | ৬৭৮ |
| ২০০০ | | | | | | |
| বিতরণ | ২৬ | ২৪৫ | ৩৩০ | ৫৭৫ | ৯৭৫ | ১৫৭৬ |
| আদায় | ১৪ | ৬৩ | ১৫৪ | ২১৭ | ৬২০ | ৮৫১ |
| ৩১ শে মার্চ, ২০০১* | | | | | | |
| বিতরণ | ৭ | ৮৯ | ১৬৬ | ২৫৫ | ২৮১ | ৫৪৩ |
| আদায় | ২ | ২৩ | ৯০ | ১১৩ | ৭৯ | ১৯৪ |
| ৩০শে জুন, ২০০১ ** | | | | | | |
| বিতরণ | ১৪ | ২৬০ | ৩২০ | ৫৮০ | ৫৫০ | ১১৪৪ |
| আদায় | ৮ | ৫৫ | ২১০ | ২৬৫ | ২৪০ | ৫১৩ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২৮২ মিলিয়ন টাকা ও ৮১০ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২০০১ সালের জানুয়ারী-মার্চ সময়কালে কৃষি ও শিল্প খাতে যথাক্রমে ৭ মিলিয়ন টাকা ও ২৫৫ মিলিয়ন

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণি-৩

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|
| | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ২৮ | - | ২৮ |
| পরিমাণ | ১৫৫০ | - | ১৫৫০ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৬ | - | ৬ |
| পরিমাণ | ৮৩০ | - | ৮৩০ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৩৩ | - | ৩৩ |
| পরিমাণ | ২২৮০ | - | ২২৮০ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৫ | - | ৫ |
| পরিমাণ | ৭৩০ | - | ৭৩০ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১ পর্যন্ত* | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৮ | - | ৮ |
| পরিমাণ | ১২০০ | - | ১২০০ |

** প্রাক্কলিত*

টাকা বিতরণ করে।

ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের অবস্থা সারণি-২-এ দেয়া হলো।

## শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড ২০০০ সালে বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে মোট ৮৩০ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ২২৮০ মিলিয়ন টাকা।

সারণি-৩-এ শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থান দেয়া হলো।

## ঋণের স্থিতি

দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড-এর ঋণের স্থিতির পরিমাণ ২০০১ সালের মার্চ শেষে মোট ১০৭৬৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (কৃষি খাতে ৬০ মিলিয়ন টাকা, শিল্প খাতে ২৩৮০ মিলিয়ন টাকা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যাংকের মোট অগ্রিমের স্থিতি দাঁড়ায় ৭৫৯৩ মিলিয়ন টাকা) যা ২০০০-এর শেষে ৯৯৬৫ মিলিয়ন টাকা ছিল।

ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

### খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণি-৪

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | **কৃষি ও মৎস্য ঃ** | <u>২০</u> | <u>৪০</u> | <u>৬০</u> | <u>৮০</u> |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | ২০ | ৪০ | ৬০ | ৮০ |
| ২। | **শিল্প ঃ** | <u>৯৪০</u> | <u>১৩৭৮</u> | <u>২৩৮০</u> | <u>২৫১০</u> |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ৯৪০ | ১৩৭৮ | ২৩৮০ | ২৫১০ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | - | - | - | - |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল | ৬৮২৮ | ৭৮৯৬ | ৭৫৯৩ | ৭৭৮০ |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ৫৮ | ২০৩ | ২২০ | ২৪০ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৩ | ২০ | ৬০ | ১০০ |
| ৬। | **বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ** | | | | |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | - | - | - | - |
| | খ) অন্যান্য | - | - | - | - |
| ৭। | অন্যান্য | ৫০০ | ৪২৮ | ৪৫৪ | ৫২৫ |
| | সর্বমোট | ৮৩৪৯ | ৯৯৬৫ | ১০৭৬৭ | ১১২৩৫ |

# ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড ১৯৮৩ সালের ২৯শে জুন হতে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কর্মকাণ্ড শুরু করে। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন ও ২৩০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৪৯ মিলিয়ন টাকা। ৩১ মার্চ, ২০০০ শেষে ব্যাংকটির মোট শাখার সংখ্যা ৭৯টি এবং মোট জনশক্তি সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮৩৫ জনে যার মধ্যে ১১৬০ জন কর্মকর্তা এবং ৬৭৫ জন কর্মচারী। ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষের ১০০৬০ মিলিয়ন টাকা থেকে ২৩২৭ মিলিয়ন টাকা (২৩%) বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ১২৩৮৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা ২০০১ সালের মার্চ শেষে ১১৮৩৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০০০ সাল শেষে তলবী ও মেয়াদী আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৬০৪ মিলিয়ন

*ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি আধুনিক ফ্লেক্সিবল প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রি*

সারণি-১

## অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ২৩০ | ২৩০ | ২৩০ | ২৩০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ৩০২ | ৩৪৯ | ৩৪৯ | ৩৪৯ |
| ৪। | আমানত ঃ | ১০০৬০ | ১২৩৮৭ | ১১৮৩৭ | ১২৫০০ |
| | (ক) তলবী আমানত | ৩০৪০ | ৩৬০৪ | ৩৪৬৯ | ৪০০০ |
| | (খ) মেয়াদী আমানত | ৭০২০ | ৮৭৮৩ | ৮৩৬৮ | ৮৫০০ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ৮৫৫৮ | ৯৪৪৪ | ৯৮১৮ | ১০৩০০ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ১৫৫৫ | ২১৬৩ | ২২১১ | ২২৫০ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ১৪৪৪৭ | ১৫৯২০ | ১৫৭৬৮ | ১৬০০০ |
| ৮। | মোট আয় | ২১৯১ | ২১৩৭ | ৪০৯ | ৯০০ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ১৭৪০ | ১৮৩১ | ৩২১ | ৭০০ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ১৯৭৬৭ | ১৯৯৩৩ | ৫২০৮ | ৫৫২৭ |
| | (ক) রপ্তানি | ৫৬১৬ | ৭৩৯৯ | ১৫২০ | ১৭১৯ |
| | (খ) আমদানি | ১৪১৫১ | ১২৫৩৪ | ৩৬৮৮ | ৩৮০৮ |
| | (গ) রেমিটেন্স | - | - | - | - |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ১৮৭৮ | ১৮৪২ | ১৮৩৫ | ১৮৩০ |
| | (ক) নির্বাহী/কর্মকর্তা | ১২০০ | ১১৬৬ | ১১৬০ | ১১৫৭ |
| | (খ) কর্মচারী | ৬৭৮ | ৬৭৬ | ৬৭৫ | ৬৭৩ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ১১০ | ১১০ | ১১০ | ১১০ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ৭৯ | ৭৯ | ৭৯ | ৭৯ |
| | (ক) বাংলাদেশে | ৭৯ | ৭৯ | ৭৯ | ৭৯ |
| | (খ) বিদেশে | - | - | - | - |

ও ৮৭৮৩ মিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় যথাক্রমে ৫৬৪ মিলিয়ন (১৯%) ও ১৭৬৩ মিলিয়ন টাকা (২৫%) বেশী। ২০০০ সাল শেষে এ ব্যাংকের মোট আগাম এবং বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৪৪৪ মিলিয়ন এবং ২১৬৩ মিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় যথাক্রমে ৮৮৬ মিলিয়ন টাকা (১০%) এবং ৬০৮ মিলিয়ন টাকা (৩৯%) বেশী। ২০০০ সালে এ ব্যাংকে মোট ১৯৯৩৩ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, যা ১৯৯৯ সালের তুলনায় ১৬৬ মিলিয়ন টাকা বেশী। মোট রপ্তানির পরিমাণ ১৯৯৯ সালের ৫৬১৬ মিলিয়ন টাকা থেকে ১৭৮৩ মিলিয়ন টাকা (৩২%) বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালে ৭৩৯৯ মিলিয়ন টাকা এবং ২০০১ সালের মার্চ পর্যন্ত প্রথম তিন মাসে ১৫২০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। অন্যদিকে, মোট আমদানির পরিমাণ ১৯৯৯ সালের ১৪১৫১ মিলিয়ন টাকা থেকে ১৬১৭ মিলিয়ন টাকা (১১%) হ্রাস পেয়ে ২০০০ সালে ১২৫৩৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা ২০০১ সালের প্রথম তিন মাসে ৩৬৮৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

**ঋণ বিতরণ ও আদায়**

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | | | | | | | |
| | বিতরণ | ২৮২ | ১৭৯ | ২১২২ | ২৩০১ | ১০৭৩৭ | ১৩৩২০ |
| | আদায় | ১২৩ | ৩১২ | ১৫৪৪ | ১৮৫৬ | ১০১৫৫ | ১২১৩৪ |
| ২০০০ | | | | | | | |
| | বিতরণ | - | ১৯৩ | ২৩৫৬ | ২৫৪৯ | ১১৮৫১ | ১৪৪০০ |
| | আদায় | - | ৩৩০ | ১৬৯০ | ২০২০ | ১১১১০ | ১৩১৩০ |
| ৩১ শে মার্চ, ২০০১* | | | | | | | |
| | বিতরণ | - | ৮৫ | ৩৯১ | ৪৭৬ | ২৭০৩ | ৩১৭৯ |
| | আদায় | - | ৯৮ | ৫৯৩ | ৬৯১ | ২৯৮২ | ৩৬৭৩ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | | | | | | | |
| | বিতরণ | - | ১৮৫ | ৮৮০ | ১০৬৫ | ৬৭১৪ | ৭৭৭৯ |
| | আদায় | - | ১৬৩ | ৭৪০ | ৯০৩ | ৬১৩৮ | ৭০৪১ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক কর্তৃক ২০০০ সালে মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৪৪০০ মিলিয়ন ও ১৩১৩০ মিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় যথাক্রমে ১০৮০ মিলিয়ন এবং ৯৯৬ মিলিয়ন টাকা

সারণি-৩

**শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ**

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | | |
| | প্রকল্প সংখ্যা | ২০ | ৭৬ | ৯৬ |
| | পরিমাণ | ৩০৬৪ | ২৬৪ | ৩৩২৮ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | | |
| | প্রকল্প সংখ্যা | ২ | ৮ | ১০ |
| | পরিমাণ | ২৪৫ | ৯৬ | ৩৪১ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | | |
| | প্রকল্প সংখ্যা | ২০ | ৮৩ | ১০৩ |
| | পরিমাণ | ৩০৮৯ | ২৯৭ | ৩৩৮৬ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত* | | | | |
| | প্রকল্প সংখ্যা | - | ৭ | ৭ |
| | পরিমাণ | ২৫ | ৩৩ | ৫৮ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১ পর্যন্ত** | | | | |
| | প্রকল্প সংখ্যা | ১ | ৯ | ১০ |
| | পরিমাণ | ৩৫ | ৫৬ | ৯১ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

বেশী। এ ক্ষেত্রে শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৫৪৯ মিলিয়ন এবং ২০২০ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের প্রথম তিন মাসে এ ব্যাংক মোট ৩১৭৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ৩৬৭৩ মিলিয়ন টাকা আদায় করে।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক-এর ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত তথ্য সারণি-২-এ দেয়া হলো।

## শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

ইউনাটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকে ২০০০ সালের মার্চ পর্যন্ত ১০৩টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৩৩৮৬ মিলিয়ন টাকা (ক্রমপুঞ্জিভূত) শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে যার মধ্য ৩০৮৯ মিলিয়ন টাকা (৯১%) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পের জন্য এবং ২৯৭ মিলিয়ন টাকা (৯%) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য। ২০০০ সালে এ ব্যাংক ১০টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৩৪১ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে, যার মধ্যে ২৪৫ মিলিয়ন টাকা (৭২%) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পের জন্য এবং ৯৬ মিলিয়ন টাকা (২৮%) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য।

শিল্পের আকার ভিত্তিক ব্যাংকটির ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

## ঋণের স্থিতি

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড-এর ২০০০ সাল শেষে ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৪৪৪ মিলিয়ন টাকা, যা ১৯৯৯ সালের শেষের ৮৫৫৮ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ৮৮৬ মিলিয়ন টাকা (১০%) বেশী। এর মধ্যে শিল্প ঋণের স্থিতির পরিমাণ ৩৩২৮ মিলিয়ন টাকা (৩৫%) এবং পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল খাতে ৫৫২৯ মিলিয়ন টাকা (৫৯%) উল্লেখযোগ্য। ২০০১ সালের মার্চ শেষে এ ব্যাংকের সর্বমোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৮১৮ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে শিল্প খাতে ৩৩৮৬ মিলিয়ন টাকা (৩৪%) এবং পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/ হোটেল খাতে ৫৮০৮ মিলিয়ন টাকা (৫৯%) উল্লেখযোগ্য।

ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

### খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | ৮৫ | - | - | - |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | ৮৫ | - | - | - |
| ২। | শিল্প ঃ | ২৭১২ | ৩৩২৮ | ৩৩৮৬ | ৩৬৬৬ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ২৩৭১ | ৩০৬৪ | ৩০৮৯ | ৩৩২৮ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | ৩৪১ | ২৬৪ | ২৯৭ | ৩৩৮ |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল | ৫২৯৬ | ৫৫২৯ | ৫৮০৮ | ৫৯৮৪ |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ৩৭১ | ৪৭৯ | ৫১১ | ৫৩০ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৩৯ | ৪৬ | ৪৬ | ৪৯ |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | - | - | - | - |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | - | - | - | - |
| | খ) অন্যান্য | - | - | - | - |
| ৭। | অন্যান্য | ৫৫ | ৬২ | ৬৭ | ৭১ |
| | সর্বমোট | ৮৫৫৮ | ৯৪৪৪ | ৯৮১৮ | ১০৩০০ |

# আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড

আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড ১৯৮২ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে ২০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ৮৫ মিলিয়ন টাকা পরিশোধিত মূলধন নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মকাণ্ড শুরু করে। ২০০০ সালের শেষে ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৮০০ মিলিয়ন টাকা, পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৪১০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ৪৩০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এ সময়ে ব্যাংকটির ৬২টি শাখায় মোট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১৫৫৫ জন।

আরব বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষের ১৩৬২৫ মিলিয়ন টাকা থেকে ২৯৭২ মিলিয়ন টাকা (২২%) বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ১৬৫৯৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মার্চ ২০০১ শেষে মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬২৯০ মিলিয়ন টাকায়, যা ডিসেম্বর ২০০০ শেষের তুলনায় শতকরা ১.৮ ভাগ কম। তলবী আমানতের পরিমাণ ১৯৯৯ সালের তুলনায় ৯৩২ মিলিয়ন টাকা (১৬%) বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালের শেষে

*নির্মাণধীন সেতু। অর্থায়ন করেছে ব্যাংক।*

সারণি-১

## অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সমন্বিত) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ৮০০ | ৮০০ | ৮০০ | ৮০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ৪১০ | ৪১০ | ৪১০ | ৪১০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ৩৫৫ | ৪৩০ | ৪৩০ | ৪৩০ |
| ৪। | আমানত ঃ | ১৩৬২৫ | ১৬৫৯৭ | ১৬২৯০ | ১৭১৯৩ |
| | (ক) তলবী আমানত | ৫৭৪৬ | ৬৬৭৮ | ৬৫৫৫ | ৬৯১৮ |
| | (খ) মেয়াদী আমানত | ৭৮৭৯ | ৯৯১৯ | ৯৭৩৫ | ১০২৭৫ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম * | ১০৭৬৯ | ১২৬৮২ | ১২৬৫৩ | ১৩৩১০ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ২১১৩ | ২৪৩০ | ২৮০৯ | ২৯৬৪ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ১৯২০৪ | ২৫১৬৮ | ২৭৬২২ | ২৯০০৬ |
| ৮। | মোট আয় | ১৪৮৬ | ১৭৮২ | ২৮৮ | ৮৬৪ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ১৪০৭ | ১৬২৩ | ২১৩ | ৬৩৮ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ১৮৫৬৫ | ২৩১৩৪ | ৬২৪৯ | ১৫৭৬৫ |
| | (ক) রপ্তানি | ৬৮১৮ | ৮৪৩৬ | ২০০৪ | ৫০০০ |
| | (খ) আমদানি | ১০০৬৫ | ১৩১১৯ | ২৭৩৭ | ৭৭৫০ |
| | (গ) রেমিটেন্স | ১৬৮২ | ১৫৭৯ | ১৫০৮ | ৩০১৫ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ১৪৭২ | ১৫৫৫ | ১৫৫৫ | ১৫৬০ |
| | (ক) কর্মকর্তা | ৯৪৭ | ১০০৭ | ১০০৭ | ১০০৭ |
| | (খ) কর্মচারী | ৫২৫ | ৫৪৮ | ৫৪৮ | ৫৫৩ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ৩১০ | ৩১০ | ৩১০ | ৩১০ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ৬২ | ৬২ | ৬২ | ৬৪ |
| | (ক) বাংলাদেশে | ৬১ | ৬১ | ৬১ | ৬৩ |
| | (খ) বিদেশে | ১ | ১ | ১ | ১ |

**= ঋণ ও অগ্রিমের বিপরীতে কোন প্রকার সঞ্চিতি সংস্থান সমন্বয়ের পূর্বে।*

৬৬৭৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়ের ব্যবধানে মেয়াদী আমানতের পরিমাণ ২০৪০ মিলিয়ন টাকা (২৬%) বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালের শেষে ৯৯১৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মোট আগাম ও বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৯৯ সালের তুলনায় যথাক্রমে ১৯১৩ মিলিয়ন টাকা (১৮%) এবং ৩১৭ মিলিয়ন টাকা (১৫%) বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালের শেষে যথাক্রমে ১২৬৮২ মিলিয়ন টাকা এবং ২৪৩০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ১৯৯৯ সালের তুলনায় ৪৫৬৯ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালের শেষে ২৩১৩৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যার পরিমাণ ২০০১ সালের প্রথম তিন মাসে দাঁড়িয়েছে ৬২৪৯ মিলিয়ন টাকায়। মোট আমদানির পরিমাণ ১৯৯৯ সালের ১০০৬৫ মিলিয়ন টাকা থেকে (৩০%) বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালে ১৩১১৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং ২০০১ সালের জানুয়ারি-মার্চ সময়কালে ২৭৩৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। মোট রপ্তানির পরিমাণ ১৯৯৯ সালের ৬৮১৮ মিলিয়ন টাকা থেকে (২৪%) বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালে ৮৪৩৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং ২০০১ সালের জানুয়ারি-মার্চ সময়কালে ২০০৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে রেমিটেন্সের পরিমাণ ১৯৯৯ সালের ১৬৮২ মিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ২০০০ সালে ১৫৭৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং ২০০১ সালের জানুয়ারি-মার্চ সময়কালে ১৫০৮ মিলিয়ন

## খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | বিতরণ | ৫০ | ৬২০ | ৫৫৭৫ | ৬১৯৫ | ১৮৪৫ | ৮০৯০ |
| | আদায় | ৩৮ | ৬৩৭ | ৫৪৪২ | ৬০৭৯ | ২১১১ | ৮২২৮ |
| ২০০০ | বিতরণ | ১০০ | ৫৬৫ | ৫৮২০ | ৬৩৮৫ | ৩৫০৭ | ৯৯৯২ |
| | আদায় | ৪৩ | ৬১০ | ৬১৯৯ | ৬৮০৯ | ১৩০৮ | ৮১৬০ |
| ৩১ শে মার্চ, ২০০১* | বিতরণ | ৩২ | ৫৫ | ১৪৫০ | ১৫০৫ | ৩৮০ | ১৯১৭ |
| | আদায় | ১৯ | ৮০ | ১৩৭০ | ১৪৫০ | ১৩৩৭ | ২৮০৬ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | বিতরণ | ৫৫ | ৩০৫ | ২৭৯০ | ৩০৯৫ | ৮০০ | ৩৯৫০ |
| | আদায় | ৪০ | ৩৫০ | ২৪৪০ | ২৭৯০ | ২০০৯ | ৪৮৩৯ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

টাকায় দাঁড়িয়েছে।

ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

### ঋণ বিতরণ ও আদায়

আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক ২০০০ সালে কৃষি

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণি-৩

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৪৪ | ৭৫ | ১১৯ |
| | পরিমাণ | ১৭৫৩ | ৬০৬ | ২৩৫৯ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৩ | ১১ | ১৪ |
| | পরিমাণ | ৭৭ | ৯৫ | ১৭২ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৪৫ | ৭৭ | ১২২ |
| | পরিমাণ | ১৮০৩ | ৬১১ | ২৪১৪ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত* | প্রকল্প সংখ্যা | ১ | ২ | ৩ |
| | পরিমাণ | ৫০ | ৫ | ৫৫ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১ পর্যন্ত** | প্রকল্প সংখ্যা | ৩ | ৬ | ৯ |
| | পরিমাণ | ২৮০ | ২৫ | ৩০৫ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

খাতে মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০ মিলিয়ন ও ৪৩ মিলিয়ন টাকা যা ১৯৯৯ সালে ছিল যথাক্রমে ৫০ মিলিয়ন ও ৩৮ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালে শিল্প খাতে মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬১৯৫ মিলিয়ন ও ৬০৭৯ মিলিয়ন টাকা যা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালে ৬৩৮৫ মিলিয়ন ও ৬৮০৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালের জানুয়ারি-মার্চ সময়কালে ব্যাংক কর্তৃক মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৯৭১ মিলিয়ন ও ২৮০৬ মিলিয়ন টাকা।

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

## শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

আরব বাংলাদেশ ব্যাংক ১২২টি প্রকল্পের আওতায় ২০০১ সালের মার্চ পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিভূত) মোট ২৪১৪ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে যার মধ্যে ১৮০৩ মিলিয়ন টাকা (৭৫%) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে এবং ৬১১ মিলিয়ন টাকা (২৫%) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য মঞ্জুর করা হয়। ২০০০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিভূত) ১১৯টি প্রকল্পের আওতায় মোট ২৩৫৯ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করে যার মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে ১৭৫৩ মিলিয়ন টাকা এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য ৬০৬ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করা হয়। শুধু ২০০০ সালে আরব বাংলাদেশ ব্যাংকে ১৪টি প্রকল্পে মোট ১৭২ মিলিয়ন টাকা শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে।

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

## খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

আরব বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ২০০০ সাল শেষে ১২৬৮২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা ১৯৯৯ সাল শেষের স্থিতি ১০৭৬৯ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৮% বেশী। ২০০০ সালে মোট ঋণের স্থিতির মধ্যে কৃষি ও মৎস্য খাতে ৩৩২ মিলিয়ন টাকা (৩%), শিল্প খাতে ২৪৯৩ মিলিয়ন টাকা (২০%), পাইকারী/খুচরা ব্যবসা ও রেস্তোরা/হোটেল খাতে ৪৮০৫ মিলিয়ন টাকা (৩৮%), বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা খাতে ১২৮০ মিলিয়ন টাকা (১০%), পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ১৬০ মিলিয়ন টাকা (১%), বিশেষ ঋণ কর্মসূচী খাতে ৬৩৬ মিলিয়ন টাকা (৫%) এবং অন্যান্য খাতে ২৯৭৬ মিলিয়ন টাকা (২৪%) বিদ্যমান ছিল।

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

### খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণি-৪

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | ২৭৫ | ৩৩২ | ৩৪৫ | ৩৬০ |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | ২৭৫ | ৩৩২ | ৩৪৫ | ৩৬০ |
| ২। | শিল্প ঃ | ২৭৮৩ | ২৪৯৩ | ২৭১২ | ৩০৫০ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ২৪৫৭ | ১৮৮৭ | ২১০১ | ২৪১৯ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | ৩২৬ | ৬০৬ | ৬১১ | ৬৩১ |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল | ৩৭৩২ | ৪৮০৫ | ৪৭৫৩ | ৫১৩১ |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ১৩৭০ | ১২৮০ | ১৪০৪ | ১৩৮৩ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১৭৮ | ১৬০ | ১৫৬ | ১৫০ |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | ৫১৫ | ৬৩৬ | ৬৭৫ | ৭১৫ |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | - | - | - | - |
| | খ) অন্যান্য | ৫১৫ | ৬১০ | ৬৪৫ | ৬৮০ |
| ৭। | অন্যান্য | ১৯১৬ | ২৯৭৬ | ২৬০৮ | ২৫২১ |
| | সর্বমোট | ১০৭৬৯ | ১২৬৮২ | ১২৬৫৩ | ১৩০১০ |

# ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স ইনভেস্টমেন্ট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড

ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স ইনভেস্টমেন্ট এন্ড কমার্স (আইএফআইসি) ব্যাংক লিমিটেডের অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ২০০০ সালে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং ২৭৯ মিলিয়ন টাকায়। পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে ১৬৭ মিলিয়ন টাকা উদ্যোক্তাগণ ও জনসাধারণ কর্তৃক পরিশোধিত এবং অবশিষ্ট ১১২ মিলিয়ন

**অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য** সারণি-১

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ৫০০ | ৫০০ | ৫০০ | ৫০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ২৭৯ | ২৭৯ | ২৭৯ | ২৭৯ |
| ৩। | সংরক্ষিত তহবিল | ৬৮৪ | ৬৮৪ | ৬৮৪ | ৮৮৪ |
| ৪। | আমানত ঃ | ১৬২৬৪ | ১৬৪৫৬ | ১৫৩৪২ | ১৭২৩৫ |
| | ক) তলবী আমানত | ৩৪২৫ | ৩৮০৮ | ৩২২২ | ৪১৩৭ |
| | খ) মেয়াদী আমানত | ১২৮৩৮ | ১২৬৪৮ | ১২১২০ | ১৩০৯৯ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ১৬১২৬ | ১৬২৩৪ | ১৬০৪৫ | ১৭২৮২ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ৩৫৯২ | ৩৩৭৫ | ৩০৪৫ | ৩৬০০ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ১৮৭৪২ | ১৯৩২৪ | ১৮৯৫৯ | ২০০০০ |
| ৮। | মোট আয় | ১৭৭৮ | ২১৪৪ | ৫১৩ | ১২০৯ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ১৫৪৭ | ১৬১০ | ৪২২ | ৮৪৫ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ৩২৪৩৯ | ৩৭৬৫১ | ৯৩২১ | ২০৯৬৮ |
| | ক) রপ্তানি | ১৩৪৪৪ | ১৬৬৩৪ | ৪৭০৮ | ৯৪২০ |
| | খ) আমদানি | ১৫৮৯৯ | ১৭৯৩৯ | ৩৯৫৭ | ৯৮৫০ |
| | গ) রেমিটেন্স | ৩০৯৬ | ৩০৭৭ | ৬৫৭ | ১৬৯৮ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ১৬৫৯ | ১৭০০ | ১৭০৭ | ১৭৫৭ |
| | ক) কর্মকর্তা | ১১২৪ | ১১৫১ | ১১৫৬ | ১১৮৬ |
| | খ) কর্মচারী | ৫৩৫ | ৫৪৯ | ৫৫১ | ৫৭১ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ১৯৯ | ২০২ | ২০২ | ২০২ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ৫৪ | ৫৪ | ৫৪ | ৫৮ |
| | ক) বাংলাদেশে | ৫২ | ৫২ | ৫২ | ৫৬ |
| | খ) বিদেশে | ২ | ২ | ২ | ২ |

সারণি-২

## খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | | | | | | | |
| | বিতরণ | ৬৬ | ২৪৯ | ৬৭৮ | ৯২৭ | ২০৭১১ | ২১৭০৫ |
| | আদায় | ৬২ | ২৩১ | ৬৮৬ | ৯১৭ | ২০৩৮৮ | ২১৩৬৭ |
| ২০০০ | | | | | | | |
| | বিতরণ | ১২ | ৩৪৮ | ১৪৮৪ | ১৮৩২ | ২৩৮২০ | ২৫৬৬৪ |
| | আদায় | ৭ | ৪৬৬ | ১২০৮ | ১৬৭৪ | ২৩৮৭৫ | ২৫৫৫৬ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* | | | | | | | |
| | বিতরণ | ১০ | ৭৬ | ৩৭১ | ৪৪৭ | ৫৪৬৪ | ৫৯২১ |
| | আদায় | ১৪ | ৮৭ | ৩৫৫ | ৪৪২ | ৫৬৫৩ | ৬১০৯ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | | | | | | | |
| | বিতরণ | ১৫ | ১৫৬ | ৩২৮ | ৪৮৪ | ৬৭৩৩ | ৭২৩২ |
| | আদায় | ১০ | ৮৪ | ২৩৮ | ৩২২ | ৫৬৬৩ | ৫৯৯৫ |

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

টাকা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিশোধিত। ২০০০ সালে ব্যাংকটির শাখার সংখ্যা বিদেশস্থ ২টিসহ ৫৪টিতে দাঁড়ায়। এ ব্যাংক নেপালের কাঠমুন্ডুতে 'নেপাল বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড' নামে ব্যাংক স্থাপন করে।

এ ব্যাংকের মোট আমানত ২০০০ সালে শতকরা ১.১৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর মাসের শেষে ১৬৪৫৬ মিলিয়ন টাকায়

সারণি-৩

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | | |
| | প্রকল্প সংখ্যা | ৩৭ | ১৫৪ | ১৯১ |
| | পরিমাণ | ২৩৬৩ | ১২৪৮ | ৩৬১১ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | | |
| | প্রকল্প সংখ্যা | ৮ | ১১ | ১৯ |
| | পরিমাণ | ৮৬৭ | ১৪২ | ১০০৯ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | | |
| | প্রকল্প সংখ্যা | ৪০ | ১৫৫ | ১৯৫ |
| | পরিমাণ | ২৪৫৪ | ১২৪৮ | ৩৭০৩ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত* | | | | |
| | প্রকল্প | ৩ | ১ | ৪ |
| | পরিমাণ | ৯১ | .৫০ | ৯২ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১ পর্যন্ত** | | | | |
| | প্রকল্প সংখ্যা | ৫ | ২ | ৭ |
| | পরিমাণ | ৯৪০ | ৬০ | ১০০০ |

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে আমানতের পরিমাণ ছিল ১৬২৬৪ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের জুনে মোট আমানত ১৭২৩৬ মিলিয়ন টাকা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০০০ সালে ব্যাংকটি ৩৭৬৫১ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, যার মধ্যে রয়েছে রপ্তানি ১৬৬৩৪ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৭৯৩৯ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৩০৭৭ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালে এ ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ১৬২৩৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১৬১২৬ মিলিয়ন টাকা ছিল।

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ২০০০ সালে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৯ সালে যেখানে ২১৭০৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছিল সেখানে ২০০০ সালে ২৫৬৬৪ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়। একই সময়ে ব্যাংকটির ঋণ আদায়ের পরিমাণ ২১৩৬৭ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৫৫৫৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

খাতওয়ারী ঋণ বিতরণ এবং আদায় সারণি-২-এ দেয়া হলো।

আইএফআইসি ব্যাংকের শিল্প ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

ব্যাংক-এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

**খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি**

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | ৬৯ | ৭৪ | ৭০ | ৭৫ |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | ৬৯ | ৭৪ | ৭০ | ৭৫ |
| ২। | শিল্প ঃ | ৩৩৩৫ | ৩৫২৭ | ৩৪৯৯ | ৩৬৬৫ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ২৬৫৯ | ২৭৭২ | ২৭৮৮ | ২৯০০ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | ৬৭৬ | ৭৫৫ | ৭১১ | ৭৬৫ |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | ৪০১২ | ৩৮৭৫ | ৩৯৬৫ | ৪২০০ |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ১২১ | ১৪৪ | ১৪৩ | ১৫০ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ২১৭ | ২০৯ | ২১৫ | ২৩০ |
| ৬। | অন্যান্য | ৮৩৭২ | ৮৪০৫ | ৮১৫৩ | ৮৯৬২ |
| | সর্বমোট | ১৬১২৬ | ১৬২৩৪ | ১৬০৪৫ | ১৭২৮২ |

# ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ১৯৮৩ সালের ৩০শে মার্চ দেশের প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। এই ব্যাংক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ারও প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক। এটি যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যাংকিং কোম্পানি যার মূলধনের শতকরা ৬২ ভাগ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, কয়েকটি বিদেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং উদ্যোক্তা কর্তৃক বিনিয়োগকৃত। অবশিষ্টাংশ বাংলাদেশী উদ্যোক্তা ও শেয়ার হোল্ডারগণ কর্তৃক বিনিয়োগকৃত। ২০০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন টাকা, ৩২০ মিলিয়ন টাকা এবং ২০৭৫ মিলিয়ন টাকা। ৩১শে মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত ব্যাংকটির মোট শাখার সংখ্যা ১১৮টিতে এবং মোট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ২৬৮৮ জনে দাঁড়ায়, যার মধ্যে ২১৯২ জন কর্মকর্তা। ব্যাংকের কার্যক্রম ইসলামী শরীয়াহ্ অনুযায়ী চলছে কিনা তা দেখাশুনা করার জন্য দেশের প্রখ্যাত আলেম, আইনজীবী, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং ব্যাংকারদের

*মীরপুর সিল্ক উইভার্স ইনভেস্টমেন্ট স্কীমের আওতায় একটি প্রকল্প*

নিয়ে গঠিত একটি "শরীয়াহ্ কাউন্সিল" আছে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর মোট আমানত ২০০০ সালে ৩২১১২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৬৬১২ মিলিয়ন টাকা বা ২৬% বেশী। ২০০১ সালের প্রথম তিন মাসে (মার্চ পর্যন্ত) ব্যাংকটির আমানত বৃদ্ধি পায় ৮৯৩ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির ২০০০ সালের মোট বিনিয়োগ স্থিতি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৬৮৫২ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২৭৪৩৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালে ব্যাংকটি মোট ৪৯৮৬০ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। তার মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৫৩২৭ মিলিয়ন টাকা, ১৬৮৮৯ মিলিয়ন টাকা ও ৭৬৪৪ মিলিয়ন টাকা।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

## বিনিয়োগ বিতরণ ও আদায়

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ২০০০ সালে মোট ৬৯৩৯৯ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ বিতরণ ও ৬৬৬১৮ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫৭৯৭০ মিলিয়ন ও ৫৪৬৮৭ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে বিতরণকৃত বিনিয়োগের মধ্যে কৃষি ও শিল্প খাতে বিতরণ করা হয় যথাক্রমে ২৮ মিলিয়ন ও ১৭৯৯৯ মিলিয়ন টাকা এবং উক্ত খাতদ্বয়ে আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৫ মিলিয়ন ও ১৮৩৬১ মিলিয়ন টাকা।

ব্যাংকটির খাতওয়ারী বিনিয়োগ বিতরণ ও আদায়ের

সারণি-১

### অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ (সাময়িক) | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ৫০০ | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ৩২০ | ৩২০ | ৬৪০ | ৬৪০ |
| ৩। | সংরক্ষিত তহবিল | ১২১০ | ২০৭৫ | ১৭৬০ | ১৭৬০ |
| ৪। | আমানত ঃ | ২৫৫০০ | ৩২১১২ | ৩৩০০৫ | ৩৬০৫০ |
| | (ক) তলবী আমানত | ৫১৮০ | ৬০৬৬ | ৫৮৪২ | ৭২০০ |
| | (খ) মেয়াদী আমানত | ২০৩২০ | ২৬০৪৬ | ২৭১৬৩ | ২৮৮৫০ |
| ৫। | অগ্রিম ও ঋণ (বিনিয়োগ) | ২০৫৮৫ | ২৭৪৩৭ | ২৮৫৯৭ | ৩০৮৬৮ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ৩১ | ৩৪ | ৩৪ | ৩৪ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ (কন্ট্রা ব্যতীত) | ৩১৩১৫ | ৩৯৩৬৬ | ৩৯৩৬৬ | ৩৯৩৬৬ |
| ৮। | মোট আয় | ২২৪৭ | ৩২০৮ | ৮১৭ | ২০২৫ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ২০৬৯ | ২৮৭৮ | ৫১২ | ১২০০ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ৪৩৬০৯ | ৮৯৮৬০ | ১২৩৩৯ | ২৮৭৫০ |
| | (ক) আমদানি | ২০৩৯৬ | ২৫৩২৭ | ৬১৮৩ | ১৫০০০ |
| | (খ) রপ্তানি | ১৪৭৯৮ | ১৬৮৮৯ | ৪১৩৬ | ৯৫০০ |
| | (গ) রেমিটেন্স | ৮৪১৫ | ৭৬৪৪ | ২০২০ | ৪২৫০ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ২৩০২ | ২৬৮৫ | ২৬৮৮ | ২৯৪০ |
| | (ক) কর্মকর্তা | ১৮২৩ | ২১৮৬ | ২১৯২ | ২৪০০ |
| | (খ) কর্মচারী | ৪৭৯ | ৪৯৯ | ৪৯৬ | ৫৪০ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ৬৬০ | ৭৭৫ | ৮১০ | ৮২০ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) | ১১০ | ১১৬ | ১১৮ | ১১৮ |

সারণি-২

## খাতভিত্তিক বিনিয়োগ বিতরণ ও আদায়

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | কৃষি বিনিয়োগ | শিল্প বিনিয়োগ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মেয়াদী বিনিয়োগ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | | | | | | |
| বিতরণ | ১.২০ | ৪৪৮ | ১৫৯৪৮ | ১৬৩৯৬ | ৪১৫৭২.৮০ | ৫৭৯৭০ |
| আদায় | ০.১০ | ৩৮৩ | ১৫৩৬২ | ১৫৭৪৫ | ৩৮৯৪১.৯০ | ৫৪৬৮৭ |
| ২০০০ | | | | | | |
| বিতরণ | ২৮ | ২৩৪০ | ১৫৬৫৯ | ১৭৯৯৯ | ৫১৩৭২ | ৬৯৩৯৯ |
| আদায় | ২৫ | ৪৮৫ | ১৭৮৭৬ | ১৮৩৬১ | ৪৮২৩২ | ৬৬৬১৮ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* | | | | | | |
| বিতরণ | ৮ | ৪৯৪ | ৫২৬৭ | ৫৭৬১ | ১৭৮৯৭ | ২৩৬৬৬ |
| আদায় | ৬ | ১৫৩ | ৫৪০৪ | ৫৫৫৭ | ১৮৪৮৬ | ২৪০৪৯ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | | | | | | |
| বিতরণ | ১৬ | ১৪৬৫ | ১০৬০০ | ১২০৬৫ | ৩৫৭৯৫ | ৪৭৮৭৬ |
| আদায় | ১৪ | ৩২০ | ১০৮৫০ | ১১১৭০ | ৩৬৯৭০ | ৪৮১৫৪ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

তুলনামূলক চিত্র সারণি-২-এ দেয়া হলো।

## শিল্প বিনিয়োগ মঞ্জুরী

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ২০০০ সালে ৭০টি প্রকল্পের জন্য ৫২৭৪ মিলিয়ন টাকা শিল্প বিনিয়োগ মঞ্জুর করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ২৪টি প্রকল্পের জন্য ১৯২৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকটি সর্বমোট ৪৩৯টি প্রকল্পের জন্য ১৪০০৭ মিলিয়ন টাকা শিল্প বিনিয়োগ মঞ্জুর করে। এর মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারী আকারের শিল্পের জন্য ৭০৮০ মিলিয়ন টাকা (৫১%) এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য ৬৯২৭ মিলিয়ন টাকা (৪৯%) মঞ্জুর করা হয়। ২০০১ সালের ১লা জানুয়ারি হতে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত তিন মাসে ১২টি প্রকল্পে ২৯২৮ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর তুলনামূলক অবস্থা সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

## আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে ব্যাংকের কর্মসূচী ২০০০ সালেও অব্যাহত থাকে। এ লক্ষ্যে ব্যাংকটি পল্লী এলাকার গরীব ও সম্বলহীন মানুষের জন্য সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা এবং প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- টাকা বিনিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা করে আসছে। পুরাতন ও ভাল গ্রাহকের ক্ষেত্রে আলোচ্য কর্মসূচীর আওতায় ৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত বিনা জামানতেও বিনিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

বিশেষ বিনিয়োগ কর্মসূচীসহ ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

*গ্রামীণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগের আওতায় একটি কামারশালা*

## শিল্পের আকার ভিত্তিক বিনিয়োগ

সারণি-৩

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিনিয়োগ মঞ্জুরী | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|
| | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ডিসেম্বর, ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ২৯ | ৪১০ | ৪৩৯ |
| পরিমাণ | ৭০৮০ | ৬৯২৭ | ১৪০০৭ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ১২ | ৫৮ | ৭০ |
| পরিমাণ | ২৭৭০ | ২৫০৪ | ৫২৭৪ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৩২ | ৪১৯ | ৪৫১ |
| পরিমাণ | ৯৬১০ | ৭৩২৫ | ১৬৯৩৫ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৩ | ৯ | ১২ |
| পরিমাণ | ২৫৩০ | ৩৯৮ | ২৯২৮ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৬ | ১৭ | ২৩ |
| পরিমাণ | ৪৬০৭ | ১৩৭৩ | ৫৯৮০ |

** প্রাক্কলিত।*

## খাত-ভিত্তিক বিনিয়োগের স্থিতি

সারণি-৪

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | <u>১৪</u> | <u>১৭</u> | <u>১৮</u> | <u>২০</u> |
| | ক) শস্য | ১৪ | ১৭ | ১৮ | ২০ |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | - | - | - | - |
| ২। | শিল্প ঃ | <u>৭৯৯২</u> | <u>৯৮৪৯</u> | <u>১০৮৪১</u> | <u>১২৫৬০</u> |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ৩৩৯৪ | ৪৭৭০ | ৪৯৭৫ | ৬০১০ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | ৪৫৯৮ | ৫০৭৯ | ৫৮৬৬ | ৬৫৫০ |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল | ৮৮২২ | ১১৬২৬ | ১১২৬১ | ১১৪০৮ |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ১৩৬৮ | ২৪২০ | ২৭৯৪ | ৩০০০ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৭৬৬ | ৯৯৭ | ১০৮২ | ১১৫০ |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | <u>৯৭৫</u> | <u>১৩৬২</u> | <u>১৪১২</u> | <u>১৫৩০</u> |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | ১৪০ | ২৭৩ | ৩১১ | ৩৩০ |
| | খ) অন্যান্য | ৮৩৫ | ১০৮৯ | ১১০১ | ১২০০ |
| ৭। | অন্যান্য | ৬৪৮ | ১১৬৬ | ১১৮৯ | ১২০০ |
| | সর্বমোট | ২০৫৮৫ | ২৭৪৩৭ | ২৮৫৯৭ | ৩০৮৬৮ |

# আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড একটি ইসলামী শরীয়াহ্‌ ভিত্তিক ব্যাংক যা ১৯৮৭ সালের ২০শে মে হতে তফসিলী ব্যাংক রূপে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। সৌদি আরবের দাল্লাহ আল বারাকা গ্রুপ, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশী বিনিয়োগকারীদের উদ্যোগে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬০০ মিলিয়ন টাকা ও ২৬০ মিলিয়ন টাকা। এ সময়ে ব্যাংকটির রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬০ মিলিয়ন টাকা। আল বারাকা ব্যাংক সারা দেশে ৩৪টি শাখার মাধ্যমে সুদবিহীন ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসছে। ২০০০ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের মোট জনসম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৩৬ জনে যার মধ্যে ৪৭১ জন কর্মকর্তা এবং ১৬৫ জন কর্মচারী।

আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর মোট আমানতের পরিমাণ ২০০০ সাল শেষে দাঁড়ায় ১০৭৩৬ মিলিয়ন টাকায়, যা ১৯৯৯ সালের তুলনায় ১৯০২ মিলিয়ন টাকা (২২%) বেশি। তবে ২০০১ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটির আমানত ডিসেম্বর, ২০০০-এর তুলনায় ৪৪৭ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পায়। ব্যাংকটির মোট অগ্রিম ১৯৯৯ সালের তুলনায় ২১১৪ মিলিয়ন টাকা (৩১.৮০%) বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালে ৮৭৬০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালে ব্যাংকটি মোট ৭৯৬৫ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ৪৫৩৯ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালে ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসায়ের মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৮৬৯ মিলিয়ন, ১৯৬৮ মিলিয়ন ও ১১২৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের জানুয়ারি-মার্চ সময়কালে ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার মোট পরিমাণ ২১০৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

## খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ২০০০ সালে মোট ১০১৩২ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ৯৪৮০ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪২২৪ মিলিয়ন ও ৩৬৮০ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে শিল্প খাতে বিতরণ করা হয় ১৬৯৫ মিলিয়ন টাকা, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ১৪৮৭ মিলিয়ন টাকা। শিল্প খাতে আলোচ্য বছরে আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪২৭ মিলিয়ন টাকা। এছাড়াও, অন্যান্য খাতে আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮৪৩৯ মিলিয়ন ও ৮০৪৯ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের জানুয়ারি-মার্চ সময়কালে উক্ত ব্যাংকের মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৩৭১ মিলিয়ন ও ৩৩২০ মিলিয়ন টাকা।

ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক অবস্থা সারণি-২-এ দেয়া হলো।

## শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ২০০০ সালে ৪২টি শিল্প প্রকল্পের জন্য মোট ৭৩০ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে।

## অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

সারণি-১

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ (সাময়িক) | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ৬০০ | ৬০০ | ৬০০ | ৬০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ২৬০ | ২৬০ | ২৬০ | ২৬০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ৪৫ | ৬০ | ৬০ | ৬০ |
| ৪। | আমানত ঃ | ৮৮৩৪ | ১০৭৩৬ | ১০২৮৯ | ১১০০০ |
| | ক) তলবী আমানত | ১৩৫৬ | ১৬৬৯ | ১৩৩৬ | ১৭০৫ |
| | খ) মেয়াদী আমানত | ৭৪৭৮ | ৯০৬৭ | ৮৯৫৩ | ৯২৯৫ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ৬৬৪৬ | ৮৭৬০ | ৮৬৮২ | ১০০০০ |
| ৬। | বিনিয়োগ | | | | |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ১০৩১৮ | ১১৩০৩ | ১০৯০০ | ১১৬০০ |
| ৮। | মোট আয় | ৮৪১ | ১০৪১ | ২৯৮ | ৫৯৫ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৭৮৪ | ৯৬৫ | ২৮৬ | ৫৭১ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ৪৫৩৯ | ৭৯৬৫ | ২১০৪ | ৪৫৬০ |
| | ক) রপ্তানি | ৭৭৭ | ১৯৬৮ | ৬০৪ | ১২৪০ |
| | খ) আমদানি | ৩০২৩ | ৪৮৬৯ | ১১৯৫ | ২৭০০ |
| | গ) রেমিটেন্স | ৭৩৯ | ১১২৮ | ৩০৫ | ৬২০ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ৬৩৬ | ৬৩৭ | ৬৩৬ | ৬৪৬ |
| | ক) কর্মকর্তা | ৪৬০ | ৪৭২ | ৪৭১ | ৪৮১ |
| | খ) কর্মচারী | ১৭৬ | ১৬৫ | ১৬৫ | ১৬৫ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | | | | |
| ১৩। | মোট শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ৩৪ | ৩৪ | ৩৪ | ৩৪ |
| | ক) বাংলাদেশে | ৩৪ | ৩৪ | ৩৪ | ৩৪ |
| | খ) বিদেশে | - | - | - | - |

এর পুরোটাই মঞ্জুর করা হয় বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প প্রকল্পের জন্য। ৩১ ডিসেম্বর, ২০০০ পর্যন্ত শিল্প ঋণের মোট পুঞ্জীভূত মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৪৫৯ মিলিয়ন টাকা, যা ২০৩টি প্রকল্পের আওতাভুক্ত।

উক্ত ব্যাংক কর্তৃক শিল্পের আকার ভিত্তিক মঞ্জুরীকৃত ঋণের অবস্থা সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

### ঋণের স্থিতি

আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর ঋণের মোট স্থিতির পরিমাণ ২০০০ সাল শেষে দাঁড়ায় ৮৭৬০ মিলিয়ন টাকায়, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৩১.৮১% বেশী। এর মধ্যে শিল্প খাতে ৪৪৫৯ মিলিয়ন টাকা, পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল খাতে ২২৪৩ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য খাতে ১১১৪ মিলিয়ন টাকা উল্লেখযোগ্য।

এ ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

## খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | | | | | | | |
| | বিতরণ | ১১ | ১০ | ১৪৭৭ | ১৪৮৭ | ২৭২৬ | ৪২২৪ |
| | আদায় | ৯ | ১৭৬ | ১১১৩ | ১২৮৯ | ২৩৮২ | ৩৬৮০ |
| ২০০০ | | | | | | | |
| | বিতরণ | ৩ | ১২৭ | ১৫৬৩ | ১৬৯০ | ৮৪৩৯ | ১০১৩২ |
| | আদায় | ৪ | ৮০ | ১৩৪৭ | ১৪২৭ | ৮০৪৯ | ৯৪৮০ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* | | | | | | | |
| | বিতরণ | - | ১৬ | ৩০৩ | ৩১৯ | ৩০৫২ | ৩৩৭১ |
| | আদায় | - | ১০ | ২২৬ | ২৩৬ | ৩০৮৪ | ৩৩২০ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | | | | | | | |
| | বিতরণ | ৫ | ১৫০ | ৭৫০ | ৯০০ | ৬৫২৯ | ৭৪৩৪ |
| | আদায় | ৪ | ১৪০ | ৭২৫ | ৮৬৫ | ৬৪৫০ | ৭৩১৯ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

## শিল্পের আকার ভিত্তিক বিনিয়োগ

সারণি-৩

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিনিয়োগ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | | |
| | প্রকল্প সংখ্যা | ২০৩ | - | ২০৩ |
| | পরিমাণ | ৪৪৫৯ | - | ৪৪৫৯ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | | |
| | প্রকল্প সংখ্যা | ৪২ | - | ৪২ |
| | পরিমাণ | ৭৩০ | - | ৭৩০ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | | |
| | প্রকল্প সংখ্যা | ২৫১ | - | ২৫১ |
| | পরিমাণ | ৪৫০৫ | - | ৪৫০৫ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | | |
| | প্রকল্প সংখ্যা | ১৪ | - | ১৪ |
| | পরিমাণ | ২৫০ | - | ২৫০ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১ পর্যন্ত | | | | |
| | প্রকল্প সংখ্যা | ৩৫ | - | ৩৫ |
| | পরিমাণ | ৫৫০ | - | ৫৫০ |

** প্রাক্কলিত।*

## খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণি-৪

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | **কৃষি ও মৎস্য ঃ** | ৭ | ৭ | ৭ | ৭ |
| | ক) শস্য | ৭ | ৭ | ৭ | ৭ |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | - | - | - | - |
| ২। | **শিল্প ঃ** | ৪২০৪ | ৪৪৫৯ | ৪৫০৫ | ৪৬২৬ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ৪২০৪ | ৪৪৫৯ | ৪৫০৫ | ৪৬২৬ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | - | - | - | - |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | ১৪৪৪ | ২২৪৩ | ২৫৮৩ | ৩২৮৫ |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ৫৫১ | ৫৯৩ | ৬০৪ | ৭৮৫ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৩১০ | ৩৪৪ | ৩৪৫ | ৩৪৭ |
| ৬। | **বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ** | - | - | - | - |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | - | - | - | - |
| | খ) অন্যান্য | - | - | - | - |
| ৭। | অন্যান্য | ১৩০ | ১১১৪ | ৬৩৮ | ৯৫০ |
| | সর্বমোট | ৬৬৪৬ | ৮৭৬০ | ৮৬৮২ | ১০০০০ |

# ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড

ব্যাংক অব ক্রেডিট এন্ড কমার্স ইন্টারন্যাশনাল (ওভারসীজ) লিমিটেড (পুনর্গঠন) স্কীম, ১৯৯২-এর বাস্তবায়নকল্পে এবং উক্ত স্কীম অনুযায়ী সংশোধিত/সমন্বিত বাংলাদেশস্থ পূর্বতন বিসিসিআই(ও)-এর সমস্ত হ্রাসকৃত/সমন্বিত সম্পদ, দায় ও ক্ষতি নিয়ে ১৯৯২ সালের আগস্ট মাসে ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে ২০ শতাংশ সরকারের, ৩২ শতাংশ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের, অবশিষ্ট ৪৮ শতাংশ পূর্বতন বিসিসিআই-এর বাংলাদেশী শাখাগুলোর আমানতকারী/জনসাধারণের। ২০০০ সালে ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন, ৬০০ মিলিয়ন ও ১২৬০ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির মোট শাখার সংখ্যা ও মোট জনশক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২২টি ও ৫৫৬ জনে। মোট জনশক্তির মধ্যে ৫১৩ জন কর্মকর্তা এবং ১৪৩ জন কর্মচারী।

ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানত ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ১০.১২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১২৩৬৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালের প্রথম ৩ মাসে এ ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৭১৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৮১৪১ মিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ৩.০২ ভাগ বেশি। ২০০১ সালের মার্চ শেষে উক্ত ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮২৫২ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালে ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮১২ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময় শেষে ব্যাংকটি মোট ২০০৮৯ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। এর মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ দাঁড়ায়

*ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় গড়ে উঠেছে একটি এ্যালুমিনিয়াম শিল্প।*

যথাক্রমে ৭২৮১ মিলিয়ন, ১২৫৩৩ মিলিয়ন ও ২৭৫ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের প্রথম ৩ মাসে এই ব্যাংক কর্তৃক মোট ৪০৩৯ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৪৪১ মিলিয়ন, ২৫১৮ মিলিয়ন ও ৮০ মিলিয়ন টাকা।

ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড ২০০০ সালে মোট ১৪৬৬৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১৪১৫৬ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এ ব্যাংক কর্তৃক মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৬০৭৫ মিলিয়ন ও ১৩৭০২ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের বিতরণকৃত মোট ঋণের মধ্যে শিল্প ঋণের পরিমাণ ছিল ৩২২৭ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য ঋণের পরিমাণ ছিল ১১৪৩৭ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে এ

সারণি-১

### অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ (সাময়িক) | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ৬০০ | ৬০০ | ৬০০ | ৬০০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ৭১৭ | ১২৬০ | ১২৬০ | ১২৬০ |
| ৪। | আমানত ঃ | ১১২৩১ | ১২৩৬৮ | ১১৭১৩ | ১২৯৫৫ |
| | (ক) তলবী আমানত | ২১৪৫ | ২৪৬০ | ২২৪৩ | ২৪৬১ |
| | (খ) মেয়াদী আমানত | ৯০৮৬ | ৯৯০৮ | ৯৪৭০ | ১০৪৯৪ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ৭৯০২ | ৮১৪১ | ৮২৫২ | ৯৬৭৩ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ১৩০২ | ১৮১২ | ১৮১২ | ২১০০ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ১৩৯২৬ | ১৬৩৬৯ | ১৭১৮৭ | ১৮০৪৬ |
| ৮। | মোট আয় | ১৬১১ | ১৯১৬ | ৪৮৮ | ১১৩৭ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ১০৩১ | ১২১৫ | ৩১৮ | ৭০৮ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ১৭৭৮৮ | ২০০৮৯ | ৪০৩৯ | ১০৭১৯ |
| | (ক) রপ্তানি | ৫৭২৯ | ৭২৮১ | ১৪৪১ | ৩৭১১ |
| | (খ) আমদানি | ১১৮২২ | ১২৫৩৩ | ২৫১৮ | ৬৮৩৫ |
| | (গ) রেমিটেন্স | ২৩৭ | ২৭৫ | ৮০ | ১৭৩ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ৬২৯ | ৬৫২ | ৬৫৬ | ৬৬৫ |
| | (ক) কর্মকর্তা | ৪৮৬ | ৫০৯ | ৫১৩ | ৫২২ |
| | (খ) কর্মচারী | ১৪৩ | ১৪৩ | ১৪৩ | ১৪৩ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ৪১ | ৪৫ | ৫৩ | ৫৮ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ২১ | ২১ | ২২ | ২২ |
| | ক) বাংলাদেশে | ২১ | ২১ | ২২ | ২২ |
| | খ) বিদেশে | - | - | - | - |

*- = নেই।*

## খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | | | | | | |
| | বিতরণ | ৩৯৫ | ২৮৫৪ | ৩২৪৯ | ১২৮২৬ | ১৬০৭৫ |
| | আদায় | ২২৯ | ১৮২৭ | ২০৫৬ | ১১৬৪৬ | ১৩৭০২ |
| ২০০০ | | | | | | |
| | বিতরণ | ৪৫০ | ২৭৭৭ | ৩২২৭ | ১১৪৩৭ | ১৪৬৬৪ |
| | আদায় | ২০০ | ৩১২৯ | ৩৩২৯ | ১০৮২৭ | ১৪১৫৬ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* | | | | | | |
| | বিতরণ | ৬২ | ৯২৭ | ৯৮৯ | ২৬৮৬ | ৩৬৭৫ |
| | আদায় | ৫৭ | ১০৩৯ | ১০৯৬ | ২৩০৭ | ৩৪০৩ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | | | | | | |
| | বিতরণ | ১৩১ | ১৫১৫ | ১৬৪৬ | ৪৬২৪ | ৬২৭০ |
| | আদায় | ৭৫ | ১৬৩৬ | ১৭১১ | ৪০৪৩ | ৫৭৫৪ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

ব্যাংক শিল্প খাত থেকে ৩৩২৯ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য খাত থেকে ১০৮২৭ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। আলোচ্য বছরে ব্যাংকটি কৃষি খাতে কোনো ঋণ বিতরণ করেনি। ২০০১ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৬৭৫ মিলিয়ন ও ৩৪০৩ মিলিয়ন টাকা।

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

*সারণি-৩*

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | | |
| | প্রকল্প সংখ্যা | ১০৭ | ৮ | ১১৫ |
| | পরিমাণ | ৮১৫৬ | ৩০ | ৮১৮৬ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | | |
| | প্রকল্প সংখ্যা | ২৮ | - | ২৮ |
| | পরিমাণ | ১৯২২ | - | ১৯২২ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | | |
| | প্রকল্প সংখ্যা | ১১২ | ৭ | ১১৯ |
| | পরিমাণ | ৮৫৪৩ | ৩৩ | ৮৫৭৬ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | | |
| | প্রকল্প সংখ্যা | ৫ | - | ৫ |
| | পরিমাণ | ৫১০ | - | ৫১০ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১ পর্যন্ত | | | | |
| | প্রকল্প সংখ্যা | ১৫ | ৭ | ২২ |
| | পরিমাণ | ১৬৯৮ | ৩৪ | ১৭৩২ |

** প্রাক্কলিত।*

ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড-এর খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২-এ দেয়া হলো।

## শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড ২০০০ সালে ২৮টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প ইউনিটকে মোট ১৯২২ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। ২০০১ সালের মার্চ মাস শেষে ১১২টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প ইউনিটের জন্য ক্রমপুঞ্জিভূত মোট ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৫৪৩ মিলিয়ন টাকা।

ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড-এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের পরিস্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

## ঋণের স্থিতি

ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড-এর ২০০০ সালে মোট ৮১৪১ মিলিয়ন টাকার ঋণের স্থিতির মধ্যে শিল্প খাতে ৩৪২২ মিলিয়ন, পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল খাতে ২৪৮৬ মিলিয়ন, বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা খাতে ৫৪০ মিলিয়ন, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ১১ মিলিয়ন এবং অন্যান্য খাতে ১৬৮২ মিলিয়ন টাকা ঋণের স্থিতি বিদ্যমান। ২০০১ সালের মার্চ শেষে উক্ত ব্যাংকের মোট ৮২৫২ মিলিয়ন টাকার ঋণের স্থিতির মধ্যে শিল্প খাতে ৩৫৬১ মিলিয়ন, পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল খাতে ২৪৫৯ মিলিয়ন, বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা খাতে ৫৭৬ মিলিয়ন, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ১১ মিলিয়ন এবং অন্যান্য খাতে ১৬৪৫ মিলিয়ন টাকা দাঁড়ায়।

ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড-এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতির অবস্থা সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

### খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণি-৪

(মিলিয়ন টাকায়)

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | - | - | - | - |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | - | - | - | - |
| ২। | শিল্প ঃ | ৩০৪২ | ৩৪২২ | ৩৫৬১ | ৪৪৫১ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ২৮৬৫ | ৩৩৮০ | ৩৫১৪ | ৪৪০৪ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | ১৭৭ | ৪২ | ৪৭ | ৪৭ |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল | ২৯৩২ | ২৪৮৬ | ২৪৫৯ | ২৬৯৪ |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ২৬৪ | ৫৪০ | ৫৭৬ | ৫৫৬ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১ | ১১ | ১১ | ১৪ |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | - | - | - | - |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | - | - | - | - |
| | খ) অন্যান্য | - | - | - | - |
| ৭। | অন্যান্য | ১৬৬৩ | ১৬৮২ | ১৬৪৫ | ১৯৫৮ |
| | সর্বমোট | ৭৯০২ | ৮১৪১ | ৮২৫২ | ৯৬৭৩ |

# ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড

ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড ৭৫০ মিলিয়ন টাকা অনুমোদিত মূলধন এবং ১৯৫ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ১৯৯৩ সালের ১৭ই মে কার্যক্রম শুরু করে। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭৫০ মিলিয়ন ও ৩৯০ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮৭ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির মোট শাখা ও জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৭টি ও ৭০১ জনে। মোট জনশক্তির মধ্যে ৫২৮ জন কর্মকর্তা এবং ১৭৩ জন কর্মচারী। ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিঃ ATM সার্ভিস-এর মাধ্যমে দিবা-রাত্রি গ্রাহক সেবা প্রদান এবং ক্রেডিট কার্ড চালুর মাধ্যমে নতুন সেবা প্রকল্প প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ব্যাংক কর্তৃক ইতোপূর্বে

*ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি সুতা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান।*

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে Moneygram, SWIFT এবং Dealing Room Operation-এর সহায়তায় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উন্নততর গ্রাহক সেবা প্রদান করে আসছে। তাছাড়া চলতি বছরে ব্যাংকটি অনলাইন ব্যাংকিং চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলে গ্রাহকগণ এক শাখা থেকে অন্য শাখায় সহজে ও দ্রুততার সাথে টাকা আদান-প্রদান করতে পারবেন। সর্বস্তরের জনসাধারণকে সঞ্চয়ে আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যে ব্যাংকটি বিশেষ আমানত প্রকল্প, বিশেষ সঞ্চয়ী প্রকল্প, ইসলামী ব্যাংকিং প্রকল্প ইত্যাদি নামে নতুন প্রকল্প সেবা প্রবর্তন করেছে। অধিকন্তু, মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে কনজ্যুমার ফাইন্যান্সিং এবং লীজ ফাইন্যান্সিং-এর মাধ্যমে ঋণ সুবিধা গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেয়ার পদক্ষেপ নিয়েছে।

ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেডের ২০০০ সালের শেষে মোট আমানত পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ২১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১০৪৬২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে ব্যাংকটির তলবী আমানত ৫৪৯ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২৩১২ মিলিয়ন টাকায় এবং মেয়াদী আমানত ১২৫০ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৮১৫০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৭৯৬৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে

সারণি-১

## অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ (সাময়িক) | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ৭৫০ | ৭৫০ | ৭৫০ | ৭৫০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ৩৩৮ | ৩৯০ | ৩৯০ | ৩৯০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ৯৬ | ১৮৭ | ১৮৭ | ১৯০ |
| ৪। | আমানত ঃ | ৮৬৬৩ | ১০৪৬২ | ১০৬৮৬ | ১১৭৬৫ |
| | (ক) তলবী আমানত | ১৭৬৩ | ২৩১২ | ২২৪৯ | ২৪৭৫ |
| | (খ) মেয়াদী আমানত | ৬৯০০ | ৮১৫০ | ৮৪৩৭ | ৯২৯০ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ৬১১০ | ৭৯৬৫ | ৮৬১৩ | ৯২৬৬ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ১২৯১ | ১৭২২ | ১৬৭৯ | ১৭৫০ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ১৩৬৩৩ | ১৮৯০৩ | ২০৯৫৩ | ২১০৫০ |
| ৮। | মোট আয় | ৯৮৪ | ১৩৭৫ | ৪৪৯ | ৯৫০ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৬৯৩ | ৯৪৫ | ৩৬৪ | ৭৫০ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ১২৩৫৬ | ১৭৯৪৫ | ৪২৮৬ | ৮৭৫৫ |
| | ক) রপ্তানি | ২১৫৪ | ৪২১৪ | ১১১৯ | ২৩৫০ |
| | খ) আমদানি | ১০০৩৫ | ১৩৫৩৪ | ৩১১৫ | ৬৩০০ |
| | গ) রেমিটেন্স | ১৬৭ | ১৯৭ | ৫২ | ১০৫ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ৭৪৫ | ৬৯১ | ৭০১ | ৭১১ |
| | ক) কর্মকর্তা | ৫৪৯ | ৫২৩ | ৫২৮ | ৫৩৩ |
| | খ) কর্মচারী | ১৯৬ | ১৬৮ | ১৭৩ | ১৭৮ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ২৩৩ | ২৫০ | ২৫৭ | ২৬৫ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ২৭ | ২৭ | ২৭ | ২৯ |
| | ক) বাংলাদেশে | ২৭ | ২৭ | ২৭ | ২৯ |
| | খ) বিদেশে | - | - | - | - |

## খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | | | | | | | |
| | বিতরণ | - | ১৮ | ১৫০ | ১৬৮ | ১২৬৪ | ১৪৩২ |
| | আদায় | - | ৭ | ৭১ | ৭৮ | ২২৪ | ৩০২ |
| ২০০০ | | | | | | | |
| | বিতরণ | ২১ | ৩৬১ | ৯৪৫৪ | ৯৮১৫ | ৫৯৯৮ | ১৫৮৩৪ |
| | আদায় | ০.৪০ | ৭৬ | ২৪৫৪ | ২৫৩০ | ২৩৭৬ | ৪৯০৬ |
| মার্চ ৩১, ২০০১* | | | | | | | |
| | বিতরণ | ২২ | ৩০ | ৮০০ | ৮৩০ | ৮০০ | ১৬৫২ |
| | আদায় | ০.৪৫ | ১২ | ৩০০ | ৩১২ | ২২০ | ৫৩২ |
| জুন ৩০, ২০০১** | | | | | | | |
| | বিতরণ | ২৪ | ৪৫ | ৮৫০ | ৮৯৫ | ৮৫০ | ১৭৬৯ |
| | আদায় | ১ | ১৩ | ৩১০ | ৩২৩ | ২৫০ | ৫৭৪ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ৩৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৭২২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালের মার্চ শেষে বিনিয়োগের পরিমাণ ১৬৭৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালে ব্যাংকটি মোট ১৭৯৪৫ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ দাঁড়ায়

## শিল্পের আকার ভিত্তিক বিনিয়োগ

সারণি-৩

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | | |
| | প্রকল্প সংখ্যা | ২৩ | ১৬ | ৩৯ |
| | পরিমাণ | ৪৯৬ | ১১৩ | ৬০৯ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | | |
| | প্রকল্প সংখ্যা | ৯ | ১০ | ১৯ |
| | পরিমাণ | ৩২০ | ৬২ | ৩৮২ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | | |
| | প্রকল্প সংখ্যা | ২৫ | ১৮ | ৪৩ |
| | পরিমাণ | ৮৪৬ | ১৪৩ | ৯৮৯ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত * | | | | |
| | প্রকল্প সংখ্যা | ২ | ২ | ৪ |
| | পরিমাণ | ৩৫০ | ৩০ | ৩৮০ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১ পর্যন্ত ** | | | | |
| | প্রকল্প সংখ্যা | ৩ | ১ | ৪ |
| | পরিমাণ | ৪৭০ | ২০ | ৪৯০ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

যথাক্রমে ৪২১৪ মিলিয়ন, ১৩৫৩৪ মিলিয়ন ও ১৯৭ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটি মোট ৪২৮৬ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। এর মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১১১৯ মিলিয়ন, ৩১১৫ মিলিয়ন ও ৫২ মিলিয়ন টাকা।

ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড ২০০০ সালে মোট ১৫৮৩৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৪৯০৬ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। ২০০১ সালের প্রথম তিন মাসে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৬৫২ মিলিয়ন টাকা ও ৫৩২ মিলিয়ন টাকা।

ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড-এর খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২-এ দেয়া হলো।

## শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড ২০০০ সালে ১৯টি প্রকল্পের জন্য মোট ৩৮২ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির মোট ৪৩টি শিল্প প্রকল্পে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৮৯ মিলিয়ন টাকা।

ব্যাংকটির প্রকল্প সংখ্যা ও ঋণের অবস্থা সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

## ঋণের স্থিতি

ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড-এর ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ঋণের মোট স্থিতির পরিমাণ ৭৯৬৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মার্চ, ২০০১ শেষে মোট ঋণের স্থিতি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮৬১৩ মিলিয়ন টাকায়।

ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

### খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | - | ১০৩ | ১৫০ | ১৬০ |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | - | ১০৩ | ১৫০ | ১৬০ |
| ২। | শিল্প ঃ | ৪৮১ | ৬০৯ | ৬৩৫ | ৬৫৫ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ৪০০ | ৪৯৬ | ৫১০ | ৫২৫ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | ৮১ | ১১৩ | ১২৫ | ১৩০ |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল | ৫৩৬৮ | ৬১৮০ | ৬৫৯৩ | ৭০৮৬ |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ১৬০ | ২০২ | ২২০ | ২৫৫ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১০১ | ৭৬৮ | ৭৭৫ | ৮০০ |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | - | - | - | - |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | | - | - | - |
| | খ) অন্যান্য | - | - | - | |
| ৭। | অন্যান্য | - | ১০৩ | ২৪০ | ৩১০ |
| | সর্বমোট | ৬১১০ | ৭৯৬৫ | ৮৬১৩ | ৯২৬৬ |

# প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড ১০০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন ও ১০০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ১৯৯৫ সালের ১৭ই এপ্রিল থেকে বেসরকারী ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন ও ৪০০ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময় শেষে রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৭৪ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩টিতে এবং মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৫৭ জনে। মোট জনশক্তির মধ্যে ৫৪০ জন কর্মকর্তা এবং ১৭ জন কর্মচারী। প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৯ সাল থেকে মাস্টার কার্ড-ক্রেডিট কার্ড চালু করেছে। এ কার্ডের মধ্যে রয়েছে দেশীয় মুদ্রায় লোকাল কার্ড এবং বৈদেশিক মুদ্রায় আন্তর্জাতিক কার্ড। অনলাইন (OnLine) ব্যাংকিং সুবিধা প্রবর্তনের ফলে

*ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে উঠছে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা*

ব্যাংকের গ্রাহকগণ এক শাখা থেকে অন্য শাখায় সহজে এবং দ্রুততার সাথে টাকা প্রেরণ করতে পারে। এছাড়া, এ সুবিধার আওতায় চেকের মাধ্যমে এক শাখার আমানতকারী অন্য শাখায় টাকা জমা ও উত্তোলন করার সুবিধা ভোগ করছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকুরীজীবীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাইম ব্যাংক প্রণীত "কনজ্যুমার ক্রেডিট স্কীম"-এর ঋণ সুবিধা ব্যাপক সংখ্যক গ্রাহকের নিকট পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। ২০০০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এ ব্যাংক উক্ত খাতে ১৪১২৮ জন গ্রাহকের মধ্যে ৭২২ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এছাড়াও, এ ব্যাংক "লীজ ফাইন্যান্স"-এর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনের জন্য মূলধন, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি দিয়ে সহায়তা প্রদান করে আসছে। ইসলামী পদ্ধতিতে সুদমুক্ত আর্থিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যেও প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড ঢাকার দিলকুশায় একটি ও সিলেটের আম্বরখানায় অন্য আরেকটিসহ মোট ২টি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইসলামী শাখা স্থাপন করেছে। শাখা দু'টির সমস্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম ও লেনদেন সুদমুক্ত ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে। পুঁজি বাজার পরিচালনার জন্য প্রাইম ব্যাংক আলাদাভাবে "Merchant Banking" করার লাইসেন্স পেয়েছে। ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের Dealing Room-এ Reuter Machine স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে গ্রাহকদেরকে যে কোন দেশের মুদ্রার সাথে বাংলাদেশ টাকার

সারণি-১

## অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ (সাময়িক) | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ৪০০ | ৪০০ | ৪০০ | ৪০০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ৩১৯ | ৫৭৪ | ৫৭৪ | ৪৫৪ |
| ৪। | আমানত ঃ | ৭৬৬০ | ১১১৬৯ | ১১৫১৩ | ১২০৫০ |
| | (ক) তলবী আমানত | ৩৪১৫ | ৩৪৬০ | ৪২২০ | ৪৫০০ |
| | (খ) মেয়াদী আমানত | ৪২৪৫ | ৭৭০৯ | ৭২৯৩ | ৭৫৫০ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ৫১২১ | ৭৬৬৮ | ৮০৭৪ | ৮৯২৫ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ৯৬৫ | ১৫২৫ | ১৬০৪ | ১৭৫০ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ৮৬২৬ | ১২৮৪৬ | ১৩৪৩৮ | ১৫০০০ |
| ৮। | মোট আয় | ১০২৯ | ১৫১৬ | ৪৫৫ | ৮৯৮ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৬৬৯ | ৯২২ | ২৭৪ | ৫৪৮ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ১৭২৫৫ | ৩২৬০২ | ৮৩৩৮ | ১৬৪৫০ |
| | ক) রপ্তানি | ৬৭৩১ | ১০১৯২ | ৩৮৯৫ | ৭৫০০ |
| | খ) আমদানি | ৮৭৭৪ | ১৯২৮৩ | ৩৪৩৫ | ৭০০০ |
| | গ) রেমিটেন্স | ১৭৫০ | ৩১২৭ | ১০০৮ | ১৯৫০ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ৪৫২ | ৫১৮ | ৫৫৭ | ৫৬৫ |
| | ক) কর্মকর্তা | ৪৪০ | ৫০১ | ৫৪০ | ৫৪৫ |
| | খ) কর্মচারী | ১২ | ১৭ | ১৭ | ২০ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ২৩০ | ৩৫০ | ৩৫৫ | ৩৬০ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ২০ | ২১ | ২৩ | ২৫ |
| | ক) বাংলাদেশে | ২০ | ২১ | ২৩ | ২৫ |
| | খ) বিদেশে | - | - | - | - |

সারণি-২

## খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

| বিবরণ | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | | | | | | |
| বিতরণ | - | ৩৯৬ | ৪৫০ | ৮৪৬ | ১৬৮৬ | ২৫৩২ |
| আদায় | - | ৫৫ | ৬৭ | ১২২ | ৩০৪ | ৪২৬ |
| ২০০০ | | | | | | |
| বিতরণ | - | ৪২১ | ৮৯ | ৫১০ | ১৯২০ | ২৪৩০ |
| আদায় | - | ১০৭ | ১৮ | ১২৫ | ৩৮৪ | ৫০৯ |
| ৩১শে মার্চ ২০০১* | | | | | | |
| বিতরণ | - | ১৫০ | ১৩২ | ২৮২ | ৬০৫ | ৮৮৭ |
| আদায় | - | ১৫ | ৩৭ | ৫২ | ১২৫ | ১৭৭ |
| ৩০ জুন ২০০১** | | | | | | |
| বিতরণ | - | ১৭৫ | ৩০৫ | ৪৮০ | ১১৫০ | ১৬৩০ |
| আদায় | - | ৩৯ | ১০০ | ১৩৯ | ৩৫০ | ৪৮৯ |

* *সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

মান সম্বন্ধে অবহিত করা যায় এবং তাদেরকে বৈদেশিক মুদ্রা কেনা-বেচার সহযোগিতা করা যায়। প্রাইম ব্যাংক SWIFT-এরও সদস্য হয়েছে যার ফলে Letter of Credit Transmission এবং Fund Transfer সঠিকভাবে ও দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

জনসাধারণকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রাইম ব্যাংক

*সারণি-৩*

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৫৫ | ১০৯ | ১৬৪ |
| | পরিমাণ | ৯০৩ | ২৩৫ | ১১৩৮ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৮ | ১৪ | ২২ |
| | পরিমাণ | ৩০ | ২০ | ৫০ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৫৭ | ১১২ | ১৬৯ |
| | পরিমাণ | ৯১৫ | ২৩৯ | ১১৫৪ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত* | প্রকল্প সংখ্যা | ২ | ২ | ৪ |
| | পরিমাণ | ১২ | ৪ | ১৬ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১ পর্যন্ত ** | প্রকল্প সংখ্যা | ৮ | ৫ | ১৩ |
| | পরিমাণ | ২১ | ৬ | ২৭ |

* সাময়িক। **প্রাক্কলিত।

বিভিন্ন আকর্ষণীয় সঞ্চয় প্রকল্প চালু করেছে যা ইতোমধ্যে ব্যাপক সাড়া সৃষ্টি করেছে। এ ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য আকর্ষণীয় প্রকল্পগুলো হলো ঃ

- Contributory Savings Scheme
- Education Savings Scheme
- Monthly Benefit Deposit Scheme
- Insured Fixed Deposit Scheme
- Foreign Currency Deposit Account
- NFCD (Non Resident Foreign Currency Deposit Account)

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানত ১৯৯৯ সালের তুলনায় শতকরা ৪৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সাল শেষে ১১১৬৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যার মধ্যে তলবী ও মেয়াদী আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৪৬০ মিলিয়ন ও ৭৭১০ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের প্রথম ৩ মাসে মোট আমানত কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ১১৫১৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালে এ ব্যাংকের মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৬৬৮ মিলিয়ন টাকা যা ২০০১ সালের মার্চ শেষে ৮০৭৪ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়। ২০০০ সালে ব্যাংকটি মোট ৩২৬০২ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে যার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্স-এর পরিমাণ যথাক্রমে ১০১৯২ মিলিয়ন ও ১৯২৮৩ মিলিয়ন ও ৩১২৭ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের প্রথম ৩ মাসে এ ব্যাংক মোট ৮৩৩৮ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে; তন্মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্স-এর পরিমাণ যথাক্রমে ৩৮৯৫ মিলিয়ন, ৩৪৩৫ মিলিয়ন ও ১০০৮ মিলিয়ন টাকা।

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ২০০০ সাল শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৪৩০ মিলিয়ন ও ৫০৯ মিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫১০ মিলিয়ন ও ১২৫ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের

### খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণি-৪

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | - | - | - | - |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | - | - | - | - |
| ২। | শিল্প ঃ | ১০৩০ | ১৬২৯ | ১৭১১ | ১৭৯৬ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ৬১৮ | ১১৪৯ | ১২০৭ | ১২৬৭ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | ৪১২ | ৪৮০ | ৫০৪ | ৫২৯ |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল | ১৩৩১ | ১৬৪৬ | ১৭৩০ | ১৬১৯ |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ২৬৪ | ৩২০ | ৩৩২ | ৩৪৯ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১৪ | ৫০ | ৫২ | ৫৫ |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | - | ২৩৮ | ২৪২ | ২৫৪ |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | - | - | - | - |
| | খ) অন্যান্য | - | ২৩৮ | ২৪২ | ২৫৪ |
| ৭। | অন্যান্য | ২৪৮২ | ৩৭৮৫ | ৪০০৭ | ৪৮৫২ |
| | সর্বমোট | ৫১২১ | ৭৬৬৮ | ৮০৭৪ | ৮৯২৫ |

পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৫৩২ মিলিয়ন ও ৪২৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের প্রথম তিন মাসে মোট ঋণ বিতরণ ও আদায় হয়েছে যথাক্রমে ৮৮৭ মিলিয়ন ও ১৭৭ মিলিয়ন টাকা।

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

## শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

প্রাইম ব্যাংক ২০০১ সালের মার্চ পর্যন্ত ১৬৯টি প্রকল্পের আওতায় মোট ১১৫৪ মিলিয়ন টাকা (ক্রমপুঞ্জিভূত) শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে যার মধ্যে ৯১৫ মিলিয়ন টাকা বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পের জন্য এবং ২৩৯ মিলিয়ন টাকা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য। ২০০০ সালে এ ব্যাংক ২২টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৫০ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছিল; যার মধ্যে ৩০ মিলিয়ন টাকা বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পের জন্য এবং ২০ মিলিয়ন টাকা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য।

শিল্পের আকার ভিত্তিক ব্যাংকটির ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

## ঋণের স্থিতি

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট ঋণের স্থিতি ২০০১ সালের মার্চ শেষে ৮০৭৪ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে শিল্প খাতে ১৭১১ মিলিয়ন টাকা, পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল খাতে ১৭৩০ মিলিয়ন টাকা, বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা খাতে ৩৩২ মিলিয়ন টাকা, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ৫২ মিলিয়ন টাকা, বিশেষ ঋণ কর্মসূচী খাতে ২৪২ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য খাতে ৪০০৭ মিলিয়ন টাকা।

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড-এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

# সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড

সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৫ সালের ১২ই মার্চ তারিখে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধিত হয় এবং উক্ত বছরের ২৫শে মে হতে ৫০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ১০০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন ৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৩৩০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৫২৮ জনে, তন্মধ্যে কর্মকর্তা ৩৭৩ জন এবং কর্মচরী ১৫৫ জন। উক্ত সময় শেষে মোট শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ১২টিতে।

বৈচিত্র্যময় ব্যাংকিং সেবায় সাউথইস্ট ব্যাংক সর্বদাই বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। যেসব ক্ষেত্রে সাউথইস্ট ব্যাংক আন্তরিক ও সময়োপযোগী সেবা প্রদানে এগিয়ে এসেছে তার মধ্যে কর্পোরেট ব্যাংকিং, মাইক্রো ক্রেডিট সুবিধা, চলতি ঋণ ও সিন্ডিকেট ঋণের ব্যবস্থা, লকার সুবিধা এবং লিজিং কোম্পানীসমূহে বিনিয়োগ সুবিধা রয়েছে। এছাড়া, ব্যাংকটির বেশ কিছু জনকল্যাণমূলক মাসিক কিস্তিভিত্তিক সঞ্চয় প্রকল্প রয়েছে। প্রকল্পগুলো হচ্ছে ঃ

ক) শিক্ষা সঞ্চয় প্রকল্প (Education Savings Scheme)
খ) বিবাহ সঞ্চয় প্রকল্প (Marriage Savings Scheme)
গ) অবসর সঞ্চয় প্রকল্প (Pension Savings Scheme)
ঘ) মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয় প্রকল্প (Savings Benefit Deposit Scheme)
ঙ) ৩০ দিনের মেয়াদী আমানত প্রকল্প
চ) স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী আমানত প্রকল্প

ব্যাংকটি তার দেয় ঋণ সুবিধা বিত্তবানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে মধ্যম ও স্বল্প আয়ের জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য কনজ্যুমার্স ক্রেডিট স্কীম প্রকল্প পরিচালনা করছে।

সম্প্রতি ব্যাংকটি পুঁজিবাজার কার্যক্রমে অংশীদারিত্ব জোরদার করার প্রয়াস নিয়ে Reuter Machine স্থাপন করেছে এবং SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)-এর মেম্বার হয়েছে। SWIFT-এর মাধ্যমে বৈদেশিক ব্যবসা পরিচালনা এবং শিল্প বাণিজ্যাদিতে বিনিয়োগার্থ তহবিল স্থানান্তরকরণ প্রক্রিয়া সহজতর ও দ্রুত হবে।

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন সম্প্রসারণে সরকারী সহায়তার পাশাপাশি উপযুক্ত সহায়তা দানের উদ্দেশ্যকল্পে সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড Ekushey TV এবং Pacific Bangladesh Telecom Limited-এর অবকাঠামোগত উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া, সরকারের বেসরকারী খাতে বিদ্যুতায়ন নীতির আওতায় দেশে বিদ্যুৎ (Power)-এর চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ (Power Generation and Supply) নিশ্চিতকরণের জন্য United Summit Power Plant-কে অর্থায়ন করেছে। দেশে নিউজপ্রিন্ট কাগজের চাহিদা মেটানোর জন্য ব্যাংকটি বসুন্ধরা গ্রুপের অংগ প্রতিষ্ঠান শাহজালাল নিউজপ্রিন্ট লিমিটেডকে কাগজ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করেছে। এছাড়া বসতবাড়ী বিনির্মাণে কাঁচামাল হিসেবে Cement-এর ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য Scan Cement Bangladesh Limited-কে উপযুক্ত সহায়তা দান করেছে।

সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানতের পরিমাণ ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ৮৫৭০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়,

তন্মধ্যে তলবী আমানত ৮৬৫ মিলিয়ন এবং মেয়াদী আমানত ৭৭০৫ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের মার্চ শেষে মোট আমানতের পরিমাণ ১২% বৃদ্ধি পেয়ে ৯৬০২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, তন্মধ্যে তলবী আমানত ১১৬৬ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানত ৮৪৩৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭০৬২ মিলিয়ন টাকায়; যা ২০০১ সালের মার্চ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ৮৩৭৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালের শেষে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৩৭০ মিলিয়ন টাকা যা ২০০১ সালের মার্চ শেষে ১৫৬৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালে ব্যাংকটি মোট ১২৯৬৪ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে; তন্মধ্যে রপ্তানি ১৩৪৬ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১১২৪২ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৩৭৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৫১০ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে রপ্তানি ৪৫৮ মিলিয়ন টাকা এবং আমদানি ৩৮৮২ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ১৭০ মিলিয়ন টাকা।

সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

সাউথইস্ট ব্যাংক ২০০০ সালে মোট ২১৯৮১ মিলিয়ন টাকা

সারণি-১

**অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য**

(মিলিয়ন টাকায়)

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ৫০০ | ৫০০ | ৫০০ | ৫০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ৩০০ | ৩৩০ | ৩৩০ | ৩৩০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ১৪০ | ২৩৫ | ২৩৫ | ২৩৫ |
| ৪। | আমানত ঃ<br>(ক) তলবী আমানত<br>(খ) মেয়াদী আমানত | ৬৬০৩<br>৮৭৪<br>৫৭২৯ | ৮৫৭০<br>৮৬৫<br>৭৭০৫ | ৯৬০২<br>১১৬৬<br>৮৪৩৬ | ১০৪৭৫<br>১২৩৯<br>৯২৩৬ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ৫২০৬ | ৭০৬২ | ৮৩৭৪ | ৮৩৯৭ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ৯৭২ | ১৩৭০ | ১৫৬৭ | ১৫৯৪ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ১১৩২৯ | ১১৭১১ | ১৭৬৮০ | ১৭৭৩০ |
| ৮। | মোট আয় | ১০৩০ | ১৪৮১ | ৪৩২ | ৮০৫ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৮২৯ | ১১২৯ | ৩২৪ | ৫৬৮ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ<br>ক) রপ্তানি<br>খ) আমদানি<br>গ) রেমিটেন্স | ৯২৩৪<br>৭০৪<br>৮২২৮<br>৩০২ | ১২৯৬৪<br>১৩৪৬<br>১১২৪২<br>৩৭৬ | ৪৫১০<br>৪৫৮<br>৩৮৮২<br>১৭০ | ৯২৩১<br>১৭৯০<br>৭১০০<br>৩৪১ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ<br>ক) কর্মকর্তা<br>খ) কর্মচারী | ৪৮০<br>২৮৭<br>১৯৩ | ৫২৮<br>৩৬৪<br>১৬৪ | ৫২৮<br>৩৭৩<br>১৫৫ | ৫৩৫<br>৩৭৫<br>১৬০ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিনিধি ব্যাংক (সংখ্যায়) | ২৫৩ | ২৫৩ | ২৫৩ | ২৫৩ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ<br>ক) বাংলাদেশে<br>খ) বিদেশে | ১২<br>১২<br>- | ১২<br>১২<br>- | ১২<br>১২<br>- | ১২<br>১২<br>- |

| | | | | | | সারণি-২ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়** | | | | |
| | | | | | | (মিলিয়ন টাকায়) |
| বিবরণ | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | | | | | | |
| বিতরণ | - | ৫৮১ | ৩১ | ৬১২ | ৮৩৪৭ | ৮৯৫৯ |
| আদায় | - | ১৭৭ | ৩ | ১৮০ | ৬২৭২ | ৬৪৫২ |
| ২০০০ | | | | | | |
| বিতরণ | - | ৬০৭ | ৩৪২ | ৯৪৯ | ২১০৩২ | ২১৯৮১ |
| আদায় | - | ২৫৫ | ১২০ | ৩৭৫ | ১৮৬০৫ | ১৮৯৮০ |
| ৩১শে মার্চ ২০০১ | | | | | | |
| বিতরণ | - | ৪৩১ | ৩৩ | ৪৬৪ | ৫১২১ | ৫৫৮৫ |
| আদায় | - | ১৮৩ | ৩১ | ২১৪ | ১৮১২ | ২০২৬ |
| ৩০ জুন ২০০১* | | | | | | |
| বিতরণ | - | ৩০২ | ৭০ | ৩৭২ | ৬০১৮ | ৬৩৯০ |
| আদায় | - | ১৬০ | - | ১৬০ | ২৩৯০ | ২৫৫০ |

*প্রাক্কলিত।*

ঋণ বিতরণ করে এবং ১৮৯৮০মিলিয়ন টাকা আদায় করে। এর মধ্যে শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৯৪৯ মিলিয়ন ও ৩৭৫ মিলিয়ন টাকা।

সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড-এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

| | | | | সারণি-৩ |
|---|---|---|---|---|
| | **শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ** | | | |
| | | | | (মিলিয়ন টাকায়) |
| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ পর্যন্ত | | | | |
| | প্রকল্প সংখ্যা | ২১ | ২ | ২৩ |
| | পরিমাণ | ১১৬১ | ১ | ১১৬২ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | | |
| | প্রকল্প সংখ্যা | ৬ | ১ | ৭ |
| | পরিমাণ | ৮৭৫ | ০.১৯ | ৮৭৫ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ২৩ | ৩ | ২৬ |
| | পরিমাণ | ১৩৬৬ | ১ | ১৩৬৭ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | | |
| | প্রকল্প সংখ্যা | ২ | ১ | ৩ |
| | পরিমাণ | ২০৫ | ০.০৮ | ২০৫ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১ পর্যন্ত * | | | | |
| | প্রকল্প সংখ্যা | ৫ | - | ৫ |
| | পরিমাণ | ৫০০ | - | ৫০০ |

*প্রাক্কলিত।*

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের তথ্যাদি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

## খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | - | - | - | - |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | - | - | - | - |
| ২। | শিল্প ঃ | ৮০১ | ৯৮৯ | ১৩১৭ | ১৩৫৪ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ৭৯৮ | ৯৮৮ | ১৩১৭ | ১৩৫৪ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | ৩ | ১ | - | - |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | ২৮০৭ | ৩৮৫৯ | ৪৭০৫ | ৫০৮৪ |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ৩৪৩ | ৫৭৩ | ৬০৬ | ৩৩৮ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ২ | ৮ | ৮ | ৫ |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | ২৯ | ৪৯ | ৪৯ | ৪৭ |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | - | - | - | - |
| | খ) অন্যান্য | ২৯ | ৪৯ | ৪৯ | ৪৭ |
| ৭। | অন্যান্য | ১২২৪ | ১৫৮৩ | ১৬৮৯ | ১৫৬৯ |
| | সর্বমোট | ৫২০৬ | ৭০৬২ | ৮৩৭৪ | ৮৩৯৭ |

# ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড

ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড ১০০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন ও ১০০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ১৯৯৫ সালের ৫ই জুলাই তারিখে কার্যক্রম শুরু করে। ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০১ তারিখে এ ব্যাংকের মোট পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ২৭৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০১ তারিখে পরিশোধিত মূলধন ও অন্যান্য সঞ্চিতিসহ মোট ইকুইটির পরিমাণ ৫০১ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়, যার মধ্যে উদ্যোক্তাদের মূলধনের পরিমাণ ১৪৪ মিলিয়ন টাকা। এ ব্যাংক One point Customer Service প্রদানের চেষ্টা করে। ঢাকা ব্যাংক লিঃ ইতোমধ্যেই ডিপোজিট পেনশন স্কীম, বিবাহ সঞ্চয় স্কীম, উপহার চেক স্কীম এবং কনজ্যুমার ক্রেডিট স্কীম চালু করেছে। ঢাকা ব্যাংক তার গ্রাহক সেবার পরিধি বিস্তৃত করতে টেলিব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করেছে। সম্প্রতি ঢাকা ব্যাংক লিঃ গ্রাহকদের অধিকতর সেবার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য M/S ETN এবং M/S Vanik (Bd.) Ltd.-এর সাথে দু'টি স্মারক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এর ফলে ঢাকা শহরে ATM-এর সাহায্যে গ্রাহক সেবা দিবে এবং Vanik-এর সাথে দ্বৈত নামে ক্রেডিট কার্ড চালুর ব্যবস্থা করেছে। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ছিল ১৫টি এবং উক্ত সময়ে ব্যাংকের মোট লোকবলের পরিমাণ ছিল ৪২৮ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ৩২৭ জন এবং কর্মচারী ১০১ জন।

ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানতের পরিমাণ ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ছিল ১০৭৫০ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে তলবী আমানতের পরিমাণ ১২১০ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানতের পরিমাণ ছিল ৯৫৪০ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে এ ব্যাংকের মোট আমানত শতকরা ২.২৬ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১০৫০৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে এ ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ছিল ৫৪১৫ মিলিয়ন টাকা, যা ২০০১ সালের মার্চ শেষে শতকরা ১৯.১৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৪৫৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষের ৮১৪ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ৬৫ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৮৭৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালে এ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ২০৯১৫ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে রপ্তানি ৬৪৯৪ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৩৮২৮ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ৫৯৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৩১৬ মিলিয়ন টাকা।

ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

## খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

ঢাকা ব্যাংক লিমিটেডের শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২০০০ সালে ছিল ১৫৩০ মিলিয়ন টাকা। জানুয়ারী-মার্চ, ২০০১ সময়কালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮২ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের জানুয়ারী-মার্চ সময়কালে ব্যাংক কর্তৃক মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫৪৬৯ মিলিয়ন ও ৩৬০১ মিলিয়ন টাকা।

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের তথ্যাদি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

## খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষের ৩৮৪৩ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ৫৪১৪ মিলিয়ন টাকায় এবং ২০০১ সালের মার্চ শেষে ৬৪৫৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালের মার্চ শেষের স্থিতির মধ্যে পাইকারী/খুচরা ব্যবসা ও রেস্তোরা/হোটেল খাতে এর পরিমাণ ছিল সর্বাধিক ১৬৮৯ মিলিয়ন টাকা।

ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-১

### অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ২৭৬ | ২৭৬ | ২৭৬ | ২৭৬ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ১০৬ | ২২৫ | ৩০৬ | ৪২৫ |
| ৪। | আমানত ঃ | ৭৫০৩ | ১০৭৫০ | ১০৫০৭ | ১১১৫০ |
| | (ক) তলবী আমানত | ১৩৯৫ | ১২১০ | ১৪৫৬ | ১৬৫০ |
| | (খ) মেয়াদী আমানত | ৬১০৮ | ৯৫৪০ | ৯০৫১ | ৯৫০০ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ৩৮৪৩ | ৫৪১৫ | ৬৪৫৩ | ৭০৭৭ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ৫৫৮ | ৮১৪ | ৮৭৯ | ৯৫০ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ৯৬০৭ | ১১৬৪৬ | ১৩৬৩৮ | ১৫৫০০ |
| ৮। | মোট আয় | ১০৫১ | ১৫৪৪ | ৪৪৮ | ৯৫০ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৮২১ | ১২১৩ | ৩৬৭ | ৭৫০ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ১২৭৭১ | ২০৯১৫ | ৫৩১৬ | ১১৫৭৭ |
| | ক) রপ্তানি | ৩২৯৯ | ৬৪৯৪ | ১৬৯০ | ৩৮৮০ |
| | খ) আমদানি | ৯০৭৬ | ১৩৮২৮ | ৩৪৩৯ | ৭৩৬০ |
| | গ) রেমিটেন্স | ৩৯৬ | ৫৯৩ | ১৮৭ | ৩৩৭ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ৩৫৯ | ৪০৬ | ৪২৮ | ৪৬০ |
| | ক) কর্মকর্তা | ২৯৯ | ৩১৫ | ৩২৭ | ৩৫০ |
| | খ) কর্মচারী | ৬০ | ৯১ | ১০১ | ১১০ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ৩২৫ | ৪১৩ | ৪১৩ | ৪২০ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ১২ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
| | ক) বাংলাদেশে | ১২ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
| | খ) বিদেশে | - | - | - | - |

## খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | | | | | | |
| বিতরণ | - | ১৫৫ | ২৬৩ | ৪১৮ | ১৩৪১১ | ১৩৮২৯ |
| আদায় | - | ৬৫ | ৩০৪ | ৩৬৯ | ১১৭০৬ | ১২০৭৫ |
| ২০০০ | | | | | | |
| বিতরণ | - | ৩৩৫ | ১১৯৫ | ১৫৩০ | ২০২৩৭ | ২১৭৬৭ |
| আদায় | - | ১২৩ | ১১২৪ | ১২৪৭ | ১৮৫৮১ | ১৯৮২৮ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১ | | | | | | |
| বিতরণ | - | ১৩২ | ২৫০ | ৩৮২ | ৫০৮৭ | ৫৪৬৯ |
| আদায় | - | ৫১ | ১৭৬ | ২২৭ | ৩৩৭৪ | ৩৬০১ |
| ৩০ জুন, ২০০১* | | | | | | |
| বিতরণ | - | ১৫৩ | ৪০৯ | ৫৬২ | ৭১৩৭ | ৭৬৯৯ |
| আদায় | - | ৭১ | ২৩০ | ৩০১ | ৫১৯৯ | ৫৫০০ |

** প্রাক্কলিত।*

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

*সারণি-৩*

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|
| | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ তারিখে | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৫০ | - | ৫০ |
| পরিমাণ | ২৯৩৭ | - | ২৯৩৭ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ২৪ | - | ২৪ |
| পরিমাণ | ১২১২ | - | ১২১২ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ তারিখে | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৫৩ | - | ৫৩ |
| পরিমাণ | ৩২৪০ | - | ৩২৪০ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৮ | - | ৮ |
| পরিমাণ | ৩৯৩ | - | ৩৯৩ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ১১ | - | ১১ |
| পরিমাণ | ৫৬৭ | - | ৫৬৭ |

** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৪

## খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | - | - | - | - |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | - | - | - | - |
| ২। | শিল্প ঃ | ৫৫০ | ১০৯৬ | ১৬৮৯ | ১৮৭৩ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ৫৫০ | ১০৯৬ | ১৬৮৯ | ১৮৭৩ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | - | - | - | - |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | ২৭৫ | ৪২৬ | ৩৩২ | ৪২৯ |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ৬ | ৫০ | ৫৫ | ৬৪ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৯ | ৬ | ৬ | ২০৭ |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | | | | |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | | | | |
| | খ) অন্যান্য | | | | |
| ৭। | অন্যান্য | ৩০০৩ | ৩৮৩৭ | ৪৩৭১ | ৪৫০৪ |
| | সর্বমোট | ৩৮৪৩ | ৫৪১৫ | ৬৪৫৩ | ৭০৭৭ |

# আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর হতে দেশের তৃতীয় ইসলামী ব্যাংক রূপে কার্যক্রম শুরু করে। এ ব্যাংক তার সমস্ত কার্যক্রম ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালনা করতে অংগীকারবদ্ধ। এটি সম্পূর্ণ দেশী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী ব্যাংক। ব্যাংকটির ২০০০ সালের শেষে অনুমোদিত ও পরিশোধিত

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

সারণি-১

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ২৫৩ | ২৫৩ | ২৫৩ | ২৫৩ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ৭৯৪ | ৯৬৩ | ৯৬৩ | ১০৬৩ |
| ৪। | আমানত ঃ | ৬৫৪৩ | ৭৩০৮ | ৭৪১২ | ৭৫৪৬ |
| | (ক) তলবী আমানত | ৯২০ | ৮০৫ | ৮৮৭ | ৯৭১ |
| | (খ) মেয়াদী আমানত | ৫৬২৩ | ৬৫০৩ | ৬৫২৫ | ৬৫৭৫ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ৩৭৯৪ | ৩৭২৮ | ৩৭৮০ | ৪২০৮ |
| ৬। | বিনিয়োগ | - | - | - | - |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ৮৯৫৫৬ | ৮৫৮৪৯ | ৮৬৮৫৬ | ৮৭৮৬৪ |
| ৮। | মোট আয় | ৬০২ | ৭৪৮ | ১৩৪ | ২৯৯ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৪৬২ | ৫৯২ | ১১০ | ১৯৫ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ৮১৪৯ | ৯৮৩৫ | ২৪১২ | ৭২৪০ |
| | ক) রপ্তানি | ২৩০৪ | ৩৩২১ | ৬৩৯ | ১৯১৭ |
| | খ) আমদানি | ৫৫৫৬ | ৫৮৮৩ | ১২১২ | ৩৬৩৯ |
| | গ) রেমিটেন্স | ২৮৯ | ৬৩১ | ৫৬১ | ১৬৮৪ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ৬৬৪ | ৬৭৪ | ৭০৩ | ৭০৩ |
| | ক) কর্মকর্তা | ৫২৩ | ৫২৩ | ৫৪৯ | ৫৪৯ |
| | খ) কর্মচারী | ১৪১ | ১৫১ | ১৫৪ | ১৫৪ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | - | - | - | - |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ৩৫ | ৩৭ | ৩৭ | ৪০ |
| | ক) বাংলাদেশে | ৩৫ | ৩৭ | ৩৭ | ৪০ |
| | খ) বিদেশে | - | - | - | - |

সারণি-২

## খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

| বিবরণ | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | | | | | | |
| বিতরণ | - | ১৬৩ | ৪০ | ২০৩ | ৫২৬০ | ৫৪৬৩ |
| আদায় | - | ৩০ | ২৮ | ৫৮ | ১৬১১ | ১৬৬৯ |
| ২০০০ | | | | | | |
| বিতরণ | ৪ | ১৭৪ | ৯১ | ২৬৫ | ৮৩৫৪ | ৮৬২২ |
| আদায় | ০.০৫ | ৬৯ | ৪১ | ১১০ | ৭৩০৭ | ৭৪১৭ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* | | | | | | |
| বিতরণ | ৬ | ১২০ | ৩৩ | ১৫৩ | ৪০৫০ | ৪২০৯ |
| আদায় | ২ | ৬১ | ১০ | ৭১ | ২৯২৯ | ৩০০২ |
| ৩০ জুন, ২০০১** | | | | | | |
| বিতরণ | ৯ | ২৪০ | ৬১ | ৩০১ | ৬৯৯২ | ৭৩০২ |
| আদায় | ৫ | ১০৫ | ৪১ | ১৪৬ | ৫৯৯৪ | ৬১৪৫ |

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত।

মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন টাকা ও ২৫৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৭টিতে। ২০০০ সাল শেষে ব্যাংকের মোট জনশক্তি ছিল ৬৭৪ জন, যা ২০০১ সালের মার্চ শেষে ৭০৩ জনে উন্নীত হয়।

ব্যাংকটির ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে আমানত ছিল

সারণি-৩

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

| ঋণ মঞ্জুরী | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|
| | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ২১ | ৮ | ২৯ |
| পরিমাণ | ৩৪৮ | ২৫ | ৩৭৩ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ১৭ | ৮ | ২৫ |
| পরিমাণ | ২৪০ | ১৯ | ২৫৯ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ তারিখে | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ২৯ | ১০ | ৩৯ |
| পরিমাণ | ২৬৬ | ৩১ | ২৯৭ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত * | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ১৪ | ১ | ১৫ |
| পরিমাণ | ৫৫ | ০.৩৫ | ৫৬ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১ পর্যন্ত ** | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ২০ | ১০ | ৩০ |
| পরিমাণ | ২০৩ | ৩৩ | ২৩৬ |

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

৭৩০৮ মিলিয়ন টাকা, যা ২০০১ সালের মার্চ শেষে ৭৪১২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আল-আরাফাহ্ ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিম ১৯৯৯ সালের তুলনায় ৬৬ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ২০০০ সালে ৩৭২৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকটি ২০০০ সালে মোট ১২৫০৫ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে যার মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্স-এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫৮৮৩ মিলিয়ন টাকা এবং ৩৩২১ মিলিয়ন টাকা এবং ৬৩১ মিলিয়ন টাকা।

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ-এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ-এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

## খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | ৩৫ | ৭৬ | ৮৭ | ৯৩ |
| | ক) শস্য | ৩৫ | ০.৩৩ | ০.৩৩ | ০.৫০ |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | | ৭৬ | ৮৭ | ৯৩ |
| ২। | শিল্প ঃ | ৫৪ | ৮৬৯ | ৮৮২ | ১০৪১ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ৫৪ | ৩৫০ | ৩৬০ | ৪২১ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | - | ৫১৯ | ৫২২ | ৬২০ |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | ৫৩ | ১০৫৩ | ১০৩০ | ১১২৪ |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ২৭ | ৩০৪ | ২৫৬ | ৩৭৫ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৩৯০ | ৪৬৩ | ৫৮৯ | ৬৭১ |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | ৫৫ | ৩০ | ৯৫ | ১০০ |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | - | ২ | ২ | ৩ |
| | খ) অন্যান্য | ৫৫ | ২৮ | ৯৩ | ৯৭ |
| ৭। | অন্যান্য | ৩১৮০ | ৯৩২ | ৮৪১ | ৮০৩ |
| | সর্বমোট | ৩৭৯৪ | ৩৭২৮ | ৩৭৮০ | ৪২০৮ |

# সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

দেশের চতুর্থ ইসলামী ব্যাংক সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৫ সালের ২২শে নভেম্বর হতে বেসরকারী তফসিলী ব্যাংক রূপে তার কার্যক্রম শুরু করে। দেশী-বিদেশী উদ্যোক্তাগণের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এটি একটি বহুজাতিক ব্যাংকিং কোম্পানী যার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। এ ব্যাংক ফরমাল, নন-ফরমাল ও ভলান্টারী ব্যাংকিং খাতের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে। ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ হচ্ছে ১০০০ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকেটির পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬০ মিলিয়ন টাকা এবং ব্যাংকেটির কর্মরত জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৩০৭ জনে, যার মধ্যে ২৬৫ জন কর্মকর্তা এবং অবশিষ্ট ৪২ জন কর্মচারী।

নন-ফরমাল সেক্টর-এর আওতায় এ ব্যাংক দেশের সর্বত্র

ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণে আগ্রহী গ্রাহকদের একাংশ

ছড়িয়ে থাকা উদ্বৃত্ত শ্রম ও সম্পদ সংগ্রহ করে বেকার ও বিত্তহীনদের কর্মসংস্থান, সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচী ইত্যাদি প্রকল্পে বিনিয়োগ করছে। নন-ফরমাল খাতে ব্যাংকের সকল শাখার মাধ্যমে এ যাবৎ যে সকল প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো ঃ

১. পারিবারিক ক্ষমতায়নে মাইক্রো ক্রেডিট এন্ড মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ কর্মসূচী।

২. বস্তিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসূচী।

৩. বেনারশী শাড়ী ও তাঁত প্রকল্প।

৪. মনিপুরি উপজাতীয়দের হস্তশিল্প কার্যক্রমে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কর্মসূচী।

৫. সোস্যাল ফেলোশীপ কর্মসূচী।

৬. অনানুষ্ঠানিক বাস্তব জীবন ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা স্কুল কর্মসূচী।

উল্লেখিত প্রকল্পসমূহে ৩১শে মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত ৫৫৭৬টি পরিবারে মোট ১২২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।

এই ব্যাংক ভলান্টারী খাতে, মূলধন বাজারের কার্যক্রম সংগঠিত করার প্রক্রিয়া হিসেবে, ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট

সারণি-১

## অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ২০০ | ২৬০ | ২৬০ | ২৬০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ১৭ | ৩২ | ৩২ | ৩২ |
| ৪। | আমানত ঃ | ৩৯০০ | ৪৮৬৩ | ৫৫১৫ | ৫৯৩২ |
| | (ক) তলবী আমানত | ১০২৯ | ৪১১ | ৩৮৪ | ৩৮৬ |
| | (খ) মেয়াদী আমানত | ২৮৭১ | ৪৪৫২ | ৫১৩১ | ৫৫৪৬ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ২১৯২ | ৩৫২২ | ৩৮১০ | ৪১৮৬ |
| ৬। | বিনিয়োগ | .০৬২ | .০৬২ | .০৬২ | .০৬২ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ৪৭৫৩ | ৬৬৮৮ | ৮৯১৫ | ১০১০০ |
| ৮। | মোট আয় | ৫৫৬ | ৬৪১ | ২৩৯ | ৪৭৮ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৩৭৯ | ৪০৫ | ১৯৯ | ৪০০ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ১৯১৫ | ৩৫৪৭ | ১৭৬০ | ৩২১৫ |
| | ক) রপ্তানি | ১৪০ | ৫৩১ | ৫৫২ | ৬৫৫ |
| | খ) আমদানি | ১৭১৯ | ২৯৮৩ | ১১৯১ | ২৫২০ |
| | গ) রেমিটেন্স | ৫৬ | ৩৩ | ১৭ | ৪০ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ২৫৮ | ৩০৭ | ৩০৫ | ৪৫০ |
| | ক) কর্মকর্তা | ২১৬ | ২৬৫ | ২৬৩ | ৩৯২ |
| | খ) কর্মচারী | ৪২ | ৪২ | ৪২ | ৫৮ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ৫৬ | ৫৯ | ৬০ | ৬৫ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ১২ | ১৪ | ১৪ | ২০ |
| | ক) বাংলাদেশে | ১২ | ১৪ | ১৪ | ২০ |
| | খ) বিদেশে | - | - | - | - |

## খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

(মিলিয়ন টাকায়)

| বিবরণ | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | | | | | | |
| বিতরণ | - | ৩২ | ৮৯ | ১২১ | ৪৫২৬ | ৪৬৪৭ |
| আদায় | - | ২৪ | ৭৮ | ১০২ | ২৮৭৩ | ২৯৭৫ |
| ২০০০ | | | | | | |
| বিতরণ | - | ৫২ | ১৪৩ | ১৯৫ | ৭৭২১ | ৭৯১৬ |
| আদায় | - | ২৯ | ৮৯ | ১১৮ | ৫২৯০ | ৫৪০৮ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* | | | | | | |
| বিতরণ | - | ১৪ | ৫৯ | ৭৩ | ৬১৮৫ | ৬২৫৮ |
| আদায় | - | ৫ | ৩৬ | ৪১ | ৪২৫৩ | ৪২৯৪ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | | | | | | |
| বিতরণ | - | ২১ | ৮০ | ১০১ | ৭০০২ | ৭১০৩ |
| আদায় | - | ১৭ | ৬৮ | ৮৫ | ৪৩৭০ | ৪৪৫৫ |

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত।

স্কীম চালু করেছে। ক্যাশ ওয়াক্ফ হচ্ছে সমাজে বিত্তশালীদের সঞ্চয়ের একটি অংশ দিয়ে ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট ক্রয়পূর্বক এর অর্জিত আয়ের দ্বারা বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষা এবং সামাজিক সেবায় বিনিয়োগ করার একটি মহৎ প্রয়াস।

ব্যাংকটির ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৮৬৩ মিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে ৪১১ মিলিয়ন টাকা

## শিল্পের আকার ভিত্তিক বিনিয়োগ

সারণি-৩

(মিলিয়ন টাকায়)

| বিনিয়োগ মঞ্জুরী | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|
| | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৪ | ১২২ | ১২৬ |
| পরিমাণ | ৪৩ | ৭৫ | ১১৮ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৩ | ৫৩ | ৫৬ |
| পরিমাণ | ৪১ | ৭৫ | ১১৬ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : মার্চ ৩১, ২০০১ তারিখে | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | - | ১৩১ | ১৩১ |
| পরিমাণ | - | ৮৯ | ৮৯ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | - | ২১ | ২১ |
| পরিমাণ | - | ১০৪ | ১০৪ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১** পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৩ | ২৬ | ২৯ |
| পরিমাণ | ৪ | ১২৮ | ১৩২ |

** প্রাক্কলিত।

তলবী আমানত এবং ৪৪৫২ মিলিয়ন টাকা মেয়াদী আমানত। ২০০০ সাল শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫২২ মিলিয়ন টাকায়। ২০০০ সালে ব্যাংকটির বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫৪৭ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে রপ্তানি ৫৩১ মিলিয়ন, আমদানি ২৯৮৩ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৩৩ মিলিয়ন টাকা।

সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ-এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ-এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের তথ্যাদি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ-এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

## খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণি-৪

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | - | - | - | - |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | - | - | - | - |
| ২। | শিল্প ঃ | ৬৩ | ১১২ | ৭৫ | ১০২ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ২২ | ৪৪ | - | - |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | ৪১ | ৬৮ | ৭৫ | ১০২ |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | ১১৫৬ | ১৯০৩ | ২৫৩২ | ২৮১৮ |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ১২২ | ১৯৩ | ১৭৩ | ২০৬ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১৭৩ | ১৯৫ | ৩০৯ | ৩৩৯ |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | ৫৩ | ৬২ | ৬৪ | ৬৮ |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | ২২ | ৩৪ | ৩৪ | ৩৮ |
| | খ) অন্যান্য | ৩১ | ২৮ | ৩০ | ৩০ |
| ৭। | অন্যান্য | ৬২৫ | ১০৫৮ | ৬৫৭ | ৬৫৩ |
| | সর্বমোট | ২১৯২ | ৩৫২৩ | ৩৮১০ | ৪১৮৬ |

# ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড

ইউরোপ-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৬ সালের ৩রা জুন হতে বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবসা শুরু করে। দি নেদারল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি (FMO) এবং বাংলাদেশী উদ্যোক্তাগণের যৌথ উদ্যোগে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে ৪০০ মিলিয়ন ও ১৮০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মোট ৭ জন পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত একটি পর্ষদ ব্যাংকটি পরিচালনা করেন যার মধ্যে ৫ জন স্থানীয় এবং ২ জন বিদেশী। বর্তমানে ব্যাংকটির ৯টি শাখা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ২০০০ সালে ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ২৪৮ জন, যার মধ্যে ২৪৬ জন কর্মকর্তা। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ২৮৯ জনে উন্নীত হয়।

*ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি সাইকেল প্রস্তুতকারী শিল্প।*

ব্যাংকটির ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে আমানতের পরিমাণ ছিল ৬১২০ মিলিয়ন টাকা যা ২০০০ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ৬৪৯১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০০০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকটির মোট ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৫৮৮ মিলিয়ন টাকায়। ২০০১ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এর পরিমাণ ৫২৪০ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে।

ব্যাংকটির ২০০০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৮৪২ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালে ব্যাংকটি ১১৯৭৬ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি ৩৪৩৪ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৮৩২৯ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ২১৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৩৭৭৯ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে রপ্তানি ১২১০ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ২৪৭৫ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৯৪ মিলিয়ন টাকা।

রাইডার, দূরন্ত, ট্যাক্সি ক্যাব ইত্যাদি ডাচ-বাংলা ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য পরিবহন প্রকল্প। ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপদে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের জন্য সহজ শর্তে যানবাহন ক্রয়ের জন্য ব্যাংক 'Student Transport Scheme' চালু করেছে।

সারণি-১

## অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ৪০০ | ৪০০ | ৪০০ | ৪০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ১৮০ | ১৮০ | ২০২ | ২০২ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ২৩ | ৬৫ | ৮১ | ১২২ |
| ৪। | আমানত ঃ | ৩৫১৩ | ৬১২০ | ৬৪৯১ | ৭৬৭০ |
| | ক) তলবী আমানত | ৫৩৪ | ৯১০ | ১০৭৯ | ১৩০০ |
| | খ) মেয়াদী আমানত | ২৯৭৯ | ৫২১০ | ৫৪১২ | ৬৩৭০ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ২২৮৪ | ৪৫৮৮ | ৫২৪১ | ৬০৩৪ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ৩৫১ | ৮৪২ | ৮২১ | ১৩৩৫ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ৩৯৭৬ | ৬৯৬৬ | ৭৪১৭ | ৯৫১৪ |
| ৮। | মোট আয় | ৪৩১ | ৭৬৭ | ২৪৯ | ৬৩০ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৩৩২ | ৫৩৩ | ১৬৫ | ৩৭৪ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ৫৮১৭ | ১১৯৭৬ | ৩৭৭৯ | ১০০৯৩ |
| | ক) রপ্তানি | ১১৭৭ | ৩৪৩৪ | ১২১০ | ৩১৯৭ |
| | খ) আমদানি | ৪৪১৩ | ৮৩২৯ | ২৪৭৫ | ৬৬৯০ |
| | গ) রেমিটেন্স | ২২৭ | ২১৩ | ৯৪ | ২০৬ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ১৭৬ | ২৪৮ | ২৮৯ | ৩১৪ |
| | ক) কর্মকর্তা | ১৭৪ | ২৪৬ | ২৮৭ | ৩১২ |
| | খ) কর্মচারী | ২ | ২ | ২ | ২ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ১৩ | ৫৪ | ৫৫ | ৬০ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ৬ | ৯ | ৯ | ১৩ |
| | ক) বাংলাদেশে | ৬ | ৯ | ৯ | ১৩ |
| | খ) বিদেশে | - | - | - | - |

## খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | বিতরণ | ২৩১ | ৯৯৮ | ১২২৯ | ৪৩৪২ | ৫৫৭১ |
| | আদায় | ৪৩ | ২৬১ | ৩০৪ | ৩৮৭৬ | ৪১৮০ |
| ২০০০ | বিতরণ | ৫১৮ | ৭৬৫ | ১২৮৩ | ১৫২১৯ | ১৬৫০২ |
| | আদায় | ১২৩ | ২৫৯ | ৩৮২ | ১৩৫৯২ | ১৩৯৭৪ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* | বিতরণ | ২০৮ | ৯৭৩ | ১১৮১ | ৪১৭৩ | ৫৩৫৪ |
| | আদায় | ৩৫ | ৬১৬ | ৬৫১ | ৩৯৬৫ | ৪৬১৬ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | বিতরণ | ১৮৯ | ১০৯৯ | ১২৮৮ | ৫১১২ | ৬৪০০ |
| | আদায় | ৬২ | ৬৯৭ | ৭৫৯ | ৪৮১০ | ৫৫৬৯ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

এছাড়া, ব্যাংক স্বাস্থ্য সেবা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে 'First Aid Station', 'Mobile Clinic' ও 'Ambulance' ক্রয়ের জন্য 'Rescue Transport Scheme' চালু করেছে।

ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেডের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

## শিল্পের আকার ভিত্তিক বিনিয়োগ

সারণি-৩

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিনিয়োগ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৪৭ | ২০ | ৬৭ |
| | পরিমাণ | ১২১১ | ১৯১ | ১৪০২ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৩০ | ১১ | ৪১ |
| | পরিমাণ | ৮২১ | ৭৬ | ৮৯৭ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৫৪ | ২০ | ৭৪ |
| | পরিমাণ | ১৬৯৮ | ২৬০ | ১৯৫৮ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৭ | - | ৭ |
| | পরিমাণ | ৭০ | - | ৭০ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১* পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ১৭ | ৩ | ২০ |
| | পরিমাণ | ৪৯৯ | ৩৩ | ৫৩২ |

** প্রাক্কলিত।*

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড ২০০০ সালে মোট ১৬৫০২ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১৩৯৭৪ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। ২০০০ সালে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ১২৮৩ মিলিয়ন টাকা ছিল শিল্প ঋণ।

ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের গতিধারা সারণি-২-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

### খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্যঃ | - | - | - | |
| ২। | শিল্প ঃ | ৯০৭ | ১০৭৩ | ১৪৯২ | ১৯৫৬ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ৭৫৯ | ৯৮৯ | ১৩৫০ | ১৭৩৬ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | ১৪৭ | ৮৪ | ১৪২ | ২২০ |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | ৪৮০ | ৯৩৭ | ১১২০ | ১৩৫০ |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ৮৩ | ৮৮ | ৮৯ | ১২১ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৫০ | ৮৯ | ৮৭ | ৯১ |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | | | | |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | | | | |
| | খ) অন্যান্য | | | | |
| ৭। | অন্যান্য | ৭৬৫ | ২৪০০ | ২৫৫৫ | ২৮২২ |
| | সর্বমোট | ২২৮৪ | ৪৫৮৮ | ৫২৪১ | ৬৩৪০ |

# মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড

মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৯ সালের ২রা জুন ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। এটি সম্পূর্ণ দেশী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী ব্যাংক। ২০০০ সালের শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮০০ মিলিয়ন টাকা ও ২৪৫ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ১০টি এবং মোট

সারণি-১

**অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য**

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ৮০০ | ৮০০ | ৮০০ | ৮০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ২৪৫ | ২৪৫ | ২৭৭ | ২৭৭ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ৭ | ১০৪ | ৭২ | ৭২ |
| ৪। | আমানত ঃ | ৩১০৫ | ৮৬৩৫ | ৭৭০৭ | ৮৮০০ |
| | ক) তলবী আমানত | ১৭৭১ | ৩৪১৯ | ৩০৮৩ | ৩৫২০ |
| | খ) মেয়াদী আমানত | ১৩৩৪ | ৫২১৬ | ৪৬২৪ | ৫২৮০ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ৮৭১ | ৩৯১৩ | ৪০২২ | ৫০০০ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ৭০ | ৪৫০ | ৬০৪ | ৭৫০ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ৪৭৬৫ | ৯৩৬৫ | ১০৩০০ | ১২৩৬০ |
| ৮। | মোট আয় | ১১৫ | ৬৬৯ | ৩০৩ | ৬০০ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৯৫ | ৪৭৭ | ২৪৮ | ৪৫০ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ৩১৫০ | ১৬১৪৩ | ৫৮৩৫ | ১১২০০ |
| | ক) রপ্তানি | ১০১১ | ৬৫৫৪ | ২৩৯৪ | ৫০০০ |
| | খ) আমদানি | ২০৯৬ | ৯২২০ | ৩৩৪৫ | ৬০০০ |
| | গ) রেমিটেন্স | ৪৩ | ৩৬৯ | ৯৬ | ২০০ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ১৬৭ | ২১৯ | ২২৬ | ২৭৫ |
| | ক) কর্মকর্তা | ১৬১ | ২১০ | ২১৬ | ২৬০ |
| | খ) কর্মচারী | ৬ | ৯ | ১০ | ১৫ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ৭০ | ১০২ | ১০২ | ১২০ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ৪ | ১০ | ১০ | ১৪ |
| | ক) বাংলাদেশে | ৪ | ১০ | ১০ | ১৪ |
| | খ) বিদেশে | - | - | - | - |

### ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | | | | | | |
| বিতরণ | - | ১৭২ | ২৪৫ | ৪১৭ | ৮১৯ | ১২৩৬ |
| আদায় | - | ৩৫ | ৩০ | ৬৫ | ৩০০ | ৩৬৫ |
| ২০০০ | | | | | | |
| বিতরণ | - | ২৮৮ | ১৬৩৭ | ১৯২৫ | ২৪৫৯ | ৪৩৮৪ |
| আদায় | - | ৪৯ | ৫৯৭ | ৬৪৬ | ৬৯৭ | ১৩৪৩ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* | | | | | | |
| বিতরণ | - | ৩০ | ৮৬ | ১১৬ | ২০৫ | ৩২১ |
| আদায় | - | ২২ | ৭৬ | ৯৮ | ১১৪ | ২১২ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | | | | | | |
| বিতরণ | - | ১৪৪ | ৫০৭ | ৬৫১ | ৭৬১ | ১৪১২ |
| আদায় | - | ৪৩ | ১৫২ | ১৯৫ | ২২৮ | ৪২৩ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ২২৬ জনে, তন্মধ্যে কর্মকর্তা ২১৬ জন এবং কর্মচারী ১০ জন।

মার্কেন্টাইল ব্যাংক জনসাধারণের সুবিধার্থে বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ হলো ঃ-

ক) মাসিক মুনাফা প্রকল্প

খ) মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প

### শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণি-৩

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|
| | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৩৬ | - | ৩৬ |
| পরিমাণ | ৪৬০ | - | ৪৬০ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ২৫ | - | ২৫ |
| পরিমাণ | ২৮৯ | - | ২৮৯ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ তারিখে | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৩৮ | - | ৩৮ |
| পরিমাণ | ৪৯০ | - | ৪৯০ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ২ | - | ২ |
| পরিমাণ | ৩০ | - | ৩০ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১** পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ১০ | - | ১০ |
| পরিমাণ | ১৪৪ | - | ১৪৪ |

*** প্রাক্কলিত।*

গ) অগ্রিম সঞ্চয় প্রকল্প
ঘ) দ্বিগুণ বৃদ্ধি আমানত প্রকল্প
ঙ) বিশেষ সঞ্চয় প্রকল্প
চ) কনজ্যুমার্স ক্রেডিট স্কীম
ছ) ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প।
জ) ডাক্তার ঋণ প্রকল্প।

মার্কেন্টাইল ব্যাংকের ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৬৩৫ মিলিয়ন টাকা। তন্মধ্যে তলবী ও মেয়াদী আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৪১৯ মিলিয়ন ও ৫২১৬ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিলো ৩৯১৩ মিলিয়ন টাকা, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালের মার্চ শেষে ৪০২২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালে ব্যাংকটি মোট ১৬১৪৩ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, যার মধ্যে রপ্তানি ৬৫৫৪ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৯২২০ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৩৬৯ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের প্রথম ৩ মাসে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৮৩৫ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে রপ্তানি ২৩৯৪ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৩৩৪৫ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৯৬ মিলিয়ন টাকা।

মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

মার্কেন্টাইল ব্যাংক ২০০০ সালে মোট ৪৩৮৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ এবং ১৩৪৩ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। যেখানে শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৯২৫ মিলিয়ন ও ৬৪৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের প্রথম তিন মাসে মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩২১ মিলিয়ন টাকা ও ২১২ মিলিয়ন টাকা।

মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড-এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

ব্যাংকটির শিল্পের আকারভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী ও খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

### খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্যঃ<br>ক) শস্য<br>খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | | | | |
| ২। | শিল্প ঃ<br>ক) বৃহৎ ও মাঝারী<br>খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | ২৭০<br>২৭০<br>- | ১৪১০<br>১৪১০<br>- | ১৫০৪<br>১৫০৪<br>- | ১৮৫০<br>১৮৫০<br>- |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | | | | |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | | | | |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১১০ | ১৫৭ | ১৫৩ | ২০০ |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ<br>ক) দারিদ্র বিমোচন<br>খ) অন্যান্য | ৮৭<br>-<br>৮৭ | ২৪৫<br>-<br>২৪৫ | ২৫১<br>-<br>২৫১ | ৩০০<br>-<br>৩০০ |
| ৭। | অন্যান্য | ৪০৪ | ২১০১ | ২১১৪ | ২৬৫০ |
| | সর্বমোট | ৮৭১ | ৩৯১৩ | ৪০২২ | ৫০০০ |

# স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৯ সালের ৩রা জুন আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। দ্রুত চলমান অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সংগে সামঞ্জস্য রেখে উন্নতমানের অর্থনৈতিক সেবা প্রদানের জন্য দেশে বেসরকারী খাতে ব্যাংক ব্যবসায়ের বিস্তৃতি ঘটানোর লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত নীতিমালার আওতায় স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়।

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

সারণি-১

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ৭৫০ | ৭৫০ | ৭৫০ | ৭৫০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ২০০ | ২০০ | ২০০ | ২০০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ০১ | ১০ | ১০ | ১০ |
| ৪। | আমানত ঃ | ১৪৩৯ | ২০৫৪ | ১৬০৬ | ২০০০ |
| | ক) তলবী আমানত | ৬৮১ | ৩৮৩ | ৩৪১ | ৪১৯ |
| | খ) মেয়াদী আমানত | ৭৫৮ | ১৬৭১ | ১২৬৫ | ১৫৮১ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ১২৯ | ৭৫২ | ৯৪৫ | ১২২৯ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ১০০ | ২২২ | ১৯১ | ২২০ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ৩৩৫০ | ২৩৩৫ | ১৭০৭ | ২৩৯০ |
| ৮। | মোট আয় | ৮৯ | ৩৩৯ | ৮৬ | ১৬০ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৮৩ | ২৮৭ | ৮৪ | ১১০ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ১৪৩ | ১৫৪২ | ১৯৪৬ | ২২২৬ |
| | ক) রপ্তানি | - | ৮৩ | ৯২ | ১২২ |
| | খ) আমদানি | ১৪৩ | ১৪৫৭ | ১৮৫২ | ২১০২ |
| | গ) রেমিটেন্স | - | ২ | ২ | ২ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ১২৫ | ২৪৪ | ২৫৪ | ২৮২ |
| | ক) কর্মকর্তা | ৮৮ | ১৮১ | ১৮৩ | ১৯৯ |
| | খ) কর্মচারী | ৩৭ | ৬৩ | ৭১ | ৮৩ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ৮ | ১১ | ১১ | ১১ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ৪ | ৯ | ৯ | ১০ |
| | ক) বাংলাদেশে | ৪ | ৯ | ৯ | ১০ |
| | খ) বিদেশে | - | - | - | - |

| খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় | | | | | | সারণি-২ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বিবরণ | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | | | | | | |
| বিতরণ | - | - | - | - | ২৭৩ | ২৭৩ |
| আদায় | - | - | - | - | ১৪৫ | ১৪৫ |
| ২০০০ | | | | | | |
| বিতরণ | - | ২১০ | ১১২ | ৩২২ | ১২১৮ | ১৫৪০ |
| আদায় | - | ৩৩ | ৮০ | ১১৩ | ৮২১ | ৯৩৪ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* | | | | | | |
| বিতরণ | - | ২৭২ | ২৪৫ | ৫১৭ | ১৪৫৩ | ১৯৭০ |
| আদায় | - | ৩৪ | ৮১ | ১১৫ | ১০৪২ | ১১৫৭ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | | | | | | |
| বিতরণ | - | ৩১৪ | ৩৪৫ | ৬৫৯ | ১৮৬৮ | ২৫২৭ |
| আদায় | - | ৩৪ | ৯২ | ১২৬ | ১১৫৬ | ১২৮২ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

এই ব্যাংকের সকল কার্যক্রম কম্পিউটার প্রযুক্তির আওতায় উন্নত মানের ব্যাংকিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যার ফলে, গ্রাহকদের অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে সর্বোত্তম সেবাদান সম্ভব হচ্ছে। এক শাখার আমানতকারী যাতে অন্য শাখা থেকে টাকা তুলতে পারেন সেজন্য অচিরেই অন-লাইন ব্যাংকিং সার্ভিস চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। ৩১শে মার্চ, ২০০১

| শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ | | | | সারণি-৩ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|---|
| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | - | - | - |
| | পরিমাণ | - | - | - |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | - | - | - |
| | পরিমাণ | - | - | - |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ১ | - | ১ |
| | পরিমাণ | ১৭ | - | ১৭ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ১ | - | ১ |
| | পরিমাণ | ১৭ | - | ১৭ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১* পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৭ | - | ৭ |
| | পরিমাণ | ৫৩ | - | ৫৩ |

** প্রাক্কলিত।*

শেষে এ ব্যাংকের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭৫০ মিলিয়ন ও ২০০ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির মোট জনশক্তি দাঁড়ায় ২৫৪ জনে; যার মধ্যে ১৮৩ জন কর্মকর্তা। উক্ত সময় শেষে ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ৯টিতে।

ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ২০০০ সাল শেষে দাঁড়ায় ২০৫৪ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে তলবী ও মেয়াদী আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৮৩ মিলিয়ন ও ১৬৭১ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে ঋণ ও আগামের পরিমাণ ছিল ৭৫২ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালে এই ব্যাংকে মোট ১৫৪২ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। এর মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্স-এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮৩ মিলিয়ন, ১৪৫৭ মিলিয়ন ও ২ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালে ব্যাংকের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৩৯ মিলিয়ন ও ২৮৭ মিলিয়ন টাকা।

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেডের ২০০০ সালে মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৫৪০ মিলিয়ন ও ৯৩৪ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ হলো ৩২২ মিলিয়ন ও ১১৩ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে কৃষি খাতে এ ব্যাংকের কোন ঋণ কর্মসূচী নেই।

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেডের ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেডের শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-৩ এবং সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

**খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি**

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | **কৃষি ও মৎস্যঃ** | - | - | - | - |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | - | - | - | - |
| ২। | **শিল্প ঃ** | | ৬২ | ৮১ | ৯৯ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | - | ৬২ | ৮১ | ৯৯ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | - | - | - | - |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | ৪ | ২১৯ | ২৮৬ | ৩৭৮ |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | - | - | - | ২০ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১২ | ২৩১ | ২৬৫ | ৩৩৮ |
| ৬। | **বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ** | - | - | - | - |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | - | - | - | - |
| | খ) অন্যান্য | - | - | - | - |
| ৭। | অন্যান্য | ১১৩ | ২৪০ | ৩১৩ | ৩৯৪ |
| | সর্বমোট | ১২৯ | ৭৫২ | ৯৪৫ | ১১২৯ |

# ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড

ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড ১০০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ২০৩ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে কার্যক্রম শুরু করে। ২০০০ সালের শেষে ব্যাংকটির মোট শাখা ও জনশক্তির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪টি ও ১০৯ জন। মোট জনশক্তির ৯৮ জন ছিল কর্মকর্তা এবং ১১ জন কর্মচারী।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ২০৩ | ২০৩ | ২০৩ | ২০৩ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | - | ৩ | ৩ | ৩ |
| ৪। | আমানত ঃ | ৮৫৭ | ২২৬৭ | ২২১৭ | ৩০৯০ |
| | ক) তলবী আমানত | ৫১ | ৩০২ | ৩৮৪ | ৯২৭ |
| | খ) মেয়াদী আমানত | ৮০৬ | ১৯৬৫ | ১৮৩৩ | ২১৬৩ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ২১০ | ১৬৩০ | ২১৪৮ | ২৬৮০ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ৮০ | ২৪০ | ২৮০ | ৩০০ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ১২২৪ | ২৭২২ | ৩১১৯ | ৩৯৯৮ |
| ৮। | মোট আয় | ৩৬ | ৮৫ | ৩৯ | ১০৬ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৩৮ | ৫৫ | ১৮ | ৫৪ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ৩০১ | ২৬১৮ | ১৫০৪ | ৩৭৯৮ |
| | ক) রপ্তানি | ৩৩ | ১৮৬ | ৮৩ | ৯৬০ |
| | খ) আমদানি | ২৩৩ | ২৩৭০ | ১৩৭৭ | ২৭৮০ |
| | গ) রেমিটেন্স | ৩৫ | ৬২ | ৪৪ | ৫৮ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ৬৩ | ১০৯ | ১১৩ | ১১৮ |
| | ক) কর্মকর্তা | ৫৫ | ৯৮ | ১০২ | ১০৬ |
| | খ) কর্মচারী | ৮ | ১১ | ১১ | ১২ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | | | | |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ১ | ৪ | ৫ | ৫ |
| | ক) বাংলাদেশে | ১ | ৪ | ৫ | ৫ |
| | খ) বিদেশে | - | - | - | - |

## খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | | | | | | |
| বিতরণ | - | - | ৬০ | ৬০ | ২১৬ | ২৭৬ |
| আদায় | - | - | ৩০ | ৩০ | ৩৬ | ৬৬ |
| ২০০০ | | | | | | |
| বিতরণ | - | ৩০৭ | ৪০৩ | ৭১০ | ৬৯০ | ১৪০০ |
| আদায় | - | ১৩ | ১৯২ | ২০৫ | ৫৫০ | ৭৫৫ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* | | | | | | |
| বিতরণ | - | ১৩৬ | ৩৬১ | ৪৯৭ | ৩৩১ | ৮২৮ |
| আদায় | - | ১৪২ | ৩০ | ১৭২ | ৪৪৫ | ৬১৭ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | | | | | | |
| বিতরণ | - | ১০৫ | ২৫৫ | ৩৬০ | ৫০৫ | ৮৬৫ |
| আদায় | - | ১২৫ | ৩৫৫ | ৪৮০ | ৪০৫ | ৮৮৫ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানতের পরিমাণ ২০০০ সাল শেষে দাঁড়ায় ২২৬৭ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে তলবী ও মেয়াদী আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৩০২ মিলিয়ন ও ১৯৬৫ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের মার্চ শেষে মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ২২১৯ মিলিয়ন টাকায়। ২০০০ সালের শেষে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ১৬৩০ মিলিয়ন টাকা,

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

*সারণি-৩*

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|
| | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ১০ | - | ১০ |
| পরিমাণ | ৪৪৬ | - | ৪৪৬ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ১০ | - | ১০ |
| পরিমাণ | ৩০৭ | - | ৩০৭ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ১০ | - | ১০ |
| পরিমাণ | ৫৮২ | - | ৫৮২ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ১০ | - | ১০ |
| পরিমাণ | ১৩৬ | - | ১৩৬ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১** পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ১৪ | - | ১৪ |
| পরিমাণ | ৮২৩ | - | ৮২৩ |

*** প্রাক্কলিত।*

যা শতকরা ৩২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালের মার্চ শেষে ২১৪৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালের শেষে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২৪০ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালে ব্যাংক মোট ২৬১৮ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে; যার মধ্য রপ্তানি ১৮৬ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ২৩৭০ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ৬২ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংক ১৫০৪ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে; তন্মধ্যে রপ্তানি ৮৩ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৩৭৭ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ৪৪ মিলিয়ন টাকা।

ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড-এর কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড ২০০০ সালে মোট ১৪০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৭৫৫ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। ২০০১ সালের মার্চ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮২৮ মিলিয়ন টাকা ও ৬১৭ মিলিয়ন টাকা।

ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড-এর খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২-এ দেয়া হলো।

## শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড ২০০০ সালে ১০টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে মোট ৩০৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুরী করে। ২০০১ সালের ১লা জানুয়ারী হতে মার্চ পর্যন্ত ১০টি প্রকল্পে মোট ১৩৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে।

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

## ঋণের স্থিতি

ওয়ান ব্যাংক লিমিটেডের খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

**খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি** সারণি-৪

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | **কৃষি ও মৎস্যঃ** | ৯ | - | - | - |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | ৯ | | | |
| ২। | **শিল্প ঃ** | ৩০ | ৩৩৪ | ৩৫৪ | ৫০৫ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ৩০ | ৩৩৪ | ৩৫৪ | ৫০৫ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | - | - | - | - |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | - | - | - | - |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা | ৫০ | ৬৫ | ১২১ | ১৩২ |
| | সেবা | | | | |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | - | ৫৯ | ৬২ | ৭০ |
| ৬। | **বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ** | - | - | - | - |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | - | - | - | - |
| | খ) অন্যান্য | - | - | - | - |
| ৭। | অন্যান্য | ১২১ | ১১৭২ | ১৬১১ | ১৯৭৩ |
| | সর্বমোট | ২১০ | ১৬৩০ | ২১৪৮ | ২৬৮০ |

# এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড (এক্সিম ব্যাংক) ১৯৯৯ সালের ৩রা আগস্ট হতে বেসরকারী পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত তফসিলী বাণিজ্যিক ব্যাংক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকিং-এর পাশাপাশি দেশের রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্য পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা ও অবদান রাখার মানসে এ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা। এ ব্যাংক রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যে সহজ শর্তে অর্থায়ন করে থাকে। রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি বিকল্প শিল্প প্রতিষ্ঠায়ও এ ব্যাংক সহজ শর্তে

সারণি-১

**অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য**

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ২২৫ | ২২৫ | ২২৫ | ২২৫ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ৩ | ১৮ | ২০ | ২৫ |
| ৪। | আমানত ঃ | ১৩৪৪ | ৩৯৩৫ | ৪৫২৬ | ৫০০০ |
| | ক) তলবী আমানত | ৬৫০ | ৮৯৬ | ১১৬২ | ১২৫০ |
| | খ) মেয়াদী আমানত | ৬৯৪ | ৩০৩৯ | ৩৩৬৪ | ৩৭৫০ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ২৩৪ | ২১৭১ | ২৬৮১ | ৩৮০০ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ৭১ | ৩৪৫ | ৪৯০ | ৬০০ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ১৫৮৮ | ৪৩০১ | ৫৪০৬ | ৬৯০০ |
| ৮। | মোট আয় | ৩১ | ১৮৭ | ১৮৩ | ৪৭০ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৩১ | ৮৮ | ১৬৫ | ৪০০ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ৩৮৯ | ৭১০৭ | ৩০৭২ | ৭২৮০ |
| | ক) রপ্তানি | ৫৮ | ২৭৯৭ | ১১৮৯ | ২৫০০ |
| | খ) আমদানি | ৩৩১ | ৪২০০ | ১৭৫২ | ৪৫০০ |
| | গ) রেমিটেন্স | - | ১১০ | ১৩১ | ২৮০ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ৮৫ | ২৩৭ | ২৯৩ | ৩২৫ |
| | ক) কর্মকর্তা | ৬২ | ১৭৪ | ২০০ | ২১৮ |
| | খ) কর্মচারী | ২৩ | ৬৩ | ৯৩ | ১০৭ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ৮৬ | ১৫৪ | ১৬০ | ১৬৫ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ২ | ৭ | ৭ | ১০ |
| | ক) বাংলাদেশে | ২ | ৭ | ৭ | ১০ |
| | খ) বিদেশে | - | - | - | - |

সারণি-২

## খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | বিতরণ | | ৯১ | ১৩৮ | ২২৯ | ৫ | ২৩৪ |
| | আদায় | | ৪ | ৩৩ | ৩৭ | ১ | ৩৮ |
| ২০০০ | বিতরণ | | ১৮৩ | ৫৭৮ | ৭৬১ | ১৩৪৬ | ২১০৮ |
| | আদায় | | ১১ | ১০০ | ১১১ | ৪০২ | ৫১৩ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* | বিতরণ | | ১১৯ | ১৮৫০ | ১৯৬৯ | ২৫১৪ | ৪৪৮৩ |
| | আদায় | | ৩৩ | ৯৮ | ১৩১ | ৯৩০ | ১০৬১ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | বিতরণ | | ১৯০ | ১৮০ | ৩৭০ | ২৯৭০ | ৩৩৪০ |
| | আদায় | | ৫৩ | ৬০ | ১১৩ | ৪২০ | ৫৩৩ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

ঋণ দিয়ে থাকে। তাই সংগতকারণেই এক্সিম ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের ব্যাংকিং কার্যক্রমে এক নতুন ধারার সংযোজন। এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ হচ্ছে ১০০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ২২৫ মিলিয়ন টাকা। পাবলিক অফারিং-এর মাধ্যমে এ ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ৪৫০ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত করা হবে।

*সারণি-৩*

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে | প্রকল্প সংখ্যা | ১৮ | ১৮ | ৩৬ |
| | পরিমাণ | ১৭২ | ১৩১৫ | ১৪৮৭ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ১৮ | ১৮ | ৩৬ |
| | পরিমাণ | ১৭২ | ১৩১৫ | ১৪৮৭ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ তারিখে | প্রকল্প সংখ্যা | ২৮ | ২৪ | ৫২ |
| | পরিমাণ | ২৫৭ | ১৫৭২ | ১৮২৯ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ১৫ | ৬ | ২১ |
| | পরিমাণ | ২৮৫ | ২৫৮ | ৫৪৩ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১* পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ২২ | ২ | ২৪ |
| | পরিমাণ | ১৭৮ | ২ | ১৮০ |

** প্রাক্কলিত।*

৩১শে মার্চ, ২০০১ তারিখে এ ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা ছিল ৭টি। উক্ত সময়ে ব্যাংকের মোট লোকবলের পরিমাণ ছিল ২৯৩ জন। তন্মধ্যে ২০০ জন নির্বাহী কর্মকর্তা এবং অবশিষ্ট ৯৩ জন অন্যান্য কর্মচারী।

এক্সিম ব্যাংক ব্যাংকিং সেবায় বৈচিত্র আনয়নের লক্ষ্যে নব নব সেবা প্রকল্প গ্রহণ করেছে এবং করবে। এ ব্যাংক নিম্নবর্ণিত ব্যাংকিং সেবাসমূহ দক্ষতার সাথে দিয়ে যাচ্ছে ঃ

* রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্য পরিচালনা ও অর্থায়ন
* সরাসরি ঋণপত্র খোলার সুবিধা
* পুঁজিবাজার কার্যক্রম
* কর্পোরেট ব্যাংকিং
* ব্যবসা-বাণিজ্যে ঋণের যোগান
* ক্ষুদ্র ঋণ
* চলতি মূলধন সরবরাহ
* সিন্ডিকেট ঋণ
* প্রকল্পে অর্থায়ন
* লিজ ফিন্যান্স
* লকার সুবিধা
* মাসিক কিস্তি ভিত্তিক সঞ্চয় প্রকল্প
* মাসিক মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয় প্রকল্প

সর্বোত্তম ও আধুনিক ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এক্সিম ব্যাংক শুরু থেকেই কার্যক্রম পরিচালনায় কম্পিউটারসহ অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে আসছে। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে যে কোন শাখা থেকে গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অন-লাইন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা এ ব্যাংকের রয়েছে। এক্সিম ব্যাংক জাতীয় অর্থনীতির বিকাশে ক্রমান্বয়ে অন্যান্য খাতেও অর্থায়ন করবে।

এ ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ ২০০০ সালের সমাপনীতে দাঁড়ায় ৩৯৩৫ মিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে তলবী আমানত ৮৯৬ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদী আমানত ৩০৩৯ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালে ব্যাংকটি ৭১০৭ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। এর মধ্যে রপ্তানি ২৭৯৭ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৪২০০ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ১১০ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালে এক্সিম ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৮৭ মিলিয়ন টাকা ও ৮৮ মিলিয়ন টাকা। মার্চ, ২০০১ শেষে ব্যাংকটির অগ্রিম ও বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৬৮১ মিলিয়ন টাকা ও ৪৯০ মিলিয়ন টাকা।

এক্সিম ব্যাংকের অগ্রগতির সার্বিক চিত্র সারণি-১-এ দেয়া হলো।

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

এক্সিম ব্যাংক ২০০০ সালে শিল্প ঋণসহ মোট ২১০৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং এর বিপরীতে ৫১৩ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। ৩১শে মার্চ শেষে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ২৮১৯ মিলিয়ন ও ১০৬২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ সারণি-২-এ দেয়া হলো।

এক্সিম ব্যাংকের শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ ও খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতির পরিসংখ্যান সারণি-৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

### খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণি-৪

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | **শিল্প ঃ** | ৯১ | ১০৩৪ | ৭৫৭ | ১১০০ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ৩ | ৩৩৬ | ১৯৬ | ৪০০ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | ৮৮ | ৬৬৮ | ৫৬২ | ৭০০ |
| ২। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | ১৩৮ | ৯৮২ | ১৫৮৯ | ২৩০০ |
| ৩। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | - | ৩৩ | ৩১ | ৩০ |
| ৪। | পরিবহন ও যোগাযোগ | - | ১০০ | ১০১ | ১৫০ |
| ৫। | **বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ** ক) দারিদ্র বিমোচন | - | | | |
| ৬। | অন্যান্য | ৫ | ২১ | ২০৩ | ২২০ |
| | সর্বমোট | ২৩৪ | ২১৭১ | ২৬৮১ | ৩৮০০ |

# বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড

সাবেক বাংলাদেশ কমার্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (বিসিআই)কে পুনর্গঠন করে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকল্পে সরকার ১৩ মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে একটি আইন পাশ করে; যা "বাংলাদেশ কমার্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (পুনর্গঠন) আইন, ১৯৯৭" নামে অভিহিত (১৯৯৭ সালের ১২নং আইন)। উক্ত আইনের বিধান মোতাবেক সাবেক বিসিআইকে

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ২০০০ | ২০০০ | ২০০০ | |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ৯২০ | ৯২০ | ৯২০ | |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ০.৩৮ | ০.৩৮ | ০.৩৮ | |
| ৪। | আমানত ঃ | ১৪০৫ | ১৬৯৮ | ১৫৩৪ | ১৯৭০ |
| | (ক) তলবী আমানত | ১৩৫০ | ৮৭৮ | ৮২০ | ৮৭০ |
| | (খ) মেয়াদী আমানত | ৫৫ | ৭৩০ | ৭১৪ | ১১০০ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ১৩০৯ | ১৩১১ | ১৩৩১ | ১৭০০ |
| ৬। | বিনিয়োগ | - | ৩৩ | ২০ | ১০০ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ৫৩১ | ১২২৪ | ১২৭৫ | ১৩০০ |
| ৮। | মোট আয় | ৩৭২ | ১১৪ | ২৬ | ৫০ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৪১৯ | ১৪০ | ৩৮ | ৪৯ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | - | ৪৩ | ২৭ | |
| | ক) রপ্তানি | - | ১ | - | |
| | খ) আমদানি | - | ৪২ | ২৭ | |
| | গ) রেমিটেন্স | - | - | - | |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ৩৭৭ | ৩৭২ | ৩৬৫ | |
| | ক) কর্মকর্তা | ২১৩ | ২০৮ | ২০৭ | |
| | খ) কর্মচারী | ১৬৪ | ১৬৪ | ১৫৮ | |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ৭ | ৮ | ১০ | |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ২৪ | ২৪ | ২৪ | |
| | ক) বাংলাদেশে | ২৪ | ২৪ | ২৪ | |
| | খ) বিদেশে | - | - | - | |

| ঋণ বিতরণ ও আদায় | | | | | | | সারণি-২ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিবরণ | | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | বিতরণ | - | | | | |
| | আদায় | | | | ৫৪ | ৫৪ |
| ২০০০ | বিতরণ | - | | | ১০ | ১০ |
| | আদায় | - | | | ১২ | ১২ |
| মার্চ ৩১, ২০০১* | বিতরণ | - | | | ১৫ | ১৫ |
| | আদায় | - | | | ৩ | ৩ |
| জুন ৩০, ২০০১** | বিতরণ | - | | | | |
| | আদায় | - | | | | |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত*

পুনর্গঠন করে বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিঃ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮ তারিখে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালক পর্ষদ গঠিত হয়। ১৯৯৮ সালের ১লা জুন বিসিআই লিমিটেড একটি ব্যাংকিং কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধিত হয়।

উক্ত আইনের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিঃ-এর অনুমোদিত মূলধন ২০০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন নির্ধারিত হয় ৯২০ মিলিয়ন টাকা। বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডারগণ নিম্নবর্ণিত হারে ব্যাংকের শেয়ার ক্রয় করবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়।

ক) ব্যাংকের উদ্যোক্তাগণ (অতঃপর 'ক' শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডার বলে উল্লিখিত) ২০০ মিলিয়ন টাকার শেয়ার।

খ) তফসিলী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান (অতঃপর 'খ' শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডার বলে উল্লিখিত) ২০০ মিলিয়ন টাকার শেয়ার।

গ) আমানতকারী (অতঃপর 'গ' শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডার বলে উল্লিখিত) ৫২০ মিলিয়ন টাকার শেয়ার।

অব্যাহত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও 'ক' ও 'খ' শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডারদের নিকট হতে কোন আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি। তাই পরিচালক পর্ষদ ব্যাংকটির কার্যক্রম শুরু করতে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করে। সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে আমানতকারীরা ৫২০ মিলিয়ন টাকার শেয়ার ক্রয় করলেই সরকার ৩০০ মিলিয়ন টাকার শেয়ারের অর্থ যোগান দেবে। আমানতকারীরা ৫২০ মিলিয়ন টাকার বেশী শেয়ার কিনতে আবেদন করেন এবং তাদের ৫২০ মিলিয়ন টাকার শেয়ার বরাদ্দ করা হয়। ফলশ্রুতিতে অর্থ মন্ত্রণালয় ৩০০ মিলিয়ন টাকার মূলধন যোগান দিলে ব্যাংকটির কার্যক্রম শুরু করার পথ সুগম হয়। অবশিষ্ট ১০০ মিলিয়ন টাকার মূলধন সংগ্রহের জন্য সরকারের অনুমোদনক্রমে আমানতকারীগণের নিকট শেয়ার বিক্রি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।

প্রিন্সিপাল শাখা খোলার মাধ্যমে বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিঃ ১৯৯৯ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বাকি ২৩টি শাখার লাইসেন্স সংগ্রহ ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা পালনের জন্য কিছু সময় অতিবাহিত হয়। তবে ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই বাকি ২৩টি শাখা খোলার কাজ সম্পন্ন করা হয়।

উপরোল্লিখিত আইনের বিধান মোতাবেক ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের সদস্য থাকবেন ১১ জন। বর্তমান পরিচালক পর্ষদের সকল সদস্যই সরকার কর্তৃক নিয়োজিত। শীঘ্রই আমানতকারীদের মধ্য হতে নির্বাচিত ৪ জন পরিচালক সমন্বয়ে নতুন পরিচালক পর্ষদ গঠন প্রক্রিয়াধীন আছে। ব্যাংকের ২৪টি শাখায় স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। প্রচলিত সেবা খাত ছাড়াও ৫টি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করা হয়েছে। যেমন ঃ

১। কনজ্যুমার্স ক্রেডিট স্কীম,

২। স্বল্প আয়ের লোকদের জন্য পেনশন স্কীম,

৩। মাসিক মুনাফাভিত্তিক মেয়াদী আমানত প্রকল্প,

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণি-৩

(মিলিয়ন টাকায়)

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | - | - | - |
| | পরিমাণ | - | - | - |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | - | - | - |
| | পরিমাণ | - | - | - |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | - | - | - |
| | পরিমাণ | | | |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ২ | - | ২ |
| | পরিমাণ | ২৬ | - | ২৬ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১** পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৫ | ২০ | ২৫ |
| | পরিমাণ | ১৫০ | ২৫০ | ৪০০ |

*** প্রাক্কলিত।*

৪। শেয়ার বিনিয়োগ সহায়তা প্রকল্প,

৫। লকার সুবিধাসহ বিল কালেকশনের ব্যবস্থা।

ব্যাংকটির মোট জনশক্তির সংখ্যা ২০০১ সালের ৩১শে মার্চ শেষে দাঁড়ায় ৩৬৫ জন; এর মধ্যে ২০৭ জন কর্মকর্তা। ২০০০ সালের শেষে ব্যাংকটির মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬০৮ মিলিয়ন টাকা। যার মধ্যে তলবী আমানত ৮৭৮ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানত ৭৩০ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের ৩১শে মার্চ শেষে ব্যাংকটির অগ্রিম ও বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৩৩১ মিলিয়ন টাকা ও ২০ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালে ব্যাংকটি মোট ৪৩ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। এর মধ্যে আমদানির পরিমাণ হলো ৪২ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালে ব্যাংকটির মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১১৪ মিলিয়ন টাকা ও ১৪০ মিলিয়ন টাকা।

বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেডের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য, ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সরণি-১, ২, ৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

| খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি | | | | | সারণি-৪<br>*(মিলিয়ন টাকায়)* |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
| ১। | **কৃষি ও মৎস্য ঃ** | - | - | - | - |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | - | - | - | - |
| ২। | **শিল্প ঃ** | - | - | <u>২৫</u> | <u>১২৫</u> |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | | | ২৫ | ১২৫ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | - | - | - | - |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | ৯৩৫ | ৯৪৪ | ৯৩৪ | ১০৪৭ |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | - | - | ২০ | ৯০ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ২৫ | ২৬ | ৩২ | ৮২ |
| ৬। | **বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ** | <u>৩৪৯</u> | <u>৩৪১</u> | <u>৩২০</u> | <u>৩৫৬</u> |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | ৪০ | ৪০ | ৪০ | ৪০ |
| | খ) অন্যান্য | ৩০৯ | ৩০১ | ২৮০ | ৩১৬ |
| ৭। | অন্যান্য | - | - | - | - |
| | সর্বমোট | ১৩০৯ | ১৩১১ | ১৩৩১ | ১৭০০ |

# মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক ১৯৯৯ সালের ২৪শে অক্টোবর তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ১০০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ২০০ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ব্যাংকটির মোট জনশক্তি ছিল ৭৫, যার মধ্যে কর্মকর্তার সংখ্যা ৬০ ও কর্মচারীর সংখ্যা ১৫।

ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ২০০০ সালের শেষে দাঁড়ায় ১৬৭৪ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের মার্চ শেষে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮০০ মিলিয়ন টাকা। জুন ২০০১ সময়ে আমানতের প্রাক্কলন করা হয়েছে ২০০০ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬০২ মিলিয়ন টাকা এবং ১২৫ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের মার্চ শেষে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৭০০ মিলিয়ন টাকা এবং ১৬০ মিলিয়ন টাকা। জুন, ২০০১ সময়ে ঋণ ও বিনিয়োগের প্রাক্কলন করা হয়েছে ১০০০ মিলিয়ন টাকা এবং

*ব্যাংক-এর অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি স্যুয়েটার কারখানা*

২০০ মিলিয়ন টাকা।

অগ্র ব্যাংক ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃত বিদেশী ব্যাংকের সাথে বৈদেশিক বাণিজ্য লেনদেনের জন্য সুসম্পর্ক স্থাপন করেছে। তন্মধ্যে সিটি ব্যাংক এনএ, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, মাশরেক ব্যাংক-দুবাই, আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক লিঃ, ব্যাংক অব টোকিও মিটসুবিশি-জাপান, কমার্জ ব্যাংক-জার্মানী, ডয়েস ব্যাংক-জার্মানী, উবাফ (UBAF) ব্যাংক-ফ্রান্স, ডেনসকে ব্যাংক এ/এস- ডেনমার্ক, ক্রেডিট লাইওনেইজ-ইন্দোনেশিয়া এবং লয়েড্স টি এস বি ব্যাংক লন্ডন-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ২০০০ সালে ব্যাংকের বৈদেশিক ব্যবসার পরিমাণ ছিল ২০৪৯ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের জানুয়ারী-মার্চ সময়কালে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯০৫ মিলিয়ন টাকা।

ব্যাংকের আমানত বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে ২টি সঞ্চয় প্রকল্প চালু করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি ব্রিক বাই ব্রিক সঞ্চয় প্রকল্প এবং অপরটি সঞ্চয় প্রতিদিন প্রকল্প। ইতোমধ্যে সঞ্চয় প্রকল্প দু'টি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

ব্যাংকের ঋণ সুবিধা শুধুমাত্র বিত্তবানদের মাঝে সীমিত না রেখে স্বল্প ও সীমিত আয়ের ব্যাপক জনগোষ্ঠির মাঝে পৌঁছে দেয়া ও মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাংক কনজ্যুমার্স ক্রেডিট স্কীম চালু করেছে।

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

সারণি-১

## অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ১০০ | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ২০০ | ২০০ | ২০০ | ২০০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | - | ৮ | ৮ | ৮ |
| ৪। | আমানত ঃ | ৫৪৫ | ১৬৭৪ | ১৮০০ | ২০০০ |
| | (ক) তলবী আমানত | ২৭ | ১৮৮ | ১৯০ | ২২৫ |
| | (খ) মেয়াদী আমানত | ৫১৮ | ১৪৮৬ | ১৬১০ | ১৭৭৫ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ৬ | ৬০২ | ৭০০ | ১০০০ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ২০ | ১২৫ | ১৬০ | ২০০ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ৭৪১ | ১৯১৪ | ১৯৫০ | ২০০০ |
| ৮। | মোট আয় | ৬ | ১৭৮ | ৭০ | ১৬০ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৬ | ১৫৮ | ৬০ | ১৩৫ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ৩৯ | ২০৪৯ | ৯০৫ | ২১২০ |
| | ক) রপ্তানি | - | ৪৮৫ | ৩০০ | ৬০০ |
| | খ) আমদানি | ৩৯ | ১৫৩৩ | ৬০০ | ১৫০০ |
| | গ) রেমিটেন্স | - | ৩১ | ৫ | ২০ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ৩২ | ৬৮ | ৭৫ | ৮৩ |
| | ক) কর্মকর্তা | ২৫ | ৫৪ | ৬০ | ৬৫ |
| | খ) কর্মচারী | ৭ | ১৪ | ১৫ | ১৮ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | - | ১৪ | ১৪ | ১৪ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ১ | ৪ | ৪ | ৫ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়** | | | | | | সারণি-২ (মিলিয়ন টাকায়) |

| বিবরণ | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | | | | | | |
| বিতরণ | | - | - | - | ৬ | ৬ |
| আদায়- | | | | | | |
| ২০০০ | | | | | | |
| বিতরণ | - | ১৫ | ২৪২ | ২৫৭ | ৫৫১ | ৮০৮ |
| আদায় | - | ১০ | ১৮ | ২৮ | ১৭৮ | ২০৬ |
| মার্চ ৩১, ২০০১* | | | | | | |
| বিতরণ | - | ৩০ | ২৪১ | ২৭১ | ৫০৪ | ৭৭৫ |
| আদায় | - | ১ | ১০ | ১১ | ৬৪ | ৭৫ |
| জুন ৩০, ২০০১** | | | | | | |
| বিতরণ | - | ৮০ | ২৫০ | ৩৩০ | ৮৫০ | ১১৮০ |
| আদায় | - | ২০ | ৫০ | ৭০ | ১১০ | ১৮০ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেডের ঋণ বিতরণ ও আদায়, আকার ভিত্তিক শিল্প ঋণ মঞ্জুরী ও খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-২, ৩ এবং ৪-এ দেখানো হলো।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ** | | | সারণি-৩ (মিলিয়ন টাকায়) |

| ঋণ মঞ্জুরী | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|
| | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | | ২ | ২ |
| পরিমাণ | | ১২ | ১২ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | | ২ | ২ |
| পরিমাণ | | ১২ | ১২ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | | ৩ | ৩ |
| পরিমাণ | | ৩২ | ৩২ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | | ১ | ১ |
| পরিমাণ | | ২০ | ২০ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১** পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | | ২ | ২ |
| পরিমাণ | | ৮০ | ৮০ |

*** প্রাক্কলিত।*

| খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি | | | | | সারণি-৪ *(মিলিয়ন টাকায়)* |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | - | - | - | - |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | - | - | - | - |
| ২। | শিল্প ঃ | - | ২২৯ | ২৬০ | ২৬০ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | - | - | - | - |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | - | ২২৯ | ২৬০ | ২৬০ |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল | - | ৮২ | ৯০ | ১২৬ |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | - | - | - | - |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | - | - | - | - |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | - | ৪ | ৫ | ৬ |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | - | - | - | - |
| | খ) অন্যান্য | - | ৪ | ৫ | ৬ |
| ৭। | অন্যান্য | ৬ | ২৮৭ | ৩৪৫ | ৬০৮ |
| | সর্বমোট | ৬ | ৬০২ | ৭০০ | ১০০০ |

# ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক লিমিটেড

ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৯ সালের ২৮শে অক্টোবর তারিখ কার্যক্রম শুরু করে। ৩১শে মার্চ ২০০১ তারিখে ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন টাকা ও ২০০ মিলিয়ন টাকা। উক্ত তারিখে ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ছিল ৫টি (পাঁচ)। মার্চ, ২০০১ শেষে ব্যাংকের মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায়

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ২০০ | ২০০ | ২০০ | ২০০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | - | ১ | ১ | ১ |
| ৪। | আমানত ঃ | ১২০৩ | ২৫৪০ | ২০৬১ | ২৩৫০ |
| | (ক) তলবী আমানত | ৫০ | ২৬৯ | ৪০০ | ৬১০ |
| | (খ) মেয়াদী আমানত | ১১৫৩ | ২২৫১ | ১৬৬১ | ১৭৪০ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ৬৫ | ৮৬৮ | ১৩১১ | ১৫০০ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ৪০ | ১৫০ | ১৮০ | ২০০ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ৫০ | ১০ | ১১৪ | ১২০ |
| ৮। | মোট আয় | ২০ | ১৫৯ | ৭১ | ৯৫ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ২৬ | ১৪২ | ৬২ | ৭৫ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ৩১ | ২৪৪৩ | ৭০৩ | ১৩৪৫ |
| | ক) রপ্তানি | - | ৫৪১ | ২৬৮ | ৫৫০ |
| | খ) আমদানি | ৩০ | ১৬৬১ | ৪১৪ | ৭৪৫ |
| | গ) রেমিটেন্স | ১ | ২৪১ | ২১ | ৫০ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ৮১ | ১৪৮ | ২২৭ | ২৫০ |
| | ক) কর্মকর্তা | ৫৯ | ১০৬ | ১৬৪ | ১৮০ |
| | খ) কর্মচারী | ২২ | ৪২ | ৬৩ | ৭০ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ১০ | ২৫ | ২৫ | ৩০ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ১ | ৪ | ৫ | ৭ |
| | (ক) বাংলাদেশে | ১ | ৪ | ৫ | ৭ |
| | (খ) বিদেশ | - | - | - | - |

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | বিতরণ- | - | - | ৪৫ | ৪৫ | ৬০ | ১০৫ |
| | আদায়- | - | - | ১৫ | ১৫ | ২৫ | ৪০ |
| ২০০০ | বিতরণ | - | ১০৩ | ৩২৫ | ৪২৮ | ৬২২ | ১০৫০ |
| | আদায় | - | ২০ | ৭৪ | ৯৪ | ৮৮ | ১৮২ |
| মার্চ ৩১, ২০০১* | বিতরণ- | - | - | ৪৩৩ | ৪৩৩ | ১১৪০ | ১৫৭৩ |
| | আদায়- | - | ৫ | ৮৬ | ৯১ | ১৭১ | ২৬২ |
| জুন ৩০, ২০০১** | বিতরণ | - | ১০ | ৫০০ | ৫১০ | ১৪৯০ | ২০০০ |
| | আদায় | - | ৫ | ১০০ | ১০৫ | ১৯৫ | ৩০০ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

২২৭ জন, তন্মধ্যে কর্মকর্তার সংখ্যা হলো ১৬৪ জন।

ব্যাংকের মোট আমানত ২০০০ সালের শেষে ছিল ২৫৪০ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে তলবী আমানত ২৮৯ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদী আমানত ২২৫১ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের মার্চ শেষে মোট আমানত-এর পরিমাণ দাঁড়ায় ২০৬১ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে তলবী আমানত ৪০০ মিলিয়ন এবং মেয়াদী আমানত ১৬৬১ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালে ব্যাংক ২৪৪৩

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণি-৩

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ২ | - | ২ |
| | পরিমাণ | ৮৩ | - | ৮৩ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ২ | - | ২ |
| | পরিমাণ | ৮৩ | - | ৮৩ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ২ | - | ২ |
| | পরিমাণ | ৯৪ | - | ৯৪ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ২ | - | ২ |
| | পরিমাণ | ৯৪ | - | ৯৪ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১** পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | - | - | - |
| | পরিমাণ | - | - | - |

*** প্রাক্কলিত।*

মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। যার মধ্যে রয়েছে রপ্তানি ৫৪১ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৬৬১ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১৪১ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালে ব্যাংকের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৫৯ মিলিয়ন ও ১৪২ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের প্রথম তিন মাসে এর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭১ মিলিয়ন ও ৬২ মিলিয়ন টাকা।

এই ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক লিমিটেডের ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ ও খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-২, ৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

**খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি** — সারণি-৪ *(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | - | | | |
| | ক) শস্য | - | | | |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | - | | | |
| ২। | শিল্প ঃ | - | ৮৩ | ৮৫ | ১০০ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | - | ৮৩ | ৮৫ | ১০০ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | - | - | - | - |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল | ২৭ | ৭১৬ | ১১৭৭ | ১৩৫০ |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ৩০ | ৪৯ | ৪৯ | ৫০ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | - | - | - | - |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | - | - | - | - |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | - | - | - | - |
| | খ) অন্যান্য | - | - | - | - |
| ৭। | অন্যান্য | ৮ | ২০ | - | - |
| | সর্বমোট | ৬৫ | ৮৬৮ | ১৩১১ | ১৫০০ |

# দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড

দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৯ সালের ২৬ অক্টোবর হতে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন ১০০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ২২২ মিলিয়ন টাকা। এ ব্যাংকের ১৩ জন উদ্যোক্তার মধ্যে একজন তাইওয়ান বংশোদ্ভূত নিউজিল্যান্ডের নাগরিকও আছেন। ৩১ মার্চ, ২০০০ তারিখে এ ব্যাংকের শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ৬টিতে

সারণি-১

**অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য**

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ২২২ | ২২২ | ২২২ | ২২২ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | - | ৩ | ৩ | ৩ |
| ৪। | আমানত ঃ | ১৪২৪ | ১৮৫৬ | ১৬৫৮ | ২০৬৬ |
| | (ক) তলবী আমানত | ৪৯ | ১৮৯ | ৩০০ | ৩৭৬ |
| | (খ) মেয়াদী আমানত | ১৩৭৫ | ১৬৬৭ | ১৩৫৮ | ১৬৯০ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ১১ | ১০৮৯ | ১২৯৬ | ১৭০০ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ৬০ | ১৪০ | ১৭৫ | ২৮৯ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ১৮৫২ | ২৮৩২ | ২৮৬৯ | ৩১৬৯ |
| ৮। | মোট আয় | ২১ | ২২৪ | ৮৯ | ১৯৫ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৩১ | ১৯৯ | ৬৯ | ১৩৫ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ৫৪ | ২৩৬৬ | ১১৯০ | ২৫২০ |
| | ক) রপ্তানি | ৮ | ৩৩৩ | ৩৭৫ | ৮০০ |
| | খ) আমদানি | ৪৬ | ২০১৫ | ৮০৮ | ১৭০০ |
| | গ) রেমিটেন্স | - | ১৮ | ৭ | ২০ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ৮৫ | ১২৭ | ১২৭ | ১৪৫ |
| | ক) কর্মকর্তা | ৭০ | ১০৫ | ১০৫ | ১২০ |
| | খ) কর্মচারী | ১৫ | ২২ | ২২ | ২৫ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ৩ | | | |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ২ | ৬ | ৬ | ৭ |
| | (ক) বাংলাদেশ | ২ | ৬ | ৬ | ৭ |
| | (খ) বিদেশ | - | - | - | - |

সারণি-২

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | বিতরণ | - | - | - | ১১ | ১১ |
| | আদায় | - | - | - | ০.১৪ | ০.১৪ |
| ২০০০ | বিতরণ | ৪০৬ | ১৫ | ৪২১ | ১৮৫২ | ২২৭৩ |
| | আদায় | ৬৩ | - | ৬৩ | ১১২০ | ১১৮৩ |
| মার্চ ৩১, ২০০১* | বিতরণ | ২১৬ | ৫৫ | ২৭১ | ১৮২৯ | ২১০০ |
| | আদায় | ৮৫ | ৪৯ | ১৩৪ | ৬৬৯ | ৮০৩ |
| জুন ৩০, ২০০১** | বিতরণ | ১৯৫ | ৩১৫ | ৫১০ | ৩৩৭৮ | ৩৮৮৮ |
| | আদায় | ১৬৮ | ২৫০ | ৪১৮ | ১৭৭০ | ২১৮৮ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১২৭ জনে।

ব্যাংকটির মোট আমানত ও অগ্রিমের পরিমাণ ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ছিল যথাক্রমে ১৮৫৬ মিলিয়ন টাকা এবং ১০৮৯ মিলিয়ন টাকা। এ সময়ে ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৪০ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালে ব্যাংকটি ২৩৬৬ মিলিয়ন টাকা বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা করেছে। তন্মধ্যে, রপ্তানি ব্যবসার পরিমাণ ছিল ৩৩৩ মিলিয়ন টাকা এবং

সারণি-৩

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ১ | ১ | ২ |
| | পরিমাণ | ১০৪ | ২ | ১০৬ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ১ | ১ | ২ |
| | পরিমাণ | ১০৪ | ২ | ১০৬ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৪ | ২ | ৬ |
| | পরিমাণ | ১২৫ | ২ | ১২৭ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৩ | ১ | ৪ |
| | পরিমাণ | ২৩ | ২ | ২৫ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১* পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৩ | ২ | ৫ |
| | পরিমাণ | ৭০ | ১২ | ৮২ |

** প্রাক্কলিত।*

আমদানি ব্যবসার পরিমাণ ছিল ২০১৫ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স-এর পরিমাণ ছিল ১৮ মিলিয়ন টাকা।

দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১, ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ বিতরণ সারণি-৩ এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

**খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি** সারণি-৪

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ<br>ক) শস্য<br>খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | | | | |
| ২। | শিল্প ঃ<br>ক) বৃহৎ ও মাঝারী<br>খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | | ৩৪৮<br>৩৪৬<br>২ | ৩৭৮<br>৩৭৬<br>২ | ৩৫৭<br>৩৪৫<br>১২ |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল | | ১৩৯ | ২১৭ | ২৫০ |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | | - | ৩১ | - |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | | ৯৯ | ১০১ | ১৩০ |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ<br>ক) দারিদ্র বিমোচন<br>খ) অন্যান্য | | | | |
| ৭। | অন্যান্য | ১১ | ৫০৩ | ৫৬৯ | ১৬৩ |
| | সর্বমোট | ১১ | ১০৮৯ | ১২৯৬ | ১৭০০ |

# ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড

ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড ২৭শে নভেম্বর ১৯৯৯ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। ২০০০ সাল শেষে এই ব্যাংকের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮০০ মিলিয়ন টাকা ও ২১৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের মার্চ শেষে এ ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ৬টিতে এবং মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ১০১ জনে; যার

সারণি-১

**অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য**

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ৮০০ | ৮০০ | ৮০০ | ৮০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ২১৮ | ২১৮ | ২১৮ | ২১৮ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | | | | |
| ৪। | আমানত ঃ | ৩৪২ | ১৫১২ | ২০৭২ | ২৩০৬ |
| | (ক) তলবী আমানত | ৪২ | ২৫১ | ৪৭২ | ৩৮১ |
| | (খ) মেয়াদী আমানত | ৩০০ | ১২৬১ | ১৬০০ | ১৯২৫ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ২০ | ১১১৪ | ১৭৩৭ | ১৯৩২ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ২০ | ১৩০ | ১৫০ | ৩৭৩ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ৬৩২ | ২১২৩ | ২৭৩৯ | ৩৩৪৫ |
| ৮। | মোট আয় | ৫ | ১৫৩ | ১১৮ | ২৪৪ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ১০ | ১৩৩ | ৯১ | ১৮০ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | | ২২০৫ | ১৬০৫ | ৪৯৩৭ |
| | ক) রপ্তানি | | ২১০ | ২১০ | ৮০২ |
| | খ) আমদানি | | ১৯৯৫ | ১০৯১ | ৩৫৫০ |
| | গ) রেমিটেন্স | | ৩০৪ | ৫৮৫ | |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ৩৫ | ৯২ | ১০১ | ১২০ |
| | ক) কর্মকর্তা | ৩১ | ৮১ | ৮৮ | ১০৪ |
| | খ) কর্মচারী | ৪ | ১১ | ১৩ | ১৬ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ২৪ | ৪৭ | ৫২ | ৩৬০ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ১ | ৫ | ৬ | ৮ |
| | (ক) বাংলাদেশে | ১ | ৫ | ৬ | ৮ |
| | (খ) বিদেশ | | | | |

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | বিতরণ | - | ২০ | - | ২০ | - | ২০ |
| | আদায় | - | - | - | - | - | - |
| ২০০০ | বিতরণ | ০.১০ | ২২৯ | ১০৫৩ | ১২৮২ | ৩২৯ | ১৬১১ |
| | আদায় | - | ৪২ | ১৯৩ | ২৩৫ | ২৬২ | ৪৯৭ |
| মার্চ ৩১, ২০০১* | বিতরণ | ০.১৫ | ৩৩০ | ১০৯৭ | ১৪২৭ | ৯০৯ | ২৩৩৬ |
| | আদায় | ০.০৩ | ৫২ | ৩৩১ | ৩৮৩ | ২১৭ | ৬০০ |
| জুন ৩০, ২০০১** | বিতরণ | ০.২০ | ৩৯০ | ১১৯১ | ১৫৮১ | ১০৯৫ | ২৬৭৬ |
| | আদায় | ০.০৭ | ৮৮ | ৪০৫ | ৪৯৩ | ২৫১ | ৭৪৪ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

মধ্যে ৮৮ জন কর্মকর্তা এবং ১৩ জন কর্মচারী।

ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি বহুজাতিক বিদেশী ব্যাংক "ব্যাংক অব নোভা স্কশিয়া"-এর ঢাকার কার্যক্রম অধিগ্রহণ করেছে।

এ ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ২০০০ সাল শেষে ছিল ১৫১২ মিলিয়ন টাকা (তলবী ও মেয়াদী আমানতের পরিমাণ

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

*সারণি-৩*

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | | | |
| | পরিমাণ | | | |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ১৩ | | ১৩ |
| | পরিমাণ | ৪৫১ | | ৪৫১ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ১৩ | | ১৩ |
| | পরিমাণ | ৪৫১ | | ৪৫১ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৯ | | ৯ |
| | পরিমাণ | ৩৪৪ | | ৩৪৪ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১** পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | | | |
| | পরিমাণ | | | |

*** প্রাক্কলিত।*

যথাক্রমে ২৫১ মিলিয়ন ও ১২৬১ মিলিয়ন টাকা) যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালের মার্চ শেষে ২০৭২ মিলিয়ন টাকায় (তলবী ও মেয়াদী আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৪৭২ মিলিয়ন ও ১৬০০ মিলিয়ন টাকা) দাঁড়ায়। ব্যাংকটির মোট ঋণ ও আগামের পরিমাণ ২০০০ সাল শেষের ১১১৪ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালের মার্চ শেষে ১৭৩৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মার্চ ২০০১ শেষে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫০ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালে ব্যাংকটি মোট ২২০৫ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি ২১০ মিলিয়ন টাকা এবং আমদানি ১৯৯৫ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের প্রথম তিন মাসে মোট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬০৫ মিলিয়ন টাকায়; যার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্স-এর পরিমাণ যথাক্রমে ২১০ মিলিয়ন, ১০৯১ মিলিয়ন এবং ৩০৪ মিলিয়ন টাকা।

ব্যাংক এশিয়ার অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০০ সালে ব্যাংক এশিয়া লিঃ-এর মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৬১১ মিলিয়ন ও ৪৯৭ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের প্রথম তিন মাসে মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৩৩৬ মিলিয়ন ও ৬০০ মিলিয়ন টাকা।

ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

ব্যাংক এশিয়া লিমিটেডের আকার ভিত্তিক শিল্প ঋণের অনুমোদন সারণি-৩ এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

### খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণি-৪
*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | | ১ | ২ | ২ |
| | ক) শস্য | | | | |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | | ১ | ২ | ২ |
| ২। | শিল্প ঃ | | ১৫ | ২৩ | ২৫ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | | ১৫ | ২৩ | ২৫ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | | | | |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল | | ৩১৭ | ৪৯৫ | ৫৫০ |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | | ৫১ | ৭৯ | ৮৮ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | | ০.১০ | ০.১৬ | ০.১৭ |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | | ০.১০ | ০.১৬ | ০.১৭ |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | | ০.১০ | ০.১৬ | ০.১৭ |
| | খ) অন্যান্য | | | | |
| ৭। | অন্যান্য | ২০ | ৭৩০ | ১১৩৮ | ১২৬৭ |
| | সর্বমোট | ২০ | ১১১৪ | ১৭৩৭ | ১৯৩২ |

# দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড

দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৯ সালের মে মাসে নিবন্ধিত এবং একই বছরের জুলাই মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে এ বছরেরই ২৯শে নভেম্বর থেকে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। ২০০১ সালের মার্চ শেষে এ ব্যাংকের অনুমোদিত এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন ও ৫০০ মিলিয়ন টাকা। পরিশোধিত মূলধন ৫০০ মিলিয়ন টাকার অর্ধেক ২৫০ মিলিয়ন টাকা ব্যাংকের মূল উদ্যোক্তা আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট কর্তৃক পরিশোধিত হয়েছে এবং বাকী ২৫০ মিলিয়ন টাকার শেয়ার জনসাধারণের ক্রয়ের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ট্রাস্ট ব্যাংকের মোট রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ৯টিতে এবং ৮৩ জন কর্মকর্তা ও ২৩ কর্মচারী নিয়ে মোট জনশক্তি ১০৬ জনে দাঁড়ায়।

ট্রাস্ট ব্যাংক আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে গঠিত এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সেনাবাহিনীতে কর্মরত হলেও এটি অন্যান্য সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতই একটি পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্যিক তফসিলী ব্যাংক। তবে, মুনাফা বন্টনে এর ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ ব্যাংকের অর্জিত মুনাফা কখনই মূল উদ্যোক্তাদের ব্যক্তিগত সম্পদকে স্ফীত করবে না। যা কিছুই উপার্জিত হবে সবই আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের কল্যাণমুখী কার্যক্রমে বিনিয়োজিত হবে। এ ব্যাংকের অর্থনৈতিক সেবা দেশের সকল শ্রেণীর নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত। তবে, মুনাফা পুঞ্জিভূত করার চাইতে দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন এবং তুলনামূলক দূর্বল জনগোষ্ঠির ভাগ্যোন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখার প্রতিশ্রুতি নিয়েই এ ব্যাংক বিভিন্ন ধরণের কল্যাণমুখী প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগযোগ্য দীর্ঘ মেয়াদী সঞ্চয় গড়ে তোলা এবং ছোট পুঁজি সঞ্চয়ের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ট্রাস্ট ব্যাংক ইতোমধ্যেই বিভিন্ন ধরনের স্কীম প্রবর্তন করেছে। যুগপৎভাবে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত সহজ শর্তে এবং সরল সুদে কনজুমার ডিউরেবল ক্রেডিট স্কীম চালু করেছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন মিশনে কর্মরত দেশের গর্বিত সৈনিকদের এবং সকল শ্রেণীর প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সহজে দেশে প্রেরণের সুবিধার্থে ট্রাস্ট ব্যাংক ইতোমধ্যেই কয়েকটি বিদেশী ব্যাংকের সংগে প্রতিসংগী ব্যবস্থা সম্পাদন করেছে। নিকট ভবিষ্যতে এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

ট্রাস্ট ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ২০০০ সাল শেষে দাঁড়ায় ২২৭০ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে তলবী ও মেয়াদী আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ১২৯০ মিলিয়ন ও ৯৮০ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে ঋণ ও আগামের পরিমাণ ছিল ১৫১ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালে এই ব্যাংক মোট ১৬৩ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। ২০০০ সালে ট্রাস্ট ব্যাংক ১০০ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ের বিপরীতে ১১০ মিলিয়ন টাকা আয় করে।

দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১, খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২ এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

সারণি-১

## অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ২০০ | ২৫০ | ২৫০ | ২৫০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ৫ | ৫ | ৫ | ৫ |
| ৪। | আমানত ঃ<br>(ক) তলবী আমানত<br>(খ) মেয়াদী আমানত | <u>৫৭</u><br>৩২<br>২৫ | <u>২২৭০</u><br>১২৯০<br>৯৮০ | <u>১৬১০</u><br>২১০<br>১৪০০ | <u>২২২০</u><br>৩২০<br>১৯০০ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ৪ | ১৫১ | ৭৪৭ | ৮৯৭ |
| ৬। | বিনিয়োগ | - | ২০০ | ২৩০ | ২৮০ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ২৮৭ | ১৪৮০ | ১৫৪২ | ১৫৩০ |
| ৮। | মোট আয় | ৯ | ১১০ | ২০ | ৪০ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ১০ | ১০০ | ১০ | ২০ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ<br>ক) রপ্তানি<br>খ) আমদানি<br>গ) রেমিটেন্স | -<br>-<br>-<br>- | <u>১৬৩.৪৭</u><br>০.৩৮<br>১৬৩.০৯<br>- | <u>১১</u><br>১.৬<br>৪.৯<br>৪.৫ | <u>১৪</u><br>২<br>৬<br>৬ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ<br>ক) কর্মকর্তা<br>খ) কর্মচারী | <u>৭২</u><br>৫৯<br>১৩ | <u>৪৫</u><br>৩৬<br>৯ | <u>১০৬</u><br>৮৩<br>২৩ | <u>১৩৬</u><br>১০৬<br>৩০ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | - | ৪ | ৪ | ৬ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ<br>(ক) বাংলাদেশে<br>(খ) বিদেশ | <u>৫</u><br>৫<br>- | <u>৮</u><br>৮<br>- | <u>৯</u><br>৯<br>- | <u>১০</u><br>১০<br>- |

## খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | বিতরণ | - | - | - | - | - | - |
| | আদায় | - | - | - | - | - | - |
| ২০০০ | বিতরণ | - | - | - | - | ১৭৫ | ১৭৫ |
| | আদায় | - | - | - | - | ৩২ | ৩২ |
| মার্চ ৩১, ২০০১* | বিতরণ | - | - | - | - | ৪৯৭ | ৪৯৭ |
| | আদায় | - | - | - | - | ১০৪ | ১০৪ |
| জুন ৩০, ২০০১** | বিতরণ | - | - | - | - | ৫৫০ | ৫৫০ |
| | আদায় | - | - | - | - | ১৬০ | ১৬০ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

## খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণি-৩

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | - | - | - | - |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | - | - | - | - |
| ২। | শিল্প ঃ | - | - | - | - |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | - | - | - | - |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | - | - | - | - |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল | - | - | - | - |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | - | ৪ | ৬ | ৮ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | - | - | - | - |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | - | ১২৭ | ৭০২ | ৮৪৩ |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | - | - | - | - |
| | খ) অন্যান্য | - | ১২৭ | ৭০২ | ৮৪৩ |
| ৭। | অন্যান্য | - | ২০ | ৩৯ | ৪৬ |
| | সর্বমোট | - | ১৫১ | ৭৪৭ | ৮৯৭ |

# বিদেশী বেসরকারী ব্যাংক

## আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক লিমিটেড

আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক লিমিটেড বিশ্বব্যাপী ৩৭টি দেশে কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে কর্পোরেশন, বিত্তশালী উদ্যোক্তা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও খুচরা গ্রাহক ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসছে। আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ২০ মিলিয়ন টাকার মূলধন নিয়ে ঢাকার মতিঝিলে একটি শাখা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশে কার্যক্রম শুরু করে এবং ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রামে আরেকটি শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ঢাকার ধানমন্ডিতে ব্যাংকের তৃতীয় শাখা খোলা হয়। এ তিনটি শাখা ছাড়াও ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ৫টি বুথ খোলা হয়েছে। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের কার্যক্রম প্রধানতঃ কমার্শিয়াল ব্যাংকিং, করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং ও ট্রেজারী সার্ভিস কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ব্যাংকটির সহযোগী প্রতিষ্ঠান আমেরিকান এক্সপ্রেস ট্রাভেল রিলেটেড সার্ভিসেস (টিআরএস)-এর মাধ্যমে ভ্রমণ ব্যবস্থাপনা ও কার্ড ইত্যাদি সেবা প্রদান করে থাকে। ব্যাংকিং কার্যক্রম আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে নব নব প্রযুক্তি প্রবর্তন এবং গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি কল্পে ব্যাংকটি অত্যাধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা ও নতুন নতুন সেবা প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ২০০০ সালে ব্যাংকটি এটিএম (ATM) প্রবর্তন করেছে। এছাড়া ২৪ ঘন্টা ব্যাংকিং সেবা প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক সর্বদাই কর্পোরেট মূল্যবোধের অংশ হিসাবে সুনাগরিকত্বের ধারণাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ২০০১ সালের জানুয়ারী মাসে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক আইসিডিডিআরবি কর্তৃক আয়োজিত তহবিল সংগ্রহ নৈশ্য ভোজনের পৃষ্ঠপোষকতা করে। এই সংগৃহীত অর্থ আইসিডিডিআরবি স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক প্রকল্পে ব্যয় করা হবে। ব্যাংকারদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০০ সালে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক 'ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ'-এর উপর একটি সেমিনারের আয়োজন করে। বহু আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিদ্ধান্তমূলক প্রস্তাব আলোচনার জন্য উক্ত সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারটি বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাংগনে অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক-এর ২০০০ সাল শেষে মোট পরিসম্পদ ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০০৮১ মিলিয়ন ও ৫৩৩ মিলিয়ন টাকা এবং ২০০১ সালের মার্চ শেষে এগুলোর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০৯৯ মিলিয়ন এবং ৫৩৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৮৪০৫ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ৫৬৮৫ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ২৭২০ মিলিয়ন টাকা) তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালে মার্চ শেষে ৮২৮৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ৫৬৩৯ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ২৬৪৭ মিলিয়ন টাকা)। ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ডিসেম্বর, ২০০০ শেষে ছিল ১৭৭০ মিলিয়ন এবং ৩১ মার্চ, ২০০১ তারিখে তা ২০২৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল

২৯৫৬৬ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৫৩২৯ মিলিয়ন, আমদানি ৩৯৬১ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ২০২৭৬ মিলিয়ন টাকা) এবং ২০০১ সালের প্রথম তিন মাসে এ ব্যাংক ৮৪২৩ মিলিয়ন টাকার (রপ্তানি ১৮০২ মিলিয়ন, আমদানি ১৮৪৮ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৪৭৭৩ মিলিয়ন টাকা) বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। ২০০০ সালে ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০৭৫ ও ৭৮৭ মিলিয়ন টাকা এবং ২০০১ সালের প্রথম তিন মাসে আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩২৪ মিলিয়ন ও ২০০ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের মোট জনশক্তির সংখ্যা ছিল ১৬৫ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ১৩৩ জন ও কর্মচারী ৩২ জন।

বাংলাদেশে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক-এর কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক ২০০০ সালে ৩৭৫৯ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণসহ মোট ৫১৪৭ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করে এবং ৪৮৭৪ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। ২০০১ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬১৫ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে ঋণ আদায় হয় ১৩৬১ মিলিয়ন টাকা।

এ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেখানো হলো।

## শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

এ ব্যাংকের শিল্প খাতে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ

সারণি-১

### অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | রিজার্ভ ফান্ড | ৫৩৩ | ৫৩৩ | ৫৩৩ | ৫৩৩ |
| ২। | আমানত ঃ | ৭৬১২ | ৮৪০৫ | ৮২৮৬ | ৮১৯৫ |
| | (ক) তলবী আমানত | ৫৮৯৫ | ৫৬৮৫ | ৫৬৩৯ | ৫৫৭৩ |
| | (খ) মেয়াদী আমানত | ১৭১৭ | ২৭২০ | ২৬৪৭ | ২৬২২ |
| ৩। | ঋণ ও অগ্রিম | ১৪৯৭ | ১৭৭০ | ২০২৪ | ২২৫৫ |
| ৪। | বিনিয়োগ | ২২১৩ | ২৪৮৩ | ২৪৫৮ | ২৪২০ |
| ৫। | মোট পরিসম্পদ | ৮৮১৮ | ১০০৮১ | ১০০৯৯ | ১০১১৭ |
| ৬। | মোট আয় | ৭১৭ | ১০৭৫ | ৩২৪ | ৬৪৮ |
| ৭। | মোট ব্যয় | ৫৭৬ | ৭৮৭ | ২২০ | ৪৪০ |
| ৮। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ২৭৩৭৩ | ২৯৫৬৬ | ৮৪২৩ | ১৭৯৮৬ |
| | ক) রপ্তানি | ৪২৭০ | ৫৩২৯ | ১৮০২ | ৩৬০৪ |
| | খ) আমদানি | ২৫৬৮ | ৩৯৬১ | ১৮৪৮ | ৩০০৬ |
| | গ) রেমিটেন্স | ২০৫৩৫ | ২০২৭৬ | ৪৭৭৩ | ১১৩৭৬ |
| ৯। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ১৬৯ | ১৬৫ | ১৬৫ | ১৬৫ |
| | ক) কর্মকর্তা | ১৩৭ | ১৩৫ | ১৩৩ | ১৩৩ |
| | খ) কর্মচারী | ৩২ | ৩০ | ৩২ | ৩২ |
| ১০। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ২০০০ | ২০০০ | ২০০০ | ২০০০ |
| ১১। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ৭৭ | ৭৭ | ৭৭ | ৭৭ |
| | (ক) বাংলাদেশ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ |
| | (খ) বিদেশ | ৭৪ | ৭৪ | ৭৪ | ৭৪ |

## খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | বিতরণ | - | ৩৩ | ৩০৫৫ | ৩০৮৮ | ৮৬৬ | ৩৯৫৪ |
| | আদায় | - | ৩৯৪ | ৩০১০ | ৩৪০৪ | ৮১০ | ৪২১৪ |
| ২০০০ | বিতরণ | - | ২৯৮ | ৩৪৬১ | ৩৭৫৯ | ১৩৮৮ | ৫১৪৭ |
| | আদায় | - | ২৮৭ | ৩৪৮৫ | ৩৭৭২ | ১১০২ | ৪৮৭৪ |
| মার্চ ৩১, ২০০১* | বিতরণ | - | ৬০ | ১৩৮২ | ১৪৪২ | ১৭৩ | ১৬১৫ |
| | আদায় | - | ৪৯ | ১১২৯ | ১১৭৮ | ১৮৩ | ১৩৬১ |
| জুন ৩০, ২০০১** | বিতরণ | - | ১৩০ | ২৬৫০ | ২৭৮০ | ৩৫৫ | ৩১৩৫ |
| | আদায় | - | ১০৫ | ২৪১৯ | ২৫২৪ | ৩৮০ | ২৯০৪ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

২০০০ সাল শেষে ছিল ৭৯৭৯ মিলিয়ন টাকা (প্রকল্প সংখ্যা ৪০টি) যা বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ২০০১-এ ৭৫৫৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংকের শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণী-৩-এ দেখানো হলো।

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণি-৩

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৪০ | - | ৪০ |
| | পরিমাণ | ৭৯৭৯ | - | ৭৯৭৯ |
| জানুয়ারী ১, ২০০০ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৩৯ | - | ৩৯ |
| | পরিমাণ | ৭৫৯৯ | - | ৭৫৯৯ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৪০ | - | ৪০ |
| | পরিমাণ | ৭৫৫৮ | - | ৭৫৫৮ |
| জানুয়ারী ১, ২০০১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৪ | | ৪ |
| | পরিমাণ | ৬৭৮ | | ৬৭৮ |
| জানুয়ারী ১, ২০০১ হতে জুন ৩০, ২০০১* পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ১৩ | | ১৩ |
| | পরিমাণ | ২২২৭ | | ২২২৭ |

** প্রাক্কলিত।*

## ঋণের স্থিতি

এই ব্যাংকের ঋণের স্থিতির পরিমাণ ২০০০ সালের শেষে দাঁড়ায় ১৭৭০ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে ১২৮২ মিলিয়ন টাকা) যা বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০০১ শেষে দাঁড়ায় ২০২৪ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে ১৫৬৭ মিলিয়ন টাকা)।

বাংলাদেশে এ ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেখানো হলো।

**খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি** সারণি-৪

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | - | - | - | - |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | - | - | - | - |
| ২। | শিল্প ঃ | ১১৫৯ | ১২৮২ | ১৫৬৭ | ১৮১২ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ১১৫৯ | ১২৮২ | ১৫৬৭ | ১৮১২ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | - | - | - | - |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল | - | ৯৬ | ৯১ | ৯৮ |
| ৪। | পরিবহন ও যোগাযোগ | - | - | - | - |
| ৫। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | - | - | - | - |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | - | - | - | - |
| ৭। | অন্যান্য | ৩৩৮ | ৩৯২ | ৩৬৬ | ৩৪৫ |
| | সর্বমোট | ১৪৯৭ | ১৭৭০ | ২০২৪ | ২২৫৫ |

# স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ১৯৪৮ সাল থেকে এদেশে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। ২০০১ সালের মার্চ শেষে এদেশে এ ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৭৫ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ২০০০ সাল শেষের ৩০৮৯৯ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালের মার্চ শেষে ৩১০০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২২০ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ১৩৬ জন এবং কর্মচারী ৮৪ জন। বাংলাদেশে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের ছয়টি শাখা রয়েছে। সাভারে অবস্থিত রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় (ইপিজেড) এই ব্যাংক একটি বিশেষ শাখার মাধ্যমে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট (OBU) সেবা প্রদান করে আসছে। ব্যাংকটি

সারণি-১

**অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য**

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ৬৭৫ | ৬৭৫ | ৬৭৫ | ৬৭৫ |
| ২। | রিজার্ভ ফান্ড | - | - | - | - |
| ৩। | আমানত ঃ | ১১৫১৫ | ১০৯৮৯ | ১১১৬৯ | ১২৪৬৩ |
| | (ক) তলবী আমানত | ৪৩৩০ | ৪৪৮৯ | ৪৯৬৯ | ৫০৪৩ |
| | (খ) মেয়াদী আমানত | ৭১৮৫ | ৬৫০০ | ৬২০০ | ৭৪২০ |
| ৪। | ঋণ ও অগ্রিম | ৮৪১৩ | ১০১৭৩ | ১০১৩১ | ১০৩৪৬ |
| ৫। | বিনিয়োগ | ২৯৭৬ | ২০১২ | ১৯০৫ | ১৮৫৯ |
| ৬। | মোট পরিসম্পদ | ২৭৩৫০ | ৩০৮৯৯ | ৩১০০০ | ৩১২০০ |
| ৭। | মোট আয় | ২৩০৩ | ২৭০৮ | ৭১০ | ১৪২১ |
| ৮। | মোট ব্যয় | ১৬০৯ | ১৬৫৮ | ৩৭৯ | ৭৫৮ |
| ৯। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ৮৬১৮২ | ৫৬৯৯৪ | ১৪১৯৫ | ২৮৪৪৫ |
| | ক) রপ্তানি | ১৫২৮৮ | ১৮৪০৮ | ৪১৯৮ | ৮৩৯৬ |
| | খ) আমদানি | ২৩২৮৮ | ২০১৮০ | ৩৫২৫ | ৭০৪৯ |
| | গ) রেমিটেন্স | ৪৭৬০৬ | ১৮৪০৬ | ৬৪৭২ | ১৩০০০ |
| ১০। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ২৩০ | ২২১ | ২২০ | ২২০ |
| | ক) কর্মকর্তা | ১৩১ | ১৩২ | ১৩৬ | ১৩৬ |
| | খ) কর্মচারী | ৯৯ | ৮৯ | ৮৪ | ৮৪ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) ঃ | - | - | - | - |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ৬ | ৬ | ৬ | ৬ |

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | বিতরণ | - | ১০৭৯ | ৪৪৫ | ১৫২৪ | ৩০৪২ | ৪৫৬৬ |
| | আদায় | ৩ | ২১৩ | ৭৩৮ | ৯৫১ | ৩৫১১ | ৪৪৬৫ |
| ২০০০ | বিতরণ | - | ১৪২ | ২২১২ | ২৩৫৪ | ২২২৪ | ৪৫৭৮ |
| | আদায় | - | ২৩০ | ৭৫৫ | ৯৮৫ | ২৬৫৫ | ৩৬৪০ |
| মার্চ ৩১, ২০০১* | বিতরণ | - | ১৪ | ৯০২ | ৯১৬ | ৩৩৩ | ১২৪৯ |
| | আদায় | - | ৫৮ | ২২৩ | ২৮১ | ৪৭৯ | ৭৬০ |
| জুন ৩০, ২০০১** | বিতরণ | - | ২১ | ৮৮০ | ৯০১ | ৩৫৫ | ১২৫৬ |
| | আদায় | - | ৬৪ | ২৪১ | ৩০৫ | ৫২৫ | ৮৩০ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে অটোমেটেড টেলার মেশিন (ATM) সার্ভিস চালু করেছে এবং ঢাকার তেজগাঁও, উত্তরা এবং চট্টগ্রামের নাসিরাবাদে নন ব্রাঞ্চ এটিএম বুথ স্থাপন করেছে।

এ ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ছিল ১০৯৮৯ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ৪৪৮৯ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদী আমানত ৬৫০০ মিলিয়ন টাকা) যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালের মার্চ শেষে ১১১৬৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ৪৯৬৯ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদী আমানত ৬২০০ মিলিয়ন টাকা)। ২০০০ সালের শেষে এ ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ১০১৭৩ মিলিয়ন টাকা, যা হ্রাস পেয়ে ২০০১ সালের মার্চ শেষে ১০১৩১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালে ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২০১২ মিলিয়ন টাকা, যা হ্রাস পেয়ে ২০০১ সালের মার্চ শেষে ১৯০৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৬৯৯৪ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ১৮৪০৮ মিলিয়ন, আমদানি ২০১৮০ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১৮৪০৬ মিলিয়ন টাকা)। ২০০১ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটি ১৪১৯৫ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, যার মধ্যে রপ্তানি ৪১৯৮ মিলিয়ন, আমদানি ৩৫২৫ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৬৪৭২ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালে ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৭০৮ মিলিয়ন ও ১৬৫৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭১০ মিলিয়ন এবং ৩৭৯ মিলিয়ন টাকা।

বাংলাদেশে এ ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

### ঋণ বিতরণ ও আদায়

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২০০০ সালে ছিল ৪৫৭৮ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে শিল্প খাতে ঋণের পরিমাণ ২৩৫৪ মিলিয়ন টাকা। শিল্প খাতে ৯১৬ মিলিয়ন টাকা সমেত ২০০১ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংক ১২৪৯ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করে। ২০০০ সালে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৬৪০ মিলিয়ন টাকা এবং ২০০১ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৬০ মিলিয়ন টাকা।

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক-এর খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেখানো হলো।

### ঋণ মঞ্জুরী

মার্চ ২০০১ পর্যন্ত স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ৩০টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প ইউনিটে মোট ১২১৯ মিলিয়ন টাকা (ক্রমপুঞ্জিভূত) ঋণ মঞ্জুর করে। এ ব্যাংক ২০০০ সালে ২৬টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পের জন্য ৭৬১ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে।

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি-৩-এ দেখানো হলো।

| শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ | | | সারণি-৩ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|
| ঋণ মঞ্জুরী | শিল্পের আকার | | |
| | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ২৯ | - | ২৯ |
| পরিমাণ | ১৪১৬ | - | ১৪১৬ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ২৬ | - | ২৬ |
| পরিমাণ | ৭৬১ | - | ৭৬১ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৩০ | - | ৩০ |
| পরিমাণ | ১২১৯ | - | ১২১৯ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৪ | - | ৪ |
| পরিমাণ | ৫৩০ | - | ৫৩০ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১* পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৪ | - | ৪ |
| পরিমাণ | ২১৯ | - | ২১৯ |

* প্রাক্কলিত।

## ঋণের স্থিতি

এই ব্যাংকের ঋণের স্থিতির পরিমাণ ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে দাঁড়ায় ১০১৭৩ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে শিল্প খাতে ১২০৭ মিলিয়ন টাকা, বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা খাতে ৩৭ মিলিয়ন টাকা, বিশেষ ঋণ কর্মসূচী খাতে ২৮৫ মিলিয়ন টাকা ও অন্যান্য খাতে ৮৬৪৪ মিলিয়ন টাকা।

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেখানো হলো।

| খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি | | | | | সারণি-৪ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | - | - | - | - |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | - | - | - | - |
| ২। | শিল্প ঃ | ১৭৪৫ | ১২০৭ | ১৫২০ | ১১৪৩ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ১৭৪৩ | ১২০৭ | ১৫২০ | ১১৪৩ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | ২ | - | - | - |
| ৩। | পরিবহন ও যোগাযোগ | - | - | - | - |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ৪১ | ৩৭ | ৪২ | ৩৯ |
| ৫। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | ৯৮ | ২৮৫ | ৩০৫ | ২৮৮ |
| ৭। | অন্যান্য | ৬৫২৯ | ৮৬৪৪ | ৮২৬৪ | ৮৮৭৬ |
| | সর্বমোট | ৮৪১৩ | ১০১৭৩ | ১০১৩১ | ১০৩৪৬ |

# স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক লিমিটেড

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক লিমিটেড-এর পূর্ব নাম ছিল এ এন জেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক। ২০০০ সালের এপ্রিল মাসে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক কর্তৃক অধিগ্রহণের পর এ এন জেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংকের পরিবর্তে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক নাম রাখা হয়। ১৯০৫ সাল থেকে এ ব্যাংক এদেশে কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের ১৫টি শাখা রয়েছে। ১৯৯৮ সালে এ ব্যাংক এদেশে প্রথম ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং কৌশল (Electronic Banking strategy) চালু করে যার অংশ হিসেবে ১৯৯৯ সাল থেকে ATM মেশিনের মাধ্যমে এ ব্যাংক দিবা-রাত্রি ২৪ ঘণ্টা গ্রাহকদের ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসছে। ব্যাংকটি ক্রেডিট কার্ড ব্যবসা চালু করছে এবং ১০ই এপ্রিল ২০০১ পর্যন্ত ২৪৮০০টি ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করেছে। ব্যাংকটি SC Link Computer Facilities-এর মাধ্যমে মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত ৯৯ জন গুরুত্বপূর্ণ কর্পোরেট কাস্টমারের সংগে কম্পিউটার যোগাযোগ স্থাপন করেছে, যার ফলে তারা নিজ নিজ অবস্থানে থেকেই কম্পিউটারের মাধ্যমে তাদের একাউন্টের ব্যালান্স চেক বা অনুসন্ধান করা, এলসি দেখা ও খোলা এবং এলসি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি জানা ইত্যাদি কাজসমূহ করতে পারে। অধিকন্তু, ব্যাংকটি একটি অনুসন্ধান কেন্দ্র চালু করেছে যেখান থেকে গ্রহীতারা তাদের পিআইএন (PIN) নম্বরের মাধ্যমে ফোন করে একাউন্টের বিস্তারিত জানতে পারেন। এই অনুসন্ধান কেন্দ্র প্রতিদিন খোলা থাকে।

ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ২০০১ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে দাঁড়ায় ৩২২ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ২৭৬ জন ও কর্মচারী ৪৬ জন। ২০০০ সাল শেষে ব্যাংকের মোট পরিসম্পদ ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৭৮৮৬ মিলিয়ন টাকা ও ৬৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ২৩৬৮৮ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ৬২৫১ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ১৭৪৩৭ মিলিয়ন টাকা)। ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৫৮২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০০০ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ৪০৭৫৫ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৮০০৫ মিলিয়ন, আমদানি ১৩৯০৫ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১৮৮৪৫ মিলিয়ন টাকা)। ২০০১ সালের প্রথম তিন মাসে এ ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৩৩৬ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ২০১০ মিলিয়ন, আমদানি ৪০৮৯ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৫২৩৭ মিলিয়ন টাকা)। ২০০০ সালে ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৩০৯ মিলিয়ন ও ১৯১৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮৭২ মিলিয়ন ও ২৪৫ মিলিয়ন টাকা।

বাংলাদেশে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক কর্তৃক ২০০০ সালে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১১২০৯ মিলিয়ন টাকা (শিল্প ঋণ ৭৯৯০ মিলিয়ন টাকা) ও ৫৩৮৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংক ১১৮৬০

মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে (শিল্প ঋণ ৭৫৪০ মিলিয়ন টাকা) এবং ৪৯৪১ মিলিয়ন টাকা আদায় করে।

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংকে কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

## শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক কর্তৃক ২০০০ সালে শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ১২২ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ১৬৫৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকে কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত শিল্প ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬৮ মিলিয়ন টাকা এবং ৩১শে মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬৮০ মিলিয়ন টাকা। মঞ্জুরীকৃত ঋণ শুধুমাত্র বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল।

ব্যাংক কর্তৃক শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক-এর খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-১

### অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | - | - | - | - |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | - | - | - | - |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ৬১ | ৬৬ | ৬৬ | ৬৬ |
| ৪। | আমানত ঃ | ২৩৬৬২ | ২৩৬৮৮ | ২৪৬৫০ | ২৬০৪৪ |
| | ক) তলবী আমানত | ৭২৬০ | ৬২৫১ | ৬৪২৩ | ৬৭৭১ |
| | খ) মেয়াদী আমানত | ১৬৪০২ | ১৭৪৩৭ | ১৮২২৭ | ১৯২৭৩ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ১৫১২৫ | ১৬৫৮২ | ১৬৮৩৬ | ১৮১৬৬ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ৬৭০৩ | ৪৪০৫ | ৩৮০৪ | ৪০০০ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ২৭১২৬ | ২৭৮৮৬ | ২৮৬৪০ | ২৯৩৮৭ |
| ৮। | মোট আয় | ২৬২৮ | ৩৩০৯ | ৮৭২ | ১৭৭৩ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ১৪৪৮ | ১৯১৩ | ২৪৫ | ৮২৯ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ৪৩৯৩৭ | ৪০৭৫৫ | ১১৩৩৬ | ২৩৪৯২ |
| | ক) রপ্তানি | ৬২৬৮ | ৮০০৫ | ২০১০ | ৪০০৩ |
| | খ) আমদানি | ২১৩৪৬ | ১৩৯০৫ | ৪০৮৯ | ৮১৩৯ |
| | গ) রেমিটেন্স | ১৬৩২৩ | ১৮৮৪৫ | ৫২৩৭ | ১১৩৫০ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ৩৭০ | ৩৫১ | ৩২২ | ৩১০ |
| | ক) কর্মকর্তা | ২৯৪ | ৩০২ | ২৭৬ | ২৭০ |
| | খ) কর্মচারী | ৭৬ | ৪৯ | ৪৬ | ৪০ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | - | - | - | - |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়)-বাংলাদেশে | ১৩ | ১১ | ১১ | ১১ |

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

(মিলিয়ন টাকায়)

| বিবরণ | | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | বিতরণ | ৯৬৪ | ৫৬৯৩ | ৬৬৫৭ | ২৯৯২ | ৯৬৪৯ |
| | আদায় | ৮১৬ | ৩১১৩ | ৩৯২৯ | ২৮৭৭ | ৬৮০৬ |
| ২০০০ | বিতরণ | ১৭৮০ | ৬২১০ | ৭৯৯০ | ৩২১৯ | ১১২০৯ |
| | আদায় | ৩২০ | ২৬৯০ | ৩০১০ | ২৩৫৮ | ৫৩৬৮ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* | বিতরণ | ১৯২০ | ৫৬২০ | ৭৫৪০ | ৪৩২০ | ১১৮৬০ |
| | আদায় | ১৯১ | ১৯০০ | ২০৯১ | ২৮৫০ | ৪৯৪১ |
| ৩১শে জুন, ২০০১** | বিতরণ | ২১১২ | ৬১৮২ | ৮২৯৪ | ৪৭৫২ | ১৩০৪৬ |
| | আদায় | ২১০ | ২০৯০ | ২৩০০ | ৩১৩৫ | ৫৪৩৫ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণি-৩

(মিলিয়ন টাকায়)

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে | প্রকল্প সংখ্যা | ৪০ | - | ৪০ |
| | পরিমাণ | ১৬৫৮ | - | ১৬৫৮ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৬ | - | ৬ |
| | পরিমাণ | ১২২ | - | ১২২ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ তারিখে | প্রকল্প সংখ্যা | ৪৬ | - | ৪৬ |
| | পরিমাণ | ১৬৮ | - | ১৬৮০ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৭ | - | ৭ |
| | পরিমাণ | ১৬৮ | - | ১৬৮ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১** পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৩ | - | ৩ |
| | পরিমাণ | ৮৪ | - | ৮৪ |

*** প্রাক্কলিত।*

## খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণি-৪
*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | - | - | - | - |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | - | - | - | - |
| ২। | শিল্প ঃ | ৭২৪৯ | ৭৯২৯ | ৮১৫৫ | ৮৬১৭ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ৭২৪৯ | ৭৯২৯ | ৮১৫৫ | ৮৬১৭ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | - | - | - | - |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | ১৫১৫ | ১৬৬৭ | ১৭০২ | ১৮৭২ |
| ৪। | বীমা রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ৭৬৩ | ৭৮৮ | ৫১২ | ৯৯৭ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ২১১ | ৯০০ | ১০৩৫ | ১১৩৯ |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | ৫৩৮৭ | ৫৩০৬ | ৫৪৩২ | ৫৫৪১ |
| ৭। | অন্যান্য- | - | - | - | |
| | সর্বমোট | ১৫১২৫ | ১৬৫৮২ | ১৬৮৩৬ | ১৮১৬৬ |

# হাবিব ব্যাংক লিমিটেড

হাবিব ব্যাংক লিমিটেড ১৯৭৬ সালের ৯ই জুলাই তারিখে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের দু'টি শাখা অফিস রয়েছে। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৮০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

**অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য** — সারণি-১

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | - | - | - | - |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ৮০ | ৮০ | ৮০ | ৮০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ |
| ৪। | আমানত ঃ | ৯৪৫ | ১০০২ | ১০২০ | ১০৪০ |
| | ক) তলবী আমানত | ২৩৮ | ৩০৭ | ৩২৫ | ৩৪০ |
| | খ) মেয়াদী আমানত | ৭০৭ | ৬৯৫ | ৬৯৫ | ৭০০ |
| ৫। | অগ্রিম | ৮২৫ | ৮১৯ | ৭৩৩ | ৭৪০ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ২১৪ | ৩২০ | ৩৫০ | ৪০০ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ২৫১৬ | ২৫৯৮ | ২৬৮৩ | ২৭৬৮ |
| ৮। | মোট আয় | ১৮৫ | ২০৩ | ৪২ | ৮৫ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ১১৭ | ১২৮ | ৩১ | ৬২ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ৩৪৪৪ | ৩০৫৭ | ৬৫৬ | ১২৯২ |
| | ক) রপ্তানি | ৪০১ | ৪৫৩ | ৬২ | ১০৪ |
| | খ) আমদানি | ২৬২৪ | ২৫৮৮ | ৫৯০ | ১১৮০ |
| | গ) রেমিটেন্স | ৪১৯ | ১৬ | ৪ | ৮ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ৭২ | ৭২ | ৭৩ | ৭৩ |
| | ক) কর্মকর্তা | ৩৫ | ৩৬ | ৩৬ | ৩৬ |
| | খ) কর্মচারী | ৩৭ | ৩৬ | ৩৭ | ৩৭ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | | - | - | - |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ২ | ২ | ২ | ২ |
| | ক) বাংলাদেশে | ২ | ২ | ২ | ২ |
| | খ) বিদেশে | - | - | - | - |

২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ছিল ১৪ মিলিয়ন টাকা এবং মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ছিল ২৬৮৩ মিলিয়ন টাকা। ৩১শে মার্চ, ২০০১ তারিখে ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৩ জনে, যার মধ্যে কর্মচারীর সংখ্যা ৩৭ জন ও কর্মকর্তার সংখ্যা ৩৬ জন।

হাবিব ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানতের পরিমাণ ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ছিল ১০০২ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ৩০৭ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৬৯৫ মিলিয়ন টাকা) যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালের মার্চ শেষে ১০২০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ৩২৫ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৬৯৫ মিলিয়ন টাকা)। ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে ব্যাংকটির অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৮১৯ মিলিয়ন টাকা তা হ্রাস পেয়ে ২০০১ সালের মার্চ শেষে ৭৩৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালে এ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ৩০৫৭ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৪৫৩ মিলিয়ন, আমদানি ২৫৮৮ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১৬ মিলিয়ন টাকা)। ২০০১ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকটি ৬৫৬ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে (রপ্তানি ৬২ মিলিয়ন, আমদানি ৫৯০ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৪ মিলিয়ন টাকা)।

বাংলাদেশে হাবিব ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০০ সালে হাবিব ব্যাংক লিমিটেড ১৫৮০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৯৮৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। ২০০১ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৯০ মিলিয়ন ও ১৪৯ মিলিয়ন টাকা।

ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২-এ দেয়া হলো।

## ঋণের স্থিতি

হাবিব ব্যাংক লিমিটেড-এর ঋণের স্থিতি ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ছিল ৮১৯ মিলিয়ন টাকা যা হ্রাস পেয়ে মার্চ, ২০০১ শেষে ৭৩৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

হাবিব ব্যাংক লিমিটেড-এর ঋণের স্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

### ঋণ বিতরণ ও আদায়

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | বিতরণ | - | ৮৯ | ৫৬১ | ৬৫০ | ৮৬৫ | ১৫১৫ |
| | আদায় | - | ১৭ | ৪২৮ | ৪৪৫ | ৭০০ | ১১৪৫ |
| ২০০০ | বিতরণ | - | - | ৬৭৭ | ৬৭৭ | ৪ | ১৫৮০ |
| | আদায় | - | ১৯ | ৩৮১ | ৪০০ | ৫৮৯ | ৯৮৯ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* | বিতরণ | - | - | ৭০ | ৭০ | ১২০ | ১৯০ |
| | আদায় | - | - | ৬৭ | ৬৭ | ৮২ | ১৪৯ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | বিতরণ | - | - | ৯৫ | ৯৫ | ২০০ | ২৯৫ |
| | আদায় | - | ৮ | ৮৫ | ৯৩ | ১১২ | ২০৫ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

| খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি | | | | | সারণি-৩<br>(মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | - | - | - | - |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | - | - | - | - |
| ২। | শিল্প ঃ | ১০৩ | ১১৯ | ১৪৮ | ১৪০ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ১০৩ | ১১৯ | ১৪৮ | ১৪০ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | - | - | - | - |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | ২১৫ | ২০৭ | ১৯৯ | ২০০ |
| ৪। | বীমা রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | - | - | - | - |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | - | - | - | - |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | - | - | - | - |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | - | - | - | - |
| | খ) অন্যান্য | - | - | - | - |
| ৭। | অন্যান্য | ৫০৭ | ৪৯৩ | ৩৮৬ | ৪০০ |
| | সর্বমোট | ৮২৫ | ৮১৯ | ৭৩৩ | ৭৪০ |

# স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া

বাংলাদেশে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার একটি মাত্র শাখা অফিস রয়েছে। ১৯৭৫ সালের ৫ই মে তারিখে এই শাখার কার্যক্রম শুরু হয়। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৪০ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের শেষে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ১৭ জন ও কর্মচারী ২৩ জন।

ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ছিল ১০০৪ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ৩৫১ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৬৫৩ মিলিয়ন টাকা)। ২০০১ সালের মার্চ শেষে আমানতের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ৯৭২

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | - | - | - | - |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ১৫০ | ৫৪০ | ৫৪০ | ৫৪০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | - | - | - | - |
| ৪। | আমানত ঃ | ৮৮১ | ১০০৪ | ৯৭২ | ৯৭০ |
| | ক) তলবী আমানত | ৪৮৬ | ৩৫১ | ৩৮৭ | ৩৯০ |
| | খ) মেয়াদী আমানত | ৩৯৫ | ৬৫৩ | ৫৮৫ | ৫৮০ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ৭৯১ | ৭১৪ | ৮১৮ | ৮২০ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ১৫৬ | ১৯০ | ১৯০ | ১৯০ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ১৫২৮ | ১৮৩১ | ১৯২৯ | ১৯০০ |
| ৮। | মোট আয় | ২০০ | ১৯৭ | ৫৬ | ১২০ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৫৬ | ৭৭ | ২৩ | ৪৭ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ৪৪২৫ | ৪২৫৪ | ১৩৩৮ | ২৪৩০ |
| | ক) রপ্তানি | ১৪৪৫ | ১১৭৩ | ৩৪০ | ৬৪০ |
| | খ) আমদানি | ১৮১২ | ১১৫৩ | ৪৪৮ | ৮৪০ |
| | গ) রেমিটেন্স | ১১৬৮ | ১৯২৮ | ৫৫০ | ৯৫০ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ৪১ | ৪০ | ৪০ | ৪৩ |
| | ক) কর্মকর্তা | ১৯ | ১৭ | ১৭ | ২০ |
| | খ) কর্মচারী | ২২ | ২৩ | ২৩ | ২৩ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ৭৯ | ৮২ | ৮২ | ৮২ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) বাংলাদেশে | ১ | ১ | ১ | ১ |

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | বিতরণ | ২ | ৩৪৮ | ৩৫০ | ৬১৬ | ৯৬৬ |
| | আদায় | ১১ | ২৬৮ | ২৭৯ | ৪৬৭ | ৭৪৬ |
| ২০০০ | বিতরণ | ১০ | ৪৩৪ | ৪৪৪ | ২৭৪ | ৭১৮ |
| | আদায় | ৭ | ৩৪৮ | ৩৫৫ | ৪৩২ | ৭৯৫ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* | বিতরণ | ১০ | ৯২ | ১০২ | ১৫২ | ২৫৪ |
| | আদায় | ৩ | ৭৮ | ৮১ | ৬৯ | ১৫০ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | বিতরণ | ৪ | ৩০ | ৩৪ | ১২৩ | ১৫৭ |
| | আদায় | ২ | ৮৮ | ৯০ | ৬৫ | ১৫৫ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ৩৮৭ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদী আমানত ৫৮৫ মিলিয়ন টাকা)। ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৭১৪ মিলিয়ন টাকা এবং এ সময়ে ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪২৫৪ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ১১৭৩ মিলিয়ন, আমদানি ১১৫৩ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১৯২৮ মিলিয়ন টাকা)। ২০০১ সালের

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

*সারণি-৩*

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে | প্রকল্প সংখ্যা | ১১ | - | ১১ |
| | পরিমাণ | ৪২২ | - | ৪২২ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৩ | - | ৩ |
| | পরিমাণ | ৮০ | - | ৮০ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : মার্চ ৩১, ২০০১ তারিখে | প্রকল্প সংখ্যা | ১০ | - | ১০ |
| | পরিমাণ | ৪১৫ | - | ৪১৫ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | - | - | - |
| | পরিমাণ | - | - | - |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১ পর্যন্ত** | প্রকল্প সংখ্যা | - | - | - |
| | পরিমাণ | - | - | - |

*** প্রাক্কলিত।*

প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংক ১৩৩৮ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে (রপ্তানি ৩৪০ মিলিয়ন, আমদানি ৪৪৮ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৫৫০ মিলিয়ন টাকা)। ২০০০ সালে ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৯৭ মিলিয়ন ও ৭৭ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫৬ মিলিয়ন ও ২৩ মিলিয়ন টাকা।

বাংলাদেশে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া কর্তৃক ২০০০ সালে মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৭১৮ মিলিয়ন টাকা (শিল্প ঋণ ৪৪৪ মিলিয়ন ও অন্যান্য খাতে ২৭৪ মিলিয়ন টাকা) এবং উক্ত সময় ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ৭৯৫ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫৪ মিলিয়ন টাকা (শিল্প ঋণ ১০২ মিলিয়ন টাকা ও অন্যানা খাতে ১৫২ মিলিয়ন টাকা) এবং উক্ত সময় কালে ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ১৫০ মিলিয়ন টাকা।

স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারিণী-২ এ দেয়া হলো।

স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া কর্তৃক ২০০০ সালে শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৮০ মিলিয়ন টাকা এবং ২০০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৪২২ মিলিয়ন টাকা। ৩১শে মার্চ, ২০০১ তারিখে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৪১৫ মিলিয়ন টাকা।

ব্যাংকটির শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩ এ দেখানো হলো।

স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে মোট ঋণের স্থিতি ছিল ৭১৪ মিরিয়ন টাকা (কৃষি ও মৎস্য খাতে ১৮ মিরিয়ন, শিল্পখাতে ২৭৪ মিলিয়ন, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ৩০৪ মিলিয়ন এবং অন্যান্য খাতে ৭৮ মিলিয়ন টাকা) এবং ২০০০ সালের মার্চ শেষে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৮১৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যার মধ্যে কৃষি ও মৎস্য খাতে ১৮ মিরিয়ন, শিল্প খাতে ২৮৬ মিলিয়ন, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ৩৮৯ মিলিয়ন এবং অন্যান্য খাতে ৪৪ মিলিয়ন টাকা।

ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেখানো হলো।

**খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি**

সারণি-৪
*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ |
| ২। | শিল্প ঃ | ৩৭২ | ২৭৪ | ২৮৬ | ২৮৭ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ৩৭২ | ২৭৪ | ২৮৬ | ২৮৭ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | - | - | - | - |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | ৩১ | ৩৫ | ৭৬ | ৭৫ |
| ৪। | বীমা রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ৪ | ৫ | ৫ | ৫ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ২৭৩ | ৩০৪ | ৩৮৯ | ৪০০ |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | - | - | - | - |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | - | - | - | - |
| | খ) অন্যান্য | - | - | - | - |
| ৭। | অন্যান্য | ৯৩ | ৭৮ | ৪৪ | ৩৫ |
| | সর্বমোট | ৭৯১ | ৭১৪ | ৮১৮ | ৮২০ |

# ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ (দি ব্যাংক)

ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ-এর পূর্বের নাম ছিল ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ। ১৯৯৭ সালের মে মাসে ব্যাংকটি ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ নাম ধারণ করে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে দু'টি পূর্ণাঙ্গ শাখা নিয়ে ১৯৮০ সাল থেকে ব্যাংকটি বাংলাদেশে এর কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। ঢাকার মতিঝিলস্থ শাখাটির অধীনে গুলশান ও সোনারগাঁও হোটেলে অবস্থিত দু'টি বুথ অফিস রয়েছে।

বাংলাদেশ এ ব্যাংক তাদের মূলধন ভিত বৃদ্ধি করে ২০০০ সালে ৮৫৭ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত করেছে। ব্যাংকটি করপোরেট ব্যাংকিং-এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে, যদিও আমানত গ্রহণ, ঋণ প্রদান, ঋণপত্র স্থাপন, ডকুমেন্টারী লেনদেন, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থ প্রেরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয়সহ বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যান্য কাজও করে থাকে।

বাংলাদেশে ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ-এর ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৬৬৯৪

সারণি-১

**অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য**

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | - | - | - | - |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | - | - | - | - |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ৭১৯ | ৮৫৭ | ৯২৮ | ৯৯৮ |
| ৪। | আমানত ঃ | ৬২৯০ | ৬৬৯৪ | ৬৭৯৭ | ৬৮০০ |
| | (ক) তলবী আমানত | ২১৭১ | ২৬০১ | ২৯৫৪ | ২৮০০ |
| | (খ) মেয়াদী আমানত | ৪১১৯ | ৪০৯৩ | ৩৮৪৩ | ৪০০০ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ৩৫৯৩ | ৩৪৩৭ | ৩২৯৮ | ৩৬০০ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ১৮১০ | ১৯৫০ | ২১৫২ | ২১০০ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ৮৩১৫ | ৮৬৫৮ | ১০১১৭ | ১০০০০ |
| ৮। | মোট আয় | ৮৫৫ | ১০১২ | ২৪২ | ৪৮৪ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৫৭১ | ৫৪১ | ১৭১ | ৩৪৩ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ২৪৬০৭ | ২৯১৯৩ | ২০৯৩৪ | ২৮৮৮৭ |
| | ক) রপ্তানি | ৮৫২৭ | ৮৬১৫ | ৮০১৯ | ১০৮৪১ |
| | খ) আমদানি | ৯৭৯৯ | ১২৯৩৪ | ১০৬৯০ | ১৪৩৫৭ |
| | গ) রেমিটেন্স | ৬২৮১ | ৭৬৪৪ | ২২২৫ | ৩৬৮৯ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ১৩৫ | ১৩৮ | ১৩৬ | ১৩৮ |
| | ক) কর্মকর্তা | ১০৫ | ১০৯ | ১০৭ | ১০৯ |
| | খ) কর্মচারী | ৩০ | ২৯ | ২৯ | ২৯ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) | ২ | ২ | ২ | ২ |

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | বিতরণ | ৪১৭ | ৩৭৫ | ৫৬৪৩ | ৬০১৮ | ১৯৩৬ | ৮৩৭১ |
| | আদায় | ৪১৮ | ২৮৩ | ৫৫৫৯ | ৫৮৪২ | ১৯২৫ | ৮১৮৫ |
| ২০০০ | বিতরণ | ৫৫০ | ৭০৩ | ৮০৭৫ | ৮৭৭৮ | ১৫০৫ | ১০৮৩৩ |
| | আদায় | ৫০১ | ৬১৫ | ৭৫৮১ | ৮১৯৬ | ১৪৫৬ | ১০১৫৩ |
| মার্চ ৩১, ২০০১* | বিতরণ | ২৭১ | ৫০৭ | ৪৮০৭ | ৫৩১৪ | ১৪৪৪ | ৭০২৯ |
| | আদায়- | ১৮১ | ৪০২ | ৫০৬২ | ৫৪৬৪ | ১১৭১ | ৬৮১৬ |
| জুন ৩০, ২০০১ | বিতরণ | | | | | | |
| | আদায় | | | | | | |

** সাময়িক।*

মিলিয়ন টাকা(তলবী আমানত ২৬০১ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৪০৯৩ মিলিয়ন টাকা) যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালের মার্চ শেষে ৬৭৯৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ২৯৫৪ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৩৮৪৩ মিলিয়ন টাকা)।

২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের ঋণ অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৩৪৩৭ মিলিয়ন টাকা এবং মার্চ, ২০০১ শেষে-এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২৯৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯৫০

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

*সারণি-৩*

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৬৫ | - | ৬৫ |
| | পরিমাণ | ২০৪২ | - | ২০৪২ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ২২ | - | ২২ |
| | পরিমাণ | ১৪০৩ | - | ১৪০৩ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৭৪ | - | ৭৪ |
| | পরিমাণ | ২৩৬৯ | - | ২৩৬৯ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৫ | - | ৫ |
| | পরিমাণ | ৫৫৫ | - | ৫৫৫ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১ পর্যন্ত ** | প্রকল্প সংখ্যা | - | - | - |
| | পরিমাণ | - | - | - |

*** প্রাক্কলিত।*

মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ২৯৯৩ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৮৬১৫ মিলিয়ন, আমদানি ১২৯৩৪ মিলিয়ন টাকার বৈদেশি মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে (রপ্তানি ৮০১৯ মিলিয়ন, আমদানি ১০৬৯০ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ২২২৫ মিলিয়ন টাকা)। ২০০০ সালে ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১৩৮ জন, যার মধ্যে ১০৯ জন কর্মকর্তা ও ২৯ জন কর্মচারী।

বাংলাদেশ ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ-এর কার্যক্রমের অগ্রগতির বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ কর্তৃক ২০০০ সালে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ১০৮৩৩ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে ৮৭৭৮ মিলিয়ন, কৃষি খাতে ৫৫০ মিলিয়ন ও অন্যান্য খাতে ১৫০৫ মিলিয়ন টাকা) এবং ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ১০১৫৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭০২৯ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে ৫৩১৪ মিলিয়ন, কৃষি খাতে ২৭১ মিলিয়ন ও অন্যান্য খাতে ১৪৪৪ মিলিয়ন টাকা) এবং উক্ত সময় ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৮১৬ মিলিয়ন টাকা।

ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

## শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ কর্তৃক ২০০০ সালে শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ১৪০৩ মিলিয়ন টাকা এবং ২০০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ২০৪২ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৫৫ মিলিয়ন টাকা এবং ৩১শে মার্চ, ২০০১ তারিখে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩৬৯ মিলিয়ন টাকা।

ব্যাংকটির শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থান সারণি-৩-এ দেখানো হলো।

## ঋণের স্থিতি

ইন্দোসুয়েজ-এর মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ২০০০ সালে ছিল ৩৪৩৭ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে শিল্প খাতে স্থিতি ২৫৫৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ঋণের স্থিতি হ্রাস পেয়ে ৩২৯৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (শিল্প খাতে ২২১৩ মিলিয়ন টাকা) ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেখানো হলো।

### খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণি-৪

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | ১৪ | ১০১ | ১৬০ | ১৭৬ |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | ১৪ | ১০১ | ১৬০ | ১৭৬ |
| ২। | শিল্প ঃ | ২৬১৫ | ২৫৫৬ | ২২১৩ | ২৪৩৪ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ২৬১৫ | ২৫৫৬ | ২২১৩ | ২৪৩৪ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | - | - | - | - |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | ১৫১ | ২৩৭ | ২৬৪ | ২৯০ |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ৮০ | ২৯ | ২৮ | ৩১ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৪৪ | ৭৩ | ৯৮ | ১০৮ |
| ৬। | **বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ** | - | - | - | - |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | - | - | - | - |
| | খ) অন্যান্য | - | - | - | - |
| ৭। | অন্যান্য | ৬৮৯ | ৪৪১ | ৫৩৫ | ৫৬১ |
| | সর্বমোট | ৩৫৯৩ | ৩৪৩৭ | ৩২৯৮ | ৩৬০০ |

# ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান

ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান ১৯৯৪ সালের ৩১শে আগস্ট তারিখে ১০০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন দিয়ে বাংলাদেশ-এর কার্যক্রম শুরু হয়। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৩ মিলিয়ন টাকা এবং মোট পরিসম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৮৬ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশে ব্যাংকের একটি মাত্র শাখা রয়েছে। তবে খুব শীঘ্রই বন্দর নগরী চট্টগ্রামে ব্যাংকটির দ্বিতীয় শাখা খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। ২০০১ সালের মার্চ শেষে

সারণি-১

**অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য**

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ১১৩ | ১১৩ | ১১৩ | ১১৩ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ১১৩ | ১১৩ | ১১৩ | ১১৩ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | - | - | - | - |
| ৪। | আমানত ঃ | ১৪৯ | ২৪৩ | ২৭০ | ৩০০ |
| | (ক) তলবী আমানত | ৭২ | ১০২ | ১২৩ | ১৩৫ |
| | (খ) মেয়াদী আমানত | ৭৭ | ১৪১ | ১৪৭ | ১৬৫ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ৮৮ | ১২২ | ১০৯ | ১৮০ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ২০ | ৪০ | ৪০ | ৪০ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ৪৪৮ | ৫৭২ | ৫৮৬ | ৬৩০ |
| ৮। | মোট আয় | ৩৫ | ৪২ | ১৬ | ৩৫ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ১৯ | ২১ | ১০ | ১৬ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ৮৬৬ | ১৩৪৭ | ৩৭২ | ৭৬৪ |
| | ক) রপ্তানি | ৪৫৪ | ৭০২ | ২০০ | ৪২০ |
| | খ) আমদানি | ৪১২ | ৬৪২ | ১৭০ | ৩৪০ |
| | গ) রেমিটেন্স | - | ৩ | ২ | ৪ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ |
| | ক) কর্মকর্তা | ১১ | ১১ | ১১ | ১১ |
| | খ) কর্মচারী | ৭ | ৭ | ৭ | ৭ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ১১ | ১১ | ১১ | ১১ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ২৫ | ২৫ | ২৫ | ২৫ |
| | (ক) বাংলাদেশে | ১ | ১ | ১ | ১ |
| | (খ) বিদেশে | ২৪ | ২৪ | ২৪ | ২৪ |

ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা হচ্ছে ১৮ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ১১ জন ও কর্মচারী ৭ জন।

বাংলাদেশে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তানের ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ২৪৩ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ১০২ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ১৪১ মিলিয়ন টাকা) যা ২০০১ সালের মার্চ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ২৭০

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | বিতরণ | - | ২৬ | ৩৮ | ৬৪ | ১৭ | ৮১ |
| | আদায় | - | ৩ | ৪২ | ৪৫ | ১৩ | ৫৮ |
| ২০০০ | বিতরণ | ৭ | - | ৫৩ | ৫৩ | - | ৬০ |
| | আদায় | ৩ | ৯ | ৭ | ১৬ | - | ১৯ |
| মার্চ ৩১, ২০০১ | বিতরণ | ১ | - | ১২ | ১২ | - | ১৩ |
| | আদায় | - | ২ | ৪ | ৬ | - | ৬ |
| জুন ৩০, ২০০১** | বিতরণ | ৪০ | - | ৬২ | ৬২ | - | ১০২ |
| | আদায় | ৩ | ২ | ১৬ | ১৮ | - | ২১ |

*** প্রাক্কলিত*

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণি-৩

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ২ | - | ২ |
| | পরিমাণ | ৩৯ | - | ৩৯ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ১ | - | ১ |
| | পরিমাণ | ১৬ | - | ১৬ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ২ | - | ২ |
| | পরিমাণ | ৬০ | - | ৬০ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ২ | - | ২ |
| | পরিমাণ | ১৩ | - | ১৩ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৬ | - | ৬ |
| | পরিমাণ | ১০২ | - | ১০২ |

** প্রাক্কলিত।*

মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ১২৩ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ১৪৭ মিলিয়ন টাকা)। ২০০০ সাল শেষে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ১২২ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ ২০০১ শেষে হ্রাস পেয়ে ১০৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ৪০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩৪৭ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৭০২ মিলিয়ন, আমদানি ৬৪২ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৩ মিলিয়ন টাকা)। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৮৬৬ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৪৫৪ মিলিয়ন ও আমদানি ৪১২ মিলিয়ন টাকা)। ২০০০ সালের ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪২ মিলিয়ন ও ২১ মিলিয়ন টাকা।

বাংলাদেশে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ব্যাংক কর্তৃক ২০০০ সালে ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬০ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে শিল্প ঋণের পরিমাণ ৫৩ মিলিয়ন টাকা। এ সময়ে ব্যাংক মোট ১৯ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৮১ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে শিল্প খাতে ঋণের পরিমাণ ছিল ৬৪ মিলিয়ন টাকা।

ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান-এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেখানো হলো।

ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান কর্তৃক ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে শিল্পখাতে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৬০ মিলিয়ন টাকা। উল্লেখ্য যে, ব্যাংকটি কর্তৃক ঋণ মঞ্জুরী শুধুমাত্র ২টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

শিল্পে আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থান সারণি-৩-এ দেখানো হলো।

বাংলাদেশে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান-এর ঋণের স্থিতির পরিমাণ ২০০০ সালের শেষে দাঁড়ায় ১২২ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে স্থিতি ৯৯ মিলিয়ন টাকা)। পূর্ববর্তী বছরে-এর পরিমাণ ছিল ৮৮ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে ঋণের স্থিতি ৮৭ মিলিয়ন টাকা)। খাত-ভিত্তিক ঋণের সারণি-৪-এ দেখানো হলো।

**খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি**

সারণি-৪
*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | - | ৬ | ৫ | ৩১ |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | - | ৬ | ৫ | ৩১ |
| ২। | শিল্প ঃ | ৮৭ | ৯৯ | ১০৪ | ১৩১ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ৮৭ | ৯৯ | ১০৪ | ১৩১ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | - | - | - | - |
| ৩। | অন্যান্য | ১ | ১৭ | - | ১৮ |
| | সর্বমোট | ৮৮ | ১২২ | ১০৯ | ১৮০ |

# মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড

মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক ১৯৯৪ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে ১০০ মিলিয়ন টাকার রিজার্ভ ফান্ড ও ৭২৫ মিলিয়ন টাকার পরিসম্পদ নিয়ে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের দু'টি শাখা ও একটি বুথ অফিস রয়েছে। ব্যাংকটি ইপিজেড চট্টগ্রামে একটি অফসোর ব্যাংকিং ইউনিট খুলতে যাচ্ছে। মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক সর্বপ্রকার ব্যাংকিং সেবার পাশাপাশি নিজস্ব উদ্ভাবিত "MCB Money Plant" প্রকল্প চালু করেছে। ব্যাংকটি বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং

সারণি-১

**অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য**

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | - | - | - | - |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | - | - | - | - |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ |
| ৪। | আমানত ঃ | ৭৬০ | ৮৫৫ | ৭৮৬ | ৯৮২ |
| | (ক) তলবী আমানত | ১৮৪ | ১৪৫ | ১২৫ | ১৫৬ |
| | (খ) মেয়াদী আমানত | ৫৭৬ | ৭১০ | ৬৬১ | ৮২৬ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ৪৫০ | ৪৮৩ | ৪৪২ | ৫৫২ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ১৬০ | ১৪২ | ১৫২ | ১৯০ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ১৭০৪ | ২৬০৮ | ২৩৫০ | ২৯৩৭ |
| ৮। | মোট আয় | ১৩২ | ১৩৭ | ২৮ | ৫৬ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ১০১ | ৯৬ | ২২ | ৪৫ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ৩৭৬৫ | ৪০৮৬ | ৯২৪ | ১৭৩৮ |
| | ক) রপ্তানি | ১১৮১ | ১৭৫৬ | ৪৩১ | ৮১৮ |
| | খ) আমদানি | ১৪১৯ | ১৫২০ | ৩১৮ | ৫৮৮ |
| | গ) রেমিটেন্স | ১১৬৫ | ৮১০ | ১৭৫ | ৩৩২ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ৬০ | ৬২ | ৬৩ | ৬৫ |
| | ক) কর্মকর্তা | ৫৩ | ৫৪ | ৫৫ | ৫৭ |
| | খ) কর্মচারী | ৭ | ৮ | ৮ | ৮ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ৭৩ | ৭৬ | ৮০ | ৮২ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ২ | ২ | ২ | ২ |
| | (ক) বাংলাদেশে | ২ | ২ | ২ | ২ |
| | (খ) বিদেশে | | | | |

ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (এইচবিএফসি) এবং বেসরকারী তালিকাভুক্ত কোম্পানীর ডিবেঞ্চারে ২০০ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করেছে। এছাড়াও ব্যাংকটি প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের আওতায় ইন্টারন্যাশনাল লীজিং এবং ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড নামক কোম্পানীর ইকুইটিতে শতকরা ৩০ ভাগ বিনিয়োগ করেছে। ২০০১

সারণি-২

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | বিতরণ | - | ৫ | ২৮২ | ২৮৭ | ১৩৩৪ | ১৬২১ |
| | আদায় | - | ২৮ | ১৪৮ | ১৭৬ | ১৫৪০ | ১৭১৬ |
| ২০০০ | বিতরণ | - | ২ | ৭৮১ | ৭৮৩ | ১৮৮৬ | ২৬৬৯ |
| | আদায় | - | ৬ | ৮৪৬ | ৮৫২ | ১৭৮৪ | ২৬৩৬ |
| মার্চ ৩১, ২০০১* | বিতরণ | - | ২ | ১৭৪ | ১৭৬ | ১৯৪ | ৩৭০ |
| | আদায় | - | ১৩ | ২২৩ | ২৩৬ | ১৬৬ | ৪০২ |
| জুন ৩০, ২০০১ ** | বিতরণ | - | ৪ | ৩৭২ | ৩৭৬ | ৩৯০ | ৭৬৬ |
| | আদায় | - | ১৭ | ৩১৬ | ৩৩৩ | ৩৪১ | ৬৭৪ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত*

সারণি-৩

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৪ | - | ৪ |
| | পরিমাণ | ২৪ | - | ২৪ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৪ | - | ৪ |
| | পরিমাণ | ৭২ | - | ৭২ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৪ | - | ৪ |
| | পরিমাণ | ১৭ | - | ১৭ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত * | প্রকল্প সংখ্যা | ৪ | - | ৪ |
| | পরিমাণ | ৩ | - | ৩ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১ পর্যন্ত ** | প্রকল্প সংখ্যা | ৪ | - | ৪ |
| | পরিমাণ | ১৫ | - | ১৫ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ১০০ মিলিয়ন টাকায় অপরিবর্তত থাকে এবং উক্ত সময়ে ব্যাংকের মোট পরিসম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩৫০ মিলিয়ন টাকা। ৩১শে মার্চ, ২০০১ তারিখে ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৩ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ৫৫ জন ও কর্মচারী ৮ জন।

মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ছিল ৮৫৫ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ১৪৫ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৭১০ মিলিয়ন টাকা) যা ২০০১ সালের মার্চ শেষে হ্রাস পেয়ে ৭৮৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ১২৫ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৬৬১ মিলিয়ন টাকা)। ২০০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ছিল ৪৮৩ মিলিয়ন টাকা। ৩১শে মার্চ, ২০০১ তারিখে ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি হ্রাস পেয়ে ৪৪২ মিলিয়ন টাকা দাঁড়ায়। ২০০০ সালের শেষে ব্যাংকটির বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৪২ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ, ২০০১ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালে ব্যাংকটি কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ৪০৮৬ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ১৭৫৬ মিলিয়ন, আমদানি ১৫২০ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৮১০ মিলিয়ন টাকা)। ২০০১ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকটি ৯২৪ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে (রপ্তানি ৪৩১ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৩১৮ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ১৭৫ মিলিয়ন টাকা)। ২০০০ সালে ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৩৭ মিলিয়ন টাকা ও ৯৬ মিলিয়ন টাকা)।

বাংলাদেশে মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড ২০০০ সালে ২৬৬৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ২৬৩৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। ২০০১ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৭০ মিলিয়ন ও ৪০২ মিলিয়ন টাকা।

মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেখানো হলো।

মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ-এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থান সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ-এর খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

**খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি** সারণি-৪

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | ৪ | ৪ | ৪ | ৫ |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | ৪ | ৪ | ৪ | ৫ |
| ২। | শিল্প ঃ | ২১৫ | ২১৮ | ১৭১ | ২০৬ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ১৮৬ | ১৮১ | ১৪৪ | ১৭৩ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | ২৯ | ৩৭ | ২৭ | ৩৩ |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | ৬৬ | ৯৬ | ৮৪ | ১০১ |
| ৪। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১ | - | - | - |
| ৫। | অন্যান্য | ১৬৪ | ১৬৫ | ১৮৩ | ২৪০ |
| | সর্বমোট | ৪৫০ | ৪৮৩ | ৪৪২ | ৫৫২ |

# সিটি ব্যাংক এন এ

সিটি ব্যাংক এন এ ১৯৮৭ সালে স্থাপিত একটি প্রতিনিধি অফিসকে উন্নীত করে ১৯৯৫ সালের ২৪শে জুন তারিখে ২০৪ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন এবং ৮০৯ মিলিয়ন টাকার পরিসম্পদ নিয়ে বাংলাদেশে পূর্ণ কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে ব্যাংকটির ২টি শাখা অফিস রয়েছে। ২০০১ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ব্যাংকটির কর্মরত জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৪১ জন, যাদের সবাই কর্মকর্তা। বাংলাদেশে সিটি ব্যাংক এন এ যে সকল সেবাদি প্রদান করে আসছে সেগুলো হলো- একাউন্ট সার্ভিসেস, গ্লোবাল এন্ড লোকাল ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস, ট্রেজারী সার্ভিসেস, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং ঋণ ও অগ্রিম। সিটি ব্যাংক বাংলাদেশে সর্বপ্রথম Electronic Cash Management Product চালু করেছে।

ব্যাংকের মোট আমানত ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরের তুলনায় ১৮৩ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৮.৯ ভাগ হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর, ২০০০ শেষে ১৮৭৫ মিলিয়ন টাকায় (তলবী আমানত ৫৬৪ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ১৩১১ মিলিয়ন টাকা) দাঁড়ায়। ২০০১ সালের মার্চ শেষে মোট আমানত কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে

**অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য**

সারণি-১

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | পরিশোধিত মূলধন | ২০৪ | ৪৭৪ | ৪৭৪ | ৪৭৪ |
| ২। | রিজার্ভ ফান্ড | ৯৫ | ৭১ | ৭১ | ৭১ |
| ৩। | আমানত ঃ | ২০৫৮ | ১৮৭৫ | ১৯৩১ | ১৯৮৯ |
| | (ক) তলবী আমানত | ৬৩৫ | ৫৬৪ | ৫৮১ | ৫৯৯ |
| | (খ) মেয়াদী আমানত | ১,৪২৩ | ১৩১১ | ১৩৫০ | ১৩৯০ |
| ৪। | ঋণ ও অগ্রিম | ১,১৬৪ | ১৪৩২ | ১৫০৪ | ১৫৭৯ |
| ৫। | বিনিয়োগ | ৫৩০ | ৬৪০ | ৬৫৯ | ৬৭৯ |
| ৬। | মোট পরিসম্পদ | ২,৫৭৬ | ৩০৮৩ | ৩১৭৫ | ৩২৭১ |
| ৭। | মোট আয় | ২৭১ | ২২৫ | ২৩২ | ২৩৯ |
| ৮। | মোট ব্যয় | ২২৫ | ৯৫ | ৯৭ | ১০০ |
| ৯। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ৩,২৪৩ | ৫১৩৭ | ৫২৯০ | ৫৪৪৯ |
| | ক) রপ্তানি | ১৯ | ৯৫ | ৯৮ | ১০১ |
| | খ) আমদানি | ২,১৭০ | ২১৩৩ | ২১৯৬ | ২২৬২ |
| | গ) রেমিটেন্স | ১,০৫৪ | ২৯০৯ | ২৯৯৬ | ৩০৮৬ |
| ১০। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ৩৬ | ৪১ | ৪১ | ৪১ |
| | ক) কর্মকর্তা | ২৮ | ৪১ | ৪১ | ৪১ |
| | খ) কর্মচারী | ৮ | - | - | - |
| ১১। | শাখা (সংখ্যায়) | ১ | ২ | ২ | ২ |

১৯৩১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ৫৮১ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ১৩৫০ মিলিয়ন টাকা) ব্যাংকের মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৭৯ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৪৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা মার্চ, ২০০১ শেষে ৪৩ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৮৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালের শেষে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগ ৬৪০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। সিটি ব্যাংক এন এ কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ২০০০ সালে ছিল ৫১৩৭ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৯৫ মিলিয়ন, আমদানি ২১৩৩ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ২৯০৯ মিলিয়ন টাকা) এবং ২০০১ সালের প্রথম তিন মাসে তা ৫২৯০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (রপ্তানি ৯৮ মিলিয়ন, আমদানি ২১৯৬ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ২৯৯৬ মিলিয়ন টাকা)।

বাংলাদেশ সিটি ব্যাংক এন এ-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

সিটি ব্যাংক এন এ ২০০০ সালে শিল্প খাতে ৩০৫৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১৬১২ মিলিয়ন টাকার ঋণ আদায় করে। ২০০১ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকটি মোট ৮১ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে।

সিটি ব্যাংক এন এ কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেখানো হলো।

বাংলাদেশে সিটি ব্যাংক এন এ-এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের সারণি-৩-এ দেখানো হলো।

### ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | বিতরণ | - | ৪৮ | ১৪১৮ | ১৪৬৬ | - | ১৪৬৬ |
| | আদায় | - | ৭১ | ৯৯৩ | ১০৬৩ | - | ১০৬৩ |
| ২০০০ | বিতরণ | - | - | ৩০৫৭ | ৩০৫৭ | - | ৩০৫৭ |
| | আদায় | - | - | ১৬১২ | ১৬১২ | - | ১৬১২ |
| মার্চ ৩১, ২০০১* | বিতরণ | - | - | - | - | - | |
| | আদায় | - | ৮১ | ৮১ | - | - | ৮১ |
| জুন ৩০, ২০০১ ** | বিতরণ | - | - | - | - | - | |
| | আদায় | - | - | ১৬৫ | ১৬৫ | - | ১৬৫ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

## খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণি-৩
*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | - | - | - | - |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | - | - | - | - |
| ২। | শিল্প ঃ | ৮৪৩ | ১০৩৯ | ১০৯১ | ১১৪৬ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ৮৪৩ | ১০৩৯ | ১০৯১ | ১১৪৬ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | - | - | - | - |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | - | - | - | - |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | - | - | - | - |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৭৮ | ৬ | ৭ | ৭ |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | - | - | - | - |
| | (ক) দারিদ্র বিমোচন | - | - | - | - |
| | (খ) অন্যান্য | - | - | - | - |
| ৭। | অন্যান্য | ২৪৩ | ৩৮৭ | ৪০৬ | ৪২৭ |
| | সর্বমোট | ১১৬৪ | ১৪৩২ | ১৫০৪ | ১৫৭৯ |

# হানভিট ব্যাংক

হানিল ব্যাংক ১৯৯৯ সাল হতে কোরিয়ার বাণিজ্যিক ব্যাংক 'কমার্শিয়াল ব্যাংক অব কোরিয়া'-এর সংগে একীভূত হয়ে 'হানভিট ব্যাংক' নাম ধারণ করে বাংলাদেশে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

ব্যাংকের মোট পরিসম্পদ ডিসেম্বর, ২০০০ শেষে ৩৮৭৫ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ২০০১ শেষে ৩৯৫৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ৩১শে মার্চ, ২০০১ তারিখে

**অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য** সারণি-১

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | - | - | - | - |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ৩০৬ | ৫৪০ | ৫৪০ | ৫৪০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | - | - | - | - |
| ৪। | আমানত ঃ | ৩৪৬ | ৫৪৫ | ৫০০ | ৫৫০ |
| | (ক) তলবী আমানত | ২৬৭ | ৪৩৯ | ৩৯৪ | ৪৩৩ |
| | (খ) মেয়াদী আমানত | ৭৯ | ১০৬ | ১০৬ | ১১৭ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ৫৮৮ | ৯৯৫ | ৯৪৬ | ১০৩৪ |
| ৬। | বিনিয়োগ | - | - | - | - |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ২৫২৯ | ৩৮৭৫ | ৩৯৫৫ | ৪৩৫১ |
| ৮। | মোট আয় | ১৬৩ | ২৫৪ | ৭৭ | ১৫৪ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৬৭ | ৯৬ | ২৭ | ৫৪ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ১৩০২৬ | ১৮৮৮১ | ৩৮০৭ | ১১৪২১ |
| | ক) রপ্তানি | ৪১২৪ | ৭১০৮ | ১৫১৮ | ৪৫৫৪ |
| | খ) আমদানি | ৪৯১৪ | ৭১০৯ | ১৬২৬ | ৪৮৭৮ |
| | গ) রেমিটেন্স | ৩৯৮৮ | ৪৬৬৪ | ৬৬৩ | ১৯৮৯ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ১৭ | ২০ | ২১ | ২১ |
| | ক) কর্মকর্তা | ১৩ | ১৬ | ১৭ | ১৭ |
| | খ) কর্মচারী | ৪ | ৪ | ৪ | ৪ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ৬ | ৬ | ৬ | ৬ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়)- বাংলাদেশে | ১ | ১ | ১ | ১ |

* অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটসহ।

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | বিতরণ | - | - | ২৪৭৩ | ২৪৭৩ | - | ২৪৭৩ |
| | আদায় | - | ১১ | ২৩৩৯ | ২৩৫০ | - | ২৩৫০ |
| ২০০০ | বিতরণ | - | - | ৫৪০১ | ৫৪০১ | ৩ | ৫৪০৪ |
| | আদায় | - | ২৩ | ৪৯৮৭ | ৫০১০ | ২ | ৫০১২ |
| মার্চ ৩১, ২০০১ | বিতরণ | - | - | ১১০৯ | ১১০৯ | - | ১১০৯ |
| | আদায় | - | ৬ | ১১৫২ | ১১৫৮ | ১ | ১১৫৯ |
| জুন ৩০, ২০০১ ** | বিতরণ | - | - | ২২১৮ | ২২১৮ | - | ২২১৮ |
| | আদায় | - | ১২ | ২৩০৪ | ২৩১৬ | ১ | ২৩১৭ |

*নোট ঃ অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটসহ।*
** * প্রাক্কলিত।*

ব্যাংকের মোট জনশক্তি দাঁড়ায় ২১ জনে, যার মধ্যে ১৭ জন কর্মকর্তা এবং ৪ জন কর্মচারী।

ব্যাংকটির মোট আমানত ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে দাঁড়ায় ৫৪৫ মিলিয়ন টাকায় (তলবী আমানত ৪৩৯ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানত ১০৬ মিলিয়ন টাকা)। ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ডিসেম্বর, ২০০০ শেষের ৯৯৫

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণি-৩

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৩৬ | - | ৩৬ |
| | পরিমাণ | ৭৮৪৩ | - | ৭৮৪৩ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৬ | - | ৬ |
| | পরিমাণ | ১৪৭৩ | - | ১৪৭৩ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৪০ | - | ৪০ |
| | পরিমাণ | ৮৪৫২ | - | ৮৪৫২ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৪ | - | ৪ |
| | পরিমাণ | ৬০৯ | - | ৬০৯ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৮ | - | ৮ |
| | পরিমাণ | ১২১৮ | - | ১২১৮ |

*নোট ঃ অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটসহ।*

মিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ৩১শে মার্চ, ২০০১ তারিখে ৯৪৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০০০ সালে ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ১৮৮৮১ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৭১০৮ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৭১০৯ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৪৬৬৪ মিলিয়ন টাকা)। ২০০১ সালের প্রথম তিন মাসে এ ব্যবসার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮০৭ মিলিয়ন টাকায় (রপ্তানি ১৫১৮ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৬২৬ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৬৬৩ মিলিয়ন টাকা)। ২০০০ সালে ব্যাংকটির মোট আয় ও মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৫৪ মিলিয়ন টাকা ও ৯৬ মিলিয়ন টাকা।

হানভিট ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০০ সালে ব্যাংকটি মোট ৫৪০৪ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ এবং ৫০১২ মিলিয়ন টাকার ঋণ আদায় করে। ২০০১ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকেটি ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১১০৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়ে ১১৫৯ মিলিয়ন টাকার ঋণ আদায় হয়।

ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

## ঋণ মঞ্জুরী

ব্যাংকিং শুরু থেকে মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত ৪০টি প্রকল্পের আওতায় ক্রমপুঞ্জিভূত মোট ৮৪৫২ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে যার পুরোটাই ছিল বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পের জন্য। ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ পর্যন্ত ব্যাংকটি ৩৬টি প্রকল্পের আওতায় ক্রমপুঞ্জিভূত ৮৭৪৩ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করেছিল। ব্যাংকটির শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

## ঋণের স্থিতি

ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষের ৯৯৫ মিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ২০০১ সালের মার্চ শেষে ৯৪৬ মিলিয়ন টাকায় (শিল্প ঋণ ৮৭৪ মিলিয়ন টাকাসহ) দাঁড়ায়।

ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হয়েছে।

### খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণি-৪
*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | - | - | - | - |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | - | - | - | - |
| ২। | শিল্প ঃ | ৫৬১ | ৯০৭ | ৮৭৪ | ৯৬১ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ৫৬১ | ৯০৭ | ৮৭৪ | ৯৬১ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | - | - | - | - |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল | - | - | - | - |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | - | ৭৩ | ৬৪ | ৬৪ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ২৬ | ১০ | ৩ | ৩ |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | | | | |
| | (ক) দারিদ্র বিমোচন | | | | |
| | (খ) অন্যান্য | | | | |
| ৭। | অন্যান্য | ১ | ৫ | ৫ | ৬ |
| | সর্বমোট | ৫৮৮ | ৯৯৫ | ৯৪৬ | ১০৩৪ |

*নোট : অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটসহ।*

# দি হংকং এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড

দি হংকং এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন (এইচএসবিসি) লিমিটেড ১৯৯৬ সালের ১৭ই ডিসেম্বরে ঢাকায় তাদের প্রথম শাখা খোলে। ইতোমধ্যে এ ব্যাংক বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম বিস্তৃত করে ঢাকায় দু'টি ক্যাশ বুথ ও একটি অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট স্থাপন করেছে। ২০০১ সালের মার্চ শেষে এ ব্যাংকের মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭৫ জনে।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | - | - | - | - |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ৪৩৪ | ৪৪২ | ৪৪২ | ৪৪২ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ৫০ | ৭৩ | ৭৩ | ৭৩ |
| ৪। | আমানত ঃ | ১৮১০ | ৩২৩৪ | ৩২৮২ | ৪৫৬৯ |
| | (ক) তলবী আমানত | ৪৮৭ | ১০৬৩ | ১০২৬ | ১৩২৪ |
| | (খ) মেয়াদী আমানত | ১৩২৩ | ২১৭১ | ২২৫৬ | ৩২৪৫ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ১১৮০ | ২০৫৫ | ১৯১৮ | ২৩০৫ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ১০০ | ২৫১ | ৬২৭ | ৭৩০ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ৪৪১৯ | ৩৮৮৮ | ৬৯৫৯ | ৫২৬৭ |
| ৮। | মোট আয় | ২০৭ | ৪১২ | ১০৯ | ২০৬ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ২৭৯ | ৩৬৩ | ৬০ | ১৬০ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ৭৯৩৯ | ২৮১১৪ | ৬৫৬০ | ১২৭১৬ |
| | ক) রপ্তানি | ১৮৪১ | ৮০৮০ | ২৬৭০ | ৫০০০ |
| | খ) আমদানি | ২১৬০ | ৮১৯৬ | ১৬৭৩ | ৩০০০ |
| | গ) রেমিটেন্স | ৩৯৩৮ | ১১৮৩৮ | ২২১৭ | ৪৭১৬ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ১৩২ | ১৭২ | ১৭৫ | ১৯০ |
| | ক) কর্মকর্তা | ২৩ | ২৮ | ২৯ | ৩০ |
| | খ) কর্মচারী | ১০৯ | ১৪৪ | ১৪৬ | ১৬০ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | | | | |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ | ২ | ২ | ২ | ২ |
| | (ক) বাংলাদেশ | ২ | ২ | ২ | ২ |

*নোটঃ অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট অন্তর্ভুক্ত নয়।*

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | বিতরণ | - | ৪৩২ | ৪০৩ | ৮৩৫ | ৭০৯ | ১৫৪৪ |
| | আদায় | - | ৪০৬ | ৩৫০ | ৭৫৬ | ২৯১ | ১০৪৭ |
| ২০০০ | বিতরণ | - | ৯৮০ | - | ৯৮০ | ১০১৯ | ১৯৯৯ |
| | আদায় | - | ৩১৭ | - | ৩১৭ | ৮০৭ | ১১২৪ |
| মার্চ ৩১, ২০০১* | বিতরণ | - | ১৯৫ | - | ১৯৫ | ২০৩ | ৩৯৮ |
| | আদায় | - | ২৬৫ | - | ২৬৫ | ২৬৫ | ৫৩০ |
| জুন ৩০, ২০০১ ** | বিতরণ | - | ৪২৯ | - | ৪২৯ | ৪৪৭ | ৮৭৬ |
| | আদায় | - | ৫১১ | - | ৫১১ | ৫২৫ | ১০৩৬ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

দি হংকং এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড বহুবিধ আর্থিক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে যার মধ্যে পার্সোনাল, কমার্শিয়াল এবং কর্পোরেট ব্যাংক, ট্রেড সার্ভিস, ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট, ট্রেজারী, কনজ্যুমার এবং বিজনেস ফাইন্যান্স, সিকিউরিটিজ এবং কাস্টডিয়াল সার্ভিস উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি ব্যাংকটি তাদের শাখাসমূহে অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম) সার্ভিস চালু করেছে।

এ ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ২০০০ সালে ছিল ৪৪২

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণি-৩

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৬১ | - | ৬১ |
| | পরিমাণ | ১৫৫০ | - | ১৫৫০ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ২৪ | - | ২৪ |
| | পরিমাণ | ১৪৮৫ | - | ১৪৮৫ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৬৩ | - | ৬৩ |
| | পরিমাণ | ২৪৯৫ | - | ২৪৯৫ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ২ | - | ২ |
| | পরিমাণ | ৯৪৫ | - | ৯৪৫ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১** পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৭৫ | - | ৭৫ |
| | পরিমাণ | ২৯৯৩ | - | ২৯৯৩ |

*** প্রাক্কলিত*

মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালে ব্যাংকের আমানত ৩২৩৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যার মধ্যে তলবী আমানত ১০৬৩ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানত ২১৭১ মিলিয়ন টাকা। এ সময়ে এইচএসবিসি-এর অগ্রিম ও বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২০৫৫ মিলিয়ন টাকা ও ২৫১ মিলিয়ন টাকায়। ২০০০ সালে ব্যাংকটি ২৮১১৪ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে যার মধ্যে রপ্তানি ৮০৮০ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৮১৯৬ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ১১৮৩৮ মিলিয়ন টাকা।

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য, ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ ও খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-১, ২, ৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

**খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি**

সারণি-৪

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | **কৃষি ও মৎস্য ঃ** | - | - | - | - |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | - | - | - | - |
| ২। | **শিল্প ঃ** | ৩৭১ | ১০৩৩ | ৯১৭ | ১১০৫ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ৩৭১ | ১০৩৩ | ৯১৭ | ১১০৫ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | - | - | - | - |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | ৪৮১ | ৩৬৮ | ৩৪৮ | ৪১৭ |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ৩২ | ১০২ | ১০৪ | ১২৪ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৫৮ | ২১৫ | ৯৬ | ১১৫ |
| ৬। | **বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ** | - | - | - | - |
| | (ক) দারিদ্র্য বিমোচন | - | - | - | - |
| | (খ) অন্যান্য | - | - | - | - |
| ৭। | অন্যান্য | ২৩৮ | ৩৩৭ | ৪৫৩ | ৫৪৪ |
| | সর্বমোট | ১১৮০ | ২০৫৫ | ১৯১৮ | ২৩০৫ |

*নোট ঃ অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটসহ।*

# শামিল ব্যাংক অব বাহরাইন ই সি (ইসলামিক ব্যাংকার্স)

শামিল ব্যাংক অব বাহরাইন ই সি (ইসলামিক ব্যাংকার্স) (সাবেক ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক অব বাহরাইন ই সি) আগস্ট ১৯৯৭ থেকে বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। এটি ইসলামী শরীয়াহ্ অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৬৫ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে তলবী আমানত ১৮৭ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানত ৭৭৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৩৪ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের মার্চ শেষে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯৫৭ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটি

## অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

সারণি-১

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | - | - | - | - |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | - | - | - | - |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ১৫৭ | ১৬৪ | ১৬৪ | ১৬৪ |
| ৪। | আমানত ঃ<br>(ক) তলবী আমানত<br>(খ) মেয়াদী আমানত | ৭২৮<br>১৬৯<br>৫৫৯ | ৯৬৫<br>১৮৭<br>৭৭৮ | ৯৯৬<br>১৪০<br>৮৫৬ | ১০৩০<br>১৫০<br>৮৮০ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ৮০৬ | ৮৩৪ | ৯৫৭ | ৯৭০ |
| ৬। | বিনিয়োগ | - | - | - | - |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ১১০৯ | ১২৮২ | ১৩৪৫ | ১৩৬০ |
| ৮। | মোট আয় | ১৪৫ | ১৮৬ | ৫৮ | ১১০ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ১০৯ | ১৩৫ | ৪২ | ৮৪ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ<br>ক) রপ্তানি<br>খ) আমদানি<br>গ) রেমিটেন্স | ২৮৩০<br>১৪১৯<br>১৪১১<br>- | ৩০৭৪<br>১৪৩৮<br>১৬৩৬<br>- | ৬৭১<br>৪৬৮<br>২০৩<br>- | ১২০০<br>৮০০<br>৪০০<br>- |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ<br>ক) কর্মকর্তা<br>খ) কর্মচারী | ৪৩<br>২১<br>২২ | ৪৫<br>২২<br>২৩ | ৪৩<br>২০<br>২৩ | ৪৩<br>২০<br>২৩ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ৩ | ৩ | ৪ | ৪ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) ঃ<br>(ক) বাংলাদেশ<br>(খ) বিদেশে | ৫<br>১<br>৪ | ৫<br>১<br>৪ | ৫<br>১<br>৪ | ৫<br>১<br>৪ |

২০০০ সালে ৩০৭৪ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, যার মধ্যে রপ্তানি ১৪৩৮ মিলিয়ন টাকা এবং আমদানি ১৬৩৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের শেষে ব্যাংকের মোট জনশক্তি দাঁড়ায় ৪৫ জনে, যাদের মধ্যে ২২ জন কর্মকর্তা এবং ২৩ জন কর্মচারী।

শামিল ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

### খাতভিত্তিক বিনিয়োগ বিতরণ ও আদায়

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | কৃষি ঋণ | শিল্প বিনিয়োগ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মেয়াদী বিনিয়োগ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | বিতরণ | - | ৭২ | ২৫৩৭ | ২৬০৯ | - | ২৬০৯ |
| | আদায় | - | ৩৬ | ২০৪৭ | ২০৮৩ | - | ২০৮৩ |
| ২০০০ | বিতরণ | - | ১৩৬ | ২২৭৬ | ২৪১২ | - | ২৪১২ |
| | আদায় | - | ৭৩ | ১৫০৬ | ১৫৭৯ | - | ১৫৭৯ |
| মার্চ ৩১, ২০০১* | বিতরণ | - | - | ৭৮৩ | ৭৮৩ | - | ৭৮৩ |
| | আদায় | - | ১ | ৭৮৩ | ৭৮৪ | - | ৭৮৪ |
| জুন ৩০, ২০০১ ** | বিতরণ | - | - | ১২২৮ | ১২২৮ | - | ১২২৮ |
| | আদায় | - | ১ | ১৪৯৩ | ১৪৯৪ | - | ১৪৯৪ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৩

### শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৯৫ | ১২৩ | ২১৮ |
| | পরিমাণ | ১৯৭৭ | ২৬৪ | ২২৪১ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৩৬ | ৪৯ | ৮৫ |
| | পরিমাণ | ৯৮১ | ৯০ | ১০৭১ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ১২৩ | ১৭৪ | ২৯৭ |
| | পরিমাণ | ২৮১৫ | ৬৭৬ | ৩৪৯১ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ২৮ | ৫১ | ৭৯ |
| | পরিমাণ | ৮৩৮ | ৪১২ | ১২৫০ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১ পর্যন্ত ** | প্রকল্প সংখ্যা | ২৮ | ৫১ | ৭৯ |
| | পরিমাণ | ৮৩৮ | ৪১২ | ১২৫০ |

*** প্রাক্কলিত।*

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

শামিল ব্যাংক ২০০০ সালে ২৪১২ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১৫৭৯ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। ২০০১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তিন মাসে ব্যাংকটি ৭৮৩ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ ও ৭৮৪ মিলিয়ন টাকা আদায় করে।

ব্যাংকটির ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

## শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

শামিল ব্যাংক ২০০০ সালে মোট ৮৫টি প্রকল্পে ১০৭১ মিলিয়ন টাকার ঋণ মঞ্জুরী দিয়েছে, যার মধ্যে ৯৮১ মিলিয়ন টাকা বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে এবং ৯০ মিলিয়ন টাকা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে।

ব্যাংকটির শিল্প ঋণ মঞ্জুরী সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

শামিল ব্যাংক-এর খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

### খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণি-৪
*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | - | - | - | - |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | - | - | - | - |
| ২। | শিল্প ঃ | ৬৮৫ | ১৪৭ | ২৪৫ | ২৪২ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ৬৮৫ | ১৪৭ | ১৪৫ | ২৪২ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | - | - | - | - |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | - | - | - | - |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ১০ | ২৭ | ২৬ | ২৬ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | - | - | - | - |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | - | - | - | - |
| | (ক) দারিদ্র বিমোচন | - | - | - | - |
| | (খ) অন্যান্য | - | - | - | - |
| ৭। | অন্যান্য | ১১১ | ৬৬০ | ৬৮৬ | ৭০২ |
| | সর্বমোট | ৮০৬ | ৮৩৪ | ৯৫৭ | ৯৭০ |

# বিশেষায়িত ব্যাংক

## বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষি ঋণদানকারী বৃহত্তম জাতীয় প্রতিষ্ঠান। কৃষি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। এ ব্যাংকের বর্তমান অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে ২০০০ মিলিয়ন ও ১০০০ মিলিয়ন টাকা। ১১ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংকের সার্বিক পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। ৩১শে মার্চ, ২০০১ তারিখে এ ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ছিল ৮৭২টি এবং কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৯০০ ও ৬৫২০ জন।

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পুনর্বাসন, কৃষি খাতে বর্ধিত ঋণ চাহিদা, কৃষিখাতের উন্নতি, ব্যাংকের সার্বিক অবস্থা ইত্যাদির

ব্যাংকে অর্থায়িত ঘরে ফেরা কর্মসূচীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঋণ বিতরণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রতি লক্ষ্য রেখে কৃষি ব্যাংকের ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায় ও আমানত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আলোচ্য অর্থ বছরে ব্যাংকের ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫৩৯০ মিলিয়ন টাকা এবং ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৪০০০ মিলিয়ন টাকা। এ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩১শে মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ ও আদায় হয়েছে যথাক্রমে ১৩৫৮৯ মিলিয়ন টাকা (৮৮%) ও ১২৩৬৫ মিলিয়ন টাকা (৮৮%)।

ব্যাংকের আমানত সংগ্রহের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে ধরা হয়েছে ৪৫০০ মিলিয়ন টাকা যার বিপরীতে ৩১শে মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত অর্জিত হয়েছে ৩৩৩৯ মিলিয়ন টাকা (৭৪%)। ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ জুন, ২০০০ শেষে ৩১৪৩৮ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ২০০১ শেষে ৩৪৭৭৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। জুন, ২০০১ শেষে আমানতের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬৫০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কৃষি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত অগ্রিমের পরিমাণ জুন, ২০০০-এর ৪৯০২২ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ২০০১ শেষে ৫১৫০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। জুন ২০০১-এ অগ্রিমের পরিমাণ আরো কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৪০০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতো বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমেও বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালিত হয়ে আসছে। তবে এ কাজে তাদের রয়েছে মাত্র ১১টি অনুমোদিত বৈদেশিক

### অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

সারণি-১

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৮-'৯৯ | ১৯৯৯-২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ২০০০ | ২০০০ | ২০০০ | ২০০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ৮২১ | ৮২১ | ৮২১ | ৮২১ |
| ৪। | আমানত ঃ | ২৩৯৩০ | ৩১৪৩৮ | ৩৪৭৭৭ | ৩৫৯৩৮ |
| | (ক) তলবী আমানত | ২১৫০ | ২৪২৪ | ২৭৮০ | ২৯০০ |
| | (খ) মেয়াদী আমানত | ২১৭৮০ | ২৯০১৪ | ৩১৯৯৭ | ৩৩০৩৮ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ৪৩১৫৬ | ৪৯০২২ | ৫১৫০০ | ৫৪০০০ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ১৪৫৩ | ১৪৫৩ | ১৪৫৩ | ২৫০৩ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ৫৭২৪৫ | ৬৯৮২০ | ৭২৫০০ | ৭৫০০০ |
| ৮। | মোট আয় | ৩০৩৩ | ২৯১০ | ৩৭০০ | ৫৩০০ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৫৩১০ | ৫৫৫০ | ৪১০০ | ৫৯০০ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ৫০৩৮ | ৪৫৮৩ | ৪৯৭৯ | ৫০৪০ |
| | ক) রপ্তানি | ১৬৫৬ | ২৬৪০ | ২১৩০ | ২০০০ |
| | খ) আমদানি | ২৪৮৮ | ১৭৯৪ | ২৫৬৮ | ২৭০০ |
| | গ) রেমিটেন্স | ৮৯৪ | ১৪৯ | ২৮১ | ৩৪০ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ১১৩৪৩ | ১১২৫৫ | ১১৪২০ | ১১৬০০ |
| | ক) কর্মকর্তা | ৪৭৭৫ | ৪৭১৯ | ৪৯০০ | ৫০০০ |
| | খ) কর্মচারী | ৬৫৬৮ | ৬৫৩৬ | ৬৫২০ | ৬৬০০ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ৯৮ | ১৭০ | ১৭০ | ১৭০ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) | ৮৩৭ | ৮৫৪ | ৮৭২ | ৯২৫ |

বিনিময় শাখা এবং ১৭০টি বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ সময় পর্যন্ত ব্যাংকটির বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার মধ্যে আমদানি, রপ্তানি এবং রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৫৬৮ মিলিয়ন, ২১৩০ মিলিয়ন এবং ২৮১ মিলিয়ন টাকা। এ সময়ে ৫৮১ জন হজ্জ যাত্রীকে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হয়েছে।

ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণী-১-এ দেয়া হলো।

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ১৫৩৯০ মিলিয়ন টাকায় নির্ধারণ করেছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে কৃষি উৎপাদনের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে শস্য উৎপাদনের জন্য ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ১০৩৬০ মিলিয়ন টাকা, যা মোট  ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার ৬৭%। ফসল মৌসুমে যথা সময়ে দ্রুততা ও স্বচ্ছতার সাথে কৃষকদের হাতে ঋণ পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে আলোচ্য অর্থ বছরে "কৃষকদের দোর গোড়ায় কৃষি ব্যাংক" কর্মসূচীর আওতায় ব্যাংকবিহীন দূরবর্তী ইউনিয়নসমূহে বুথ খুলে ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ কর্মসূচীর আওতায় এ যাবত ১৪৪৩ টি বুথ খোলা হয়েছে। তাছাড়া ১৯৯৮-এর বন্যোত্তোর কালে ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া সহজীকরণের মাধ্যমে বর্গাচাষীদেরকেও ঋণ কর্মসূচীর আওতায় আনার যে প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে তা আলোচ্য বছরেও অব্যাহত আছে। চলতি অর্থ বছরের মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত প্রায় ১৩৫৮৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ৮৮ শতাংশ। এ ঋণ পূর্ববর্তী বছরগুলোর মতোই শস্য উৎপাদন (চাসহ), হালের বলদ, সেচ ও খামার যন্ত্রপাতি, মৎস্য চাষ, হাঁস মুরগী পালন, কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট শিল্প পণ্যের বাজারজাতকরণের নিমিত্ত ঋণ সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রমেও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ঢাকা শহরের ভাসমান বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গৃহীত "ঘরে ফেরা" ঋণ কর্মসূচী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ কর্মসূচীর আওতায় ৩১শে মার্চ ২০০১ পর্যন্ত ২৩৭২টি পরিবারকে তথা প্রায় ১৪২২০ বস্তিবাসী ছিন্নমূল মানুষকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের নিজ নিজ গ্রামে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

ব্যাংকের ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে ১৪০০০ মিলিয়ন টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩১ শে মার্চ  পর্যন্ত ১২৩৬৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে, যা বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ৮৮%।

ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণী-২-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

### খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | বিতরণ | ১১০৬৯ | ২০২ | ১০৬৩ | ১২৬৫ | ৩৫৬৮ | ১৫৯০২ |
| | আদায় | ৬৪১৫ | ৪৫০ | ১০৭৩ | ১৫২৩ | ৩২৪৬ | ১১১৮৪ |
| ২০০০ | বিতরণ | ৮৯৯১ | ৩৫৪ | ১২০৫ | ১৫৫৯ | ৪৮৪৩ | ১৫৩৯৩ |
| | আদায় | ৮৪০৫ | ৪৬০ | ১৩৩০ | ১৭৯০ | ৫০০১ | ১৫১৯৬ |
| মার্চ ৩১, ২০০১* | বিতরণ | ১০০৪০ | ৩০২ | ৬৯৫ | ৯৯৭ | ২৫৫২ | ১৩৫৮৯ |
| | আদায় | ৯১৫৫ | ২৬৬ | ১৪০৪ | ১৬৭০ | ১৫৪০ | ১২৩৬৫ |
| জুন ৩০, ২০০১ ** | বিতরণ | ১০৭৬৬ | ৪৭২ | ১২২০ | ১৬৯২ | ২৯৩২ | ১৫৩৯০ |
| | আদায় | ৯৭৮১ | ৫৫০ | ১৪৪০ | ১৯৯০ | ২২২৯ | ১৪০০০ |

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

কৃষি ব্যাংক ২০০০ সালে (১লা জানুয়ারী-৩১ ডিসেম্বর) মোট ৯৯৯টি প্রকল্প অনুমোদন করে, যার বিপরীতে ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৪০৬ মিলিয়ন টাকা। ৩১ শে মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত মোট ২৩২৩৮৪টি প্রকল্পের বিপরীতে মঞ্জুরীকৃত ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণের পরিমাণ ১৪৪৯৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। এ ঋণের ৯৬ শতাংশ পেয়েছে বৃহৎ ও মাঝারী আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠান।

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ পরিস্থিতি সারণী-৩-এ দেয়া হলো।

## খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ১৯৯৯-২০০০ সালের শেষে ৪৯০২২ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের মার্চ শেষে ৫১৫০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ৩১শে মার্চ, ২০০১-এর তথ্য থেকে দেখা যায়, ঋণের স্থিতি কৃষি ও মৎস্য খাতে ৩১১৮৪ মিলিয়ন ( মোট ঋণ স্থিতির ৬৩%), শিল্প খাতে ৭৭৪৭ মিলিয়ন (১৬%) এবং বিশেষ ঋণ কর্মসূচীতে ২৯০৩ মিলিয়ন টাকায় (৬%) দাঁড়িয়েছে।

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সরণী-৪-এ দেয়া হলো।

### শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

*সারণি-৩*

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ১৯৪৯১১ | ৩৭৪০২ | ২৩২৩১৩ |
| | পরিমাণ | ১৩৭২৫ | ৫০২ | ১৪২২৭ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ২৭৮ | ৭২১ | ৯৯৯ |
| | পরিমাণ | ৩২০ | ৮৬ | ৪০৬ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ১৯৪৯২২ | ৩৭৪৬২ | ২৩২৩৮৪ |
| | পরিমাণ | ১৩৯৭৭ | ৫২০ | ১৪৪৯৭ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত* | প্রকল্প সংখ্যা | ১১ | ৬০ | ৭১ |
| | পরিমাণ | ১৫২ | ১৮ | ২৭০ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১ পর্যন্ত ** | প্রকল্প সংখ্যা | ২৪ | ১৩০ | ১৫৪ |
| | পরিমাণ | ৫৪৯ | ৩৮ | ৫৮৭ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

## খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণি-৪

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৮-'৯৯ | ১৯৯৯-২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | ২৫৭৮৫ | ২৮৯৩০ | ৩১১৮৪ | ৩৩৫১৮ |
| | ক) শস্য | ১৫১৫৯ | ১৭৯৪৭ | ১৯৫০২ | ২০৮৪৮ |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | ১০৬২৬ | ১০৯৮৩ | ১১৬৮২ | ১২৬৭০ |
| ২। | শিল্প ঃ | ৭৪৮৩ | ৭৮৫১ | ৭৭৪৭ | ৮২২৮ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ৬৮৯৬ | ৭২১৭ | ৭১৪৬ | ৭৫৪৭ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | ৫৮৭ | ৬৩৪ | ৬০১ | ৬৮১ |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | ১২৬২ | ৯৫৪ | ১১৮০ | ১২২০ |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ১৬১৭ | ২৮৯৬ | ২৫৬২ | ২৯০২ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৬১৩ | ৭৩১ | ৬১০ | ৬৫০ |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | ২৬৩৩ | ২৮৬০ | ২৯০৩ | ২৯৮০ |
| | (ক) দারিদ্র বিমোচন | ২১৮৮ | ২৫৬২ | ২৬৭৩ | ২৭৩০ |
| | (খ) অন্যান্য | ৪৪৫ | ২৯৮ | ২৩০ | ২৫০ |
| ৭। | অন্যান্য | ৩৭৬৩ | ৪৮০০ | ৫৩১৪ | ৪৫০২ |
| | সর্বমোট | ৪৩১৫৬ | ৪৯০২২ | ৫১৫০০ | ৫৪০০০ |

# রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) রাজশাহী বিভাগে কৃষি ঋণ সরবরাহকারী বৃহত্তম আর্থিক প্রতিষ্ঠান। রাজশাহী বিভাগে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সকল কার্যালয়/শাখা অংগীভূত করে এবং সমস্ত দায় ও সম্পদ গ্রহণ করে ১৫ই মার্চ, ১৯৮৭ সালে এ ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করে। কৃষি ঋণ বিতরণ ছাড়াও এ ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকিং কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১৫০০ মিলিয়ন টাকা। মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯৮০ মিলিয়ন টাকায়। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় রাজশাহী মহানগরীতে অবস্থিত। ঢাকায় একটি শাখাসহ বর্তমানে ব্যাংকের শাখা সংখ্যা ৩৩১টি। ব্যাংকের সার্বিক নীতি নির্ধারণীর দায়িত্ব সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালক পর্ষদের উপর ন্যস্ত। মার্চ, ২০০১ শেষে রাকাবের

*জনপ্রিয় মৌসুমী ফল আম উৎপাদন এবং বিপণনে অর্থায়ন করে থাকে ব্যাংক*

মোট জনশক্তি ছিল ৩৭২১ জন, যার মধ্যে ১৬৭৮ জন কর্মকর্তা এবং ২০৪৩ জন কর্মচারী।

প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জুন, ১৯৯৯ পর্যন্ত রাকাব উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ফলে ঐ সময় পর্যন্ত ব্যাংকের পুঞ্জিভূত লোকসানের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০৭১ মিলিয়ন টাকা। সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে ব্যাংকের সীমিত নিজস্ব সম্পদের পুনর্বিন্যাস ও কতিপয় নতুন কৌশল অবলম্বনে ৫ বছর মেয়াদী একটি কার্যকর সংস্কার কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়। সংস্কার কর্মসূচীর প্রথম বছরে (১৯৯৯-২০০০) ব্যাংকের সার্বিক কর্মকাণ্ড পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে একাদিক্রমে ৭ বছর লোকসানগ্রস্ত থাকার পর ব্যাংক ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ২১.৪ মিলিয়ন টাকা মুনাফা অর্জন করে। আলোচ্য অর্থ বছরে (২০০০-২০০১) অর্থাৎ 'রাকাব সংস্কার কর্মসূচীর' দ্বিতীয় বছরে গত অর্থ বছরের ৫ বছর মেয়াদী ঋণ আদায় পরিকল্পনার অংশ হিসাবে গৃহীত বিশেষ ইনসেনটিভ স্কীম MIRACLE (Maximum Incentive for Recovery of A Classified Loan Entirely)-এর শর্তাবলী সময়োপযোগী করা হয়েছে।

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

## ঋণ বিতরণ

আলোচ্য অর্থ বছরের (২০০০-২০০১) ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪২০০ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসের তুলনায় চলতি অর্থ বছরের একই সময়কালে ৮৮ মিলিয়ন টাকা বেশী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ৩১শে মার্চ, ২০০১ তারিখে মোট বিতরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৬৭৯ মিলিয়ন টাকা, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ৬৪ ভাগ। চলতি অর্থ বছরের শেষ নাগাদ ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বাস্তবায়নাধীন রাকাব সংস্কার কর্মসূচীতে কৃষির সকল উপখাত ও সহযোগী খাতে ঋণ বিতরণের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক এবং কৃষি বহির্ভূত পেশায় নিয়োজিত জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাংকে ছয়টি স্ব-কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধনমূলক

### অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

সারণি-১
*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৮-'৯৯ | ১৯৯৯-২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ১৫০০ | ১৫০০ | ১৫০০ | ১৫০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ৯৮০ | ৯৮০ | ৯৮০ | ১২০০ |
| ৩। | সঞ্চিতি | ২০৮ | ২০৮ | ২০৮ | ২০৮ |
| ৪। | আমানত ঃ | ৩৬৭৬ | ৫০৫৪ | ৫৭৩৯ | ৬৫০০ |
| | ক) তলবী আমানত | ২৬৮ | ৪১৪ | ৪০২ | ৭০০ |
| | খ) মেয়াদী আমানত | ৩৪০৮ | ৪৬৪০ | ৫৩৩৭ | ৫৮০০ |
| ৫। | অগ্রিম | ১২২০৭ | ১২৫৭৫ | ১২৭২৪ | ১৩২৭৫ |
| ৬। | বিনিয়োগ | - | ২ | - | - |
| ৭। | মোট সম্পদ | ১৯২৬৭ | ১৯২০০ | ২০০০০ | ২০৫০০ |
| ৮। | মোট আয় | ৬৫৫ | ১১৯৯ | ৭৫০ | ১৭৫০ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ১২৭৩ | ১১৭৮ | ১০০০ | ১৭০০ |
| ১০। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ৩৭৭৩ | ৩৭৩৭ | ৩৭২১ | ৩৭১৩ |
| | ক) কর্মকর্তা | ১৭০৭ | ১৬৭৫ | ১৬৭৮ | ১৬৭২ |
| | খ) কর্মচারী | ২০৬৬ | ২০৬২ | ২০৪৩ | ২০৪১ |
| ১১। | শাখা (সংখ্যায়) | ৩০১ | ৩০১ | ৩৩১ | ৩৩১ |

ঋণ কর্মসূচী চালু রয়েছে। প্রচলিত জামানত নির্ভর ঋণ নীতির পরিবর্তে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের সাথে জড়িত কর্মচারীদের নিবিড় তত্ত্বাবধান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ঋণ কর্মসূচীগুলি পরিচালিত হয়ে থাকে।

## ঋণ আদায়

বিশেষ ইনসেনটিভ স্কীম Miracle (Maximum Incentive for Recovery of A Classified Loan Entirely)-এর আওতায় শ্রেণীকৃত ঋণের সমুদয় ঋণ আদায় করে ঋণ হিসাব বন্ধ করা হলে আদায়কারী কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সুদের ১০% ইনসেন্টিভ হিসাবে প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ কর্মসূচী চালুর পর শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ে আশাব্যঞ্জক সাফল্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা ৪৪১০ মিলিয়ন টাকার বিপরীতে মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত ২৬১২ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় সম্ভব হয়েছে। অর্জনের হার শতকরা ৫৯ ভাগ। অর্থ বছরের শেষ নাগাদ ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ -এ দেয়া হলো।

## আমানত সংগ্রহ

সংস্কার কর্মসূচীর আমানত সংগ্রহ পরিকল্পনায় কিছু নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ব্যাংকের আমানত সংগ্রহে গতি সঞ্চার হয়েছে। সংস্কার কর্মসূচীর প্রথম বছরে (১৯৯৯-২০০০) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় মোট আমানত ১৩৭৮ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বছরের আমানত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা ১১০০ মিলিয়ন টাকার ১২৫%। চলতি অর্থ বছরের (২০০০-২০০১) জন্য ব্যাংকের আমানত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১২১০ মিলিয়ন টাকা। মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত মোট আমানত ৬৮৫ মিলিয়ন টাকা সংগৃহীত হয়েছে, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ৫৭ ভাগ। মার্চ, ২০০১ শেষে মোট আমানত স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৫৭৩৯ মিলিয়ন টাকা।

## আমানত সংগ্রহ

সংস্কার কর্মসূচীর আমানত সংগ্রহ পরিকল্পনায় কিছু নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ব্যাংকের আমানত সংগ্রহে গতি সঞ্চার হয়েছে। সংস্কার কর্মসূচীর প্রথম বছরে (১৯৯৯-২০০০) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় মোট আমানত ১৩৭৮ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বছরের আমানত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা ১১০০ মিলিয়ন টাকার ১২৫%। চলতি অর্থ বছরের (২০০০-২০০১) জন্য ব্যাংকের আমানত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১২১০ মিলিয়ন টাকা। মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত মোট আমানত ৬৮৫ মিলিয়ন টাকা সংগৃহীত হয়েছে, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ৫৭ ভাগ। মার্চ, ২০০১ শেষে মোট আমানত স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৫৭৩৯ মিলিয়ন টাকা।

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩ এবং সারণি-৪-এ দেখানো হলো।

**খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়** সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৮-৯৯ | বিতরণ | ২৫২০ | ৪ | ৪০ | ৪৪ | ৬০২ | ৩১৬৬ |
| | আদায় | ১৯৩২ | ১৬ | ৫৬ | ৭২ | ৫৫২ | ২৫৫৬ |
| ১৯৯৯-২০০০ | বিতরণ | ২৬৪০ | ১০ | ২৯০ | ৩০০ | ৭২১ | ৩৬৬১ |
| | আদায় | ২৯২৫ | ৫৯ | ২২৯ | ২৮৮ | ৬৬৮ | ৩৮৮১ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* | বিতরণ | ১৯১৯ | ৬০ | ২৫০ | ৩১০ | ৪৫০ | ২৬৭৯ |
| | আদায় | ১৮৩২ | ২০ | ৩০০ | ৩২০ | ৪৬০ | ২৬১২ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | বিতরণ | ২৮৫০ | ১০০ | ৩৫০ | ৪৫০ | ৯০০ | ৪২০০ |
| | আদায় | ৩৪০০ | ৬০ | ২৫০ | ৩১০ | ৭০০ | ৪৪১০ |

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

| শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ | | | সারণি-৩ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|
| ঋণ মঞ্জুরী | শিল্পের আকার | | |
| | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | - | ৪০৬৮২ | ৪০৬৮২ |
| পরিমাণ | - | ১৩২৯ | ১৩২৯ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | - | ১১৭ | ১১৭ |
| পরিমাণ | - | ২১০ | ২১০ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১* তারিখে | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | - | ৪০৭১৫ | ৪০৭১৫ |
| পরিমাণ | - | ১৩৮৪ | ১৩৮৪ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১* পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | - | ৩৩ | ৩৩ |
| পরিমাণ | - | ৫৫ | ৫৫ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১** পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | - | ৮০ | ৮০ |
| পরিমাণ | - | ১০০ | ১০০ |

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

| খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি | | | | | সারণি-৪ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৮-৯৯ | ১৯৯৯-২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
| ১। | কৃষি ও মৎস্যঃ | ৮৮৮৬ | ৯১৪৮ | ৯১৯৪ | ৯৫০০ |
| | ক) শস্য | ৪৮৩৮ | ৫৩২২ | ৫৮০০ | ৬০০০ |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | ৪০৪৮ | ৮৩২৬ | ৩৩৯৪ | ৩৫০০ |
| ২। | শিল্পঃ | ১৫৮৭ | ১৬২৯ | ১৬৫০ | ১৭৫০ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | - | - | - | - |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | ১৫৮৭ | ১৬২৯ | ১৬৫০ | ১৭৫০ |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা ও হোটেল/রেস্তোরা | ৪১৬ | ৫১০ | ৫০০ | ৫৫০ |
| ৪। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৪২ | ৪২ | ৫০ | ৫৫ |
| ৫। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ | ২৯৭ | ৪০০ | ৪৩০ | ৪৭০ |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | ২৬৭ | ৩৫৭ | ৩৬০ | ৪০০ |
| | খ) অন্যান্য | ৩০ | ৪৩ | ৭০ | ৭০ |
| ৬। | অন্যান্য | ৯৭৯ | ৮৪৬ | ৯০০ | ৯৫০ |
| | সর্বমোট | ১২২০৭ | ১২৫৭৫ | ১২৭২৪ | ১৩২৭৫ |

# বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক

অক্টোবর, ১৯৭২-এ প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ১৯৬১ সাল থেকে Industrial development Bank of Pakistan (IDBP) এর উত্তরসুরী। প্রতিষ্ঠালগ্নে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংকের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন ছিল ৫০ মিলিয়ন টাকা। বর্তমানে ব্যাংকের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২০০০ মিলিয়ন টাকা এবং ১৩২০ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক আদেশ অনুযায়ী ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের অন্যূন ৫১ শতাংশ সরকার কর্তৃক পরিশোধিত এবং অবশিষ্ট ৪৯ শতাংশ বাংলাদেশী নাগরিক কিংবা দেশী বা বিদেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধযোগ্য। বর্তমানে প্রধান কার্যালয় ও তিনটি আঞ্চলিক কার্যালয় ছাড়াও এ ব্যাংকের ১৫টি শাখা কার্যালয় আছে। এ

*ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি পলিমার শিল্প কারখানা*

ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা জুন, ২০০০ শেষের ৮৮০ হতে হ্রাস পেয়ে মার্চ, ২০০১ শেষে ৮৫৮-এ দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ নয় জন পরিচালক সমন্বয়ে গঠিত। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক সরকার সূচিত এবং গৃহীত অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী ও শিল্প নীতির সাথে সংগতি রেখে দেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা, চালু শিল্পের সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণ কল্পে দেশীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ প্রদান এবং এ ব্যাংকের ঋণে স্থাপিত সমস্যাগ্রস্ত শিল্পের পুনর্বাসনে সহায়তা করে থাকে। ব্যাংক শিল্প স্থাপনে আগ্রহী উদ্যোক্তাদেরকে আর্থিক, কারিগরী ও পরামর্শমূলক সহায়তা প্রদান করে। ব্যাংক দেশীয় শিল্প কারখানায় বিদেশী কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদানসহ সীমিত দায় বিশিষ্ট কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়/অবলেখনের মাধ্যমে মূলধন যোগানে সহায়তা দেয়। ব্যাংকের কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়ন এবং এর কার্যাবলী বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে পূর্ণ বাণিজ্যিক ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করা হয়।

শিল্প ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ২০০০ সালের জুনের

**অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য**

সারণি-১

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৮-'৯৯ | ১৯৯৯-২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ২০০০ | ২০০০ | ২০০০ | ২০০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ১৩২০ | ১৩২০ | ১৩২০ | ১৩২০ |
| ৩। | সংরক্ষিত তহবিল | ৬৪৪ | ৬৪৪ | ৬৪৪ | ৬৪৪ |
| ৪। | আমানত ঃ | ৫৩৪ | ৫৬৮ | ৬২৯ | ৬৪০ |
| | ক) তলবী আমানত | ৭৯ | ১৫২ | ১৫৫ | ১৬০ |
| | খ) মেয়াদী আমানত | ৪৫৫ | ৪১৬ | ৪৭৪ | ৪৮০ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ১০১৬৮* | ২১৩২১ | ২০৮৫৩ | ২১৮৯৫ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ১১৮৬ | ১২৮৭ | ১২২১ | ১৩৪৩ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ১৩৯৩০ | ২৪০০২ | ২৪৬৮৩ | ২৫৯১৭ |
| ৮। | মোট আয় | ৫০২ | ৯১৬ | ৪৫৯ | ৯২০ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৭৩৪ | ৩৯৬৯** | ১৪৫ | ৫২০ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ২৫ | ১৩ | ৪৬৪ | ৫৪৭ |
| | ক) রপ্তানি | - | - | - | - |
| | খ) আমদানি | ২৩ | ৯ | ৪৩৭ | ৫২০ |
| | গ) রেমিটেন্স | ২ | ৪ | ২৭ | ২৭ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ৯১৬ | ৮৮০ | ৮৫৮ | ৮৫৬ |
| | ক) কর্মকর্তা | ৪৬৫ | ৪৪২ | ৪৭৩ | ৪৭২ |
| | খ) কর্মচারী | ৪৫১ | ৪৩৮ | ৩৮৫ | ৩৮৪ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ৩৩ | ৩৪ | ৩৪ | ৩৪ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ |

** কুঋণ সঞ্চিতি ও স্থগিত সুদ ১১৩৭৩ মিলিয়ন টাকা বাদে।*

*** ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে কুঋণ সঞ্চিতি ঘাটতি পূরণের জন্য ব্যয় খাতে অতিরিক্ত চার্জ করায় ব্যয়ের পরিমাণ ২৮৭১ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।*

## খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৮-৯৯ | বিতরণ | ১১৩ | ৩২ | ১৪৫ | - | ১৪৫ |
| | আদায় | ৭৬০ | ২১৬ | ৯৭৬ | ১৪ | ৯৯০ |
| ১৯৯৯-২০০০ | বিতরণ | ৩৬১ | ২২ | ৩৮৩ | - | ৩৮৩ |
| | আদায় | ১০৯৬ | ৯০ | ১১৮৬ | ৩৮ | ১২২৪ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* | বিতরণ | ৯২ | ৫ | ৯৭ | - | ৯৭ |
| | আদায় | ৭২২ | ২৪ | ৭৪৬ | ২৭ | ৭৭৩ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | বিতরণ | ১০০ | ১৭ | ১১৭ | - | ১১৭ |
| | আদায় | ১৫৪৪ | ৬১ | ১৬০৫ | ৪৫ | ১৬৫০ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

৫৬৮ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ১০.৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালের মার্চ মাসে ৬২৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। এ ব্যাংকের প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ১৯৯৯-২০০০ সালের ২১৩২১ মিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে মার্চ, ২০০১ শেষে ২০৮৫৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকের বিনিয়োগ ২০০০ সালের জুনের ১২৮৭ মিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে মার্চ, ২০০১ শেষে ১২২১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণি-৩

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩০শে জুন, ১৯৯৯ তারিখে | প্রকল্প সংখ্যা | ২৪৭ | ১৩২৬ | ১৫৭৩ |
| | পরিমাণ | ২২২৯৬ | ৫০৪৬ | ২৭৩৪২ |
| ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে | প্রকল্প সংখ্যা | ১ | ২ | ৩ |
| | পরিমাণ | ১ | ৫ | ৬ |
| ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩০শে জুন, ২০০০ তারিখে | প্রকল্প সংখ্যা | ২৪৯ | ১৩২৬ | ১৫৭৫ |
| | পরিমাণ | ২২৪৪১ | ৫০৬৪ | ২৭৫০৫ |
| ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে | প্রকল্প সংখ্যা | ২ | ৪* | ৬ |
| | পরিমাণ | ১৪৫ | ১৮ | ১৬৩ |
| ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে (মার্চ, ২০০১** পর্যন্ত) | প্রকল্প সংখ্যা | ১ | ২ | ৩ |
| | পরিমাণ | ৭০ | ৩ | ৭৩ |

** বিদ্যমান চারটি প্রকল্পে অতিরিক্ত ঋণ দেয়া হয়েছে। ** সাময়িক।*

বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

## খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

শিল্প ব্যাংকের মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৯৯৯-২০০০০ সালে ছিল ৩৮৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০০-২০০১ সালের জুলাই-মার্চ সময়কালে ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৭ মিলিয়ন টাকা। শিল্প ব্যাংকের প্রধান ঋণ হলো মেয়াদী ঋণ। মেয়াদী ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৯৯৮-১৯৯৯ অর্থবছরের ১১৩ মিলিয়ন টাকা থেকে ২৪৮ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ৩৬১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে প্রথম নয় মাসে শিল্প ব্যাংক ৭২২ মিলিয়ন টাকা মেয়াদী ঋণ আদায় করেছে এবং এ সময়ে মোট ঋণ আদায়ের পরিমাণ হল ৭৭৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯-২০০০ সালে মোট ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ১২২৪ মিলিয়ন টাকা।

শিল্প ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২-এ দেয়া হলো।

ব্যাংকটির শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

**খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি**

সারণি-৪
*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৮-'৯৯ | ১৯৯৯-২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১) | শিল্পঃ | ১৯৮৬৫ | ১৯২৪৩ | ১৮৫৪৮ | ১৮৩০০ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ১৩৫৮৮ | ১২৯৩০ | ১২৫৪৮ | ১২৫০০ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | ৬২৭৭ | ৬৩১৩ | ৬০০০ | ৫৮০০ |
| ২) | অন্যান্য | ১৬৭৬ | ২০৭৮ | ২৩০৫ | ৩৫৯৫ |
| | সর্বমোট | ২১৫৪১ | ২১৩২১ | ২০৮৫৩ | ২১৮৯৫ |

# বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা

বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২৮, ১৯৭২)-এর ক্ষমতা বলে শিল্প প্রকল্পসমূহে ঋণ সুবিধাসহ অন্যান্য সহায়তা প্রদান, বাংলাদেশে পুঁজি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা ও বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডের ভিতকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে ৩১শে অক্টোবর, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (বিএসআরএস) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে ১লা মার্চ, ১৯৮৫ তারিখ পর্যন্ত সংস্থা স্বীয় চার্টারে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে শিল্প প্রকল্প স্থাপনে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ, সেতু ঋণ, ডিবেঞ্চার ঋণ ইত্যাদি প্রদান করে এসেছে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার ও কয়েকটি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২রা মার্চ, ১৯৮৫ সালে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুসারে সংস্থার সার্বিক কর্মকাণ্ড মে, ১৯৯৫ পর্যন্ত এর পোর্টফলিওভুক্ত প্রকল্প সমূহের সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণের (বিএমআরই) জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান ও ঋণ আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৮৫ সালে সম্পাদিত উক্ত সমঝোতা স্মারকের আলোকে সংস্থার সার্বিক পরিচালনা ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার সাধিত হয়। উক্ত সংস্কার কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা আদেশ, ১৯৭২ সংশোধন করাসহ ঋণ আদায় প্রক্রিয়া আরো জোরদার করা হয়।

*সংস্থা কর্তৃক অর্থায়িত একটি সুতা প্রস্তুতকারী শিল্প*

দেশের আর্থিক খাতে বিরাজমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং শিল্পায়নে সংস্থার ইতিবাচক ভূমিকার কথা বিবেচনা করে সরকার ১৯৯৫ সালের জুন মাসে সংস্থাকে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি পূর্ণাঙ্গ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সে অনুসারে সংস্থাকে পুনর্গঠন করে। পুনর্গঠনের আওতায় সরকার সংস্থাকে নতুন শিল্প প্রকল্পে ঋণ প্রদানসহ বাণিজ্যিক ব্যাংকিং ও মার্চেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্যও অনুমতি প্রদান করে। এ প্রেক্ষিতে ৪ঠা মে, ১৯৯৭ তারিখে মতিঝিল শাখার মাধ্যমে সংস্থা বাণিজ্যিক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করেছে। এছাড়া পুঁজি বাজারকে সক্রিয় করার নিমিত্তে এবং স্টক এক্সচেঞ্জে সরাসরি সিকিউরিটিজ ক্রয়/বিক্রয়ে অংশগ্রহণ করার জন্য সংস্থা ৩০শে আগস্ট, ১৯৯৭ তারিখে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যপদ গ্রহণ করেছে এবং নিয়মিত শেয়ার ও সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয়ে অংশ নিচ্ছে। এছাড়া সংস্থা প্রথম বিএসআরএস মিউচ্যুয়াল ফান্ডও সাফল্যজনকভাবে ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে বাজারজাত করেছে এবং উক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ডের উপর নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদান করছে। আলোচ্য অর্থ বছরের ২৯শে অক্টোবর, ২০০০ তারিখে সংস্থা বাণিজ্যিক ব্যাংকিং কার্যক্রমকে আরো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাওরান বাজারস্থ নিজস্ব ভবনে দ্বিতীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকিং শাখার কার্যক্রম শুরু করেছে। সংস্থার বর্তমান অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন

### অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

সারণি-১

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৮-'৯৯* | ১৯৯৯-২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ২০০০ | ২০০০ | ২০০০ | ২০০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ৭০০ | ৭০০ | ৭০০ | ৭০০ |
| ৩। | সংরক্ষিত তহবিল | ৬৯১ | ৭৫৬ | ৭৮৫ | ৮০৩ |
| ৪। | আমানত ঃ | ১২৫ | ৮৯ | ১২৫ | ১৭৫ |
| | ক) তলবী | ৪১ | ৩৪ | ৩৯ | ৫৯ |
| | খ) মেয়াদী | ৮৪ | ৫৫ | ৮৬ | ১১৬ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ১৮২২০ | ১৭৮৫৪ | ১৭৮২০ | ১৭৯৩৬ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ২৫২ | ২৮০ | ৩১০ | ৩৩৩ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ১৯২১২ | ১৮৮৩৫ | ১৮৯৭১ | ১৮৯৮৬ |
| ৮। | মোট আয় | ১৯২ | ১৯০ | ১৭২ | ২৩০ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ১৫৩ | ১২৩ | ১০৭ | ১৪৩ |
| ১০। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ২৪১ | ১২ | ১ | ৫০ |
| | ক) রপ্তানি | - | - | - | - |
| | খ) আমদানি | ২৪১ | ১২ | ১ | ৫০ |
| | গ) রেমিটেন্স | - | - | - | - |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ২২১ | ২০৮ | ২১৭ | ২১৯ |
| | ক) কর্মকর্তা | ১০৪ | ১০০ | ১০০ | ১০২ |
| | খ) কর্মচারী | ১১৭ | ১০৮ | ১১৭ | ১১৭ |
| ১২। | বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ৩ | ৫ | ৫ | ৫ |
| ১৩। | শাখা (সংখ্যায়) | ৫ | ৫ | ৬ | ৬ |

** বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার অনুযায়ী ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের হিসাব পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।*

## খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৮-৯৯ | বিতরণ | ২৪৫ | - | ২৪৫ | ৩৩ | ২৭৮ |
| | আদায় | ২৪৩ | - | ২৪৩ | ১৯ | ২৬২ |
| ১৯৯৯-২০০০ | বিতরণ | ১২২ | - | ১২২ | ২৯ | ১৫১ |
| | আদায় | ২৫৯ | - | ২৫৯ | ১৯ | ২৭৮ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* পর্যন্ত | বিতরণ | ৩২ | - | ৩২ | ৬ | ৩৮ |
| | আদায় | ১৮৫ | - | ১৮৫ | ১৫ | ২০০ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | বিতরণ | ৭৪ | - | ৭৪ | ৬ | ৮০ |
| | আদায় | ৩৪৫ | - | ৩৪৫ | ৩২ | ৩৭৭ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

যথাক্রমে ২০০০ মিলিয়ন টাকা এবং ৭০০ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২১৭ জনে।

১৯৯৫ সালে পুনরায় নতুন শিল্প প্রকল্পে অর্থায়নে অনুমতি পাওয়ার পর থেকে সংস্থা (কনসোর্টিয়াম ব্যবস্থার আওতায় ৬টি প্রকল্পসহ) মোট ১৯টি নতুন শিল্প প্রকল্পে ৭৯৪ মিলিয়ন টাকা (৫০ মিলিয়ন টাকা আইডিসিপিসহ) ঋণ মঞ্জুর করেছে যার মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা ঋণের পরিমাণ ৬৬৫ মিলিয়ন টাকা।

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণি-৩

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে | প্রকল্প সংখ্যা | ৩২৫ | ১ | ৩২৬ |
| | পরিমাণ | ৫১৫২ | ৯ | ৫১৬১ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | - | - | - |
| | পরিমাণ | - | - | - |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১* তারিখে | প্রকল্প সংখ্যা | ৩২৫ | ১ | ৩২৬ |
| | পরিমাণ | ৫১৫২ | ৯ | ৫১৬১ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১* পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | - | - | - |
| | পরিমাণ | - | - | - |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১** পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৩ | - | ৩ |
| | পরিমাণ | ৪১ | - | ৪১ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

আলোচ্য সময়ে সেতু ঋণ খাতে সংস্থা চারটি প্রকল্পে ৫১ মিলিয়ন টাকা সেতু ঋণ মঞ্জুর করেছে। এছাড়া আলোচ্য সময়ে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জকে এর কার্যক্রম অটোমেশন করার নিমিত্তে সরকারের নিকট থেকে ৮৪ মিলিয়ন টাকা গ্রহণ পূর্বক ঋণ হিসাবে প্রদান করা হয়েছে।

সংস্থা এর জন্মলগ্নে পূর্বসূরী পিকিক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত ১০৯টি প্রকল্প প্রাপ্ত হয়, যার বিপরীতে ৩৮৬ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৭২ সাল হতে ৩১শে মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত সময়কালে সংস্থা মোট ৩২৬টি প্রকল্পে ৫১৬১ মিলিয়ন টাকা ঋণ অনুমোদন করেছে এবং ৪৯১১ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করেছে। এ সময়কালে অর্থায়িত প্রকল্প থেকে প্রায় ৭৭৮০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বাবদ আদায় করেছে। এতদ্ব্যতীত ১৯৭২ সাল হতে এ পর্যন্ত সংস্থা মোট ১৭৯৯ মিলিয়ন টাকা মুনাফা অর্জন করেছে, কর বাবদ ১৬২৭ মিলিয়ন টাকা প্রদান করেছে এবং সরকারী কোষাগারে ১৫৫ মিলিয়ন টাকা প্রদান করেছে। সংস্থার বড় সাফল্য এ পর্যন্ত কখনও লোকসান-এর সম্মুখীন হয়নি। এ ছাড়াও জন্মলগ্ন হতে এ পর্যন্ত সরকারের নিকট থেকে অথবা সরকারের মাধ্যমে গৃহীত ঋণের বিপরীতে সংস্থা সরকারকে নির্ধারিত সুদসহ ৫৩২৪ মিলিয়ন টাকা এবং দাতা সংস্থাসমূহকে নির্ধারিত সুদসহ ৩৫০ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করেছে।

সংস্থা ১৯৯৯-২০০০ এবং ২০০০-২০০১ (৩১শে মার্চ পর্যন্ত) অর্থ বছরে যথাক্রমে ১২২ মিলিয়ন ও ৩২ মিলিয়ন টাকা মেয়াদী ঋণ বিতরণ করেছে। ৩১শে মার্চ, ২০০১ তারিখের হিসাবের সংস্থার মোট আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ ১৫৭২২ মিলিয়ন টাকা এবং জুন, ২০০১ নাগাদ আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ দাঁড়াবে আনুমানিক ১৫৮৮১ মিলিয়ন টাকা।

সংস্থার অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

## খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

বিএসআরএস এর ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৫১ মিলিয়ন টাকা ও ২৭৮ মিলিয়ন টাকা, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৮৭ মিলিয়ন টাকা ও ২৬২ মিলিয়ন টাকা। ৩১শে মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত এ সংস্থার ঋণ বিতরণ ও আদায় দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩৮ মিলিয়ন ও ২০০ মিলিয়ন টাকায়।
বিএসআরএস-এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

বিএসআরএস-এর শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা-এর খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

**খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি**

সারণি-৪
*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৮-'৯৯ | ১৯৯৯-২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | - | - | - | - |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | - | - | - | - |
| ২। | শিল্প ঃ | ১৫৯৭৯ | ১৫৫৪১ | ১৫৪৭১ | ১৫৫২২ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ১৫৯৭৯ | ১৫৫৪১ | ১৫৪৭১ | ১৫৫২২ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | - | - | - | - |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | ৭২৬ | ৭২১ | ৭২১ | ৭২১ |
| ৪। | বীমা রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | - | - | - | - |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১২৫২ | ১২৩৩ | ১২৩২ | ১২৩২ |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | - | - | - | - |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | | | | |
| | খ) অন্যান্য | | | | |
| ৭। | অন্যান্য | ২৬৩ | ৩৫৯ | ৩৯৬ | ৪৬১ |
| | সর্বমোট | ১৮২২০ | ১৭৮৫৪ | ১৭৮২০ | ১৭৯৩৬ |

# আর্থিক প্রতিষ্ঠান

## আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক

আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক আইন ১৯৯৫-এর অধীনে স্থাপিত এ ব্যাংক সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। ১৯৯৬ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকাস্থ লোকাল অফিস খোলার মাধ্যমে এ ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হয়। ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০০০ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের মার্চ পর্যন্ত এর পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১৩১ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধনের ২৫ শতাংশ শেয়ার সরকারের এবং অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ শেয়ার আনসার ও ভিডিপি সদস্য/সদস্যা, আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৬টি। পর্যায়ক্রমে দেশের

*বাঁশ ও বেতের কাজে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে ব্যাংক*

## অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

সারণি-১
*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৮-'৯৯ | ১৯৯৯-২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ১২৭ | ১২৯ | ১৩১ | ১৩৩ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | - | - | - | - |
| ৪। | আমানত ঃ | ১০ | ১৯ | ৩২ | ৩৮ |
| | (ক) তলবী আমানত | - | - | - | - |
| | (খ) মেয়াদী আমানত | ১০ | ১৯ | ৩২ | ৩৮ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ১১২ | ১৫১ | ২০৪ | ৪০৭ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ১২ | ৪ | ১৩ | ১৫ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ১৭৭ | ১৯০ | ২৬০ | ৩০০ |
| ৮। | মোট আয় | ২৭ | ৩৭ | ২৬ | ৫৬ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৩১ | ৪৬ | ২৮ | ৫৪ |
| ১০। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ৩০০ | ৩৯৬ | ৪৫০ | ৫৪১ |
| | ক) কর্মকর্তা | ২৪০ | ৩১৬ | ৩৫০ | ৪০৮ |
| | খ) কর্মচারী | ৬০ | ৮০ | ১০০ | ১৩৩ |
| ১১। | শাখা (সংখ্যায়) | ৬২ | ৭২ | ৭৬ | ১০০ |

প্রতিটি উপজেলা সদরে এ ব্যাংকের একটি করে শাখা খোলা হবে এবং ২০০১ সালের জুন মাসের মধ্যে অত্র ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ১০০টিতে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। ১৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ ও ৫ সদস্য বিশিষ্ট পর্ষদের নির্বাহী কমিটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে পল্লী ঋণ কার্যক্রমে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পেশাভিত্তিক ব্যাংক কর্মকর্তাদের নিয়ে এ ব্যাংক পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ৪৫০ জন, তন্মধ্যে কর্মকর্তা ৩৫০ জন।

৪৫ লক্ষ ৫২ হাজার আনসার ও ভিডিপি সদস্য/সদস্যাদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এ ব্যাংক বহুমুখী ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী চালু করেছে যা সরকারের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বর্তমানে অত্র ব্যাংকের বহুমুখী ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী (মাইক্রো ক্রেডিট)-এর আওতায় গরু-ছাগল মোটাতাজাকরণ, গাভী পালন, হাঁস-মুরগীর খামার, মৎস্য চাষ ও চিংড়ী চাষ, কুটির শিল্প স্থাপন, হাল্কা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, মুদি-মনোহারী মালের ব্যবসা, সেলাই মেশিন ক্রয়, কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ ইত্যাদিসহ গ্রামীণ অর্থনীতি নির্ভর আয়বর্ধক ৬০টি খাতে ৫ জনকে নিয়ে গঠিত গ্রুপের মাধ্যমে মাথাপিছু সর্বোচ্চ ১৫০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। ইকুইটি এবং সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে ব্যক্তিগত এবং গ্রুপ গ্যারান্টির বিপরীতে ব্যাংক এ ঋণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সাথে সাথে ঋণ গ্রহীতা প্রত্যেক সদস্য/সদস্যাদের মধ্যে সঞ্চয় মনোভাব গড়ে তোলার জন্য সাপ্তাহিক সেন্টার সভায় নিয়মিতভাবে প্রত্যেক সদস্য/সদস্যাদের নিকট হতে বাধ্যতামূলক ১০ (দশ) টাকা হারে সঞ্চয় জমা করা হচ্ছে যার উপর বার্ষিক ৭% সুদ প্রদান করা হয়।

শুরু থেকে ফেব্রুয়ারী, ২০০১ পর্যন্ত সময়কালে স্থাপিত শাখাগুলোর মাধ্যমে ১৩০৩18 সংখ্যক সদস্য/সদস্যাদের মধ্যে ৮১০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যার বিপরীতে সাপ্তাহিক কিস্তিতে আদায় হয়েছে ৬৭৪ মিলিয়ন টাকা। ঋণ কার্যক্রমে ঋণ আদায় অত্যন্ত সন্তোষজনক এবং ঋণ আদায়ের হার প্রায় ৯৯%। গ্রুপ সঞ্চয় হিসাবে ৩০.৪

সারণি-২

## খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

| বিবরণ | | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৮-'৯৯ | বিতরণ | - | - | - | - | ১৯১ | ১৯১ |
| | আদায় | - | - | - | - | ১৪৬ | ১৪৬ |
| ১৯৯৯-২০০০ | বিতরণ | - | - | - | - | ২৬১ | ২৬১ |
| | আদায় | - | - | - | - | ২৪৪ | ২৪৪ |
| মার্চ ৩১, ২০০১* | বিতরণ | - | - | - | - | ২৭৬ | ২৭৬ |
| | আদায় | - | - | - | - | ২৪৯ | ২৪৯ |
| জুন ৩০, ২০০১** | বিতরণ | - | - | - | - | ৬৪০ | ৬৪০ |
| | আদায় | - | - | - | - | ৫৮৯ | ৫৮৯ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

মিলিয়ন টাকা জমা হয়েছে। ইতোমধ্যে সদস্য/সদস্যাগণ ঋণের সুফল পেতে শুরু করেছে। বিত্তহীন এবং নিম্নমধ্যবিত্ত আনসার ও ভিডিপি সদস্য/সদস্যাদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও স্বনির্ভর করে তাঁদেরকে অর্থনীতি

*ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত একটি আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প (কাপড় সেলাই)*

ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসতে এ ব্যাংক বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেখানো হলো।

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেখানো হলো।

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩-এ দেখানো হলো

**খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি**

সারণি-৩
*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৮-'৯৯ | ১৯৯৯-২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | - | - | - | - |
| ২। | শিল্প ঃ | - | - | - | - |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল | - | - | - | - |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | - | - | - | - |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | - | - | - | - |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | ১১২ | ১৫১ | ২০৪ | ৪০৭ |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | ১১২ | ১৫১ | ২০৪ | ৪০৭ |
| | খ) অন্যান্য | | | | |
| ৭। | অন্যান্য | | | | |
| | সর্বমোট | ১১২ | ১৫১ | ২০৪ | ৪০৭ |

# বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড

কৃষি খাতে অর্থায়নের মৌলিক উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালের ৩১ শে মার্চ প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড (বিএসবিএল) নামে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে সমবায় ঋণ সরবরাহ ক্ষেত্রে এ ব্যাংক একটি শীর্ষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। মূলতঃ কৃষি ও অন্যান্য সমবায় ঋণ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসহ সকল শ্রেণীর সমবায় প্রতিষ্ঠান এ ব্যাংকের সদস্য পদ লাভ করতে পারে। ৩০শে জুন, ২০০০ পর্যন্ত মোট ৫৩৩টি প্রতিষ্ঠান এ ব্যাংকের সদস্য হয়েছে। এসব সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন। এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ১০০ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের মার্চ শেষে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২ মিলিয়ন টাকা। বর্তমানে ১২ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ ব্যাংক পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে।

ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ ২০০০ সালের জুন শেষে ছিল ২২ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের মার্চ শেসে আমানত বৃদ্ধি পেয়ে ২৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এ ব্যাংক ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে ৭০ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করে এবং ৫৪ মিলিয়ন

**অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য** — সারণি-১

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৮-'৯৯ | ১৯৯৯-২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ৩২ | ৩২ | ৩২ | ৩২ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ৮২৭ | ৮৯৩ | ৮৯৩ | ৮৯৮ |
| ৪। | আমানত ঃ | ২২ | ২২ | ২৭ | ৩০ |
| | (ক) তলবী আমানত | ১২ | ১২ | ১৯ | ২০ |
| | (খ) মেয়াদী আমানত | ১০ | ১০ | ৮ | ১০ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ২৫৬২ | ২৬৯৩ | ২৭৩১ | ২৮১৩ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ৪৫৪ | ৪৬০ | ৫০৩ | ৫০৮ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ৩০৫৮ | ৩১৯৮ | ৩২৭৪ | ৩২৮০ |
| ৮। | মোট আয় | ১৭৩ | ১৬৮ | ১০৩ | ১০৫ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ১০৪ | ১০৯ | ৫৭ | ৫৯ |
| ১০। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ৯৯ | ১০৫ | ১০২ | ১০২ |
| | ক) কর্মকর্তা | ৬২ | ৬১ | ৫৯ | ৫৯ |
| | খ) কর্মচারী | ৩৭ | ৪৪ | ৪৩ | ৪৩ |

টাকার ঋণ আয় করে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৭৬ মিলিয়ন টাকা ও ৭৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৭৬ মিলিয়ন টাকা ও ৭৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছর শেষে ব্যাংকটির মোট অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬৯৩ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ, ২০০১ শেষে ২৭৩১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছর শেষে দাঁড়ায় ৪৬০ মিলিয়ন টাকায়, যা মার্চ ২০০১ শেষে ৫০৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

ব্যাংকটির অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেখানো হলো।

## খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

সমবায় ব্যাংক মূলত সদস্যভুক্ত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক/সমিতিসমূহের মাধ্যমে সমবায়ী কৃষকদের মধ্যে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী কৃষি ঋণ বিতরণ করে থাকে। তবে প্রয়োজনে কৃষি ব্যতীত অন্যান্য গ্রামীণ কর্মকাণ্ডেও সমবায় ব্যাংক অর্থায়ন করে থাকে। ব্যাংকটি স্বর্ণ ও সমবায় জমি বন্ধক রেখেও ঋণ প্রদান করে থাকে।

ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ সারণি-২ এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

### খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | কৃষি ঋণ | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|
| ১৯৯৮-'৯৯ | বিতরণ | ২৯ | ৪১ | ৭০ |
| | আদায় | ১৪ | ৪০ | ৫৪ |
| ১৯৯৯-২০০০ | বিতরণ | ৩০ | ৪৬ | ৭৬ |
| | আদায় | ২৪ | ৪৯ | ৭৩ |
| মার্চ ৩১, ২০০১* | বিতরণ | ১ | ৩৪ | ৩৫ |
| | আদায় | ৯ | ৪০ | ৪৯ |
| জুন ৩০, ২০০১** | বিতরণ | ৪ | ১১১ | ১১৫ |
| | আদায় | ১২ | ৩৪ | ৪৬ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

### খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণি-৩

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৮-'৯৯ | ১৯৯৯-২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | ২৩৪১ | ২৪৮১ | ২৬২৩ | ২৫৮৩ |
| | ক) শস্য | ১৫৪৪ | ১৭০৭ | ১৮৭৬ | ১৭৩৩ |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান | ৭৯৭ | ৭৭৪ | ৭৪৭ | ৮৫০ |
| ২। | অন্যান্য | ২২১ | ২১২ | ১০৮ | ২৩০ |
| | সর্বমোট | ২৫৬২ | ২৬৯৩ | ২৭৩১ | ২৮১৩ |

# গ্রামীণ ব্যাংক

গ্রামীণ ব্যাংকের সূচনা ১৯৭৬ সালে চালুকৃত একটি প্রকল্পের মাধ্যমে। প্রকল্পটির সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকসহ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক এ প্রকল্পকে ১৯৭৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের নিজস্ব প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করে। ১৯৮১ সালে আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) এ প্রকল্পে ঋণ দানের জন্যে এগিয়ে আসে এবং ১৯৮৩ সালের অক্টোবর মাসে এক অধ্যাদেশ বলে গ্রামীণ ব্যাংক একটি বিশেষ ব্যাংক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্যঃ

- গরীব পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করা
- গ্রামীণ মহাজনদের শোষণ হতে গরীব মানুষকে রক্ষা করা
- বিশাল বেকার জনশক্তির জন্য স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা
- সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় সংঘবদ্ধ করা যেটা তারা বুঝতে এবং নিজেরা পরিচালনা করতে পারেন
- স্বল্প আয়, স্বল্প সঞ্চয়, স্বল্প বিনিয়োগ ভিত্তিক বহু পুরোনো দুষ্ট চক্রকে ভেঙ্গে দিয়ে ঋণ বিনিয়োগের

*ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে উঠেছে শগঞ্জের স্যান্ডেল তৈরির কারখানা*

| অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য | | | | | সারণি-১ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ৫০০ | ৫০০ | ৫০০ | ৫০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ২৬৫ | ২৬৯ | - | - |
| ৩। | সংরক্ষিত তহবিল | ১৭৬৪ | ১৭৬৪ | - | - |
| ৪। | আমানত ঃ | ৬০১৪ | ৬৪৯০ | - | - |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম* | ১২২০৮ | ১৩২৯৯ | - | - |
| ৬। | বিনিয়োগ | ৪৭৮৭ | ৫২২৯ | - | - |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ২০৪৭৪ | ২১৫১৪ | - | - |
| ৮। | মোট আয় | ২৫২৭ | ২৩৫৫ | - | - |
| ৯। | মোট ব্যয় | ২৪৫১ | ২৩৩৬ | - | - |
| ১০। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ১২৪২৭ | ১১০২৮ | ১১০৭১ | ১১১৯৭ |
| | ক) কর্মকর্তা | ৩৬৯৩ | ৩৬৫০ | ৩৬০৩ | ৩৬০৯ |
| | খ) কর্মচারী | ৮৭৩৪ | ৭৩৭৮ | ৭৪৬৮ | ৭৫৮৮ |
| ১১। | শাখা (সংখ্যায়) | ১১৪৯ | ১১৬০ | ১১৬৮ | ১১৭৩ |

** ঋণ ও অগ্রিম খাতে প্রদর্শিত টাকার মধ্যে কর্মচারী অগ্রিম খাতে টাকার অংক যোগ করে দেখানো হয়েছে। ফলে সারণী-৩-এর স্থিতির সাথে ঋণ ও অগ্রিম খাতের ব্যালেন্সের পার্থক্য রয়েছে।*

মাধ্যমে স্বল্প আয়, নতুন ঋণ, নতুন বিনিয়োগ, অধিক আয় ভিত্তিক একটি বিকাশমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু করা।

গ্রামীণ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ২০০০ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর-এ ৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ২৬৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মোট পরিশোধিত মূলধনের শতকরা ৮৮ ভাগ শেয়ারের মালিক বর্তমানে ব্যাংকের সদস্যগণ, অবশিষ্ট ১২ ভাগ শেয়ারের মালিক হচ্ছেন সরকার। ১৩ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিচালক মন্ডলী গ্রামীণ ব্যাংকের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ। এদের মধ্যে ৯ জন সদস্য ভূমিহীন শেয়ার মালিকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। পরিচালক মন্ডলীর সভাপতি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আরো দু'জন সদস্য সরকার কর্তৃক নির্বাচিত।

২০০০ সালে গ্রামীণ ব্যাংকের ১৩টি নতুন শাখা খোলা হয়। যার ফলে ডিসেম্বর, ২০০০ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৬০টিতে। আলোচ্য বছরে ৫১৯টি নতুন গ্রামসহ ডিসেম্বর, ২০০০ সাল পর্যন্ত মোট ৪০২২৫ টি গ্রাম গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়। ২০০০ সালে গ্রামীণ ব্যাংক ১৪০৩৪.৬০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে যার মধ্যে গৃহ নির্মাণ বাবদ ঋণ ৭৩.৩০ মিলিয়ন টাকা।

*গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনীকীকরণের উদ্যোগে অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছে গ্রামীণ ফোন প্রকল্পে।*

### খাত-ভিত্তিক বিনিয়োগ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | সাধারণ ঋণ | মৌসুমী ঋণ | লীজিং ঋণ | সহজ ঋণ | চুক্তি ঋণ | অন্যান্য ঋণ | গৃহ নির্মাণ ঋণ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯৯৯ | | | | | | | |
| বিতরণ | ৯৮০২ | ৫৭১৯ | ৪০ | - | - | ১৩৭ | ২২৩ |
| আদায় | ১০৪০৪ | ৬২৪৮ | ৮৭ | - | - | ২৬১ | ৭৫৩ |
| ২০০০ | | | | | | | |
| বিতরণ | ৮৩৬৭ | ৪৪৭৭ | ৩৪ | ৪৮৭ | ৫১৮ | ৭৮ | ৭৩ |
| আদায় | ৯১৩৩ | ৫০৭০ | ৪৫ | ৬৩ | ১৪০ | ১২৮ | ৫৭৫ |
| মার্চ ৩১, ২০০১* | | | | | | | |
| বিতরণ | ১৪০০ | ৮০০ | ৩ | ১৩৮০ | ১০০০ | ৮ | ২০ |
| আদায় | ১৩০০ | ৭০০ | ২ | ১১২০ | ৮০০ | ৭ | ১৫ |
| জুন ৩০, ২০০১** | | | | | | | |
| বিতরণ | ১২০০ | ৮০০ | ৫ | ১৫০০ | ৮০০ | ৭ | ২০ |
| আদায় | ১১০০ | ৭০০ | ৩ | ১২৫০ | ৭০০ | ৬ | ১৫ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

এ সময়ে ঋণ আদায় হয় ১৫১৫৩.৩০ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের জামানত বিহীন ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৪১১৮২ মিলিয়ন টাকা এবং এ সময় পর্যন্ত ঋণ আদায়ের পরিমাণ ১২৮২৪২ মিলিয়ন টাকা। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ফেব্রুয়ারী, ২০০১ পর্যন্ত ২.৩৮ মিলিয়ন যাদের ৯৫ শতাংশই মহিলা।

গ্রামীণ ব্যাংকের মোট আমানত ১৯৯৯ সালের ৬০১৪ মিলিয়ন টাকা থেকে ৪৭৬ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালের শেষ নাগাদ ৫৪৯০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংকের বিনিয়োগ ১৯৯৯ সালের ৪৭৮৭ মিলিয়ন টাকা থেকে ৪৪২ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সাল শেষে ৫২২৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উক্ত সময়ে গ্রামীণ ব্যাংকের অগ্রিম ১০৯১ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৩২৯৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। গ্রামীণ ব্যাংকের মোট জনশক্তি ১৯৯৯ সালের তুলনায় ১৩৯৯ জন হ্রাস পেয়ে ২০০০ সালে ১১০২৮-এ দাঁড়ায়। গ্রামীণ ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

গ্রামীণ ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

### খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণি-৩

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | সাধারণ | ৬৫২৪ | ৫৭৫৮ | ৫৮৫৮ | ৫৯৫৮ |
| ২। | মৌসুমী ঋণ | ৩৯৩৬ | ৩৩৪৩ | ৩৪৪৩ | ৩৫৪৩ |
| ৩। | লীজিং ঋণ | ৩২ | ২০ | ২১ | ২৩ |
| ৪। | সহজ ঋণ | - | ৪২৪ | ৬৮৪ | ৯৩৪ |
| ৫। | চুক্তি ঋণ | - | ৩৭৮ | ৫৭৮ | ৬৭৮ |
| ৬। | অন্যান্য ঋণ | ২৯৬ | ২৪৬ | ২৪৭ | ২৪৮ |
| ৭। | গৃহ নির্মাণ ঋণ | ২৯৩৭ | ২৪৩৫ | ২৪৪০ | ২৪৪৫ |
| | সর্বমোট | ১৩৭২৫ | ১২৬০৪ | ১৩২৭১ | ১৩৮২৯ |

# কর্মসংস্থান ব্যাংক

কর্মসংস্থান ব্যাংক দেশের বেকার যুবক ও যুব-মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানে ঋণ সহায়তা দিয়ে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলা এবং দারিদ্র বিমোচন করে জীবনমান উন্নত করার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর আত্মপ্রকাশ করে। কর্মসংস্থান ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৩০০০ মিলিয়ন টাকা এবং প্রারম্ভিক পরিশোধিত মূলধন ১০০০ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ বাংলাদেশ সরকার এবং শতকরা ২৫ ভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ তফসিলী ব্যাংক, বীমা কোম্পানী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধিত হবে। ৩০শে মার্চ, ২০০১ তারিখে ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ছিল ৯৮৫ মিলিয়ন টাকা। দেশের অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে কর্মসংস্থান ব্যাংকের মূল পার্থক্য

*স্কুল ভ্যান প্রকল্প, ব্যাংকের একটি সফল প্রকল্প।*

## অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

সারণি-১

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৮-'৯৯ | ১৯৯৯-২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ৩০০০ | ৩০০০ | ৩০০০ | ৩০০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ৯৫৫ | ৯৭৫ | ৯৮৫ | ৯৮৫ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ২৪ | ৫৮ | ৫৮ | ৮৬ |
| ৪। | ঋণ ও অগ্রিম | ৯ | ৫৮ | ২৩৮ | ৫০০ |
| ৫। | বিনিয়োগ | - | - | - | - |
| ৬। | মোট পরিসম্পদ | ১০০৭ | ১০৭৮ | ১১১৭ | ১১৫৫ |
| ৭। | মোট আয় | ৫৮ | ৯৬ | ৫৬ | ৯৯ |
| ৮। | মোট ব্যয় | ৭ | ৩১ | ২৬ | ৫৫ |
| ৯। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ৬০ | ১৮২ | ৩৬৪ | ৫৭২ |
| | ক) কর্মকর্তা | ৪৩ | ৬৫ | ১৪২ | ২২৭ |
| | খ) কর্মচারী | ১৭ | ১১৭* | ২২২** | ৩৪৫** |
| ১০। | শাখা (সংখ্যায়) | ৬ | ৩২ | ৬১ | ১০১ |

** অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন অনুযায়ী বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে চুক্তি ভিত্তিক ২৬ জন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে।*
*** অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন অনুযায়ী বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে চুক্তি ভিত্তিক ৮৮ জন কর্মচারী নিয়োজিত থাকবে।*

হচ্ছে ঃ কর্মসংস্থান ব্যাংক সরকারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য বাস্তবায়ন করছে। এ ব্যাংক আমানত সংগ্রহ করে না; শুধু বেকারদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সরকার প্রদত্ত মূলধন দ্বারা সহজ শর্তে/সহজ পদ্ধতিতে ঋণ দিয়ে দেশের বেকারত্ব

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৮-'৯৯ | বিতরণ | | | | | ৯ | ৯ |
| | আদায় | | | | | ১ | ১ |
| ১৯৯৯-২০০০ | বিতরণ | - | - | - | - | ৫৮ | ৫৮ |
| | আদায় | - | - | - | - | ৯ | ৯ |
| মার্চ ৩১, ২০০১* | বিতরণ | - | - | - | - | ২২৭ | ২২৭ |
| | আদায় | - | - | - | - | ৪৮ | ৪৮ |
| জুন ৩০, ২০০১** | বিতরণ | - | - | - | - | ৫০০ | ৫০০ |
| | আদায় | - | - | - | - | ৯০ | ৯০ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

| শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ | | | সারণি-৩ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|
| ঋণ মঞ্জুরী | শিল্পের আকার | | |
| | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ পর্যন্ত<br>প্রকল্প সংখ্যা<br>পরিমাণ | | ৭১৩১<br>২৪৫ | ৭১৩১<br>২৪৫ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত<br>প্রকল্প সংখ্যা<br>পরিমাণ | | ৬৩৯৩<br>২১৬ | ৬৩৯৩<br>২১৬ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত<br>প্রকল্প সংখ্যা<br>পরিমাণ | | ১০২৭৭<br>৩৪৪ | ১০২৭৭<br>৩৪৪ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত*<br>প্রকল্প সংখ্যা<br>পরিমাণ | | ৩১৪৬<br>৯৯ | ৩১৪৬<br>৯৯ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১ পর্যন্ত**<br>প্রকল্প সংখ্যা<br>পরিমাণ | | ১৪০০০<br>৪৪৯ | ১৪০০০<br>৪৪৯ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

দূর করার চেষ্টা করছে। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছর শেষে ব্যাংকটির ঢাকায় একটি প্রধান কার্যালয় ও বৃহত্তর জেলা সদরে ৩২টি শাখার জন্য ১৮২ জন লোকবল রয়েছে। তন্মধ্যে ৬৫ জন কর্মকর্তা এবং ১১৭ জন কর্মচারী রয়েছে। কর্মচারীদের মধ্যে ২৬ জনকে বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

কর্মসংস্থান ব্যাংক কোন সহায়ক জামানত ছাড়াই ০.০৫ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত ঋণ দিয়ে থাকে। প্রকল্পের আকার ও ধরণের ভিত্তিতে ব্যক্তির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ০.৫০ মিলিয়ন টাকা এবং গ্রুপের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২.৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ দেয়া হয়। কর্মসংস্থান ব্যাংকে ঋণের সুদের হার (কেবলমাত্র সরল সুদ) শতকরা বার্ষিক ১৪ টাকা। সময়মত ঋণ পরিশোধকারীকে ৩% সুদ রেয়াত সুবিধা দেয়া হয়।

কর্মসংস্থান ব্যাংক ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ২১০২ জন বেকারের মধ্যে ৫৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে। চলতি ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত ২২৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে। এতে ৭০৭৩ জন বেকার যুবক ও যুব মহিলার আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত ১০২৭৭ জন উদ্যোক্তার নামে ৩৪৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

*মণিপুরী উপজাতীয়দের তাঁত শিল্পে অর্থায়ন করেছে ব্যাংক*

কর্মসংস্থান ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

## খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণি-৪
*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৮-'৯৯ | ১৯৯৯-২০০০ | মার্চ ৩১, ২০০১ (সাময়িক) | জুন ৩০, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | **কৃষি ও মৎস্য ঃ** | - | - | - | - |
| ২। | **শিল্প ঃ** | - | - | - | - |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | - | - | - | - |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | - | - | - | - |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | - | - | - | - |
| ৬। | **বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ** | - | - | - | - |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | - | - | - | - |
| | খ) অন্যান্য | - | - | - | - |
| ৭। | অন্যান্য | ৯ | ৫৮ | ২৩৮ | ৫০০ |
| | সর্বমোট | ৯ | ৫৮ | ২৩৮ | ৫০০ |

# ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) ১৯৭৬ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে "দ্যা ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ" অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬ (নং-৪০, ১৯৭৬)-এর বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে উক্ত অধ্যাদেশ সংশোধন করে "The Investment Corporation of Bangladesh (Amendment) Act, 2000" বিল মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়। দেশে দ্রুত শিল্পায়ন এবং সুসংহত ও সক্রিয় পুঁজি বাজার, বিশেষ করে সিকিউরিটিজ বাজার উন্নয়নে কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে গঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন স্বল্পতা পূরণে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কর্পোরেশন

*আইসিবি-এর অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী*

প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রান্তিক সঞ্চয়ের হার ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জাতীয় নীতিমালার আলোকে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে আইসিবির ভূমিকা অপরিহার্য ও সুদূর প্রসারী।

## উদ্দেশ্যসমূহ

কর্পোরেশনের কার্যক্রমের মুখ্য উদ্দেশ্যসমূহ হলোঃ

১. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ করা;
২. পুঁজিবাজার উন্নয়নে সাহায্য করা;
৩. সঞ্চয় সংগ্রহ করা ও তা অর্থকারী কাজে লাগানো;
৪. উপরোক্ত কার্যক্রম সংক্রান্ত সব ব্যাপারে সাহায্য প্রদান করা।

## অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

নীচের সারণিতে ১৯৯৮-৯৯, ১৯৯৯-২০০০ ও ২০০০-২০০১ (প্রাক্কলিত) অর্থ বছরের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হলো সারণি-১ এ।

## কার্যক্রম

দেশের দ্রুত শিল্পায়ন এবং সুসংহত ও সক্রিয় পুঁজি বাজার গঠন ও সমুন্নত করার লক্ষ্যে আইসিবি নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে ঃ

* পাবলিক ইস্যু অবলেখন করা;
* নিগমবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ঋণ ও বন্ড ক্রয় করা;
* ইউনিটের বিপরীতে অগ্রিম প্রদান;
* লিজ সহায়তা প্রদান;
* স্টক ও শেয়ারে নিম্নলিখিতভাবে লেনদেন করা ঃ
  (ক) আইপিও-র মাধ্যমে এবং প্লেসমেন্টের মাধ্যমে সরাসরি সিকিউরিটিজ ক্রয় করা;
  (খ) বিনিয়োগ হিসাব খোলার ব্যবস্থা ও পরিচালনা;
  (গ) মিউচুয়াল ফান্ড ও ইউনিট ফান্ড ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করা;
  (ঘ) স্টক এক্সচেঞ্জে কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা এবং
  (ঙ) সরকারী ও অন্যান্য সংস্থা হতে শেয়ার সরাসরি ক্রয় করা।
* বিনিয়োগকারী ও শেয়ার ইস্যুকারীদের সিকিউরিটিজ মূল্যায়নসহ বিনিয়োগ সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদান করা;
* সরকারের পুঁজি প্রত্যাহার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা;
* যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রকল্পে অংশ গ্রহণ করা;
* কোম্পানি কর্তৃক ডিবেঞ্চার ইস্যুর ক্ষেত্রে ট্রাস্টির দায়িত্ব পালন করা ও
* ইস্যু ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করা।

২০০০-২০০১ অর্থ বছরে আইসিবির ক্ষেত্রভিত্তিক কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

**অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য** — সারণি-১

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৮-'৯৯ | ১৯৯৯-২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ২০০ | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ২০০ | ৪৬৬ | ৪৬৬ | ৪৬৬ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ৩৯৩ | ৪২৫ | - | ৪৪১ |
| ৪। | আমানত ঃ | ২৭১ | ১৮৯৯ | ২৩৬৯ | ২৪৪৯ |
| ৪। | ঋণ ও অগ্রিম | ১৪২১ | ১৩৩৪ | ২৬৪৭ | ৩১৮৯ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ৩৯৪৩ | ৩৯৬৪ | ৪৬৬১ | ৫৩২৪ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ৪৪৮৯ | ৬৭৮৫ | ৭৪৮৯ | ৮৯৮৭ |
| ৮। | মোট আয় | ৩৯৭ | ৪৮৫ | ৩৩৮ | ৬৪৩ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৩৫৪ | ৪২৬ | ৩০২ | ৫৯০ |
| ১০। | মোট জনশক্তি ঃ | ৩৮০ | ৩৯৪ | ৩৮৭ | ৩৮৭ |
| ১১। | শাখা (সংখ্যায়) | ৭ | ৭ | ৭ | ৭ |

| তুলনামূলক অঙ্গীকারের চিত্র | | | | | সারণি-২<br>*(মিলিয়ন টাকায়)* |
|---|---|---|---|---|---|
| আর্থিক সহায়তার প্রকৃতি | ১৯৯৮-৯৯ | ১৯৯৯-২০০০ | জুলাই, ২০০০ হতে মার্চ ২০০১ পর্যন্ত (প্রকৃত) | এপ্রিল-জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) | ২০০০-২০০১ (প্রাক্কলিত) |
| ১। সরাসরি অবলেখন/ সরাসরি বিনিয়োগ | ৩৬৮ | ৬২৯ | ১৮২ | ৫০ | ২৩২ |
| ২। ডিবেঞ্চার ইস্যুর ট্রাস্টি | ৭০ | ২ | - | ১০০ | ১০০ |

## আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম

অবলেখন সহায়তার অঙ্গীকার ঃ

কর্পোরেশন ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ৭টি প্রকল্পে (২টি প্রকল্পে অতিরিক্ত) ১৮২ মিলিয়ন টাকার সরাসরি শেয়ার অবলেখন/ডিবেঞ্চার অবলেখন/সরাসরি বিনিয়োগ সহায়তার অঙ্গীকার করেছে এবং বছরের অবশিষ্ট সময়ে আরো ৪টি প্রকল্পে ৫০ মিলিয়ন টাকার আর্থিক সহায়তার অঙ্গীকারের সম্ভাবনা সাপেক্ষে উক্ত অর্থ বছরে কর্পোরেশন সর্বমোট ১১টি প্রকল্পে (৩টি প্রকল্পে অতিরিক্ত) মোট ২৩২ মিলিয়ন টাকার আর্থিক সহায়তার অঙ্গীকার করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ফলে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ৩০শে জুন, ২০০১ পর্যন্ত আইসিবি মোট ৩৬১টি প্রকল্পে ২৬৬৯ মিলিয়ন টাকার সহায়তার অঙ্গীকার করবে। আগামী ৩ মাসে কর্পোরেশন একটি প্রকল্পে ১০০ মিলিয়ন টাকার ডিবেঞ্চার ইস্যুর ট্রাস্টি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠার পর হতে এ যাবত কর্পোরেশন মোট ১৭টি কোম্পানীর ১৮৩৫ মিলিয়ন টাকার ডিবেঞ্চার ইস্যুর ট্রাস্টি হিসাবে কাজ করতে সম্মত হয়েছে।

কর্পোরেশনের ১৯৯৮-১৯৯৯, ১৯৯৯-২০০০ এবং ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে আর্থিক সহায়তা কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নের সারণি-২-এ প্রদত্ত হলো

প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে আইসিবি কৌশলগত পরিবর্তন এনেছে। ব্রীজ ঋণ প্রদান শুধুমাত্র অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রেখে সরাসরি অবলেখন সহায়তা, ডিবেঞ্চারে সরাসরি বিনিয়োগ এবং ইস্যুটি পার্টিসিপেশনে অধিকতর জোর দিয়েছে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে ডিবেঞ্চার ইস্যুর জন্য কোন আবেদন না পাওয়ায় এবং আর্থিকভাবে লাভজনক প্রকল্পসমূহ কর্তৃক আর্থিক সহায়তার আবেদন হ্রাস পাওয়া ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে পূর্ববর্তী অর্থ বছরের তুলনায় আর্থিক সহায়তার অঙ্গীকারের পরিমাণ হ্রাস পাবে বলে অনুমান করা হয়েছে।

## ব্রীজিং ঋণ বিতরণ

কর্পোরেশন ২০০০-২০০১ অর্থবছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত পূর্বে প্রতিশ্রুত ১টি প্রকল্পে ২ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করেছে এবং বছরের অবশিস্ট সময়ে একই প্রকল্পে ২ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করা হলে উক্ত বছরে সর্বমোট ১টি প্রকল্পে মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়াবে ৪ মিলিয়ন টাকা। শুরু থেকে ৩১শে মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত কর্পোরেশন সর্বমোট ৩০৮টি প্রকল্পে ১৯৩৮ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করেছে।

নিম্নের সারণিতে ১৯৯৮-৯৯, ১৯৯৯-২০০০ এবং ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের ঋণ বিতরণের একটিতুলনামূলক চিত্র প্রদর্শন করা হলো সারণি-৩-এ।

| ঋণ বিতরণ চিত্র | | | | | সারণি-৩<br>*(মিলিয়ন টাকায়)* |
|---|---|---|---|---|---|
| | ১৯৯৮-৯৯ | ১৯৯৯-২০০০ | জুলাই, ২০০০ হতে মার্চ ২০০১ পর্যন্ত (প্রকৃত) | এপ্রিল-জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) | ২০০০-২০০১ (প্রাক্কলিত) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ১। ঋণ বিতরণ | ৬৬ | ৫ | ২ | ২ | ৪ |

| ঋণ আদায়ের তুলনামূলক চিত্র | | | | | সারণি-৪ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|---|---|
| বিবরণ | ১৯৯৮-৯৯ | ১৯৯৯-২০০০ | জুলাই, ২০০০ হতে মার্চ ২০০১ পর্যন্ত (প্রকৃত) | এপ্রিল-জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) | ২০০০-২০০১ (প্রাক্কলিত) |
| ঋণ আদায় | ৪৮ | ৬৭ | ৪৬ | ৪২ | ৮৮ |

## প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

২০০০-২০০১ অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত আইসিবির আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত মোট ৩০২টি প্রকল্প বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে। এছাড়া, ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের অবশিষ্ট সময়ে ১টি প্রকল্প পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

## ইউনিটের বিপরীতে অগ্রিম

আইসিবি ইউনিট সার্টিফিকেটের বিপরীতে অগ্রিম প্রদান কার্যক্রম ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছর থেকে শুরু করেছে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ইউনিটের বিপরীতে ১৬ মিলিয়ন টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখিত সময়ে সুদ বাবদ ১.৫ মিলিয়ন টাকা আয় হয়েছে এবং পরবর্তী ৩ মাসে আরো ০.৫ মিলিয়ন টাকা আয়ের প্রেক্ষিতে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে মোট ২ মিলিয়ন টাকা সুদ বাবদ আয় হবে বলে আশা করা যায়।

## লীজিং সহায়তা

কর্পোরেশনের ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে গতিশীল ও বহুমুখী করার পদক্ষেপ হিসেবে কর্পোরেশন ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছর হতে লীজিং ব্যবসা শুরু করেছে। ২০০০-২০০১ অর্থবছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ৫টি প্রকল্পে ৪৩ মিলিয়ন টাকার লীজিং সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে। আগামী তিন মাসে আরো ৩টি প্রকল্পে ২৫ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুরী প্রদানের আশাবাদের প্রেক্ষিতে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে মোট ৮টি প্রকল্পে ৬৮ মিলিয়ন টাকার লীজিং সহায়তা মঞ্জুর করা যাবে বলে অনুমান করা হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে একটি প্রকল্পে ৯ মিলিয়ন টাকার লীজিং সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

## ঋণ আদায়

কর্পোরেশন ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ৪৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করেছে যার মধ্যে আসল ১০০ মিলিয়ন টাকা এবং সুদ ৩৬ মিলিয়ন টাকা। এপ্রিল-জুন, ২০০১ সময়ে আরো ৪২ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায়ের আশাবাদের প্রেক্ষিতে উক্ত অর্থ বছরে মোট ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৮৮ মিলিয়ন টাকা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে কর্পোরেশনের ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ৬৭ মিলিয়ন টাকা।

আইসিবির ঋণ আদায়ের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য ইতোমধ্যে গঠিত টাস্কফোর্সসমূহ বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তাছাড়া ঋণ আদায়ের জন্য সকল কর্মকর্তাকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করা হয়েছে। কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের ফলে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের প্রথম ৯ মাসে

| বকেয়া/মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়ার পরিমাণ | | | | সারণি-৫ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নং | বিবরণ | ৩০শে জুন, ১৯৯৯ | ৩০শে জুন, ২০০০ | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
| ১। | মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া | ৪৪২৪.২ | ৪৪৯১.১ | ৪৭৫৭.৭ |
| ২। | অনুত্তীর্ণ ব্রীজিং ঋণ | ২৭৮.০ | ২৮০.১ | ২১৮.৬ |
| ৩। | অনুত্তীর্ণ ডিবেঞ্চার ঋণ | ০.৫ | ৩.৬ | ৩.৩ |
| ৪। | অনুত্তীর্ণ শেয়ার পুনঃক্রয় ঋণ | ০.২ | ০.৩ | ০.২ |
| | মোট | ৪৭০২.৯ | ৪৭৭৫.১ | ৪৯৭৯.৮ |

পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রথম ৯ মাসের তুলনায় ঋণ আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৯৮-৯৯, ১৯৯৯-২০০০ এবং ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে ঋণ আদায়ের তুলনামূলক চিত্র সারণি-৪-এ প্রদত্ত হলো ঃ

## বকেয়া/মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া

২০০০-২০০১ অর্থ বছর পূর্ববর্তী দুই অর্থ বছরে বকেয়া/মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়ার বিবরণ সারণি-৫ এ প্রদত্ত হলো ঃ

## আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ

২০০০-২০০১ অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ২টি কোম্পানীর বিরুদ্ধে ২৪ মিলিয়ন টাকা আদায়ের নিমিত্তে মামলা দায়রা করা হয়েছে। এপ্রিল-জুন, ২০০১ সময়ে আরো ১০টি কোম্পানীর বিরুদ্ধে ৪৮ মিলিয়ন টাকা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করা হবে। ফলে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে সর্বমোট ৭২ মিলিয়ন টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা ১২টিতে দাঁড়াবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। শুরু থেকে ৩১শে মার্চ, ২০০১ তারিখ পর্যন্ত মোট দায়েরকৃত মোকদ্দমার সংখ্যা এবং দাবীকৃত অংকের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৩০টি এবং ১৯৭৪ মিলিয়ন টাকা। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে এ পর্যন্ত ৩টি কোম্পানীল বিরুদ্ধে ১৯ মিলিয়ন টাকার ডিক্রি পাওয়া গেছে। ফলে ৩১শে মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত ডিক্রিপ্রাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা এবং দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৮৩টি ও ১১৪৪ মিলিয়ন টাকা। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত কর্পোরেশন ১৩টি কোম্পানীর বিরুদ্ধে ৪১৭ মিলিয়ন টাকা আদায়ের লক্ষ্যে এক্সিকিউশন মোকদ্দমা দায়ের করেছে।

## মার্চেন্ডাইজিং কার্যক্রম

## মিউচুয়্যাল ফান্ড

প্রথম আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড ১৯৮০ সালে বাজারে ছাড়ার পর হতে কর্পোরেশন ৩১ মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত ১৭৫ মিলিয়ন টাকা মূল্যমানের ৮টি মিউচুয়্যাল ফান্ড বাজারজাত করেছে। ৩১শে মার্চ, ২০০১ তারিখ পর্যন্ত ইস্যুকৃত ৮টি মিউচুয়্যাল ফান্ড-এর পোর্টফোলিওর বেলায় বিনিয়োগের বিপরীতে মূলধন প্রবৃদ্ধির হার ছিল সর্বোচ্চ ১৫১ শতাংশ। একই তারিখে ১০০ টাকা সমমূল্যের প্রতিটি সার্টিফিকেট-এর সর্বোচ্চ বাজার মূল্য ১৫০০ টাকা ছিল প্রথম মিউচুয়্যাল ফান্ড-এর ক্ষেত্রে এবং সর্বনিম্ন ১৩৬ টাকা ছিল অষ্টম মিউচুয়্যাল ফান্ড-এর ক্ষেত্রে। ৩১শে মার্চ, ২০০১ তারিখে ৮টি মিউচুয়্যাল ফান্ডের সার্টিফিকেট হোল্ডারদের সংখ্যা ছিল ৩৫,৯৫০ জন।

ইস্যুকৃত ৮টি মিউচুয়্যাল ফান্ড-এর পরিমাণ, ফান্ডের পত্রকোষের বাজার মূল্য, ১০০ টাকা সমমূল্যের প্রতিটি সার্টিফিকেটের বাজার মূল্য ও ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে

সারণি-৬

### ইস্যুকৃত মিউচুয়্যাল ফান্ডসমূহের বিবরণ

| ফান্ডসমূহ | ফান্ডের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা | ৩১শে মার্চ, ২০০১ তারিখে পত্রকোষের বাজার মূল্য (মিলিয়ন টাকায়) | ১০০ টাকা মূল্যের প্রতিটি সার্টিফিকেটের বাজার মূল্য ৩১শে মার্চ, ২০০১ তারিখে (টাকায়) | ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে ঘোষিত লভ্যাংশ সার্টিফিকেট প্রতি (টাকায়) |
|---|---|---|---|---|
| প্রথম আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড | ৫ | ৭১ | ১৫০০ | ১২৫ |
| দ্বিতীয় আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড | ৫ | ২১ | ৩৮০ | ৩৫ |
| তৃতীয় আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড | ১০ | ৩২ | ৪০৯ | ৪০ |
| চতুর্থ আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড | ১০ | ৪৪ | ৩৭৫ | ৩৬ |
| পঞ্চম আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড | ১৫ | ৩৬ | ২৩৫ | ২১ |
| ষষ্ঠ আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড | ৫০ | ৬১ | ১৪৫ | ১৬ |
| সপ্তম আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড | ৩০ | ৬৩ | ১৪৪ | ১৪ |
| অষ্টম আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড | ৫০ | ৮১ | ১৩৬ | ১৩ |
| মোট ঃ | ১৭৫ | ৪০৯ | | |

| ইউনিট ফান্ড কার্যক্রমের তুলনামূলক বিবরণ | | | | | সারণি-৭ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|---|---|
| বিবরণ | ১৯৯৮-৯৯ | ১৯৯৯-২০০০ | জুলাই, ২০০০ হতে মার্চ ২০০১ পর্যন্ত (প্রকৃত) | এপ্রিল-জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) | ২০০০-২০০১ (প্রাক্কলিত) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | (৪+৫) =৬ |
| মোট বিক্রয় | ৪৫৮ | ৩০৩ | ২৪৪ | ৫৫ | ২৯৯ |
| পুনঃক্রয় | ৬৫৬ | ৮১০ | ৩৪২ | ৬৩ | ৪০৫ |
| নীট বিক্রয় | -১৯৮ | -৫০৭ | -৯৮ | -৮ | -১০৬ |
| ইউনিট প্রতি লভ্যাংশ (টাকা) | ১২ | ১২ | | | |

সার্টিফিকেট প্রতি ঘোষিত লভ্যাংশ সারণি-৬-এ দেখানো হলো ঃ

## আইসিবি ইউনিট ফান্ড

এ স্কীম ১৯৮১ সালে চালু হওয়ার পর থেকে ৩১ মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত মোট ৮৮৯৬ মিলিয়ন টাকার ইউনিট বিক্রয় হয়েছে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে ইউনিট সার্টিফিকেটের বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৪৪ মিলিয়ন টাকার ২২,৭৬,০৬২টি ইউনিট। এপ্রিল-জুন, ২০০১ সময়ে মোট ৫৫ মিলিয়ন টাকার ৫,০০,০০০টি ইউনিট বিক্রয়ের আশাবাদের প্রেক্ষিতে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে মোট বিক্রয়লব্ধ টাকা ও ইউনিটের সংখ্যা যথাক্রমে ২৯৯ মিলিয়ন টাকায় ও ২৭,৭৬,০৬২টিতে দাঁড়াবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সারণি-৭-এ ইউনিট ফান্ড কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক চিত্র দেখানো হলো ঃ

৩১শে মার্চ, ২০০১ তারিখ পর্যন্ত ইউনিট ফান্ডের পত্রকোষে ২৪২টি সিকিউরিটিতে মোট ৪৪৮০ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।

## ইনভেস্টরস স্কীম

এ স্কীমের অধীনে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের ৩১শে পর্যন্ত ৮৫ মিলিয়ন টাকার আমানতসহ ৫৭০টি হিসাব খোলা হয়েছে এবং ১৩০৮টি হিসাব বন্ধ হয়েছে। উক্ত সময়ে বিনিয়োগ হিসাবসমূহে ঋণ অনুমোদন করা হয়েছে ১৩০ মিলিয়ন টাকা এবং বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৭৭ মিলিয়ন টাকায়। আলোচ্য অর্থ বছরের এপ্রিল-জুন সময়ে ৪২ মিলিয়ন টাকার আমানতসহ আরো ৩২০টি বিনিয়োগ হিসাব খোলা, ৬৬ মিলিয়ন টাকার ঋণ অনুমোদন এবং ১৩৮ মিলিয়ন টাকা

| ইনভেস্টরস স্কীম কার্যক্রমের তুলনামূলক বিবরণ | | | | | সারণি-৮ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|---|---|
| বিবরণ | ১৯৯৮-৯৯ | ১৯৯৯-২০০০ | জুলাই, ২০০০ হতে মার্চ ২০০১ পর্যন্ত (প্রকৃত) | এপ্রিল-জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) | ২০০০-২০০১ (প্রাক্কলিত) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | (৪+৫) =৬ |
| ১। হিসাব খোলার সংখ্যা | ৯৫ | ৪১ | ৫৭০ | ৩২০ | ৮৯০ |
| ২। হিসাব বন্ধের সংখ্যা | ১৬১৬ | ৯৬৩ | ১৩০৮ | ২২০ | ১৫২৮ |
| ৩। ক্রমপুঞ্জিত নীট চালু হিসাবের সংখ্যা | ২৯১৮৬ | ২৮২৬৪ | ৫২০৬৯ | ৫২১৬৯ | ৫২১৬৯ |
| ৪। আমানত গ্রহণ | ২৩ | ১৮ | ৮৫ | ৪২ | ১২৭ |
| ৫। ঋণ অনুমোদন | ২৯ | ২২ | ১৩০ | ৬৬ | ১৯৬ |
| ৬। বিনিয়োগ | ৪৪ | ৩০ | ২৭৭ | ১৩৮ | ৪১৫ |

## আইসিবির সহায়তাপ্রাপ্ত কোম্পানীসমূহ কর্তৃক শেয়ার বাজারজাতকরণ

সারণি-৯
*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | ১৯৯৮-'৯৯ | ১৯৯৯-২০০০ | জুলাই, ২০০০ হতে মার্চ ২০০১ পর্যন্ত (প্রকৃত) | এপ্রিল-জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) | ২০০০-২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | (৪+৫) =৬ |
| **শেয়ার ঃ** | | | | | |
| কোম্পানীর সংখ্যা | ২ | ৩ | ১ | ২ | ৩ |
| টাকার পরিমাণ | ১৩৮ | ৪৮ | ৫০ | ৩৫ | ৮৫ |
| মোট চাঁদার পরিমাণ | ৮৮ | ১৯৯ | ১১ | ৫০ | ৬১ |
| **ডিবেঞ্চার ঃ** | | | | | |
| কোম্পানীল সংখ্যা | ১ | ১ | - | - | - |
| টাকার পরিমাণ | ৫০ | ১৫ | - | - | - |
| মোট চাঁদার পরিমাণ | ৫৫ | ১৮ | - | - | - |

বিনিয়োগের আশা করা হচ্ছে। ফলে উক্ত অর্থ বছরে মোট ১২৭ মিলিয়ন টাকার আমানতসহ ৮৯০টি হিসাব খোলা, ১৯৬ মিলিয়ন টাকার ঋণ অনুমোদন এবং ৪১৫ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সারণি-৮-এ ইনভেস্টরস স্কীম কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক বিবরণ প্রদর্শিত হলো ঃ

## পাবলিক ইস্যু

২০০০-২০০১ অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত আইসিবির আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত ১টি কোম্পানী ৫০ মিলিয়ন টাকার শেয়ার পাবলিক ইস্যু করেছে, যার বিপরীতে ১১ মিলিয়ন টাকার চাঁদা গ্রহণ করা হয়েছে। এপ্রিল-জুন, ২০০১ সময়ে ২টি কোম্পানীর ৩৫ মিলিয়ন টাকার শেয়ার বাজারে ছাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে মোট ৩টি কোম্পানী ৮৫ মিলিয়ন টাকার পাবলিক ইস্যু করবে বলে আশা করা যায়। প্রতিষ্ঠার পর হতে ৩১শে মার্চ, ২০০১ তারিখ পর্যন্ত আইসিবির আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত ৮৯টি কোম্পানীর ২৩২ মিলিয়ন টাকার মেয়ার বাজারে ছেড়েছে যা দেশের মূলধন বাজারে সিকিউরিটি সরবরাহে প্রভূত অবদান রেখেছে।

৯ নং সারণিতে আইসিবির সহায়তাপ্রাপ্ত কোম্পানীসমূহ কর্তৃক শেয়ার বাজারজাতকরণের বিবরণ প্রদত্ত হলো ঃ

## মূলধন কাঠামো

সারণি-১০
*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | ১৯৯৮-১৯৯৯ | ১৯৯৯-২০০০ | ২০০০-২০০১ (মার্চ পর্যন্ত) |
|---|---|---|---|
| পরিশোধিত মূলধন | ২০০ | ৪৬৬ | ৪৬৬ |
| রিজার্ভ ফান্ড | ৩৯৩ | ৪২৫ | ৪২৫ |
| দীর্ঘমেয়াদী সরকারী ঋণ | ১৪ | ২ | - |
| ডিবেঞ্চার ঋণ | ১৩৫৯ | ১১৫২ | ১১৪৫ |
| অন্যান্য | ২৫০ | ৩১২ | ৩৭২ |
| মোট | ২২১৬ | ২৩৫৬ | ২৪০৮ |

## সিকিউরিটি লেনদেন

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ৭৩১০৩ মিলিয়ন টাকার সিকিউরিটি লেনদেন হয়েছে। এপ্রিল-জুন, ২০০১ সময়ে আরো ১২৯৮৬ মিলিয়ন টাকার সিকিউরিটি লেনদেন হওয়ার সম্ভাবনা সাপেক্ষে উক্ত অর্থ বছরে মোট লেনদেনের পরিমাণ ৫০০৮৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের প্রতম ৯ মাসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে আইসিবির লেনদেনের পরিমাণ ছিল ১৪৭৭ মিলিয়ন টাকা। প্রসংগত উল্লেখ্য যে বর্তমান নেটিং পদ্ধতিতে মোট লেনদেনে আইসিবির অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম হলেও প্রকৃত লেনদেন অর্থাৎ সেটেলমেন্ট ভ্যালু অনুযায়ী আইসিবির অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য।

## বিনিয়োজিত মূলধন

১০ নং সারণিতে ১৯৯৮-৯৯, ১৯৯৯-২০০০, ২০০০-২০০১ (মার্চ পর্যন্ত) কর্পোরেশনের বিনিয়োজিত মূলধন কাঠামোর বিবরণ প্রদত্ত হলো ঃ

## কম্পিউটারায়ন

কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে Automation এর লক্ষ্যে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে স্থাপিত নতুন সিস্টেমের পূর্ণ ব্যবহার হয়েছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন বিভাগের দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের জন্য ভেণ্ডর কর্তৃক উন্নয়নকৃত প্রয়োজনীয় ১০টি সফ্টওয়্যার এবং আইসিবির নিজস্ব জনবল কর্তৃক উন্নয়নকৃত ১২টি সফ্টওয়্যার সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভিন্ন অন-লাইন কার্যক্রমে পরিপূর্ণরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ-এর সাথে সরাসরি screen based trading করার জন্য কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়স্থ ট্রানজ্যাকশন বিভাগে একটি Windows NT Workstation স্থাপন করা হয়েছে। ব্রাঞ্চ অটোমেশনের আওতায় প্রশিক্ষণের প্রথম ধাপ প্রায় শেষ পর্যায়ে। অতি শীঘ্রই দ্বিতীয় ধাপ শুরু হবে। দেশে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আইসিবি প্রাতিষ্ঠানিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু করেছে। শাখাসমূহকে পর্যায়ক্রমে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কের (WAN) আওতায় আনা হবে। কর্পোরেশনের গতানুগতিক কার্যক্রমের বাইরে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দেশে ও বিদেশের প্রয়োজনে সফ্টওয়্যার উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণ/ডাটা এন্ট্রি ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। Share Management, Fund Management, Trading System, Portfolio Management জাতীয় সফ্টওয়্যার সমূহ Merchant Bank সমূহের চাহিদা মোতাবেক সরবরাহের পরিকল্পনা রয়েছে।

## সাউথ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (SADF)

সার্ক দেশসমূহে আঞ্চলিক প্রকল্প স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইকরণের জন্য প্রকল্প চিহ্নিতকরণসহ প্রকল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে সার্ক ফান্ড ফর রিজিওনাল প্রজেক্ট (SFRP) গঠিত হয়। সার্কভুক্ত সদস্যদেশসমূহ এ তহবিলে ৫.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যোগান দিয়েছে। পরবর্তীতে সার্ক অঞ্চল উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক তহবিল সঞ্চালন/যোগান এর উদ্দেশ্যে সার্কফান্ড ফর রিজিওনাল প্রজেক্ট (SFRP) এবং সার্ক রিজিওনাল ফান্ড (SRF) সমন্বয়ে সাউথ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (SADF) প্রতিষ্ঠা করা হয়। SADF হল তিন প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট একটি Umbrella ফান্ড। এগুলো হচ্ছে ঃ (১) প্রকল্প সনাক্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (২) প্রাতিষ্ঠানিক ও মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (৩) সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প

SADF একটি গভর্নিং বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। গভর্নিং বোর্ড সার্কভুক্ত দেশের নির্দিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী প্রধান এবং প্রত্যেক দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বর্গের সমন্বয়ে গঠিত। NODAL DFI হিসাবে আইসিবি SADF-এর গভর্নিং বোর্ড এ প্রতিনিধিত্ব করছে। এ পর্যন্ত ফান্ডের গভর্নিং বোর্ডের ৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে চেয়ারম্যান নেপাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী এবং সচিবালয়ও সেখানে অবস্থিত। SADF এর ৭ম সভা শ্রীলংকায় অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রথম প্রকোষ্ঠের অধীনে বিভিন্ন প্রকল্পের সমীক্ষা প্রনয়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠের আওতায় ইতোমধ্যে ভারতের হায়দ্রাবাদে Executive Development Program শীর্ষক একটি কোর্স সমাপ্ত হয়েছে।

# বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন

দেশের গৃহায়ন সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে আবাসিক বাড়ী নির্মাণ, সংস্কার এবং নির্মিত বাড়ীর রিমডেলিং বা কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালে জারীকৃত রাষ্ট্রপতির ৭ নম্বর আদেশ বলে ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন-কে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন হিসেবে পুনর্গঠিত করা হয়। কর্পোরেশনের ঋণ সুবিধা বর্তমানে উপ-জেলা সদর পর্যন্ত ফাইন্যান্স কর্পোরেশন হিসেবে পুনর্গঠিত করা হয়। কর্পোরেশনের ঋণ সুবিধা বর্তমানে উপ-জেলা সদর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে। কর্পোরেশনের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ১১০০ মিলিয়ন ও ৯৭৩ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক, রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বীমা কর্পোরেশনের নিকট সরকার কর্তৃক গ্যারান্টিযুক্ত ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে কর্পোরেশন চলতি মূলধন সংগ্রহ করে থাকে। ৩০শে জুন, ২০০০ পর্যন্ত ডিবেঞ্চার বিক্রয়লব্ধ তহবিলের মোট স্থিতির পরিমাণ ছিল ১৬৪৪৩ মিলিয়ন টাকা। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পরিচালনা বোর্ড দ্বারা কর্পোরেশন পরিচালিত হতে থাকে। সদর দফতর ছাড়াও বর্তমানে ঢাকায় ৪টি এবং চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী সিলেট ও বরিশাল বিভাগীয় সদরে একটি করে মোট ৯টি জোনাল অফিস এবং বিভিন্ন জেলা সদরে কর্পোরেশনের ১৩টি আঞ্চলিক অফিস ও ৬টি ক্যাম্প অফিস চালু আছে।

## কর্পোরেশনের ঋণের প্রকারভেদ

১। সাধারণ ঋণ ঃ একক বা স্বামী ও স্ত্রীর যৌথ নামে,

২। গ্রুপ ঋণ ঃ একাধিক ব্যক্তি মালিকানাধীন প্লটে ফ্ল্যাট ভিত্তিক,

৩। ফ্ল্যাট/এ্যাপার্টমেন্ট ঋণঃ নির্মীয়মান ফ্ল্যাট/ এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয়ের জন্য,

*কর্পোরেশনের অর্থায়নে গড়ে ওঠা সদ্য নির্মিত একটি ফ্ল্যাট বাড়ী*

৪। সমন্বিত ঋণ গ্রহীতার পূর্বের ঋণ সম্পূর্ণ সমন্বয়পূর্বক নকশা মোতাবেক বাড়ীর বাকী অংশের কাজ সম্পন্ন ও নির্মিত বাড়ীর মেরামত বা সংস্কারের জন্য,

৫। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের স্বল্প আয়তনের বাড়ী নির্মাণের জন্য,

৬। সেমিপাকা বাড়ীর জন্য।

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এর ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতি ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছর শেষে দাঁড়ায় ২৭২৩৭ মিলিয়ন টাকা যা ৩১শে মার্চ, ২০০১ শেষে ২৭৯০৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। কর্পোরেশন চলতি অর্থ বছরের মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত ৯২২ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে এবং ৮২০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে।

কর্পোরেশনের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

বছর ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী, বিতরণ, আদায়, স্থিতি এবং বকেয়া (Overdue) সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সারণি-২-এ দেয়া হলো।

## উন্নয়ন কর্মকাণ্ড

ঋণ গ্রহীতাদের সহায়তাকল্পে এইচবিএফসি যে সমস্ত

### অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

সারণি-১

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৮-১৯৯৯ | ১৯৯৯-২০০০ | ২০০০-২০০১ মার্চ পর্যন্ত (সাময়িক) | ২০০০-২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ১১০০ | ১১০০ | ১১০০ | ১১০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ৯৭৩ | ৯৭৩ | ৯৭৩ | ৯৭৩ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ৬৫৩১ | ৬৮৬৫ | ৬৮৬৫ | ৭৫১৯ |
| ৪। | আমানত ঃ | ২৬৫০ | ২৩১২ | ২২৮৫ | ১৫৬০ |
| ৫। | ঋণ বিতরণ | ৯১৮ | ১২৭৫ | ৮২০ | ১২০৬ |
| ৬। | ঋণ আদায় | ১৯৫৭ | ২৩২৯ | ১৪৯০ | ২৪০০ |
| ৭। | মোট আয় | ২২২৩ | ১৫৪৮ | ১৫৪৪ | ২০৫৮ |
| ৮। | মোট ব্যয় | ৯২৭ | ১৩১৩ | ৮১৪ | ১০৮৫ |
| ৯। | নীট মুনাফা | ১২৯৬ | ২৩৪ | ৭৩০ | ৯৭৪ |
| ১০। | প্রদেয় কর | ২৬৯ | ২৭৮ | - | ৩০০ |
| ১১। | ঋণ ও অগ্রিম | ২৬২৪৩ | ২৭২৩৭ | ২৭৯০৯ | ২৮১৩৩ |
| ১২। | মোট পরিসম্পদ | ২৯৭২২ | ৩০৮২১ | ৩১৫৫১ | ৩১৭৯৫ |
| ১৩। | শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ | ৪০২৫৬ | ৪৩৮১৮ | ৪৫১২৮ | ৪৭৪২৪ |
| | (ক) ঋণ বিতরণ | ২২৪৮২ | ২৩৭৫৭ | ২৪৫৭৭ | ২৪৯৬৩ |
| | (খ) ঋণ আদায় | ১৭৭৭৪ | ২০০৬১ | ২১৫৫১ | ২২৪৬১ |
| ১৪। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ৬২৫ | ৬০৫ | ৬০৩ | ৬০৪ |
| | (ক) কর্মকর্তা | ৩০৪ | ২৯৬ | ৩০০ | ৩০৫ |
| | (খ) কর্মচারী | ৩২১ | ৩০৯ | ৩০৩ | ২৯৯ |
| ১৫। | অফিস (সংখ্যায়) ঃ | ২৭ | ২৮ | ২৮ | ২৮ |
| | জোনাল | ৯ | ৯ | ৯ | ৯ |
| | রিজিওনাল | ১২ | ১৩ | ১৩ | ১৩ |
| | ক্যাম্প | ৬ | ৬ | ৬ | ৬ |

**বছর ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী, বিতরণ, আদায়, স্থিতি এবং বকেয়ার পরিমাণ** সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| অর্থ বছর | ঋণ মঞ্জুরী | বিতরণ | আদায় | ঋণের স্থিতি | মোট বকেয়া স্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৯৯৮-'৯৯ | ১৬১৬ | ৯১৮ | ১৯৫৬ | ২৬২৪৩ | ৩২৩৮ |
| ১৯৯৯-২০০০ | ১২৪২ | ১২৭৫ | ২৩২৯ | ২৭২৩৭ | ৩৩৪৯ |
| ২০০০-২০০১* (মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত) | ৯২২ | ৮২০ | ১৪৯৪ | ২৭৯০৯ | ৩৫৬৩ |
| ২০০০-২০০১** | ১২৯৭ | ১২০৬ | ২৪০০ | ২৮১৩৩ | ৩৫০২ |

কল্যাণমুখী উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১। ঋণের আবেদনকারীদের পরামর্শ ও উন্নত সেবাদানের লক্ষ্যে সদর দফতরসহ প্রতিটি জোনাল অফিসে "কাউন্সেলিং কাউন্টার" খোলা হয়েছে;

২। কিস্তি রিসিডিউলের মাধ্যমে ঋণের বকেয়া নিয়মিত করার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে;

৩। মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে কিস্তি পরিশোধ করা হলে ঐ মাসের আসলের কিস্তির উপর সুদ চার্জ করা হয় না যা ইনসেনটিভ হিসেবে গণ্য করা যায়;

৪। নিয়মিত ঋণ পরিশোধকারীদের বছরান্তে চার্জকৃত সুদের উপর শতকরা ১৫ ভাগ ইনসেনটিভ প্রদানের রীতি চালু রয়েছে;

৫। মাসিক কিস্তি প্রতিমাসে পরিশোধ না করেও ডিসেম্বর মাসে পূর্ববর্তী ছয় মাসের (ডিসেম্বর মাসসহ) এবং জুন মাসে পূর্ববর্তী ছয় মাসের (জুন মাসসহ) কিস্তি পরিশোধ করা হলেও ইনসেনটিভ প্রদান করা হয়;

৬। মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া ঋণ পরিশোধ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নানা পদ্ধতিতে পুনঃতফসীল (রিসিডিউল) করে ঋণের কিস্তি পুনর্নির্ধারণ করে ঋণ হিসাব হালনাগাদ করে দেয়া হয়;

৭। যে সমস্ত খেলাপী ঋণ গ্রহীতা ইতোপূর্বে ঋণ পুনঃতফসীল সুবিধা গ্রহণ করেননি তারা মেয়াদোত্তীর্ণ (ওভারডিউ) ঋণের ১০% এবং মামলাধীন ঋণের ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের ১৫% জমা দিয়ে ঋণ পুনঃতফসীল সুবিধা গ্রহণ করতে পারে;

৮। যে সমস্ত খেলাপি ঋণ গ্রহীতা ইতোপূর্বে ঋণ পুনঃতফসীল সুবিধা গ্রহণ করেছেন তারা ২৪ কিস্তির জন্য ৪ কিস্তি, পরবর্তী ১২ কিস্তির জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে ২ কিস্তি এবং অন্যান্য এলাকার ক্ষেত্রে ১ কিস্তি করে জমা দিয়ে পুনরায় ঋণ পুনঃতফসীল সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

## সুদের হার ও কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ

ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকায় ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের সুদের হার ১৩% এবং ১৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ঋণের বার্ষিক সুদের হার ১৫%। দেশের অন্যান্য এলাকায় সিলিং নির্বিশেষে ঋণের সুদের হার ১০%। কর্পোরেশনের ঋণের কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ ১৫ বছর। তবে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তদের জন্য স্বল্প আয়তনের ফ্ল্যাট ঋণ স্কীমের মেয়াদ ২০ বছর। এলাকাভেদে ঋণের সিলিং বর্তমানে সর্বনিম্ন ২.৭০ লক্ষ টাকা হতে সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

# সৌদি-বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (সাবিনকো)

বাংলাদেশ এবং সৌদি আরবের মধ্যে বিদ্যমান ভ্রাতৃত্ববোধের নিদর্শন স্বরূপ এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে যৌথ প্রচেষ্টায় আরো ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে সৌদি আরব এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী পর্যায়ে ১৫ই মে, ১৯৮৩ সালে এক প্রোটোকল স্বাক্ষরের মাধ্যমে সৌদি-বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (সাবিনকো) স্থাপনের সূচনা হয়। এ চুক্তি মোতাবেক এবং কোম্পানী আইন ১৯১৩ অনুযায়ী একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে ১৯৮৪ সালের ২৪শে জুন সাবিনকো আত্মপ্রকাশ করে ঢাকায় প্রধান কার্যালয় স্থাপন

*সাবিনকোর আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত একটি মৎস্য খামার*

করে। ১৯৮৬ সালে এর কার্যক্রম শুরু হয়।

সাবিনকোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শিল্প এবং কৃষি ভিত্তিক শিল্পে বিনিয়োগ করে এগুলো পরিচালিত করা এবং দেশে বিদেশে পণ্য দ্রব্য ও সেবা বিপণন করা। এছাড়া, সাবিনকো বিদ্যমান শিল্প কারখানাগুলোর অভ্যন্তরীণ সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সম্প্রসারণকল্পে শিল্প ঋণের যোগান দিয়ে থাকে। সাবিনকো নিজের তত্ত্বাবধানে অথবা সহযোগী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে বিশেষ কোন প্রকল্প পরিচালনায়ও সহায়তা প্রদান করতে পারে।

সাবিনকোর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ যাবৎ সৌদি এবং বাংলাদেশ সরকার সমভাবে ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিশোধ করেছে। বর্তমানে ছয় জন সদস্য নিয়ে কোম্পানীর বোর্ড গঠিত, তন্মধ্যে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং দুজন সদস্য সৌদি সরকার কর্তৃক এবং ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং অপর দু'জন সদস্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত।

## বিনিয়োগ নীতিমালা

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত শিল্প বিনিয়োগ নীতিমালার আওতায় কৃষিভিত্তিক শিল্পসহ বিবিধ শিল্প স্থাপন, সম্প্রসারণ/উন্নয়ন কার্যক্রমে সাবিনকো আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। সাবিনকো বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক বিনিয়োগ প্রস্তাবনা বিবেচনা করে থাকে। তবে নিম্নে উল্লেখিত প্রকল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকেঃ

ক) যে সব প্রকল্প স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে থাকে এবং উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানি বাজার বিদ্যমান;

খ) যে সব প্রকল্প মূলতঃ স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে থাকে এবং স্থানীয় বাজারে অপরিহার্য চাহিদা পূরণ করে;

গ) যে সব প্রকল্প আমদানিকৃত কাঁচামাল ব্যবহার করে কিন্তু উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানি বিদ্যমান এবং

ঘ) যে সব প্রকল্পে আমদানিকৃত কাঁচামাল ব্যবহার করা অপরিহার্য অথচ আমদানি বিকল্প পণ্য হিসেবে স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে।

### অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

সারণি-১

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৮-১৯৯৯ | ১৯৯৯-২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে) | ৬০ | ৬০ | ৬০ | ৬০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে) | ৬০ | ৬০ | ৬০ | ৬০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ৮১১ | ৯৩৬ | - | - |
| ৪। | আমানত ঃ | - | - | - | - |
| | ক) তলবী আমানত | - | - | - | - |
| | খ) মেয়াদী আমানত | - | - | - | - |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ২৩৪৫ | ২৪২৪ | | |
| ৬। | বিনিয়োগ | ৭৫১ | ১০০৮ | | |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ৪০৯৮ | ৪২৫৩ | | |
| ৮। | মোট আয় | ২৩২ | ১৯৪ | | |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৫৬ | ৫৯ | | |
| ১০। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ৪৫ | ৪৫ | | |
| | ক) কর্মকর্তা | ১৫ | ১৫ | | |
| | খ) কর্মচারী | ৩০ | ৩০ | | |

উপরোল্লিখিত ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রকল্প শ্রমনিবিড় এবং অগ্রপশ্চাৎ সম্পর্ক সমৃদ্ধবহুল, সেসব প্রকল্পসমূহকে অর্থায়নের ক্ষেত্রে সাবিনকো সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

## অর্থায়ন পদ্ধতি

ক) মেয়াদী ঋণ প্রদান (মধ্যম/দীর্ঘ মেয়াদী) দেশীয় এবং বৈদেশিক মুদ্রা।
খ) সরাসরি মূলধন বিনিয়োগ।
গ) শেয়ার এবং ডিবেঞ্চারে পাবলিক ইস্যু অবলেখন (Underwriting)।
ঘ) প্রাইভেট ফান্ড প্লেসমেন্ট সিন্ডিকেশন-এর ব্যবস্থাকরণ এবং এরকম প্লেসমেন্ট-এ অংশ গ্রহণ।
ঙ) মূলধন বাজারে লেনদেন।
চ) বিনিয়োগ তহবিল গঠন ও তার তদারকিকরণ।

## ঋণের অনুমোদন এবং বিতরণ

সাবিনকো শুরু থেকে ২০০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন শিল্প স্থাপনের জন্য মোট ৪৬টি প্রকল্পে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। অর্থায়িত ৪৬টি প্রকল্পে সাবিনকো ২০০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১১টি শিল্প উপ-খাতে দেশী ও বিদেশী মুদ্রায় সর্বমোট ৩৪৭৩ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করেছে। এই মঞ্জুরীকৃত ঋণের ২২% বস্ত্রখাতে, ১৭% রসায়ন, ঔষধ এবং সহযোগী খাতে এবং ১১% মৎস্য/চিংড়ি চাষে মঞ্জুর করা হয়েছে। আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী অন্যান্য খাতগুলো হলঃ কাঁচ/সিরামিক, সিমেন্ট, চামড়াজাত দ্রব্য, মৎস্য চাষ সহায়ক প্রকল্প, প্রকৌশল, দুগ্ধ/ফল, খেলনা/তাবু/ব্যাগ এবং কাগজ। বর্তমানে ৫টি ঋণ প্রস্তাব বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সাবিনকোর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

সাবিনকো কর্তৃক প্রদত্ত খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

**শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ** *সারণি-৩*

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে | প্রকল্প সংখ্যা | ৪৬ | - | ৪৬ |
| | পরিমাণ | ৩৪৭৩ | - | ৩৪৭৩ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৩ | - | ৩ |
| | পরিমাণ | ১৮২ | - | ১৮২ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ তারিখে | প্রকল্প সংখ্যা | ৪৬ | - | ৪৬ |
| | পরিমাণ | ৩৪৭৩ | - | ৩৪৭৩ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | - | - | - |
| | পরিমাণ | - | - | - |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১** পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ২ | - | ২ |
| | পরিমাণ | ৫০ | - | ৫০ |

*** প্রাক্কলিত।*

## খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণি-৪
*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ |
|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | <u>৬২২</u> | <u>৬২২</u> |
| | ক) শস্য | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | ৬২২ | ৬২২ |
| ২। | শিল্প ঃ | <u>২৪৭৪</u> | <u>২৮৫১</u> |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ২৪৭৪ | ২৮৫১ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | - | - |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | - | - |
| ৪। | বীমা রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | - | - |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | - | - |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | - | - |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | - | - |
| | খ) অন্যান্য | - | - |
| ৭। | অন্যান্য | | |
| | সর্বমোট | ৩০৯৬ | ৩৪৭৩ |

# ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট লীজিং কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (আইডিএলসি)

দেশের উৎপাদনশীল খাত এবং শিল্পোন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে "কোম্পানী এ্যাক্ট, ১৯১৩"-এর আওতায় ১৯৮৫ সালের ২৩শে মে তারিখে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে আইডিএলসি (IDLC) প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কোম্পানীটি বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (IFC) সহ ৫টি বিদেশী এবং ৩টি দেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী) উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯৩ সালে আইডিএলসি জনসাধারণের জন্যে শেয়ার ইস্যু করে। ২০০০ সালে কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভ ফান্ড যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন, ১৫০ মিলিয়ন এবং ২২৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ৫টি বিদেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোম্পানীটির ৪৫ শতাংশ এবং জনসাধারণসহ ১৪টি স্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোম্পানীটির ৫৫ শতাংশ শেয়ারের মালিক। কোম্পানী ১৯৯০ সালে চট্টগ্রামে একটি শাখা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যবসাকে আরো সম্প্রসারণ করে।

আইডিএলসি গত ১৬ বছর ধরে লীজিংকে অর্থায়নের একটি বিকল্প ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি দেশের শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। উন্নত এবং দ্রুত গ্রাহক সেবার পাশাপাশি উৎপাদনশীল ও চিকিৎসা যন্ত্রপাতিসহ সব ধরণের খাতে ফিন্যান্সিয়াল লীজ প্রদান করে থাকে। এশিয়ার বৃহত্তম কোম্পানীগুলোর মধ্যে অন্যতম কোরিয়া ডেভেলপমেন্ট লিজিং কর্পোরেশন আইডিএলসিকে লীজিং বিষয়ে সব ধরণের কারিগরী সহযোগিতা দিয়ে আসছে।

আইডিএলসি একটি বহুমুখী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সদাসচেষ্ট, ফলশ্রুতিতে ১৯৯৭ সালে কোম্পানী গৃহায়ন ঋণ ও স্বল্প মেয়াদী ঋণসমূহ চালু করেছে। স্বল্প মেয়াদী ঋণের আওতায় গ্রাহকরা তাদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের স্বল্প মেয়াদী আর্থিক সহায়তা যেমনঃ ইন্টার-কর্পোরেট ডিপোজিট (ICD), বিল/ইনভয়েস ডিসকাউন্টিং ইত্যাদি সেবা পেয়ে থাকে। গৃহায়ন ঋণ প্রকল্পের আওতায় আইডিএলসি গ্রাহকদের নতুন ফ্ল্যাট ক্রয়, নিজস্ব বাড়ী মেরামত/বর্ধিতকরণ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অথবা পেশাজীবীদের জন্য অফিস চেম্বার/শোরুম ক্রয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের আবাসন প্রকল্প এবং রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের নতুন এ্যাপার্টমেন্ট তৈরী করার জন্য ঋণ সুবিধা প্রদান করে থাকে।

সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক মার্চেন্ট ব্যাংক হিসেবে ১৯৯৮ সালের জানুয়ারী মাসে লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে আইডিএলসি ১৯৯৯ সালের গোড়া থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে আন্ডার রাইটিং, ইস্যু ম্যানেজমেন্ট, প্রাইভেট প্লেসমেন্ট অব স্টকস, লোন/লীজ সিন্ডিকেশন সার্ভিসের ব্যবস্থাকরণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সেবাসমূহ প্রদানকরছে। ২০০০ সালে কোম্পানীটি দেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্বমূলক অংশগ্রহণের মাধ্যমে ২৪০ মিলিয়ন টাকা লীজ সিন্ডিকেট গঠন করে।

আইডিএলসি'র ঋণ ও অগ্রিমের এবং মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ২০০০ সাল শেষে যথাক্রমে ৩৫৯৯ মিলিয়ন টাকা ও ৩৮৯১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়ে কোম্পানীর

## অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

সারণি-১

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ১৫০ | ১৫০ | ১৫০ | ১৫০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ২০১ | ২২৭ | ২৪৭ | ২৬০ |
| ৪। | আমানত ঃ | ৩৯ | ৩৮৬ | ৩৮৭ | - |
| | (ক) তলবী আমানত | - | - | - | - |
| | (খ) মেয়াদী আমানত | ৩৯ | ৩৮৬ | ৩৮৭ | - |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ২৬৯৮ | ৩৫৯৯ | ৩৬১৬ | ৩৯২৩ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ১৫ | ১ | ৯ | - |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ২৯৪৬ | ৩৮৯১ | ৩৯৭৭ | ৪৩২৮ |
| ৮। | মোট আয় | ৯৩৯ | ১১৩৮ | ৩৩০ | ৬৬২ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৮১৩ | ৯৯৩ | ২৮৭ | ৫৮৫ |
| ১০। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ৬৮ | ৬৯ | ৭৩ | ৭৭ |
| | ক) কর্মকর্তা | ৩৮ | ৩৭ | ৩৭ | ৪০ |
| | খ) কর্মচারী | ৩০ | ৩২ | ৩৬ | ৩৭ |
| ১১। | শাখা (সংখ্যায়) | ১ | ১ | ১ | ১ |

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | শিল্প ঋণ | | | | | অন্যান্য (গৃহে অর্থায়ণ) | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | লীজ ফাইন্যান্সিং | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | ব্রীজ ফাইন্যান্স | মোট | | |
| ১৯৯৯ বিতরণ | ৯৮১ | ১৫ | ৪২৭ | - | ১৪২৩ | ৫৫ | ১৪৭৯ |
| আদায় | ৮৮৭ | ১ | ৩৮০ | - | ১২৬৮ | ২২ | ১২৯০ |
| ২০০০ বিতরণ | ১১৯১ | ১০ | ১২৬০ | ১০৬ | ২৫৬৭ | ১৫৮ | ২৭২৫ |
| আদায় | ১০৩৪ | ২ | ৯৪৪ | ৮৭ | ২০৬৭ | ৬১ | ২১২৮ |
| মার্চ ৩১, ২০০১* বিতরণ | ১৮৭ | - | ৩৭৯ | ৩০ | ৫৯৬ | ৪০ | ৬৩৬ |
| আদায় | ২৬৭ | ২ | ৪১৬ | ২৮ | ৭১৩ | ১৩ | ৭২৬ |
| জুন ৩০, ২০০১** বিতরণ | ৬৩৮ | ৪০ | ৮৯৮ | ৪০ | ১৬১৬ | ৯১ | ১৭০৭ |
| আদায় | ৫২৬ | ৪ | ৫২১ | ২৮ | ১০৭৯ | ২৬ | ১১০৫ |

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

জনশক্তি ছিল ৬৯ জন।

আইডিএলসি-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

আইডিএলসি ২০০০ সালে লীজ অর্থায়ন, মেয়াদী অর্থায়ন, চলতি মূলধন, ব্রীজ ফাইন্যান্স ও গৃহ অর্থায়নের অধীনে যথাক্রমে ১১৯১ মিলিয়ন টাকা, ১০ মিলিয়ন টাকা, ১২৬০ মিলিয়ন টাকা, ১০৬ মিলিয়ন টাকা এবং ১৫৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে এবং উক্ত খাতসমূহে যথাক্রমে ১০৩৪ মিলিয়ন টাকা, ২ মিলিয়ন টাকা, ৯৪৪ মিলিয়ন টাকা, ৮৭ মিলিয়ন টাকা ও ৬১ মিলিয়ন টাকা আদায় করেছে।

কোম্পানীটির ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ ও খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সম্পর্কিত বিবরণী সারণি-২, ৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

*সারণি-৩*

### শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ১৫৭৮ | ৬৫৮ | ২২৩৬ |
| | পরিমাণ | ৭০৬৮ | ১৯৫৮ | ৯০২৬ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ১৭৯ | ৮৩ | ২৬২ |
| | পরিমাণ | ২৩৪৯ | ২১৯ | ২৫৬৮ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ১৬০৯ | ৬৮৬ | ২২৯৫ |
| | পরিমাণ | ৭৬০৬ | ১৯৯৭ | ৯৬০৩ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৩১ | ২৮ | ৫৯ |
| | পরিমাণ | ৫৩৮ | ৩৯ | ৫৭৭ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১ পর্যন্ত** | প্রকল্প সংখ্যা | - | - | - |
| | পরিমাণ | ১১৭৫ | ২৯৪ | ১৪৬৯ |

*** প্রাক্কলিত*

| খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি | | | | সারণি-৪ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১ শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) |
| ১। | **শিল্প ঃ** | ১৮১৪ | ২৫৩৩ | ২৫৪৫ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ১২৭০ | ২০৭৭ | ২০৮৭ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | ৫৪৪ | ৪৫৬ | ৪৫৮ |
| ২। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | - | ৫ | ৫ |
| ৩। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ২৭৯ | ৪৯৭ | ৪৯৯ |
| ৪। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ২৮৫ | ৩৪৩ | ৩৪৫ |
| ৫। | **বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ** | - | - | - |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | - | - | - |
| | খ) অন্যান্য | - | - | - |
| ৬। | অন্যান্য | ৩২০ | ২২১ | ২২২ |
| | সর্বমোট | ২৬৯৮ | ৩৫৯৯ | ৩৬১৬ |

# জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন ১৯৯৩ অনুযায়ী যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাস হতে বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠিত দেশী ও বিদেশী উদ্যোক্তা এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯৯ সালের ২৪শে আগস্ট কোম্পানীটি সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন অব বাংলাদেশ হতে মার্চেন্ট ব্যাংকার হিসেবে অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়। কোম্পানীটির অফিস ঢাকায় অবস্থিত এবং ২০০১ সালের মার্চ পর্যন্ত এতে কর্মরত লোকের সংখ্যা ২৭ জন। ২০০১ সালের মার্চ শেষে কোম্পানীর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন টাকা ও ১৭০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪০ মিলিয়ন টাকা। ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ পর্যন্ত শেয়ার হোল্ডারদের ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৯৪ মিলিয়ন টাকা। কোম্পানীর ঋণ অগ্রিম এবং মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ২০০০ সাল শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫৪৩ মিলিয়ন ও ৫৮৬ মিলিয়ন টাকা।

## কোম্পানীর প্রধান কর্মকাণ্ড ঃ

জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে ঃ

(ক) লীজ ফাইন্যান্স ঃ লীজ অর্থায়নের ব্যাপারে জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী প্রধানতঃ শিল্প খাতে মূলধন দ্রব্যাদি যেমন-প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ, নির্মাণ সামগ্রী, নৌ ও সড়ক পরিবহন, চিকিৎসা ও অফিস সামগ্রী, জেনারেটর/বয়লার, লিফট/এলিভেটর, অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি খাতে গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।

(খ) অর্থ বাজার কার্যক্রম ঃ কোম্পানীটি অর্থ বাজার সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডেও (মেয়াদী আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগ) অংশগ্রহণ করে থাকে।

(গ) মার্চেন্ট ব্যাংকিং ঃ মার্চেন্ট ব্যাংকার হিসেবে কোম্পানীটি মিউচুয়্যাল ফান্ড, আন্ডাররাইটিং ও ইস্যু ম্যানেজমেন্টে অংশগ্রহণ করছে। এ ছাড়াও কোম্পানীটি বিনিয়োগ উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

উপরোক্ত কার্যাবলী ছাড়াও কোম্পানীটি বিভিন্ন ধরণের আর্থিক কর্মকাণ্ড যেমন-হায়ার পারচেজ, পুঁজি বাজারে অর্থায়ন ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

কোম্পানীর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেডের ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি ২, ৩ এবং ৪-এ দেয়া হলো।

| অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য | | | | | সারণি-১ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ১৫০ | ১৬০ | ১৭০ | ১৭০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ৭ | ৩৪ | ৪০ | ৪৫ |
| ৪। | আমানত ঃ | ৩৬ | ৭৮ | ৪৫ | ৬০ |
| | (ক) তলবী আমানত | - | - | - | - |
| | (খ) মেয়াদী আমানত | ৩৬ | ৭৮ | ৪৫ | ৬০ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ৩৪৬ | ৪৩৭ | ৪৬৫ | ৫০১ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ১ | ২ | ২ | ৩ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ২১৮ | ৫৮৬ | ৫৯৭ | ৬০৫ |
| ৮। | মোট আয় | ১৫২ | ২১১ | ৭২ | ১৫৪ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ১১৫ | ১৪৫ | ৪৬ | ৯৮ |
| ১০। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ২৪ | ২৭ | ২৭ | ৩০ |
| | ক) কর্মকর্তা | ১৫ | ২০ | ২০ | ২২ |
| | খ) কর্মচারী | ৯ | ৭ | ৭ | ৮ |

| ঋণ বিতরণ ও আদায় | | | | | | সারণি-২ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বিবরণ | | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | বিতরণ | ১৮৩ | - | ১৮৩ | ২৫ | ২০৮ |
| | আদায় | ১৯ | - | ১৯ | - | ১৯ |
| ২০০০ | বিতরণ | ২৫৮ | - | ২৫৮ | ২২ | ২৮০ |
| | আদায় | ৯৫ | - | ৯৫ | - | ৯৫ |
| মার্চ ৩১, ২০০১* | বিতরণ | ৩৫ | - | ৩৫ | - | ৩৫ |
| | আদায় | ২ | - | ২ | - | ২ |
| জুন ৩০, ২০০১** | বিতরণ | ১৮০ | - | ১৮০ | - | ১৮০ |
| | আদায় | ৬০ | - | ৬০ | - | ৬০ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণি-৩

(মিলিয়ন টাকায়)

| ঋণ মঞ্জুরী | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|
| | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৩৭ | ২৪ | ৬১ |
| পরিমাণ | ৩৩২ | ১২৯ | ৪৬১ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৮ | ১৬ | ২৪ |
| পরিমাণ | ১০৯ | ৭৫ | ১৮৪ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৩৩ | ২৮ | ৬১ |
| পরিমাণ | ৩১৬ | ১৩৬ | ৪৫২ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৩ | ৫ | ৮ |
| পরিমাণ | ৩৫ | ১০ | ৪৫ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১ পর্যন্ত** | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ১২ | ১২ | ২৪ |
| পরিমাণ | ১০২ | ৫৩ | ১৫৫ |

** প্রাক্কলিত।

## খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণি-৪

(মিলিয়ন টাকায়)

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১ শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০ শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | | | | |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | - | - | - | - |
| ১। | শিল্প ঃ | ১৯১ | ২৭০ | ২৯৬ | ৩২৬ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ১৬১ | ১৭৮ | ১৯৫ | ২১৫ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | ৩০ | ৯২ | ১০১ | ১১১ |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল | - | - | - | - |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ৮৫ | ৬৭ | ৬১ | ৬০ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৩৩ | ৯১ | ৮৩ | ৮৫ |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | - | - | - | - |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | - | - | - | - |
| | খ) অন্যান্য | - | - | - | - |
| ৭। | অন্যান্য | ৩৭ | ৯ | ২৫ | ৩০ |
| | সর্বমোট | ৩৪৬ | ৪৩৭ | ৪৬৫ | ৫০১ |

# বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানী লিমিটেড (বিআইএফসি)

দেশের শিল্পোন্নয়ন ও উৎপাদনশীল খাতকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কোম্পানী আইন ১৯৯৪-এর আওতায় ১৯৯৬ সালের ১০ই আগস্ট তারিখে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড (বিআইএফসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিআইএফসি আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩-এর অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্তৃক ১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন এবং ২৫ মিলিয়ন টাকা।

*বিআইএফসি'র লীজ অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত একটি এমব্রয়ডারী শিল্প প্রকল্প*

## প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ঃ

(ক) অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক সূত্র হতে আর্থিক সম্পদ সৃষ্টি।

(খ) প্রাপ্ত আর্থিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে উৎপাদন ও উন্নয়নমুখী সকল ধরণের শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতে লীজ ফাইন্যান্স, হায়ার-পারচেজ ও মেয়াদী ঋণের মাধ্যমে মূলধনী বিনিয়োগ (ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট) বৃদ্ধি।

(গ) আমদানি বিকল্প ও রপ্তানিমুখী শিল্পসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় এবং রিজার্ভ বৃদ্ধি।

(ঘ) সম্ভাবনাময় শিল্প ও বাণিজ্য খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিশীল উদ্যোক্তাদের আর্থিক সুবিধা এবং পরামর্শ সেবা প্রদান।

(ঙ) শিল্প ও বাণিজ্য খাতে বিনিয়োগের ফলে শিক্ষিত ও বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে শিল্পোন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক তথা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখা।

(চ) ভবিষ্যতে দেশের পুঁজি বাজারের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ।

## বিনিয়োগ নীতি ঃ

বিআইএফসি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত শিল্প বিনিয়োগ নীতিমালার আওতায় বিবিধ শিল্প স্থাপনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়া, বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক সকল লীজ ও ঋণ প্রস্তাবনা বিবেচনা করে থাকে। লীজ অর্থায়নের ব্যাপারে নিম্নেলিখিত খাতসমূহ প্রাধান্য পেয়ে থাকেঃ

(ক) শিল্প কারখানার ব্যবহার উপযোগী প্রয়োজনীয় মূলধনী যন্ত্রপাতি (বিএমআরই-এর ক্ষেত্রে);

(খ) নির্মাণ সহযোগী যন্ত্রপাতি/সামগ্রী;

(গ) চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি;

(ঘ) জেনারেটর/বয়লার;

**অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য** সারণি-১

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ২৫ | ২৫ | ২৫ | ২৫ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ৪। | আমানত ঃ | ৫ | ৯ | ১৯ | ২০ |
| | ক) তলবী আমানত | - | - | - | - |
| | খ) মেয়াদী আমানত | ৫ | ৯ | ১৯ | ২০ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ৬৭ | ১৩০ | ১৩৪ | ১৫৮ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ১৭ | ১৩ | ১৩ | ১৩ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ৮৬ | ১১৬ | ১১৯ | ১২৫ |
| ৮। | মোট আয় | ১৬ | ৪৪ | ১৪ | ২৬ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ১৪ | ৩৮ | ১১ | ২২ |
| ১০। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ১০ | ১২ | ১৪ | ১৬ |
| | ক) কর্মকর্তা | ৮ | ৮ | ১০ | ১২ |
| | খ) কর্মচারী | ২ | ৪ | ৪ | ৪ |
| ১১। | শাখা (সংখ্যায়) | ১ | ১ | ১ | ১ |

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | বিতরণ | - | ৬ | - | ৬ | ৫৭ | ৬৩ |
| | আদায় | - | ৭ | - | ৭ | ৮ | ১৫ |
| ২০০০ | বিতরণ | - | ২০ | - | ২০ | ৭৮ | ৯৮ |
| | আদায় | - | ১১ | - | ১১ | ২২ | ৩৩ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* | বিতরণ | - | ৩ | - | ৩ | ১০ | ১৩ |
| | আদায় | - | ১ | - | ১ | ৯ | ১০ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | বিতরণ | - | ৫ | - | ৫ | ৫০ | ৫৫ |
| | আদায় | - | ১ | - | ১ | ২০ | ২১ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

(ঙ) গাড়ী/অন্যান্য যানবাহন;

(চ) লিফট/এলিভেটর ইত্যাদি; এবং

(ছ) এসি/কম্পিউটারসহ অন্যান্য বৈদ্যুতিক সামগ্রী।

আমানত গ্রহণ ঃ বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড (বিআইএফসি) জনসাধারণের সঞ্চয়কে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকার মেয়াদী আমানতের উপর আকর্ষণীয়

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

*সারণি-৩*

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | অন্যান্য ঋণ | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে | প্রকল্প সংখ্যা | ৭৫ | - | ৩০ | ১০৫ |
| | পরিমাণ | ১৪৮ | - | ৩২ | ১৮০ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৩৭ | - | ২২ | ৫৯ |
| | পরিমাণ | ৮১ | - | ১৭ | ৯৮ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ তারিখে | প্রকল্প সংখ্যা | ৮১ | - | ৩৬ | ১১৭ |
| | পরিমাণ | ১১৮ | - | ৩৫ | ১৯৩ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৬ | - | ৬ | ১২ |
| | পরিমাণ | ১০ | - | ৩ | ১৩ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১** পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ১৪ | - | ১২ | ২৬ |
| | পরিমাণ | ৫০ | - | ৫ | ৫৫ |

*** প্রাক্কলিত।*

হারে সুদ প্রদান করে থাকে।

বিআইএফসি'র অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

বিআইএফসি-এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

বিআইএফসি-এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

বিআইএফসি-এর খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

**খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি** সারণি-৪

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১ শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০ শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | | | | |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | - | - | - | - |
| ২। | শিল্প ঃ | ৫ | ৪৬ | ৪৭ | ৭০ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ৫ | ৪৬ | ৪৭ | ৭০ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | - | - | - | - |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | - | - | - | - |
| ৪। | বীমা রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | - | ১১ | ১০ | - |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১৬ | ৩৬ | ৩৯ | ৪৮ |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | - | - | - | - |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | - | - | - | - |
| | খ) অন্যান্য | - | - | - | - |
| ৭। | অন্যান্য | ৪৬ | ৩৭ | ৩৮ | ৪০ |
| | সর্বমোট | ৬৭ | ১৩০ | ১৩৪ | ১৫৮ |

# ভ্যানিক বাংলাদেশ লিমিটেড

শ্রীলংকা ও বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত "ভ্যানিক বাংলাদেশ লিমিটেড" একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে "কোম্পানী এ্যাক্ট-১৯৯৪" এর আওতায় ১৯৯৭ সালের ১০ই অক্টোবর বাংলাদেশে তার কার্যক্রম শুরু করে। ২০০১ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন টাকা এবং ১০০ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাস শেষে কোম্পানীর ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৫২ মিলিয়ন টাকা। কোম্পানীটির ৪০ শতাংশের মালিক শ্রীলংকার ভ্যানিক ইনকর্পোরেশন লিমিটেড এবং ৬০ শতাংশের মালিক স্থানীয় সুপ্রতিষ্ঠিত কয়েকজন ব্যক্তি এবং কয়েকটি গ্রুপ।

ভ্যানিক সময়ের প্রয়োজনে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন ধারা প্রবর্তন করেছে এবং অর্থ ও মূলধন যোগান দিয়ে দেশের বিনিয়োগ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখছে। ভ্যানিকের প্রধান প্রধান বিনিয়োগ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে লীজিং, ক্রেডিট কার্ড, কর্পোরেট ফাইন্যান্স, ডিপোজিট মবিলাইজেশন, ক্যাপিটাল মার্কেট অপারেশন ইত্যাদি। ভ্যানিকের আর্থিক মধ্যস্থতায় আন্তর্জাতিক মানের খ্যাতনামা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা ইতোমধ্যে তাদের কার্যক্রম শুরু

*ভ্যানিক বাংলাদেশের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান*

| অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য | | | | | সারণি-১ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | - | - | - | - |
| ৪। | আমানত ঃ | ৭৪ | ১৪৫ | ২৭৬ | ১২১ |
| | ক) তলবী আমানত | ২৪ | ১১ | ৮৫ | ৬ |
| | খ) মেয়াদী আমানত | ৫০ | ১৩৪ | ১৯১ | ১১৫ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম (লীজ ফাইন্যান্স) | ১৫২ | ৪৫২ | ৫৭৬ | ৭৭৬ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ৩১ | ৩২ | ৩১ | ৩০ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ৩১৩ | ৬০৯ | ৭৮২ | ৯৮৫ |
| ৮। | মোট আয় | ৮৪ | ১৬০ | ৫৮ | ১২০ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৮৩ | ১৫৯ | ৫৬ | ১১২ |
| ১০। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ৬৪ | ৭১ | ৮৯ | ৯৬ |
| | ক) কর্মকর্তা | ৪৫ | ৪৯ | ৬৪ | ৬৯ |
| | খ) কর্মচারী | ১৯ | ২২ | ২৫ | ২৭ |

করেছে। এছাড়াও এপোলো হাসপাতাল, সুপার মার্কেট চেইন প্রভৃতি বৃহৎ কিছু প্রজেক্টের কার্যক্রমও চলছে। ভ্যানিক বাংলাদেশ লিমিটেড লীজিং সেবা প্রদানের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ ক্রেডিট কার্ড চালু করেছে। ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাস শেষে কোম্পানীর ক্রেডিট কার্ড গ্রাহকের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৬৫০০ যার বিপরীতে তালিকাভুক্ত ব্যবসা

| ঋণ বিতরণ ও আদায় | | | | | | সারণি-২ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বিবরণ | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | | | | | | |
| বিতরণ | - | ১০৬ | - | ১০৬ | - | ১০৬ |
| আদায় | - | ৩৯ | - | ৩৯ | - | ৩৯ |
| ২০০০ | | | | | | |
| বিতরণ | - | ৩২৯ | - | ৩২৯ | - | ৩২৯ |
| আদায় | - | ৯২ | - | ৯২ | - | ৯২ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* | | | | | | |
| বিতরণ | - | ১৪৮ | - | ১৪৮ | - | ১৪৮ |
| আদায় | | ৪৩ | | ৪৩ | | ৪৩ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | | | | | | |
| বিতরণ | - | ৩৪৮ | - | ৩৪৮ | - | ৩৪৮ |
| আদায় | - | ৯০ | - | ৯০ | - | ৯০ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

| শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ | | | সারণি-৩ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|
| ঋণ মঞ্জুরী | শিল্পের আকার | | |
| | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে<br>প্রকল্প সংখ্যা<br>পরিমাণ | <br>১৫০<br>৪৫২ | <br>-<br>- | <br>১৫০<br>৪৫২ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত<br>প্রকল্প সংখ্যা<br>পরিমাণ | <br>১০৩<br>৩২৫ | <br>-<br>- | <br>১০৩<br>৩২৫ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : মার্চ ৩১, ২০০১ তারিখে প্রকল্প সংখ্যা<br>পরিমাণ | ১৭৩<br>৫১২ | -<br>- | ১৭৩<br>৫১২ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত<br>প্রকল্প সংখ্যা<br>পরিমাণ | <br>২৩<br>১৪৮ | <br>-<br>- | <br>২৩<br>১৪৮ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১** পর্যন্ত<br>প্রকল্প সংখ্যা<br>পরিমাণ | <br>৩৮<br>৩৪৮ | <br>-<br>- | <br>৩৮<br>৩৪৮ |

*** প্রাক্কলিত।*

প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল প্রায় ১২৫০টি।

কোম্পানীটি ১৯৯৮ সালের জানুয়ারি মাসে মার্চেন্ট ব্যাংকিং এর লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে আন্ডার রাইটিং ও ইস্যু ম্যানেজার সম্পর্কিত বিভিন্ন সেবা প্রদান করে আসছে।

কোম্পানীর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হলো।

ভানিক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ ও খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি ২, ৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

| খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি | | | | | সারণি-৪ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১ শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০ শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
| ১। | কৃষি ও মৎস্য :<br>ক) শস্য<br>খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | -<br>-<br>- | ৫<br>-<br>৫ | ৫<br>-<br>৫ | ৫<br>-<br>৫ |
| ২। | শিল্প :<br>ক) বৃহৎ ও মাঝারী<br>খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | ১৩৯<br>১৩৯<br>- | ৪২১<br>৪২১<br>- | ৫৪০<br>৫৪০<br>- | ৭৪০<br>৭৪০<br>- |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | - | - | - | - |
| ৪। | বীমা রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ১৩ | ১৫ | ১৫ | ১৫ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | - | ১১ | ১৬ | ১৬ |
| ৬। | অন্যান্য | - | - | - | - |
| | সর্বমোট | ১৫২ | ৪৫২ | ৫৭৬ | ৭৭৬ |

# দি ইউএই-বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড

আবুধাবী ফান্ড ফর আরব ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (বর্তমানে আবুধাবী ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট) ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ৮ই নভেম্বর, ১৯৮৬ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক দি ইউএই-বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড গঠিত হয়, যা ১৯৮৭ সালের জুন মাসে প্রাইভেট কোম্পানী হিসেবে কোম্পানীসমূহের নিবন্ধকের দফতরে নিবন্ধিত হয় এবং ১৯৮৯ সালের জুন মাসে কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানীর ৬০ শতাংশ মালিকানা আবুধাবী ফান্ডের এবং ৪০ শতাংশ মালিকানা বাংলাদেশ সরকারের। কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১৫৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের ডিসেম্বরে কোম্পানীর রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩২ মিলিয়ন টাকা। ৫ জন সদস্য সমন্বয়ে কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ গঠিত যার মধ্যে আবুধাবী ফান্ড কর্তৃক মনোনীত ৩ জন এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ জন। সভাপতি সর্বদাই আবুধাবী ফান্ড কর্তৃক মনোনীত।

## কোম্পানীর বিনিয়োগ নীতিমালা ও অর্থায়ন রীতি

চুক্তি এবং কোম্পানীর সংঘ স্মারকে উল্লেখিত অনুবিধি অনুযায়ী অন্যান্য উদ্দেশ্যসহ নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত হয়ঃ ঃ

১। বাংলাদেশে আর্থিকভাবে সফল প্রকল্পসমূহে বাণিজ্যিক

**অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য** সারণি-১

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ৫০০ | ৫০০ | ৫০০ | ৫০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ১৫৮ | ১৫৮ | ১৫৮ | ১৫৮ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ২১২ | ২৩২ | ২৩৩ | ২৪২ |
| ৪। | অগ্রিম | ২২ | ১৯ | ১৭ | ১৬ |
| ৫। | বিনিয়োগ | ২৪ | ২৪ | ২৪ | ২৪ |
| ৬। | মোট পরিসম্পদ | ৩৭ | ৩৯০ | ৩৯১ | ৪০০ |
| ৭। | মোট আয় | ১৩৭ | ২৬ | ৩ | ১৩ |
| ৮। | মোট ব্যয় | ৭ | ৬ | ২ | ৩ |
| ৯। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ৮ | ৮ | ৮ | ৯ |
| | ক) কর্মকর্তা | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ |
| | খ) কর্মচারী | ৫ | ৫ | ৫ | ৬ |

সারণি-২

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

| বিবরণ | | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | বিতরণ | - | - | - | - | - |
| | আদায় | ২ | - | ২ | - | ২ |
| ২০০০ | বিতরণ | - | - | - | - | - |
| | আদায় | ৪ | - | ২ | - | ২ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* | বিতরণ | - | - | - | - | - |
| | আদায় | ২ | - | ২ | - | ২ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | বিতরণ | - | - | - | - | - |
| | আদায় | ৩ | - | ৩ | - | ৩ |

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

ভিত্তিতে বিনিয়োগ;

২। বাংলাদেশে প্রকল্প, উদ্যোগ গ্রহণ, ব্যবস্থাপনা এবং অর্থায়নের সংগে জড়িত হওয়া;

৩। আর্থিকভাবে সফল প্রকল্পসমূহের অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সহযোগিতায় সম্পূরক কোম্পানী গড়ে তোলা, বিদ্যমান কোম্পানী বা কর্পোরেশনে মূলধন বা ঋণ অথবা উভয় প্রকার অর্থায়নে অংশ গ্রহণ;

সারণি-৩

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে | প্রকল্প সংখ্যা | ১ | - | ১ |
| | পরিমাণ | ২৪ | - | ২৪ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | - | - | - |
| | পরিমাণ | - | - | - |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : মার্চ ৩১, ২০০১ তারিখে | প্রকল্প সংখ্যা | ১ | - | ১ |
| | পরিমাণ | ২৪ | - | ২৪ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | - | - | - |
| | পরিমাণ | - | - | - |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১** পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | - | - | - |
| | পরিমাণ | - | - | - |

**প্রাক্কলিত।

৪। এক/একাধিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অথবা সরাসরি আর্থিকভাবে সফল প্রকল্পসমূহ বা কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের শেয়ার, স্টক, বন্ড, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি কেনা-বেচা করা;

৫। বাংলাদেশে আর্থিকভাবে সফল প্রকল্পসমূহে অগ্রিম প্রদান, ঋণ ও চলতি মূলধন সরবরাহ করা।

কোম্পানীটি ২০০১ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে ২৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুরী দিয়েছে, যা ইতোমধ্যেই বিতরণ করা হয়েছে। ২০০১ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে কোম্পানীর ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭ মিলিয়ন টাকা। দি ইউএই-বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

কোম্পানীর ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ ও খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-২, ৩ ও ৪ -এ দেয়া হলো।

## খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণি-৪

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১ শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০ শে জুন, ২০০১ (প্রাককলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | - | - | - | - |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | - | - | - | - |
| ২। | শিল্প ঃ | ২২ | ১৮ | ১৭ | ১৬ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ২২ | ১৮ | ১৭ | ১৬ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | - | - | - | - |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | - | - | - | - |
| ৪। | বীমা রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | - | - | - | - |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | - | - | - | - |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | - | - | - | - |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | - | - | - | - |
| | খ) অন্যান্য | - | - | - | - |
| ৭। | অন্যান্য | - | - | - | - |
| | সর্বমোট | ২২ | ১৮ | ১৭ | ১৬ |

# ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী লিমিটেড (পিএলসি)

ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী লিঃ ১৯৯৫ সালের ১৯শে এপ্রিল তারিখে বাংলাদেশে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কোম্পানীর অনুমোদিত এবং পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ৫০০ মিলিয়ন ও ১০০ মিলিয়ন টাকা। বর্তমানে এই কোম্পানীতে মোট ৫ জন পরিচালক রয়েছেন। এই কোম্পানী শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি, প্ল্যান্ট, সরঞ্জামাদি, যানবাহন ইত্যাদি ক্রয়ে ইজারা ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। ১৯৯৫ সালের এপ্রিল হতে এই কোম্পানী প্রাতমিকভাবে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা আরম্ভ করে এবং ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫-এ প্রথম লীজ চুক্তি স্বাক্ষর করে।

## বিনিয়োগ নীতি

কোম্পানীটি নিম্নলিখিত খাতসমূহে বিনিয়োগ করে থাকে ঃ

১। যানবাহন
২। ইলেকট্রনিক্স ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি
৩। চামড়াজাত দ্রব্য
৪। বস্ত্র
৫। পোশাক
৬। মুদ্রণ
৭। নৌযান
৮। ইস্পাত ও শিল্প প্রকৌশল
৯। বৈদ্যুতিক জেনারেটর/ট্রেইলর
১০। চিকিৎসা যন্ত্রপাতি এবং
১১। ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান

## আর্থিক সহায়তার পদ্ধতি

ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী (পিএলসি) সরাসরি ১০০% অর্থ

*ফিনিক্স লীজিং-এর অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি অত্যাধুনিক ডিটারজেন্ট ফ্যাক্টরি।*

লীজ সম্পত্তির সরবরাহকারীকে যোগান দেয়। প্রাথমিকভাবে লীজকৃত সম্পত্তি ফিনিক্স লীজিং কোম্পানীর নামে ক্রয় করা হয় এবং লীজের মেয়াদ পূর্তিতে উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ঃ

ক) সম্পত্তির মালিকানা সেলভেজ (Salvage) মূল্য হিসাবে হস্তান্তর মূল্যের শতকরা ৫ ভাগ প্রদান সাপেক্ষে লীজ গ্রহীতাকে স্থানান্তর;
খ) লীজ চুক্তির নবায়ন;
গ) লীজকৃত সম্পত্তি কোম্পানীর (পিএলসি) কাছে ফেরত দেয়া হয়।

## আর্থিক সহায়তার শর্তসমূহ

লীজের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদানের সময় নিম্নলিখিত শর্তসমূহ বিবেচনা করা হয় ঃ

অধিগ্রহণকৃত মূল্য ঃ সম্পত্তির আসল ক্রয়মূল্য এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ যেমন, ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়াম, আবগারী শুল্ক, কর, এলসি সংক্রান্ত খরচ, পরিবহন এবং পিএলসি কর্তৃক বহনকৃত অন্যান্য আর্থিক খরচ একত্রীভূত করার পর অধিগ্রহণ মূল্য নির্ধারিত হয়।

লীজের সময় ঃ সাধারণত ২ বছর হতে ৫ বছর মেয়াদী লীজ চুক্তি সম্পাদন করা হয়।

লীজের কিস্তি ঃ সম্পত্তি অধিগ্রহণ মূল্য ও অন্যান্য পরিমাণের উপর ভিত্তি করে লীজের কিস্তি নির্ধারিত হয় যা সাধারণত মাসিক ভিত্তিতে প্রদেয়।

লীজ ডিপোজিট ঃ লীজ চুক্তি সম্পাদনের সময় ২ মাসের কিস্তির সমপরিমাণ অর্থ লীজ ডিপোজিট হিসাবে লীজ গ্রহীতাকে জমা দিতে হয়।

জামানত ঃ বিভিন্ন প্রকার জামানত পিএলসির কাছে গ্রহণযোগ্য যেমন (ক) ব্যাংক গ্যারান্টি/ইনস্যুরেন্স গ্যারান্টি, (খ) নগদ অর্থে পরিবর্তনযোগ্য আমানত যেমন-পিএসপি, বিএসপি, এফডিআর ইত্যাদি, (গ) স্থাবর সম্পত্তি এবং তদসংগে নগদ জামানত (ক্ষেত্র বিশেষে যা পরিবর্তনযোগ্য)।

ইনস্যুরেন্স ঃ লীজকৃত সম্পত্তিটি সম্পূর্ণ লীজ চুক্তির কালে যথাযথ ইনস্যুরেন্স করা হয়।

**অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য** — সারণি-১ *(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ |
|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ৫০০ | ৫০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ৫০ | ১০০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ১৪ | ১৪ |
| ৪। | **আমানত ঃ** | ১৭৭ | ৩১৫ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ৫৭৪ | ৭৩৭ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ৩.১ | ১.৫ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ৮৭১ | ১১৪৩ |
| ৮। | মোট আয় | ২৬৬ | ৩৩৭ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৩৩৯ | ৩০৪ |
| ১০। | **মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ** | ৩১ | ৩২ |
| | ক) কর্মকর্তা | ২১ | ২২ |
| | খ) কর্মচারী | ১০ | ১০ |
| ১১। | শাখা (সংখ্যায়) | ১ | ১ |

| ঋণ বিতরণ ও আদায় | | | | | সারণি-২ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|---|---|
| বিবরণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
| | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | | | | | |
| বিতরণ | ৫৭৪ | - | ৫৭৪ | - | ৫৭৪ |
| আদায় | ২৫৪ | - | ২৫৪ | - | ২৫৪ |
| ২০০০ | | | | | |
| বিতরণ | ৪৫৮ | - | ৪৫৮ | - | ৪৫৮ |
| আদায় | ২৯৫ | - | ২৯৫ | - | ২৯৫ |

অন্যান্য ঃ ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী জনসাধারণের সঞ্চয়কে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকার মেয়াদী আমানতের উপর আকর্ষণীয় সুদ/মুনাফা প্রদান করে থাকে।

এই হার নিম্নরূপ ঃ-

| মেয়াদ | সুদের হার (মুনাফার হার) |
|---|---|
| ১ বছর | ১২% |
| ২ বছর | ১২.৫% |
| ৩ বছর | ১৩% |

সারণি-১-এ কোম্পানীর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখানো হলো। সারণি ২ ও ৩-এ ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী লিমিটেডের ঋণ বিতরণ ও আদায় এবং শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী দেখানো হলো।

| শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ | | | সারণি-৩ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|
| ঋণ মঞ্জুরী | শিল্পের আকার | | |
| | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ১৪৫ | ৩৯৫ | ৫৪০ |
| পরিমাণ | ১৬০৯ | ৫২৪ | ২১৩৩ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৪১ | ৭৯ | ১২০ |
| পরিমাণ | ৪০৬ | ৯১ | ৪৯৭ |

*নোট ঃ*

*১। প্রকল্প সংখ্যা বলতে এখানে লীজ ফাইন্যান্সিং-এর সংখ্যা বুঝানো হয়েছে।*

*২। ক্ষুদ্র ও কুটির= ২৫.০০ লক্ষ টাকার নীচে।*

*৩। বৃহৎ ও মাঝারী= ২৫.০০ লক্ষ টাকা ও তদুর্ধ্ব।*

# বে লীজিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

১৯৯৬ সালের মে মাসে বে লীজিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানী ব্যবসা শুরু করে ৫০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে। ১৯৯৮ সালের জুন মাসে কোম্পানীটি বাংলাদেশের পুঁজি বাজারে সক্রিয় ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ মার্চেন্ট ব্যাংকার হিসেবে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়। এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫০০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালে কোম্পানীটির পরিশোধিত মূলধন ছিল ২৫ মিলিয়ন টাকা যা ২০০০ সালে ৪০ মিলিয়ন টাকায় বর্ধিত করা হয়।

## ২০০০ সালে কোম্পানীর কার্যক্রম

### ক) লীজিং

এ বছর কোম্পানী পরিবহন ও যোগাযোগ খাতকে সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে গুরুত্ব প্রদান করে এ খাতে সর্বাধিক বিনিয়োগ করে। এ ছাড়া কৃষি, শিল্প ও সেবাসহ অন্যান্য খাতেও কোম্পানীটি যথেষ্ট বিনিয়োগ করে।

**অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য** — সারণি-১

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ৫০০ | ৫০০ | ৫০০ | ৫০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ২৫ | ৪০ | ৪০ | ৪০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ২.৫৬ | ৭.০০ | ৭.০০ | ১২.০০ |
| ৪। | আমানত ঃ | ৩৫ | ৮৯ | ৯৬ | ৯৮ |
| | ক) তলবী আমানত | ৪ | ৩ | ৩ | ৩ |
| | খ) মেয়াদী আমানত | ৩১ | ৮৬ | ৯৩ | ৯৫ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ৪৭ | ৩০২ | ৩০২ | ৩১৩ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ২৩ | ১৭ | ১১ | ১৫ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ৫৩ | ৬১ | ৫৪ | ৫৫ |
| ৮। | মোট আয় | ৩৬ | ৭৯ | ৩৩ | ৫০ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৩৩ | ৬৮ | ২৪ | ৩২ |
| ১০। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ১৪ | ১৯ | ১৯ | ২১ |
| | ক) কর্মকর্তা | ১০ | ১৪ | ১৪ | ১৬ |
| | খ) কর্মচারী | ৪ | ৫ | ৫ | ৫ |

সারণি-২

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

| বিবরণ | | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | বিতরণ | - | ১১ | ৭ | ১৮ | ৪২ | ৬০ |
| | আদায় | - | ৪ | ১ | ৫ | ১৪ | ১৯ |
| ২০০০ | বিতরণ | ৭ | ৫১ | ৫ | ৫৬ | ১৩১ | ১৯৭ |
| | আদায় | ১ | ৮ | ১ | ৯ | ২৮ | ৩৭ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* | বিতরণ | - | ২ | - | ২ | ১৪ | ১৬ |
| | আদায় | - | ০.২৮ | - | ০.২৮ | ৩ | ৩ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | বিতরণ | ২ | ৩ | ১ | ৪ | ২৫ | ২৯ |
| | আদায় | ০.৩০ | ০.৫০ | ০.২৫ | ০.৭৫ | ৫.০০ | ৬ |

*সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

### খ) সরাসরি অর্থায়ন

কোম্পানী লীজিং কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে চলতি মূলধন হিসেবে সরাসরি অর্থায়ন করে। এ ছাড়া গৃহায়ন খাতেও কোম্পানীটি অংশ গ্রহণমূলক অর্থায়ন করে।

### গ) মার্চেন্ট ব্যাংকিং

কোম্পানী বাংলাদেশের পুঁজি বাজার উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে স্টক মার্কেটে প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী

*সারণি-৩*

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ তারিখে | প্রকল্প সংখ্যা | ৩২ | - | ৩২ |
| | পরিমাণ | ৬৭ | - | ৬৭ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ২৪ | - | ২৪ |
| | পরিমাণ | ৫১ | - | ৫১ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : মার্চ ৩১, ২০০১ তারিখে | প্রকল্প সংখ্যা | ৩৩ | - | ৩৩ |
| | পরিমাণ | ৬৮ | - | ৬৮ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ১ | - | ১ |
| | পরিমাণ | ১ | - | ১ |
| জানুয়ারী ১ হতে ৩০ জুন, ২০০১**পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৩ | - | ৩ |
| | পরিমাণ | ৫ | - | ৫ |

*** প্রাক্কলিত।*

বিনিয়োগ করে। এ ছাড়াও বিভিন্ন কোম্পানীকে IPO-এর মাধ্যমে স্টক মার্কেটে লিস্টিং-এর ক্ষেত্রে Underwriter হিসেবে কাজ করে এবং NCC Bank Limited কে মার্কেটে লিস্টিং-এর ক্ষেত্রে ইস্যু ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। বর্তমানে কোম্পানীটি আরও কয়েকটি কোম্পানীর ইস্যু ম্যানেজারের কার্যক্রমের দায়িত্বে নিয়োজিত।

খ) অন্যান্য কার্যক্রম

কোম্পানীটি মার্চেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম "পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট"-এর কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য BLI Securities Limited নামে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের একটি ব্রোকারেজ হাউজ ক্রয় করে, যা ভবিষ্যতে মার্চেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বে লীজিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড-এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

বে লীজিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড কর্তৃক শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

বে লীজিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড-এর খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

**খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি**

সারণি-৪
*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১ শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০ শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | - | - | - | - |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | - | ৭ | ৭ | ৮ |
| ২। | শিল্প ঃ | <u>৫</u> | <u>৮০</u> | <u>৭৭</u> | <u>৭৮</u> |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ৫ | ৮০ | ৭৭ | ৭৮ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | - | - | - | - |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | - | - | - | - |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | - | ১২ | ১১ | ১২ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৪২ | ১৪৬ | ১৪৬ | ১৫০ |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | - | - | - | - |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | - | - | - | - |
| | খ) অন্যান্য | - | - | - | - |
| ৭। | অন্যান্য | - | ৫৭ | ৬১ | ৬৫ |
| | সর্বমোট | ৪৭ | ৩০২ | ৩০২ | ৩১৩ |

# প্রাইম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (পিএফআইএল)

দেশের শিল্পোন্নয়ন ও পুঁজি বাজারে অবদান ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে "কোম্পানী আইন-১৯৯৪" মোতাবেক ১৯৯৬ সালের ১০ই মার্চ প্রাইম ফাইনন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (পিএফআইএল) ৫০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পিএফআইএল আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২৫শে এপ্রিল, ১৯৯৬ তারিখে লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানীর বর্তমান পরিশোধিত মূলধন ৫০ মিলিয়ন টাকা।

পিএফআইএল ইস্যু ম্যানেজমেন্ট, আন্ডার রাইটিং, শেয়ার এবং সিকিউরিটিজ ক্রয় বিক্রয় ও লীজিং এর মাধ্যমে অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে।

## প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

(ক) দেশের পুঁজি বাজারের সার্বিক উন্নয়নে ইস্যু ম্যানেজার, পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও

**অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য**

সারণি-১

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ৫০০ | ৫০০ | ৫০০ | ৫০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ৫০ | ৫০ | ৫০ | ১০০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ২ | ৪ | ৪ | ৪ |
| ৪। | আমানত ঃ | ৮ | ৮৫ | ৩৪ | ৩৪ |
| | ক) তলবী আমানত | - | ৭৩ | ১০ | - |
| | খ) মেয়াদী আমানত | ৮ | ১২ | ২৪ | ৩৪ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ৩৫ | ১৫০ | ২০৮ | ২৭৫ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ১০ | ৯ | ১২ | ১২ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ৭১ | ২০৭ | ২৫৫ | ৩৪১ |
| ৮। | মোট আয় | ২৮ | ৪৫ | ২৪ | ৫৬ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৩ | ৪০ | ২০ | ৪৭ |
| ১০। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ২১ | ২১ | ২২ | ৩৩ |
| | ক) কর্মকর্তা | ১১ | ১০ | ১১ | ২২ |
| | খ) কর্মচারী | ১০ | ১১ | ১১ | ১১ |

আন্ডাররাইটার হিসেবে কাজ করা। এছাড়া বিভিন্ন শেয়ার ও সিকিউরিটিজ-এ বিনিয়োগ করা।

(খ) দেশের উৎপাদনশীল খাত এবং শিল্পোন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহকে যন্ত্রপাতি লীজ দেয়া।

(গ) বিদ্যমান কোম্পানীসমূহকে বিএমআরই-এর জন্য সহায়তা প্রদান করা।

(ঘ) জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এবং রপ্তানিমুখী ও আমদানি বিকল্প শিল্পসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তা প্রদান করা।

(ঙ) স্বল্প ও মধ্য বিত্ত আয়ের পরিবারের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে গৃহসামগ্রী খাতে অর্থায়ন করা।

## প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যাবলী

প্রাইম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড-এর প্রধান কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

### (ক) ইস্যু ম্যানেজমেন্ট ঃ

২০০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পিএফআইএল ৮৫৮ মিলিয়ন টাকার মোট ৯টি কোম্পানীর শেয়ার ইস্যু ব্যবস্থাপনা করে। বর্তমানে ৩টি কোম্পানীর সর্বমোট ৯৫ মিলিয়ন টাকার শেয়ার ইস্যু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

### (খ) আন্ডার রাইটিং ঃ

এ যাবত পিএফআইএল ১৩টি কোম্পানীর মোট ১৫৬ মিলিয়ন টাকা মূল্যের শেয়ার অবলেখন করেছে।

### (গ) ইনভেস্টমেন্ট পোর্টফোলিও ঃ

পিএফআইএল ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাস থেকে পোর্টফোলিও কার্যক্রম শুরু করে। এ পর্যন্ত মোট ৪৯টি বিনিয়োগ হিসাব খোলা হয়েছে।

### (ঘ) লীজ ফাইন্যান্স ঃ

দেশে উৎপাদনশীল খাত এবং শিল্পোন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহকে পিএফআইএল ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ পর্যন্ত সর্বমোট ২৫২ মিলিয়ন টাকার মোট ১১২টি লীজ অর্থায়ন অনুমোদন করে। উল্লেখ্য যে, এই প্রতিষ্ঠানে আরও ৮০ মিলিয়ন টাকার লীজ অর্থায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

### (ঙ) হায়ার পারচেজ ঃ

পিএফআইএল স্বল্প মধ্যবিত্ত আয়ের পরিবারের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে গৃহ সামগ্রী খাতে ১৯৯ জন কে ৩৬ মিলিয়ন টাকা অর্থায়ন করেছে।

পিএফআইএল-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

পিএফআইএল-এর ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২-এ দেয়া হলো

**ঋণ বিতরণ ও আদায়** সারণি-২

(মিলিয়ন টাকায়)

| বিবরণ | | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | বিতরণ | - | ৩১ | - | ৩১ | - | ৩১ |
| | আদায় | - | ১৫ | - | ১৫ | - | ১৫ |
| ২০০০ | বিতরণ | - | ১২৪ | - | ১২৪ | - | ১২৪ |
| | আদায় | - | ২৯ | - | ২৯ | - | ২৯ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* | বিতরণ | - | ১৫ | - | ১৫ | - | ১৫ |
| | আদায় | - | ১৪ | - | ১৪ | - | ১৪ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | বিতরণ | - | ৭৫ | - | ৭৫ | - | ৭৫ |
| | আদায় | - | ৩১ | - | ৩১ | - | ৩১ |

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

| শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ | | | সারণি-৩ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|
| ঋণ মঞ্জুরী | শিল্পের আকার | | |
| | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৬৪ | ৬৭ | ১৩১ |
| পরিমাণ | ১১৩ | ৩৭ | ১৫০ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ১৮ | ২৭ | ৪৫ |
| পরিমাণ | ৮০ | ৪৪ | ১২৪ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১শে মার্চ, ২০০১ তারিখে | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৭০ | ৭২ | ১৪২ |
| পরিমাণ | ১২৬ | ৩৯ | ১৬৫ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৬ | ৫ | ১১ |
| পরিমাণ | ১৩ | ২ | ১৫ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১** পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৬ | ৯ | ১৫ |
| পরিমাণ | ৬০ | ১৫ | ৭৫ |

** প্রাক্কলিত।

প্রাইম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ কর্তৃক শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

পিএফআইএল-এর খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

| খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি | | | | | সারণি-৪ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১ শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০ শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
| ১। | কৃষি ও মৎস্য : | ১ | - | - | - |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | ১ | - | - | - |
| ২। | শিল্প : | ২১ | ১২১ | ১৪ | ৬৪ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ৭ | ৭৪ | ১৩ | ৬০ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | ১৪ | ৪৭ | ১ | ৪ |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | - | - | - | - |
| ৪। | বীমা রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ৭ | ১ | ১ | ১২ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | - | - | - | - |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী : | - | - | - | - |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | - | - | - | - |
| | খ) অন্যান্য | - | - | - | - |
| ৭। | অন্যান্য | ৬ | - | - | - |
| | সর্বমোট | ৩৫ | ১২২ | ১৫ | ৭৬ |

# ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড

বাড়ী নির্মাণ, জমি ও ফ্ল্যাট ক্রয়, বাড়ী সংস্কার ও উন্নয়নে ঋণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালের ১১ই মে ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড (ডিবিএইচ) ৫০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ডিবিএইচ একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্ত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এ কোম্পানীটির মালিকানায় ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড, ব্র্যাক, গ্রীণ ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড, ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) এবং ভারতের হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড-এর অংশীদারীত্ব রয়েছে। ২০০১ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে কোম্পানীটির পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ২০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

২০০১ সালের প্রথম তিন মাসে ডিবিএইচ ৫৭৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১৫৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে।

**অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য** সারণি-১

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ৫০০ | ৫০০ | ৫০০ | ৫০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ২০০ | ২০০ | ২০০ | ২০০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ১৫ | ৭০ | ১৬১ | ২০১ |
| ৪। | আমানত ঃ | - | - | | - |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ১৯১ | ৪৮৪ | ৬৩১ | ৬৮০ |
| ৬। | বিনিয়োগ | - | | ২০ | ২০ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ৪৭০ | ৯৮০ | ১৪৭১ | ১৬৩৪ |
| ৮। | মোট আয় | ৪৪ | ১০৭ | ১৩৮ | ১৫০ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ১৭ | ৭৬ | ৯৬ | ১০৫ |
| ১০। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ৩২ | ৪৫ | ৫৪ | ৫৪ |
| | ক) কর্মকর্তা | ২১ | ৩০ | ৩৯ | ৩৯ |
| | খ) কর্মচারী | ১১ | ১৫ | ১৫ | ১৫ |
| ১১। | শাখা (সংখ্যায়) | ১ | ২ | ২ | ৩ |

| ঋণ বিতরণ ও আদায় | | | সারণি-২ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|
| বিবরণ | শিল্প ঋণ | অন্যান্য ঋণ | মোট |
| ১৯৯৯ | | | |
| বিতরণ | - | ৩০০ | ৩০০ |
| আদায় | - | ২৮ | ২৮ |
| ২০০০ | | | |
| বিতরণ | - | ৫৩৩ | ৫৩৩ |
| আদায় | - | ৮৬ | ৮৬ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* | | | |
| বিতরণ | - | ৫৭৪ | ৫৭৪ |
| আদায় | - | ১৫৭ | ১৫৭ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | | | |
| বিতরণ | - | ৬০০ | ৬০০ |
| আদায় | - | ১৮০ | ১৮০ |

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

ডিবিএইচ আর্থিক ভিত্তি স্থিতিশীল ও সুদৃঢ় রাখার লক্ষ্যে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কোম্পানী corporate employees এবং পেশাজীবীদের প্রাধান্য দিয়ে থাকে। ২০০০ সালের জুন মাসে ডিবিএইচ বার্জার পেইন্ট ও স্ক্যান সিমেন্টের সাথে যৌথভাবে দেশের সর্বপ্রথম property fair-এর আয়োজন করে থাকে।

কোম্পানী কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২-এ দেয়া হলো।

| শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ | | | সারণি-৩ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|
| ঋণ মঞ্জুরী | শিল্পের আকার | | |
| | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ১৮৩৯ | - | ১৮৩৯ |
| পরিমাণ | ১৬৪৭ | - | ১৬৪৭ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৮৯৩ | - | ৮৯৩ |
| পরিমাণ | ৭৬৭ | - | ৭৬৭ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে মার্চ, ২০০১ তারিখে | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ২১৫৬ | - | ২১৫৬ |
| পরিমাণ | ১৯৫৮ | - | ১৯৫৮ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৩১৭ | - | ৩১৭ |
| পরিমাণ | ২৮৩ | - | ২৮৩ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১** পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৬৫০ | - | ৬৫০ |
| পরিমাণ | ৫৮১ | - | ৫৮১ |

** প্রাক্কলিত।

কোম্পানীটি প্রদত্ত শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের বিবরণ সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

কোম্পানীর খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

## খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণি-৪

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১ শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০ শে জুন, ২০০১ (প্রাককলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | - | - | - | - |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | - | - | - | - |
| ২। | শিল্প ঃ | - | - | - | - |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | - | - | - | - |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | - | - | - | - |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | - | - | - | - |
| ৪। | বীমা রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ১৯১ | ৪৮৪ | ৬৩১ | ৬৮০ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | - | - | - | - |
| ৬। | অন্যান্য | - | - | - | - |
| | সর্বমোট | ১৯১ | ৪৮৪ | ৬৩১ | ৬৮০ |

# ইন্টারন্যাশনাল লীজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড (আইএলএফএসএল)

ইন্টারন্যাশনাল লীজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড (আইএলএফএসএল) যৌথ মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, যার মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারী ও বেসরকারী খাতে লাভজনক প্রকল্পে লীজ অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনা করা। এটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৯৩ সালের আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইনের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬ তারিখে লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে ব্যবসায়িক কার্যক্রম আরম্ভ করে। এ কোম্পানীর উদ্যোক্তা হচ্ছে মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক, সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড, শ'ওয়ালেস বাংলাদেশ লিমিটেড এবং মতিউল ইসলাম এন্ড

*লীজিং কোম্পানীর অর্থায়নে নির্মিত তেলবাহী ট্যাঙ্কার*

| অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য | | | | | সারণি-১ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ৩০০ | ৩০০ | ৩০০ | ৩০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ৮২.৮ | ৮২.৮ | ৮২.৮ | ৮২.৮ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ১৩ | ২৬ | ৩৬ | ৪২ |
| ৪। | আমানত ঃ | - | - | - | - |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম (লীজ সম্পদ) | ৪২৭ | ৬৭৪ | ৭২৪ | ৮১২ |
| ৬। | বিনিয়োগ | - | - | - | - |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ* | ৪৯ | ৭৭ | ৫৬ | ৭১ |
| ৮। | মোট আয় | ১৬২ | ২৩৯ | ৭৩ | ১৪৭ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ১৪৩ | ২০৯ | ৬৪ | ১২৮ |
| ১০। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ<br>ক) কর্মকর্তা<br>খ) কর্মচারী | ১৬<br>৮<br>৮ | ১৮<br>১০<br>৮ | ১৮<br>১০<br>৮ | ২১<br>১৩<br>৮ |

** লীজ সম্পদ ব্যতীত।*

| ঋণ বিতরণ ও আদায় | | | | | | সারণি-২ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বিবরণ | কৃষি ঋণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | | | | | | |
| বিতরণ | - | ২৮৪ | - | ২৮৪ | - | ২৮৪ |
| আদায় | - | ১৪১ | - | ১৪১ | - | ১৪১ |
| ২০০০ | | | | | | |
| বিতরণ | - | ৩৯৭ | - | ৩৯৭ | - | ৩৯৭ |
| আদায় | - | ২৩৪ | - | ২৩৪ | - | ২৩৪ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* | | | | | | |
| বিতরণ | - | ৮১ | - | ৮১ | - | ৮১ |
| আদায় | - | ৫৮ | - | ৫৮ | - | ৫৮ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | | | | | | |
| বিতরণ | - | ২০০ | - | ২০০ | - | ২০০ |
| আদায় | - | ১১৫ | - | ১১৫ | - | ১১৫ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণি-৩

(মিলিয়ন টাকায়)

| ঋণ মঞ্জুরী | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|
| | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ২৬৫ | - | ২৬৫ |
| পরিমাণ | ১১২৭ | - | ১১২৭ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৬২ | - | ৬২ |
| পরিমাণ | ৪২৬ | - | ৪২৬ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে মার্চ, ২০০১ তারিখে | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ২৫৩ | - | ২৫৩ |
| পরিমাণ | ১৩২৩ | - | ১৩২৩ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ২৮ | - | ২৮ |
| পরিমাণ | ১৯৬ | - | ১৯৬ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১** পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৪৫ | - | ৪৫ |
| পরিমাণ | ৩৮০ | - | ৩৮০ |

**প্রাক্কলিত।

এসোসিয়েটস।

এ কোম্পানী ছোট, মাঝারী ও বৃহৎ শিল্পে যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক উপকরণ, কম্পিউটার, নৌ-পরিবহন, অফিস সরঞ্জামাদি ইত্যাদি সকল ধরণের উপকরণ লীজের মাধ্যমে গ্রাহক সেবা প্রদান করে থাকে।

২০০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ৩০০ মিলিয়ন টাকা এবং ৮২.৮ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে কোম্পানীর নীট লীজ সম্পদের পরিমাণ ছিল ৬৫৯.৫৪ মিলিয়ন টাকা।

## বিনিয়োগ নীতিমালা

এই কোম্পানী বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত শিল্প বিনিয়োগ নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কৃষি ভিত্তিক শিল্পসহ ঔষধ, সেবা, পাট, বস্ত্র, প্রকৌশল, পরিবহন, প্যাকেজিং, নৌ-পরিবহন ইত্যাদি খাতের উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহে লীজ ফাইন্যান্সিং-এর মাধ্যমে আর্থিক সেবা প্রদান করে থাকে। আইএলএফএসএল বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক বিনিয়োগ প্রস্তাবসমূহ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে থাকে। জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, রপ্তানিমুখী ও আমদানি বিকল্প প্রকল্পসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যন্ত্রপাতি সংগ্রহে লীজ সহায়তা প্রদান করা হয়।

সফল ব্যবসা পরিচালনা করার দক্ষতা সম্পন্ন উদ্যোক্তাদের মধ্যে থেকে সামাজিকভাবে কাম্য, কারিগরী দিক থেকে গ্রহণযোগ্য, ব্যবসায়িকভাবে লাভজনক ও বাজার সম্ভাবনাময় পণ্যের গুনগত মানের উৎকর্ষতা অথবা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিকীকরণ, সুসামঞ্জস্যকরণ ও সম্প্রসারণের জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহে আইএলএফএসএল থেকে লীজ সহায়তা প্রদান করা হয়।

কোম্পানীর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট সারণি-১-এ দেয়া হলো ঃ

কোম্পানীর ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত বিবরণী সারণি-২-এ দেয়া হলো ঃ

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের বিবরণী সারণি-৩-এ দেয়া হলো ঃ

কোম্পানীটির খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

## খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণি-৪

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১ শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০ শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | শিল্প ঃ | - | - | - | - |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ৪২৭ | ৬৭৪ | ৭২৪ | ৮১২ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | - | - | - | - |
| ২। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | - | - | - | - |
| ৩। | বীমা রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | - | - | - | - |
| ৪। | পরিবহন ও যোগাযোগ | - | - | - | - |
| ৫। | অন্যান্য | - | - | - | - |
| | সর্বমোট | ৪২৭ | ৬৭৪ | ৭২৪ | ৮১২ |

# বাহরাইন-বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিঃ

বাহরাইন বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিঃ (বিবিএফআই) আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন-১৯৯৩-এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৯৬ সালের মে মাস থেকে কার্যক্রম শুরু করে।

এ প্রতিষ্ঠানটির রেজিস্টার্ড অফিস ও হেড অফিস চট্টগ্রামে অবস্থিত। ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি ঢাকায় একটি শাখা খোলে। বিবিএফআই মূলতঃ বেসরকারী খাতে লীজ/হায়ার পারচেজ সুবিধা, আমদানি, রপ্তানি, প্রকল্প ঋণ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থায়ন করে থাকে।

সম্প্রতি ওমানের কিছু নেতৃস্থানীয় বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি অত্র কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে পরিশোধিত মূলধন খাতে ৬০ মিলিয়ন টাকা যোগান দেয়। এর ফলে এই প্রতিষ্ঠানের পরিশোধিত মূলধন ২৫ মিলিয়ন টাকা থেকে ৮৫ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়। উক্ত দেশের শীর্ষস্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান মাসকাট ফাইন্যান্স কোম্পানীর নেতৃত্বে উক্ত দেশের দু'টি বৃহত্তম ব্যাংক ওমান ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ও ব্যাংক মাসকাটসহ সে দেশের সম্মানিত শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী এবং ওমানের সুলতানের বিশেষ উপদেষ্টা ডঃ ওমর জাওয়ারীর স্বনামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে ওমানের বৃহত্তম

**অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য** — সারণি-১ *(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ২৫০ | ২৫০ | ২৫০ | ২৫০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ২৫ | ৮৫ | ৮৫ | ৮৫ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | - | - | - | - |
| ৪। | আমানত ঃ | ৪৬ | ৪৫ | ৪৬ | ৪৬ |
| | ক) তলবী আমানত | - | - | - | - |
| | খ) মেয়াদী আমানত | ৪৬ | ৪৫ | ৪৬ | ৪৬ |
| ৫। | অগ্রিম | ৪১ | ৯৬ | ১২০ | ১৪০ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ১৩ | ১৪ | ১৪ | ১৪ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ৬৪ | ১৯০ | ২২০ | ২৬০ |
| ৮। | মোট আয় | ১৯ | ২৬ | ৯ | ২৫ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ২৩ | ৩০ | ৯ | ১৯ |
| ১০। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ১৭ | ২০ | ২০ | ২১ |
| | ক) কর্মকর্তা | ৮ | ৮ | ৮ | ৮ |
| | খ) কর্মচারী | ৯ | ১২ | ১২ | ১৩ |
| ১১। | শাখা (সংখ্যায়) | ২ | ২ | ২ | ২ |

| খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় | | | | | | সারণি-২ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বিবরণ | কৃষি ঋণ | শিল্প / লীজ ও এইচ পি | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ বিতরণ | - | - | - | - | ৬৪ | ৬৪ |
| আদায় | - | - | - | - | ২৩ | ২৩ |
| ২০০০ বিতরণ | - | - | - | - | ৭৫ | ৭৫ |
| আদায় | - | - | - | - | ২০ | ২০ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* বিতরণ | - | - | - | - | ৩০ | ৩০ |
| আদায় | - | - | - | - | ৬ | ৬ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** বিতরণ | - | - | - | - | ১০০ | ১০০ |
| আদায় | - | - | - | - | ১৫ | ১৫ |

** সাময়িক / ** প্রাক্কলিত*

বিনিয়োগের দ্বার উন্মোচিত হয়।

দেশের প্রান্তিক সঞ্চয়কারীদের উৎসাহ ও সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ কোম্পানী অত্যন্ত আকর্ষণীয় হারে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধি মোতাবেক কেবলমাত্র মেয়াদী আমানত গ্রহণ করে থাকে।

২০০০ সালে এ কোম্পানী ৪৫ মিলিয়ন টাকা আমানত গ্রহণ করে এবং ৭৫ মিলিয়ন টাকা লীজ সুবিধা, হায়ার পারচেজ, অগ্রীম ও অন্যান্য খাতে বিনিয়োগ করে।

২০০০ সালে অত্র কোম্পানীর দু'টি শাখায় মোট কর্মচারী ও কর্মকর্তার সংখ্যা দাঁড়ায় ২০ জনে।

বিবিএফআই-এর অগ্রগতির বৈশিষ্ট সারণি-১-এ দেয়া হলো। খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় এবং ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-২ এবং সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

| খাত-ভিত্তিক লীজ/এইচপি স্থিতি | | | | | সারণি-৪ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১ শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০ শে জুন, ২০০১ (প্রাককলিত) |
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | - | - | - | - |
| ২। | শিল্প ঃ | ৫ | ৪ | ৬ | ৭ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ৫ | ৪ | ৬ | ৭ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | - | - | - | - |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | - | - | - | - |
| ৪। | বীমা রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | - | - | - | - |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ২০ | ৭০ | ৯০ | ১০০ |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | - | - | - | - |
| ৭। | অন্যান্য | ১৬ | ২২ | ২৪ | ৩৩ |
| | সর্বমোট | ৪১ | ৯৬ | ১২০ | ১৪০ |

# ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমোশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (আইপিডিসি)

ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমোশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (আইপিডিসি) একটি বেসরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৮৩ সালে কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানীটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (GOB), কমনওয়েলথ উন্নয়ন সংস্থা

স্থিতি পত্র এবং লাভ-লোকসান হিসাব

সারণি-১

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ |
|---|---|---|
| মূলধন ও দায় সমূহ ঃ | | |
| অনুমোদিত মূলধন (১০,০০০,০০০ শেয়ার প্রতিটি ১০০ টাকা) | ১০০০ | ১০০০ |
| পরিশোধিত মূলধন (৪,৫০০,০০০ শেয়ার প্রতিটি ১০০ টাকা) | ৪৫০ | ৪৫০ |
| সঞ্চিত তহবিল | ৮৯ | ১৫৩ |
| দীর্ঘ মেয়াদী দায় | ৯৬০ | ১৪৮০ |
| মোট ঃ | ১৪৯৯ | ২০৮৩ |
| সম্পদ ও অন্যান্য বিনিয়োগ ঃ | | |
| স্থায়ী সম্পদ | ৪ | ৩ |
| লীজ সম্পদ | ২৮৩ | ৪৭৪ |
| বিনিয়োগ | ১১৭৬ | ১৫৫০ |
| নীট বর্তমান সম্পদ | ৩৬ | ৫৬ |
| মোট ঃ | ১৪৯৯ | ২০৮৩ |
| লাভ-লোকসান হিসাব ঃ | | |
| মোট পরিচালনা লব্ধ আয় | ২৫১ | ৪২২ |
| মোট পরিচালনা লব্ধ ব্যয় | ১২৯ | ২৭৭ |
| পরিচালনা লব্ধ মোট মুনাফা | ১২২ | ১৪৫ |
| অন্যান্য আয় (ব্যয়) | ৩ | ১ |
| কর পূর্ব মুনাফা | ১২৫ | ১৪৬ |
| কর বাবদ বরাদ্দ | ৩০ | ৪৮ |
| নীট মুনাফা ঃ | ৯৫ | ৯৮ |

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | বিতরণ | ৪৮৫ | ৮৬ | ৫৭১ | ৩১৫ | ৮৮৬ |
| | আদায় | ১১৪ | ১০ | ১২৪ | ৩৫ | ১৫৯ |
| ২০০০ | বিতরণ | ৩৭৫ | ১৭৬ | ৫৫১ | ৫৯৩ | ১,১৪৪ |
| | আদায় | ১৭০ | ৫৪ | ২২৪ | ১১৩ | ৩৩৭ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১** | বিতরণ | ৬১৩ | ৫০ | ৬৬৩ | ১৩৮ | ৮০১ |
| | আদায় | ৭৬ | ১০ | ৮৬ | ২৬ | ১১২ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | বিতরণ | ৮২৩ | ১০০ | ৯২৩ | ১০০ | ১০২৩ |
| | আদায় | ১৭৬ | ২২ | ১৯৮ | ৩২ | ২৩০ |

*** প্রাক্কলিত।*

(CDC), বিশ্ব ব্যাংকের আন্তর্জাতিক অর্থায়ন সংস্থা (IFC), জার্মান বিনিয়োগ এবং উন্নয়ন সংস্থা (DEG) এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত আগাখান তহবিল (AKFED) - এর যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

## বিনিয়োগ নীতিমালা ও অর্থায়ন পদ্ধতি

অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্যমান শিল্পের সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণে

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণি-৩

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে | প্রকল্প সংখ্যা | ৮২ | - | ৮২ |
| | পরিমাণ | ১৬৩১ | - | ১৬৩১ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৫০ | - | ৫০ |
| | পরিমাণ | ১১৪৪ | - | ১১৪৪ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে | প্রকল্প সংখ্যা | ১৩২ | - | ১৩২ |
| | পরিমাণ | ২৭৭৫ | - | ২৭৭৫ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত** | প্রকল্প সংখ্যা | ২৫ | - | ২৫ |
| | পরিমাণ | ৬০০ | - | ৬০০ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১** পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৪৫ | - | ৪৫ |
| | পরিমাণ | ১০০০ | - | ১০০০ |

*** প্রাক্কলিত।*

আইপিডিসি অর্থায়ন করে থাকে। কোম্পানীটি সাধারণতঃ 'প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং' (Project Financing), লীজ ফাইন্যান্সিং (Lease Financing), ইকুইটি ফাইন্যান্সিং (Equity Financing) করে থাকে। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই উক্ত প্রকল্পটি লাভজনক হতে হবে যাতে পর্যাপ্ত নগদ প্রবাহের (Cash Flow) সৃষ্টি হবে; মোট পরিচালন ব্যয় এবং সকল দায় পরিশোধ সাপেক্ষে বিনিয়োগকারীগণ সন্তোষজনক লভ্যাংশ পেতে পারে। অন্যান্য সহযোগী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সহঅর্থায়নেও কোম্পানীটি উৎসাহ দিয়ে থাকে। আইপিডিসি প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং ছাড়াও অপরাপর বিনিয়োগকারী/ঋণ দাতাদেরকে ঋণ সিন্ডিকেশন, অবলেখন এবং নিশ্চয়তা প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকল্প তহবিল গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণের জন্য উদ্যোক্তাগণের নিজস্ব মূলধন মোট বিনিয়োগের শতকরা ২০ হতে ৪০ ভাগ থাকা আবশ্যক এবং ঋণ পরিশোধের সময়সীমা দীর্ঘ মেয়াদীর ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ৫ হতে ১০ বৎসর (সর্বোচ্চ গ্রেস পিরিয়ডসহ) এবং স্বল্প মেয়াদীর ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ১ হতে ২ বৎসর (সর্বোচ্চ গ্রেস পিরিয়ডসহ) হয়ে থাকে। প্রকল্পসমূহের অর্থায়নের ক্ষেত্রে আইপিডিসি সরাসরি ঋণ প্রদান বা ইকুইটিতে অংশগ্রহণ বা উভয় পন্থাই অবলম্বন করে থাকে। আইপিডিসি ২০০০ সালে মোট ৫০টি প্রকল্পের অধীনে ১৮৬৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ (লীজসহ) অনুমোদন করে এবং ১১৪৪ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে।

সারণি-১-এ কোম্পানীর স্থিতি পত্র এবং লাভ-লোকসানের হিসাব দেখানো হলো।

সারণি-৩-এ কোম্পানীর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী দেখানো হলো।

সারণি-৪-এ কোম্পানীর খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি দেখানো হলো।

**খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি**

সারণি-৪
*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১ শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০ শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | শিল্প ঃ | | | | |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ১৬৩১ | ২৩৪৮ | ২,৭৭৫ | ২৮৮৯ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | - | - | - | - |
| | মোট ঃ | ১৬৩১ | ২৩৪৮ | ২৭৭৫ | ২৮৮৯ |

# উত্তরা ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

উত্তরা ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (ইউফিল) কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এর আওতায় ১লা নভেম্বর, ১৯৯৫ তারিখে বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের যৌথ উদ্যোগে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে লীজিং ও ফাইন্যান্সিং ব্যবসায় কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানীটির অনুমোদিত মূলধন ২৫০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ১২০ মিলিয়ন টাকা।

## প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য

নীচের উদ্দেশ্যগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে কোম্পানীর বিনিয়োগকে যতদূর সম্ভব প্রসারিত করাই হচ্ছে কোম্পানী প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য। কোম্পানীর লক্ষ্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। দারিদ্র বিমোচন এবং কাজের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে এমন বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পে যন্ত্রপাতি অর্থায়ন করা। বড় শিল্পের ক্ষেত্রে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে অর্থায়নের ব্যবস্থা করা।

২। কৃষি খাতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যেমন ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, পাওয়ার পাম্প ইত্যাদির জন্য অর্থায়ন করা।

৩। পরিবহন শিল্পে বিশেষভাবে আরবান ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য বাস ও আন্তঃ জেলা বাস, ট্রাকের জন্য অর্থায়ন করা।

৪। রোগীদের উন্নত সেবা দেয়ার লক্ষ্যে হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়োগনোস্টিক সেন্টার ও ডাক্তারদের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অর্থায়ন করা।

৫। দেশের শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় রিসার্চ কাজে অর্থায়ন করা।

৬। নির্দিষ্ট আয়ের জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় গৃহ সামগ্রী অর্থায়ন করা।

কোম্পানীটি ১৯৯৭ সালের ৩১শে আগস্ট তারিখে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এবং ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এর তালিকাভুক্ত হয়। ২৫শে মার্চ, ১৯৯৮ তারিখে কোম্পানীটি মার্চেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনায় রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট গ্রহণ করে।

## বিনিয়োগের খাতসমূহ

ইউফিল বিশেষতঃ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং জনসাধারণকে অর্থায়ন করে থাকে। অবশ্য, নিয়ন্ত্রণমুক্ত ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী এবং সরকারের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সরকারীখাতের প্রতিষ্ঠানের জন্য কোম্পানীর বিভিন্ন রকম সেবাসমূহের দরজা সবসময়ই খোলা। কোম্পানীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার অর্থায়ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে যতদূর সম্ভব বিনিয়োগের খাতসমূহকে প্রসারিত করা। এ লক্ষ্যে প্রথম থেকেই দেশের প্রায় সব খাতে কোম্পানী তার কর্মকাণ্ডকে ব্যাপৃত করেছে। কোম্পানীর সেবা সমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। লীজ ফিন্যান্সিং

২। টার্ম ফিন্যান্সিং

৩। মার্চেন্ট ব্যাংকিং

(ক) ইনভেস্টরস একাউন্ট

## অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

সারণি-১

(মিলিয়ন টাকায়)

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ২৫০ | ২৫০ | ২৫০ | ২৫০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ১২০ | ১২০ | ১২০ | ১২০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ১৩ | ২০ | ২০ | ২০ |
| ৪। | আমানত ঃ | ৩৪৬ | ৪৪৯ | ৪৭৯ | ৫২০ |
| | ক) তলবী আমানত | ১৩০ | ২০৫ | ২০৫ | ২২০ |
| | খ) মেয়াদী আমানত | ২১৬ | ২৪৪ | ২৭৪ | ৩০০ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ৭৯ | ১০৯ | ১১৫ | ১৪০ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ৩৬ | ১৪ | ১৪ | ৩০ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ৬৮৮ | ৯১৫ | ১০০০ | ১২০০ |
| ৮। | মোট আয় | ২১৫ | ২৬০ | ২৬৫ | ৩০০ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ১৭৯ | ১৮৯ | ১৯২ | ২০০ |
| ১০। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ২৮ | ৩৪ | ৩৬ | ৪০ |
| | ক) কর্মকর্তা | ৪ | ৫ | ৫ | ৫ |
| | খ) কর্মচারী | ২৪ | ২৯ | ৩১ | ৩৫ |
| ১১। | শাখা (সংখ্যায়) | - | - | - | - |

(খ) প্রি-আইপিও শেয়ার প্লেসমেন্ট
(গ) ব্রীজ ফিন্যান্সিং
(ঘ) শেয়ার অবলেখন
(ঙ) ইস্যু ব্যবস্থাপনা

উত্তরা ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

উত্তরা ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড-এর লীজ চুক্তি সম্পাদন ও বিতরণের হিসাব সারণি-২, লীজের আকার ভিত্তিক অর্থায়ন সারণি-৩ এবং লীজ ভাড়া প্রাপ্য ও আদায় সারণি-৪ -এ দেয়া হলো।

## লীজ চুক্তি ও বিতরণের হিসাব

সারণি-২

(মিলিয়ন টাকায়)

| বছর | চুক্তি সম্পাদন | তহবিল বিতরণ |
|---|---|---|
| ১৯৯৫ | ৯ | ৪ |
| ১৯৯৬ | ১৯৪ | ১২৪ |
| ১৯৯৭ | ২৫৮ | ২৪২ |
| ১৯৯৮ | ২০১ | ১৯৭ |
| ১৯৯৯ | ৩৫৪ | ৩৬৮ |
| ২০০০ | ৩২৬ | ২৮৭ |
| মোট | ১৩৪২ | ১২২২ |

| লীজের আকার ভিত্তিক অর্থায়ন | | | সারণি-৩ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|
| ঋণ মঞ্জুরী | শিল্পের আকার | | |
| | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৬৩৩ | ৩২২ | ৯৫৫ |
| পরিমাণ | ১০০২ | ২২ | ১০৪২ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ১৯১ | ২৪ | ২১৫ |
| পরিমাণ | ২৯৮ | ২ | ৩০০ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ তারিখে | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৬৫৬ | ৩২৩ | ৯৭৯ |
| পরিমাণ | ১০৪৮ | ২২ | ১০৭০ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ২৩ | ৪ | ২৭ |
| পরিমাণ | ৪৬ | ২ | ৪৮ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১** পর্যন্ত | | | |
| প্রকল্প সংখ্যা | ৫০ | ১০ | ৬০ |
| পরিমাণ | ৯৫ | ৫ | ১০০ |

*** প্রাক্কলিত।*

## লীজ ভাড়া প্রাপ্য ও আদায়

সারণি-৪

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | ১৯৯৫ | ১৯৯৬ | ১৯৯৭ | ১৯৯৮ | ১৯৯৯ | ২০০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রারম্ভিক প্রাপ্য লীজ ভাড়া | - | - | ২ | ১৭ | ২৫ | ৪৭ |
| বছরের প্রাপ্য লীজ ভাড়া | - | ২৫ | ৯৫ | ১৬২ | ১৯২ | ২১৭ |
| মোট প্রাপ্য লীজ ভাড়া | - | ২৫ | ৯৭ | ১৭৮ | ২১৭ | ২৬৪ |
| প্রাপ্ত লীজ ভাড়া | - | ২৩ | ৮০ | ১৫৩ | ১৭০ | ১৯৯ |
| বছরের শেষে প্রাপ্য লীজ ভাড়া | - | ২ | ১৭ | ২৫ | ৪৭ | ৬৫ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত প্রাপ্ত লীজ ভাড়া (%) | ১০০ | ৯২ | ৮৬ | ৯১ | ৯০ | ৭৫ |

# ইউনাইটেড লীজিং কোম্পানী লিমিটেড (ইউএলসি)

ইউনাইটেড লীজিং কোম্পানি লিমিটেড এশিয়ান-ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, কমনওয়েলথ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, লরি গ্রুপ পিএলসি, ডানকান ব্রাদার্স (বাংলাদেশ) লিমিটেড, অষ্ট্রাভিয়াস স্টীল এন্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড, শ-ওয়ালেশ বাংলাদেশ লিমিটেড, ইউনাইটেড ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এবং ন্যাশনাল ব্রোকারস লিমিটেডের আর্থিক সহায়তায় ১৯৮৯ সালের ২৭শে এপ্রিল তারিখে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ২০০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন, ৭০ মিলিয়ন এবং ৩৬৪ মিলিয়ন টাকা। কোম্পানীর ঋণ ও অগ্রিম

*কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠায় যন্ত্র চালিত কৃষি উপরকণে অর্থায়ন করেছে লীজিং কোম্পানী*

## অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

সারণি-১

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ১২০ | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ৭০ | ৭০ | ৭০ | ৭০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ২৮২ | ৩৬৪ | ৩৭৫ | ৩৯০ |
| ৪। | ঋণ ও অগ্রিম | ১৬৮৮ | ২০৪৯ | ২১৫০ | ২২৪০ |
| ৫। | বিনিয়োগ | - | - | - | - |
| ৬। | মোট পরিসম্পদ | ১১৬৯ | ১৪৮২ | ১৫৯১ | ১৭০১ |
| ৭। | মোট আয় | ৮৪৪ | ১০১৪ | ২২৫ | ৫৫০ |
| ৮। | মোট ব্যয় | ৭১৩ | ৮৬৪ | ২০০ | ৪৯০ |
| ৯। | বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ | ৩১২ | ২৮২ | ৬২ | ১৩১ |
| | ক) আমদানি | ৩০৩ | ২৭৮ | ৬২ | ১২৭ |
| | খ) রেমিটেন্স | ৯ | ৪ | - | ৪ |
| ১০। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ২৯ | ২২ | ৩৪ | ৩৫ |
| | ক) কর্মকর্তা | ২৪ | ১৭ | ২৯ | ৩০ |
| | খ) কর্মচারী | ৫ | ৫ | ৫ | ৫ |
| ১১। | শাখা (সংখ্যায়) | ১ | ১ | ১ | ১ |

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | শিল্প ঋণ | | |
|---|---|---|---|---|
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট |
| ১৯৯৯ | বিতরণ | ৮৯০ | ১৩০ | ১০২০ |
| | আদায় | ৫৭৬ | ৪৬ | ৬২২ |
| ২০০০ | বিতরণ | ১০২১ | ৫৯৬ | ১৬১৭ |
| | আদায় | ৬৮৮ | ৪৮৭ | ১১৭৫ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* | বিতরণ | ২২০ | ২০৯ | ৪২৯ |
| | আদায় | ১৪২ | ১৭২ | ৩১৪ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | বিতরণ | ৪৮৫ | ৪৩৪ | ৯১৯ |
| | আদায় | ৩৪২ | ৩৬৭ | ৭০৯ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

এর পরিমাণ ১৯৯৯ সালের ১৬৮৮ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালে ২০৪৯ মিলিয়ন টাকা এবং ২০০১ সালের মার্চ শেষে ২১৫০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। কোম্পানীটি ২০০০ সালে ২৮২ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে যার পরিমাণ ১৯৯৯ সালে ছিল ৩১২ মিলিয়ন টাকা। ৩১শে মার্চ, ২০০১ তারিখে কোম্পানীতে মোট কর্মরত জনশক্তি ছিল ৩৪ জন।

সারণি-১-এ কোম্পানীর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখানো হলো।

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

বিভিন্ন লীজ অর্থায়নের মাধ্যমে কোম্পানী ১৯৯৯ সালে ১০২০ মিলিয়ন টাকা বিতরণের তুলনায় ২০০০ সালে ১৬১৭ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে। একই সময়ে আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬২২ মিলিয়ন ও ১১৭৫ মিলিয়ন টাকা।

ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেখানো হলো।

## শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

কোম্পানী শুরু থেকে ২০০১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মোট ২০৪৮টি লীজের আওতায় ৬১০৪ মিলিয়ন টাকার ঋণ প্রদান করে।

আকার-ভিত্তিক শিল্প ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩-এ দেখানো হলো।

## খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

২০০০ সালের শেষে মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ১৯৯৯ সালের ১৬৮৮ মিলিয়ন টাকা থেকে ৩৬১ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২০৪৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যার মধ্যে শিল্প ঋণের পরিমাণ ১১৬৬ মিলিয়ন টাকা। কোম্পানীর মোট ঋণের স্থিতি ২০০১ সালের মার্চ শেষে দাঁড়ায় ২১৫০ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে শিল্প ঋণ ১১৯৮ মিলিয়ন টাকা।

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতির পরিমাণ সারণি-৪-এ দেখানো হলো।

*সারণি-৩*

### শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|
| | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে | | | |
| লীজ সংখ্যা | - | - | ১৯৫৫ |
| পরিমাণ | - | - | ৫৬৭৫ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত | | | |
| লীজ সংখ্যা | ৯০ | ৩১২ | ৪০২ |
| পরিমাণ | ৭৪০ | ৮৭৬ | ১৬১৬ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে | | | |
| লীজ সংখ্যা | - | - | ২০৪৮ |
| পরিমাণ | - | - | ৬১০৪ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | | | |
| লীজ সংখ্যা | ২৩ | ৭০ | ৯৩ |
| পরিমাণ | ১৯৪ | ২৩৫ | ৪২৯ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০০** পর্যন্ত | | | |
| লীজ সংখ্যা | ৫০ | ১৭৫ | ২২৫ |
| পরিমাণ | ৪১৪ | ৫০৫ | ৯১৯ |

*** প্রাক্কলিত।*

| | খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি | | | | সারণি-৪ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১ শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০ শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | ৯৯ | ১২০ | ১১৭ | ১২১ |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | ৯৯ | ১২০ | ১১৭ | ১২১ |
| ২। | শিল্প ঃ | ৯৪২ | ১১৬৬ | ১১৯৮ | ১২৩৯ |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | ১৮ | ৩৩ | ৩৭ | ৩৮ |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ১২৩ | ৮৪ | ৭৮ | ৮১ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৬৯ | ১০৪ | ১১৭ | ১২১ |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ<br>ক) দারিদ্র বিমোচন<br>খ) অন্যান্য | ৫৫ | ১৯৩ | ২৩০ | ২৬০ |
| ৭। | অন্যান্য | ৩৮২ | ৩৪৯ | ৩৭৩ | ৩৮০ |
| | সর্বমোট | ১৬৮৮ | ২০৪৯ | ২১৫০ | ২২৪০ |

# ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লিমিটেড (ইউসিএল)

ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লিমিটেড (ইউসিএল) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন ১৯৯৩-এর আওতায় ১৯৯৮ সালের ১২ই আগস্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অধিভুক্ত হয়। কোম্পানীর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ৫০০ মিলিয়ন টাকা ও ৫০.৫ মিলিয়ন টাকা।

## কোম্পানীর প্রধান কর্মকাণ্ড ঃ

ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লিমিটেড প্রধানত নিম্নলিখিত কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে ঃ

**অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য**

সারণি-১

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ৫০০ | ৫০০ | ৫০০ | ৫০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ৫০.৫ | ৫০.৫ | ৫০.৫ | ৫০.৫ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | -৪ | ২ | ৩.৫ | ৭ |
| ৪। | আমানত ঃ | ১০ | ১০৩ | ১৪৫ | ১৩৯ |
| | ক) তলবী আমানত | - | ২৩ | ৩০ | ২০ |
| | খ) মেয়াদী আমানত | ১০ | ৮০ | ১১৫ | ১১৯ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ৪ | ৬ | ৬ | ৭ |
| ৬। | লীজ সম্পদ | ৩৮ | ১৩৩ | ১৬৭ | ১৭০ |
| ৭। | বিনিয়োগ | ১৮ | ১৭ | ১৮ | ১৯ |
| ৮। | মোট পরিসম্পদ | ৩ | ৫ | ৪ | ৫ |
| ৯। | মোট আয় | ২১ | ৪৩ | ১৯ | ৪৪ |
| ১০। | মোট ব্যয় | ২২ | ৩৬ | ১৭ | ৩৮ |
| ১১। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ২৩ | ২৪ | ২৪ | ২৪ |
| | ক) কর্মকর্তা | ১৫ | ১৬ | ১৬ | ১৬ |
| | খ) কর্মচারী | ৮ | ৮ | ৮ | ৮ |
| ১২। | শাখা (সংখ্যায়) | - | - | - | - |

(ক) লীজ ফাইন্যান্স ঃ লীজ অর্থায়নের ব্যাপারে ইউসিএল প্রধানতঃ শিল্পখাতে মূলধন দ্রব্যাদি যেমন- প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ, নৌ ও সড়ক পরিবহন, চিকিৎসা ও অফিস সামগ্রী, জেনারেটর/বয়লার ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সেবা ইত্যাদি খাতে গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।

(খ) অর্থবাজার কার্যক্রম ঃ কোম্পানী অর্থবাজার সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড যেমন সঞ্চয় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে মেয়াদী আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগে অংশগ্রহণ করে থাকে।

(গ) কর্পোরেট ফাইন্যান্স ঃ কোম্পানী কর্পোরেট ফাইন্যান্সের অধীনে কর্পোরেট এডভাইজারী, সিন্ডিকেশন, মার্জার এবং একুইজেশন, জয়েন্ট ভেঞ্চার ও প্রাইভেটাইজেশন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে।

(ঘ) শেয়ার ট্রেডিং ঃ উইসিএল-এর সাবসিডিয়ারী কোম্পানী মেসার্স এসইএস কোম্পানী লিঃ-এর মাধ্যমে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে ট্রেডিং পরিচালনা করে। এ ছাড়াও কোম্পানী বিদেশী গ্রাহকদের পক্ষে বাংলাদেশের পুঁজি বাজার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

কোম্পানীর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট সারণি-১-এ দেখানো হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেখানো হলো।

আকার-ভিত্তিক শিল্প ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩-এ দেখানো হলো।

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতির পরিমাণ সারণি-৪-এ দেখানো হলো।

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | বিতরণ | ৪২ | - | ৪২ | ১.২ | ৪৩.২ |
| | আদায় | ৪ | - | ৪ | ০.১ | ৪.১ |
| ২০০০ | বিতরণ | ১১৩ | - | ১১৩ | ৩.৫ | ১১৬.৫ |
| | আদায় | ১৭ | - | ১৭ | ১.২ | ১৮.২ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* | বিতরণ | ৪৫ | - | ৪৫ | ১.৩ | ৪৬.৩ |
| | আদায় | ১১ | - | ১১ | ০.৬ | ১১.৬ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | বিতরণ | ৬১ | - | ৬১ | ২.৪ | ৬৩.৪ |
| | আদায় | ২৪ | - | ২৪ | ১.১ | ২৫.১ |

** সাময়িক।  ** প্রাক্কলিত।*

| শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ | | | | সারণি-৩ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|---|
| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে | লীজ সংখ্যা | ৭৪ | - | ৭৪ |
| | পরিমাণ | ১৫৫ | - | ১৫৫ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | লীজ সংখ্যা | ৫৫ | - | ৫৫ |
| | পরিমাণ | ১১৩ | - | ১১৩ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ তারিখে | লীজ সংখ্যা | ৯৩ | - | ৯৩ |
| | পরিমাণ | ১৯৯ | - | ১৯৯ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | লীজ সংখ্যা | ১৯ | - | ৯৩ |
| | পরিমাণ | ৪৫ | - | ৪৫ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১** পর্যন্ত | লীজ সংখ্যা | ৩০ | - | ৩০ |
| | পরিমাণ | ৬১ | - | ৬১ |

*** প্রাক্কলিত।*

| খাত-ভিত্তিক লীজের স্থিতি | | | | | সারণি-৪ (মিলিয়ন টাকায়) |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১ শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০ শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | - | - | - | - |
| | ক) শস্য | - | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | - | - | - | - |
| ২। | শিল্প ঃ | ৩০ | ৮৬ | ১১৫ | ১১৫ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ৩০ | ৮৬ | ১১৫ | ১১৫ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | - | - | - | - |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | ০.৫২ | ২ | ২ | ৩ |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | ৩ | ৩০ | ৩৪ | ৩৫ |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৪ | ১০ | ১০ | ১১ |
| ৬। | বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ | - | - | - | - |
| | ক) দারিদ্র বিমোচন | | | | |
| | খ) অন্যান্য | | | | |
| ৭। | অন্যান্য | ০.৪৫ | ৬ | ৬ | ৬ |
| | সর্বমোট | ৩৮ | ১৩৪ | ১৬৭ | ১৭০ |

# পিপলস্ লীজিং এন্ড ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড

বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়ন এবং উৎপাদনশীল খাতকে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কোম্পানী আইন ১৯৯৪-এর অধীনে ১২ই আগস্ট, ১৯৯৬ তারিখে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে পিপলস্ লীজিং এন্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিঃ (পিএলএফএস) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে পিএলএফএস আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন ১৯৯৩ এর অধীনে ২৪শে নভেম্বর, ১৯৯৭ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এবং ১৯৯৯ ইং সালে কার্যক্রম শুরু করে। ৩১শে মার্চ, ২০০১ তারিখে কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০০ মিলিয়ন টাকা ও ৪২ মিলিয়ন টাকা।

## প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ঃ

১। মূলধন বাজারে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতিশীলতা আনয়ন।

২। শিল্প প্রকল্প এবং রপ্তানিমুখী ও আমদানি বিকল্প শিল্পসমূহে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

৩। কোন কোম্পানীর প্রাথমিক অবস্থা থেকে কোম্পানীটিকে চলমান করা পর্যন্ত ভবিষ্যত সেতু ঋণ, ফান্ড ম্যানেজার ও সিন্ডিকেট ফিন্যান্সিং ইত্যাদিতে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে শিল্পের বিকাশ ঘটানো।

৪। শেয়ার বাজারে লেনদেন, নতুন শেয়ার ইস্যুর ক্ষেত্রে ইস্যু ম্যানেজার, শেয়ার ও ডিবেঞ্চার পাবলিক ইস্যুর অবলেখন, আন্ডার রাইটার ও পোর্টফলিও ম্যানেজার ইত্যাদি কাজে অংশ গ্রহণ।

৫। কর্পোরেট ফিন্যান্স।

৬। কনজ্যুমার্স ক্রেডিট।

## অর্থায়নের খাতসমূহ নিম্নরূপ

১। বৃহৎ ও মাঝারী যন্ত্রপাতি।

২। জলযান।

৩। জেনারেটর ও বয়লার।

৪। এলিভেটর/লিফট।

৫। বরফ কল ও এয়ার কন্ডিশনার।

৬। যানবাহন তথা বাস, ট্রাক, গাড়ী ইত্যাদি।

৭। চিকিৎসা যন্ত্রপাতি।

৮। কৃষি যন্ত্রপাতি, ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার ইত্যাদি।

৯। কম্পিউটার ও সফটওয়্যার।

১০। ভোগ্যপণ্য দ্রব্যাদি।

## বিনিয়োগ নীতি

পিপলস্ লীজিং এন্ড ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিঃ বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত শিল্প নীতি ১৯৯৯ এর আওতায় শিল্প স্থাপনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। পিএলএফএস বাণিজ্যিক ভাবে লাভজনক এবং সরকার ঘোষিত অগ্রাধিকার খাত-ভিত্তিক সকল প্রকার লীজ ও ঋণ প্রস্তাব বিবেচনা করে থাকে।

পিএলএফএস-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট সারণি-১-এ দেয়া হলো।

| অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য | | | | | সারণি-১ *(মিলিয়ন টাকায়)* |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ৫০০ | ৫০০ | ৫০০ | ৫০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ৪০.৬ | ৪১.৮ | ৪১.৮ | ৪১.৮ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ২.৩ | ১.৬ | ২.০ | ২.৫ |
| ৪। | আমানত ঃ | <u>০.২</u> | <u>০.২</u> | <u>০.১</u> | <u>২.৫</u> |
| | ক) তলবী আমানত | - | - | - | - |
| | খ) মেয়াদী আমানত | ০.২ | ০.২ | ০.১ | ২.৫ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | - | ০.১ | ০.০১ | ০.০১ |
| ৬। | বিনিয়োগ | ৩৪.২ | ৩৬.১ | ৩৬.৫ | ৪০.০ |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ৩.২ | ২.৮ | ২.৮ | ৩.০ |
| ৮। | মোট আয় | ৩.৮ | ৩.৪ | ৪.০ | ৪.৩ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৩.৫ | ৪.১ | ৪.২ | ৪.২ |
| ১০। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | <u>১৪</u> | <u>১৩</u> | <u>৮</u> | <u>৮</u> |
| | ক) কর্মকর্তা | ১০ | ৯ | ৫ | ৫ |
| | খ) কর্মচারী | ৪ | ৪ | ৩ | ৩ |

# ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড

১৯৯৭ সালের মে মাসে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (আই,ডি,সি,ও,এল) একটি সম্পূর্ণ সরকারী মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও নিবন্ধিত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। এর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন টাকা ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ টাকা মাত্র)। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান এই কোম্পানীর মুখ্য উদ্দেশ্য। এই কোম্পানীর বর্তমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগ খাতসমূহ নিম্নরূপ ঃ

* বিদ্যুৎ উৎপাদন;
* বন্দর;
* টেলিযোগাযোগ;
* টোল সড়ক/সেতু;
* পরিবেশ সংক্রান্ত প্রকল্প;
* পানি সরবরাহ;
* গ্যাস ও গ্যাস সংক্রান্ত অবকাঠামো এবং
* বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।

## তহবিল উৎস

বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক কর্তৃক বরাদ্দকৃত ২২৫ মিরিয়ন মার্কিন ডলার সমতুল্য অর্থ এই কোম্পানীর তহবিলের মূল উৎস। অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাও এই প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত অর্থ যোগানের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদর্শন করেছে।

## কার্যক্রম

কোম্পানী প্রতিষ্ঠার পর থেকে নিম্নবর্ণিত ৫ (পাঁচ) টি প্রকল্পে সর্বমোট ১৫৯.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রদানের প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে ঃ

ইতোমধ্যে মেঘনাঘাট ৪৫০ MW বিদ্যুৎ প্রকল্পের মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন চূড়ান্ত হয়েছে। প্রয়োজনীয় দলিলাদি স্বাক্ষরের পর অতি

| প্রকল্প উদ্যোক্তা | প্রকল্প | প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি প্রদান *(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)* |
|---|---|---|
| মিডল্যান্ডস (এম,পি,আই) | মিডল্যান্ড বাঘাবাড়ী ১১৫ MW বিদ্যুৎ প্রকল্প | ২০.০০ |
| এ ই এস ট্রান্সপাওয়ার লিঃ | মেঘনাঘাট ৪৫০ MW বিদ্যুৎ প্রকল্প | ৮০.০০ |
| এস এস এ (বাং) লিঃ | ইন্টিগ্রেটেড কন্টেইনার টার্মিনাল প্রকল্প | ৪০.০০ |
| ইউনাইটেড সামিট পাওয়ার কোং লিঃ | ৩X১০ MW বিদ্যুৎ প্রকল্প | ৭.৪০ |
| কুমিল্লা স্পীনিং মিলস লিঃ ও ইউনাইটেড সামিট পাওয়ার কোং লিঃ | ৮X১০ MW বিদ্যুৎ প্রকল্প | ১২.০০ |
| সর্বমোট | | ১৫৯.৪০ |

সম্প্রতি উক্ত প্রকল্পের অনুকূলে প্রকল্প উদ্যোক্তা এইএস ট্রান্সপাওয়ার লিঃ-কে সর্বমোট ৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রকল্প ঋণ প্রদান করা হবে। উক্ত ঋণের মধ্যে ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সিনিয়র লোন এবং বাকী ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সাবোর্ডিনেটেড লোন হিসেবে প্রদান করা হবে। এছাড়াও আরো কিছু প্রকল্পের বিনিয়োগের জন্য প্রকল্প উদ্যোক্তাগণের সাথে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (আইডিসিওএল)-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

## অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

সারণি-১

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | **অনুমোদিত মূলধন ঃ** | ০.১ | ০.১ | ০.১ | ০.১ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ০.১ | ০.১ | ০.১ | ০.১ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | | | | |
| ৪। | ঋণ ও অগ্রিম | | | | |
| ৫। | বিনিয়োগ | | | | |
| ৬। | মোট পরিসম্পদ | ৪০ | ৭৪ | ৮৯ | ৯১ |
| ৭। | মোট আয় | ১৮ | ২৫ | ৩ | ১৪ |
| ৮। | মোট ব্যয় | ১৬ | ২৪ | ১১ | ১৪ |
| ৯। | **মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ** | ১১ | ১১ | ১১ | ১১ |
| | ক) কর্মকর্তা | ৭ | ৭ | ৭ | ৭ |
| | খ) কর্মচারী | ৪ | ৪ | ৪ | ৪ |

# ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

কোম্পানী আইন ১৯৯৪-এর আওতায় ১৯৯৮ সালের ১৮ই আগস্ট তারিখে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩-এর অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়। ১৯৯৯ সালের জুন মাসে এ কোম্পানী কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২০০০ মিলিয়ন টাকা এবং ৩০০ মিলিয়ন টাকা।

বাড়ী নির্মাণ, বাড়ী বা এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয়, বাড়ী সংস্কার বা নির্মিত বাড়ীর সম্প্রসারণ ও হাউজিং প্লট ক্রয়ের জন্য কোম্পানী অর্থ সংস্থান দিয়ে থাকে। এ ছাড়া কোম্পানী প্রকল্প বন্ধকী ঋণও প্রদান করে।

ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স বর্তমানে একক গৃহ নির্মাণ ক্ষেত্রে

**অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য** — সারণি-১

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ২০০০ | ২০০০ | ২০০০ | ২০০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ২০০ | ২০০ | ৩০০ | ৩০০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | - | - | - | - |
| ৪। | আমানত ঃ | ১২৩ | ১১ | ১৪ | ১৯ |
| | ক) তলবী আমানত | ২ | ৩ | ৪ | ৪ |
| | খ) মেয়াদী আমানত | ১২১ | ৮ | ১০ | ১৫ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ৬৯ | ৪০৩ | ৫০৭ | ৬১১ |
| ৬। | বিনিয়োগ | - | - | - | - |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ৪ | ৭ | ৭ | ১৫ |
| ৮। | মোট আয় | ৯ | ৪৮ | ২১ | ৪২ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ১২ | ১৩ | ৯ | ১৮ |
| ১০। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | ১৫ | ১৯ | ১৯ | ৩৩ |
| | ক) কর্মকর্তা | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ |
| | খ) কর্মচারী | ১২ | ১৬ | ১৬ | ৩০ |

## খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য (হাউজিং ফাইন্যান্স) | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | বিতরণ | - | - | - | ৭০ | ৭০ |
| | আদায় | - | - | - | ১ | ১ |
| ২০০০ | বিতরণ | - | - | - | ৩৪৫ | ৩৪৫ |
| | আদায় | - | - | - | ১২ | ১২ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* | বিতরণ | - | - | - | ১২৩ | ১২৩ |
| | আদায় | - | - | - | ১৮ | ১৮ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | বিতরণ | - | - | - | ১২৫ | ১২৫ |
| | আদায় | - | - | - | ২১ | ২১ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

৩০ লক্ষ টাকার ঋণ প্রদান করে। ২০০১ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত সময়কালে ৫৩৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৩১ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে।

কোম্পানীর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

## খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণি-৩

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১ শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০ শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | | | | |
| | ক) শস্য | - | - | - | |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | - | - | - | |
| ২। | শিল্প ঃ | - | - | - | |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | - | - | - | |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | - | - | - | |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | - | - | - | |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | - | - | - | |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | - | - | - | - |
| ৬। | অন্যান্য (হাউজিং ফাইন্যান্স) | ৬৯ | ৪০৩ | ৫০৭ | ৬১১ |
| | সর্বমোট | ৬৯ | ৪০৩ | ৫০৭ | ৬১১ |

# মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড

মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী। এটি মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিস্টেন্স এন্ড সার্ভিসেস (মাইডাস)-এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। মাইডাস একটি বেসরকারী সংস্থা যা ১৯৮২ সাল হতে ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণে সহায়তা দিয়ে আসছে। মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড-এর প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে মাইডাস কর্তৃক প্রবর্তিত ঋণদান কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা এবং তা জোরদার করা।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩-এর অধীনে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্তির পর মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড অন্যান্য উৎস থেকে ঋণযোগ্য তহবিল সংগ্রহ করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে আরো বেশী ঋণ দান করতে সক্ষম হয়।

**অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য** সারণি-১

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ১৫০ | ১৫০ | ১৫০ | ১৫০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ৫০ | ৫৫ | ৫৫ | ৫৫ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | ২ | ১ | ২ | ২ |
| ৪। | আমানত ঃ | - | - | - | - |
| | ক) তলবী আমানত | - | - | - | - |
| | খ) মেয়াদী আমানত | - | - | - | - |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | ১৬ | ২৫ | ৬০ | ৭৪ |
| ৬। | বিনিয়োগ | - | - | - | - |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | ৫৩ | ৭৩ | ৫৮ | ৫৮ |
| ৮। | মোট আয় | ৩ | ১২ | ১২ | ১৬ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ৩ | ৯ | ১১ | ১৫ |
| ১০। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | - | ৬২ | ৬৩ | ৬৩ |
| | ক) কর্মকর্তা | | ৩৫ | ৩৬ | ৩৬ |
| | খ) কর্মচারী | | ২৭ | ২৭ | ২৭ |
| ১১। | শাখা (সংখ্যায়) | ১ | ৩ | ৩ | ৩ |

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | বিতরণ | - | - | - | - | - |
| | আদায় | ৮ | - | ৮ | - | ৮ |
| ২০০০ | বিতরণ | ১৪ | - | ১৪ | - | ১৪ |
| | আদায় | ৪ | - | ৪ | - | ৪ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* | বিতরণ | ৪৬ | - | ৪৬ | - | ৪৬ |
| | আদায় | ১১ | - | ১১ | - | ১১ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | বিতরণ | ৬৫ | - | ৬৫ | - | ৬৫ |
| | আদায় | ১৬ | - | ১৬ | - | ১৬ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

দেশের ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে মাইডাস ১৯৯৩ সালে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (মিডি) নামে একটি অভিনব ঋণ কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে সহজ শর্তে তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানত বিহীন ঋণ প্রদান করা হয়। মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড এই কর্মসূচীকে আরো ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করার চেষ্টা করছে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর অধীনে আর্থিক প্রতিষ্ঠান

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণি-৩

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে | প্রকল্প সংখ্যা | - | ২৫৩ | ২৫৩ |
| | পরিমাণ | - | ৯৪ | ৯৪ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | - | ২৪২ | ২৪২ |
| | পরিমাণ | - | ৪৯ | ৪৯ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ তারিখে | প্রকল্প সংখ্যা | - | ৩২২ | ৩২২ |
| | পরিমাণ | - | ১১৭ | ১১৭ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | - | ৬৯ | ৬৯ |
| | পরিমাণ | - | ২৩ | ২৩ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১* পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | - | ১১৫ | ১১৫ |
| | পরিমাণ | - | ৪০ | ৪০ |

** প্রাক্কলিত।*

হিসেবে অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্তির পর মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড অন্যান্য উৎস থেকে ঋণযোগ্য তহবিল সংগ্রহ করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে আরো বেশী ঋণ দান করতে সক্ষম হয়। দেশের ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে মাইডাস ১৯৯৩ সালে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (মিডি) নামে একটি অভিনব ঋণ কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে সহজ শর্তে তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানত বিহীন ঋণ প্রদান করা হয়। মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড এই কর্মসূচীকে আরও ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করার চেষ্টা করছে।

নারীদের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মূলধারায় এনে ক্ষমতায়নের একটি প্রধান উপায় হচ্ছে মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন। মাইডাস শুরু থেকেই দেশের মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে। মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেডও ব্যাপকভাবে মহিলা উদ্যোক্তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড-এর ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ সারণি-৩-এ দেখানো হলো।

মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড-এর খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেখানো হলো।

## খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণি-৪
*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১ শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০ শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | **শিল্প ঃ** | <u>১৬</u> | <u>২৫</u> | <u>৬০</u> | <u>৭৪</u> |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | - | - | - | - |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | ১৬ | ২৫ | ৬০ | ৭৪ |
| ২। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | - | - | - | - |
| ৩। | বীমা রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | - | - | - | - |
| ৪। | পরিবহন ও যোগাযোগ | - | - | - | - |
| ৫। | **বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ** | - | - | - | - |
| ৬। | অন্যান্য | - | - | - | - |
| | সর্বমোট | ১৬ | ২৫ | ৬০ | ৭৪ |

# ফার্স্ট লীজ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (এফএলআইএল)

লীজ ফাইন্যান্স ব্যবসা পরিচালনাকল্পে ফার্স্ট লীজ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (এফএলআইএল) প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী আইনের আওতায় ২৮ জুন, ১৯৯৩ তারিখে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালের আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইনের আওতায় লাইসেন্স প্রাপ্তিকল্পে ২৮ জুলাই, ১৯৯৬ তারিখে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে রূপান্তরিত করা হয়। সূচনালগ্ন থেকেই কোম্পানী লীজ ফাইন্যান্সিং ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৫ই অক্টোবর ১৯৯৯ তারিখে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়। লাইসেন্স প্রাপ্তির শর্ত পূরণকল্পে কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধন ১০০ মিলিয়ন টাকায় উন্নীতকরণের অংশ হিসেবে কোম্পানীর মালিকানা কাঠামোতে বৈদেশিক বিনিয়োগকারী অন্তর্ভুক্ত করে কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধন ২৫ মিলিয়ন টাকা থেকে ৫০ মিলিয়ন টাকায় বৃদ্ধি করা হয়। পরিশোধিত মূলধনে বিদেশী

*সিরামিক ফ্যাক্টরীতে এফএলআইএল-এর অর্থায়ন*

মালিকানা প্রায় ২০%। পরিশোধিত মূলধন হিসেবে অবশিষ্ট ৫০ মিলিয়ন টাকা আইপিও-এর মাধ্যমে বিক্রয়যোগ্য বিধায় এতদসংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা পরিপালন করে অনুকূল পরিবেশ ও উপযুক্ত সময়ে জনগণের নিকট শেয়ার বিক্রির ব্যবস্থা নেয়া হবে।

২০০১ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে কোম্পানীর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২৫০ মিলিয়ন টাকা এবং ৫০ মিলিয়ন টাকা।

## অর্থায়ন নীতিমালা ও পদ্ধতি

শিল্পে লীজ প্রক্রিয়ায় অর্থায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত শিল্প বিনিয়োগ নীতিমালার সংগে সংগতি রেখেই নতুন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্যমান বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণে লীজ প্রক্রিয়ায় এফএলআইএল অর্থায়ন করে থাকে। এ অর্থায়ন ব্যবস্থায় শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করে শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য দেয়া হয়। পাশাপাশি অর্থায়নের ক্ষেত্র সম্প্রসারণকল্পে এফএলআইএল লীজ পদ্ধতিতে শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কার্য পদ্ধতি আধুনিকীকরণে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি (যথা- কম্পিউটার, ফ্যাক্স মেশিন ও কপিয়ার মেশিন ইত্যাদি) সংগ্রহে অর্থায়ন করে থাকে। এ ছাড়াও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তার লক্ষ্যে বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিক বা নির্বাহীদের ব্যবহারের জন্য অত্র প্রতিষ্ঠান লীজ পদ্ধতিতে গাড়ী ক্রয়ে অর্থায়ন করে থাকে। এফএলআইএল কর্তৃক অর্থায়নের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে লীজ গ্রহীতার লীজ পেমেন্ট করার আর্থিক সংগতির উপর জোর দিয়ে থাকে। লীজ অর্থায়নের মেয়াদ সাধারণতঃ ২ বৎসর থেকে ৫ বৎসরের মধ্যে হয়ে থাকে। এ প্রতিষ্ঠান লীজের মাধ্যমে সংগৃহীত সম্পত্তিতে মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে এর শতকরা ৮০ ভাগ যোগান দিয়ে থাকে যা মাসিক কিস্তির ভিত্তিতে লীজ গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধযোগ্য।

এফএলআইএল-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেখানো হলো।

**অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য** — সারণি-১

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ২৫০ | ২৫০ | ২৫০ | ২৫০ |
| ২। | পরিশোধিত মূলধন | ২৫ | ২৫ | ৫০ | ৫০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | - | - | - | - |
| ৪। | আমানত ঃ | - | - | - | - |
| | ক) তলবী আমানত | - | - | - | - |
| | খ) মেয়াদী আমানত | - | - | - | - |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম (লীজ সম্পদ) | ১৮৫ | ২৫৪ | ২৫২ | ২৩৮ |
| ৬। | বিনিয়োগ | - | - | - | - |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ* | ১৯৯ | ২৯০ | ২৮৮ | ২৭৫ |
| ৮। | মোট আয় | ১৪৩ | ১৭২ | ৪৩ | ৪০ |
| ৯। | মোট ব্যয় | ১৩২ | ১৫৬ | ৪০ | ৩৯ |
| ১০। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | <u>২১</u> | <u>২৩</u> | <u>২৩</u> | <u>২৩</u> |
| | ক) কর্মকর্তা | ১২ | ১৩ | ১৩ | ১৩ |
| | খ) কর্মচারী | ৯ | ১০ | ১০ | ১০ |
| ১১। | শাখা (সংখ্যায়) | - | - | - | - |

** লীজ সম্পদসহ।*

সারণি-২

## ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

| বিবরণ | | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ১৯৯৯ | বিতরণ | ৯৭ | - | ৯৭ | - | ৯৭ |
| | আদায় | ১৩১ | - | ১৩১ | - | ১৩১ |
| ২০০০ | বিতরণ | ১৯২ | - | ১৯২ | - | ১৯২ |
| | আদায় | ১৬৫ | - | ১৬৫ | - | ১৬৫ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* | বিতরণ | ২ | - | ২ | - | ২ |
| | আদায় | ৪২ | - | ৪২ | - | ৪২ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | বিতরণ | ৪৬ | - | ৪৬ | - | ৪৬ |
| | আদায় | ৪৪ | - | ৪৪ | - | ৪৪ |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৩

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে | প্রকল্প সংখ্যা | ২২৪ | ৩ | ২২৭ |
| | পরিমাণ | ৬৫১ | ১ | ৬৫২ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ১৪ | ২ | ১৬ |
| | পরিমাণ | ১৯২ | ০.২ | ১৯২ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ তারিখে | প্রকল্প সংখ্যা | ২২৬ | ৩ | ২২৯ |
| | পরিমাণ | ৬৫৩ | ১ | ৬৫৪ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ২ | - | ২ |
| | পরিমাণ | ২ | - | ২ |
| জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০১* পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৭ | - | ৭ |
| | পরিমাণ | ৪৮ | - | ৪৮ |

** প্রাক্কলিত।*

## খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণি-৪

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১ শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০ শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | **কৃষি ও মৎস্য ঃ** | - | - | - | - |
| ২। | **শিল্প ঃ** | <u>১৮৫</u> | <u>২৫৪</u> | <u>২৫২</u> | <u>২৩৮</u> |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | ১৮৫ | ২৫৪ | ২৫২ | ২৩৮ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | - | - | - | - |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | - | - | - | - |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | - | - | - | - |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | - | - | - | - |
| ৬। | **বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ** | - | - | - | - |
| ৭। | অন্যান্য | - | - | - | - |
| | সর্বমোট | ১৮৫ | ২৫৪ | ২৫২ | ২৩৮ |

# বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (বিএফআইসি)

বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (বিএফআইসি) ১০ মে, ১৯৯৯ তারিখে বাংলাদেশে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কোম্পানীর অনুমোদিত এবং পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ৫০০ মিলিয়ন এবং ৫০ মিলিয়ন টাকা। ২২ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে বিএফআইসি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়।

১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০০০ বি এফ আই সি প্রাথমিকভাবে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে এবং ঐ দিনই অর্থাৎ ১৫, ফেব্রুয়ারী, ২০০০ প্রথম লীজ চুক্তি স্বাক্ষর করে।

## বিনিয়োগ নীতি

বিনিয়োগের বিদ্যমান বিভিন্ন খাতসমূহের মধ্যে বিএফআইসি বর্তমানে নিম্নলিখিত খাত সমূহে বিনিয়োগ করে থাকে ঃ

১। যন্ত্রপাতি এবং মেশিনারীজ

২। গৃহ ঋণ

৩। যানবাহন

৪। কম্পিউটার

৫। আবাসন ঋণ

৬। ইলেকট্রনিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি

৭। ব্যবসা ঋণ

৮। মেয়াদী ঋণ

৯। কার্য মূলধন যোগান (ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ফিন্যান্স)

১০। মূলধন বিনিয়োগ

১১। মার্চেন্ট ব্যাংকিং সেবা

১২ ফান্ড ম্যানেজমেন্ট

১৩। ইস্যু এবং পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট

১৪। ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প সম্পর্কিত বিষয়ে পরামর্শ।

## আর্থিক সহায়তা পদ্ধতি

বিএফআইসি লীজ সম্পত্তির সরবরাহকারীকে ৬০% হতে ৭০% অর্থ যোগান দিয়ে থাকে। প্রাথমিকভাবে লীজকৃত সম্পত্তি বিএফআইসি-এর নামে ক্রয় করা হয় এবং লীজের মেয়াদ পূর্তিতে উক্ত সম্পত্তির মালিকানা সেলভেজ মূল্য হিসেবে হস্তান্তর মূল্যের শতকরা ৫ ভাগ প্রদান সাপেক্ষে লীজ গ্রহীতাকে হস্তান্তর করা হয়।

## আর্থিক সহায়তার শর্তসমূহ

লীজের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদানের সময় নিম্নলিখিত শর্তসমূহ বিবেচনা করা হয় ঃ

**লীজের সময় ঃ** লীজকৃত সম্পত্তি বিবেচনাপূর্বক সাধারণত ২ বছর থেকে ৪ বছর মেয়াদী লীজ চুক্তি সম্পাদন করা হয়।

**লীজের কিস্তি ঃ** সম্পত্তির অধিগ্রহণ মূল্য ও অন্যান্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে লীজের কিস্তি নির্ধারিত হয় যা সাধারণত মাসিক ভিত্তিতে প্রদেয়।

**জামানত ঃ** নিম্নলিখিত জামানতের উপর ভিত্তি করে বিএফআইসি লীজ সুবিধা প্রদান করে থাকে ঃ

১। ব্যাংক গ্যারান্টি/ইন্স্যুরেন্স গ্যারান্টি

২। নগদ অর্থে পরিবর্তনযোগ্য আমানত যেমন পিএসপি, বিএসপি এবং এফডিআর ইত্যাদি

৩। লভ্যাংশ প্রদানকারী কোম্পানীর শেয়ার বা ঋণপত্র

৪। স্থাবর সম্পত্তি এবং তদসংগে নগদ জামানত

৫। অন্যান্য জামানত যা বিএফআইসি-এর নিকট গ্রহণযোগ্য।

## মেয়াদী আমানত

বি এফ আই সি জনসাধারণের সঞ্চয়কে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকার মেয়াদী আমানতের উপর আকর্ষণীয় সুদ প্রদান করে থাকে।

বি এফ আই সি এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হলো।

### অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

সারণি-১

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অনুমোদিত মূলধন | ৫০০ | ৫০০ | ৫০০ | ৫০০ |
| ২। | পরিশোধিত মূধন | ৫০ | ৫০ | ৫০ | ৫০ |
| ৩। | রিজার্ভ ফান্ড | - | - | - | - |
| ৪। | আমানত ঃ | - | - | - | ৪০ |
| | ক) তলবী আমানত | - | - | - | - |
| | খ) মেয়াদী আমানত | - | - | - | ৪০ |
| ৫। | ঋণ ও অগ্রিম | - | ৩১ | - | ৩০ |
| ৬। | বিনিয়োগ | - | - | - | - |
| ৭। | মোট পরিসম্পদ | - | ৯৩ | ৯১ | ১১৫ |
| ৮। | মোট আয় | - | ১০ | ৫ | ১১ |
| ৯। | মোট ব্যয় | - | ১১ | ৪ | ৮ |
| ১০। | মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ঃ | - | ৯ | ৯ | ১২ |
| | ক) কর্মকর্তা | - | ৫ | ৫ | ৭ |
| | খ) কর্মচারী | - | ৪ | ৪ | ৫ |

### ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | শিল্প ঋণ | | | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|
| | মেয়াদী ঋণ | চলতি মূলধন | মোট | | |
| ২০০০ | | | | | |
| বিতরণ | ২৪ | ৮ | ৩১ | - | ৩১ |
| আদায় | ৪ | ৮ | ১২ | - | ১২ |
| ৩১শে মার্চ, ২০০১* | | | | | |
| বিতরণ | - | - | - | - | - |
| আদায় | ২ | - | ২ | - | ২ |
| ৩০শে জুন, ২০০১** | | | | | |
| বিতরণ | ২৫ | ৫ | ৩০ | - | ৩০ |
| আদায় | - | - | - | - | - |

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

## শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণি-৩

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ঋণ মঞ্জুরী | | শিল্পের আকার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৃহৎ ও মাঝারী | ক্ষুদ্র ও কুটির | মোট |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ১০ | | ১০ |
| | পরিমাণ | ৩২ | - | ৩২ |
| জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০০ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ১০ | - | ১০ |
| | পরিমাণ | ৩২ | - | ৩২ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০১ তারিখ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ১০ | - | ১০ |
| | পরিমাণ | ৩২ | - | ৩২ |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০১ পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | - | - | - |
| | পরিমাণ | - | - | - |
| জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩০, ২০০১* পর্যন্ত | প্রকল্প সংখ্যা | ৭ | - | ৭ |
| | পরিমাণ | ৩০ | - | ৩০ |

** প্রাক্কলিত।*

বিএফআইসি এর ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী ও খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-২, ৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

## খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণি-৪

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| ক্রমিক নম্বর | খাত | ২০০০ | ৩১ শে মার্চ, ২০০১ (সাময়িক) | ৩০ শে জুন, ২০০১ (প্রাক্কলিত) |
|---|---|---|---|---|
| ১। | কৃষি ও মৎস্য ঃ | - | - | - |
| | ক) শস্য | - | - | - |
| | খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য | - | - | - |
| ২। | শিল্প ঃ | - | - | ২০ |
| | ক) বৃহৎ ও মাঝারী | - | - | ২০ |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির | - | - | - |
| ৩। | পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল | - | - | - |
| ৪। | বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা | - | - | - |
| ৫। | পরিবহন ও যোগাযোগ | - | ২৪ | ৫ |
| ৬। | অন্যান্য | - | ৭ | ৫ |
| | সর্বমোট | - | ৩১ | ৩০ |

# ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ১৯৫৪ সালের ২৮শে এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান স্টক এক্সচেঞ্জ হিসেবে গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৬২ সালের ২৩শে জুন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ হিসেবে এর পুনঃনামকরণ করা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রেডিং-এর কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৫৬ সালে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ-এর কার্যক্রম ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ১৯৭৬ সালে পুনরায় শুরু হয়। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং এর কার্যক্রম নিজস্ব রুলস, বাই লজ, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ অধ্যাদেশ ১৯৬৯, কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এবং সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এ্যাক্ট- ১৯৯৩ অনুসারে পরিচালিত হয়। ১০ই আগস্ট, ১৯৯৮ হতে এর ট্রেডিং কার্যক্রম সম্পূর্ণ অটোমেটেড অনলাইন পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে।

*কম্পিউটারের পর্দায় তাকিয়ে রয়েছেন আগ্রহী শেয়ার ব্রোকারবৃন্দ*

২০০০-২০০১ (মার্চ পর্যন্ত) অর্থ বছরে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ ঃ

- সাধারণ বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ইনভেস্টরস্ প্রটেকশন ফান্ড নামে একটি তহবিল গঠন করা হয়। ডিএসই ইতোমধ্যে উক্ত তহবিলে ১০ লক্ষ টাকা প্রাথমিক চাঁদা প্রদান করেছে।
- সেটেলমেন্ট অব স্টক এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪ সংশোধন করে যে সমস্ত কোম্পানী নিয়মিত এজিএম করতে পারেনি অথবা বিগত ছয় মাস যাবৎ উৎপাদন বন্ধ রেখেছে অথবা পুঞ্জিভূত মূলধন ঋণাত্মক হয়ে পরিশোধিত মূলধনকে অতিক্রম করেছে তাদেরকে জেড শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। এ সংশোধনের ফলে ১৭০টি কোম্পানী এ শ্রেণীভুক্ত, ১৪টি কোম্পানী বি শ্রেণীভুক্ত এবং ৬০টি কোম্পানী জেড শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- সেটেলমেন্ট পদ্ধতিকে স্বয়ংক্রিয় করার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ সেন্ট্রাল ডিপোজিটরী সিস্টেম চালু করার উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সেন্ট্রাল ডিপোজিটরী লিঃ নামে একটি কোম্পানী গঠন করা হয়েছে। এর ১৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদে বিভিন্ন ব্যাংক, ডিএসই, সিএসই, তালিকাভুক্ত কোম্পানী, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, আইসিবি ও মার্চেন্ট ব্যাংকের প্রতিনিধিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ ১লা জানুয়ারি, ২০০১ তারিখ হতে বিদ্যমান সার্বিক মূল্যসূচকের পাশাপাশি "ডিএসই ২০" নামে আরো একটি অতিরিক্ত সূচক চালু করেছে। এ সূচকে ৯টি সেক্টরের ২০টি তালিকাভুক্ত কোম্পনীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উপরোক্ত ২০টি কোম্পানীর বাজার মূলধন হচ্ছে মোট বাজার মূলধনের ৪৩ শতাংশ।
- ঢাকার বাইরে ডিএসই'র প্রথম কর্পোরেট সদস্য সুরমা সিকিউরিটিজ ১৯শে নভেম্বর, ২০০০ থেকে সিলেটে স্বয়ংক্রিয় লেনদেন শুরু করেছে।
- ডিএসই'র তালিকাভুক্ত কোম্পানীগুলোর উপর মনিটরিং করে ২১টি কোম্পানীকে এজিএম না করতে পারার কারণে, ৮টি কোম্পানীকে তিন বা ততোধিক বছরের জন্য এজিএম না করতে পারার জন্য কারণ দর্শানো নোটিশ এবং এ ছাড়াও ২৪টি কোম্পানীকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্ধ বার্ষিক হিসাব দাখিল করতে পারার জন্য জরিমানা করা হয়েছে।
- বাজারের লেনদেন ব্যবস্থার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আরএমএস (রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যেই বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

## তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ

২০০১ সালের মার্চ মাস শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ১০টি মিউচুয়াল ফান্ড ও ১০টি ডিবেঞ্চারসহ সর্বমোট ২৪৪টিতে দাঁড়ায়। বেসরকারী খাতের প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ড এইমস ১ম মিউচ্যুয়াল ফান্ড ইতোমধ্যে ডিএসইতে তালিকাভুক্ত হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে ১০টি মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও ১০টি ডিবেঞ্চারসহ সিকিউরিটিজের সংখ্যা ছিল সর্বমোট ২৩৯টি।

## সিকিউরিটিজের টার্ণওভার

২০০০-২০০১ সালে (মার্চ পর্যন্ত) মোট ৮২৬ মিলিয়ন শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার লেনদেন হয় যার মোট মূল্য ৩৭১০৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯-২০০০ সালে (সম্পূর্ণ বছর) ৬৫৮ মিলিয়ন শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার লেনদেন হয় যার মোট মূল্য ছিল ২৭৬৯৬ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরের লেনদেন বৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় সংখ্যার ক্ষেত্রে ৭০% এবং মূল্যের ক্ষেত্রে ৭৮% বেশী হয়।

## দৈনিক গড় টার্ণওভার

২০০০-২০০১ সালে (মার্চ পর্যন্ত) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত শেয়ার ও ডিবেঞ্চারের দৈনিক গড় লেনদেনের পরিমাণ ছিল সংখ্যায় ৪.১১ মিলিয়ন এবং মূল্যের ক্ষেত্রে ১৮৪.৫৯ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯-২০০০ সালে যার পরিমাণ ছিল সংখ্যায় ২.৪৯ মিলিয়ন এবং মূল্যে ১০৪.৯১ মিলিয়ন টাকা।

## সিকিউরিটিজের মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন

২০০০-২০০১ সালের মার্চ শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন এর পরিমাণ ছিল ৬১৫৪০ মিলিয়ন টাকা যা ১৯৯৯-২০০০ সালের মার্চ শেষের ৫৪০০৪ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৩.৯৪% বেশী।

## শেয়ার মূল্য সূচক

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার মূল্য সূচক ১৯৯৯-২০০০ সালের ৫৬১.০০ পয়েন্ট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০-২০০১ সালের মার্চ মাসে ৬৩১.০০ পয়েন্টে দাঁড়ায়।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সারণি-১ এ দেয়া হলো।

সারণি-১

*(মিলিয়ন টাকায়)*

| বিবরণ | ১৯৯৯-২০০০ | ২০০০-২০০১ (মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত) |
|---|---|---|
| তালিকাভুক্ত ইস্যু সংখ্যা ঃ | ২৩৯ | ২৪৪ |
| তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সকল পরিশোধিত মূলধন ঃ | | |
| ক) টাকায় | ৩০৫১৭ | ৩১৫০৩ |
| খ) মার্কিন ডলারে | ৫৯৩ | ৫৮৩ |
| মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন ঃ | | |
| ক) টাকায় | ৫৪০০৪ | ৬১৫৪০ |
| খ) মার্কিন ডলারে | ১০৪৯ | ১১৪০ |
| শেয়ার মূল্য সূচক ঃ | ৫৬১ | ৬৩১ |
| মোট টার্ণওভার ঃ | | |
| ক) সংখ্যা | ৬৫৮ | ৮২৬ |
| খ) মূল্য (টাকায়) | ২৭৬৯৬ | ৩৭১০৩ |
| গ) মূল্য (মার্কিন ডলারে) | ৫৩৫ | ৬৮৭.০৯ |
| দৈনিক গড় টার্ণওভার ঃ | | |
| ক) সংখ্যা | ২.৪৯ | ৪.১১ |
| খ) মূল্য (টাকায়) | ১০৪.৯১ | ১৮৪.৫৯ |
| গ) মূল্য (মার্কিন ডলারে) | ২.০৪ | ৩.৪২ |
| নতুন পাবলিক ইস্যু ঃ | | |
| ইস্যুর সংখ্যা | ১১ | ৭ |
| পরিমাণ ঃ | | |
| ক) টাকায় | ১০২৭.০০* | ৩৩৯.৮৯* |
| খ) মার্কিন ডলারে | ১৯.৪৪ | ৬.২৯ |

** প্রি-আইপিও প্লেসমেন্টসহ।*

বিগত কয়েক বছরের ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের টার্ণওভার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সারণি-২-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

টার্ণওভার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

| বছর/মাস | লেনদেন দিবস (সংখ্যা) | মোট লেনদেন (মিলিয়ন টাকা) | দৈনিক গড় লেনদেন (মিলিয়ন টাকা) |
|---|---|---|---|
| ১৯৯৮ | ২৬৯ | ৩৪৩৭০ | ১২৭.৭৭ |
| ১৯৯৯ | ২৫৭ | ৩৮৯৬০ | ১৫১.৫৯ |
| ২০০০ | ২৭৭ | ৪০২৭৩ | ১৪৫.৩৯ |
| ২০০১* | | | |
| জানুয়ারী | ২৫ | ২৭৮৪ | ১১১.৩৬ |
| ফেব্রুয়ারী | ১৪ | ১৭৬৩ | ১২৫.৯৩ |
| মার্চ | ২০ | ৩১৫২ | ১৫৭.৬০ |
| ২০০১** | | | |
| এপ্রিল | ২৫ | ৩৬৩৪.৭৬ | ১৪৫.৩৯ |
| মে | ২৫ | ৩৬৩৪.৭৬ | ১৪৫.৩৯ |
| জুন | ২৫ | ৩৬৩৪.৭৬ | ১৪৫.৩৯ |

** প্রকৃত। ** প্রাক্কলিত।*

# চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সি এস ই)

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ ১০ই অক্টোবর, ২০০০ তারিখে ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করে। সূচনালগ্নে সিএসই-র তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ছিল ৩০টি (২৩টি কোম্পানী ও ৭টি মিউচুয়্যাল ফান্ড) যা ৩১শে মার্চ, ২০০১ তারিখে ১৬৭ (১৫৩টি কোম্পানী, ১০টি মিউচুয়্যাল ফান্ড, ৪টি ডিবেঞ্চার)-এ উন্নীত হয়। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সাথে তালিকাভুক্ত সকল সিকিউরিটিজের মূলধনের পরিশোধিত মূল্য ৩১শে মার্চ, ২০০১ তারিখে ২৭৯২৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এ এক্সচেঞ্জের সকল সিকিউরিটিজের মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন ৩১শে মার্চ, ২০০১ তারিখে ৫৬৭৮৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। শেয়ারের মূল্য সূচক ৩১শে মার্চ, ২০০১ তারিখের কার্য দিবস শেষে ১৩৭৮.৭৭-এ দাঁড়ায়। এখানে উল্লেখ্য যে, ১লা জানুয়ারী, ২০০০ থেকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ ১০০ কে ভিত্তি ধরে নতুন সার্বিক শেয়ার মূল্য সূচক চালু করেছে।

২০০১ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত গত দু'বছরে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের কার্যক্রমের প্রধান প্রধান দিকগুলো সারণি-১ থেকে দেখা যেতে পারে।

২০০০ সালের জানুয়ারী থেকে মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের টার্ণওভার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সারণি-২-এ দেয়া হলো।

সারণি-১

তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা, পরিশোধিত মূলধন, মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন এবং মূল্যসূচক

| বিবরণ | ৩১শে মার্চ, ২০০০ | ৩১শে মার্চ, ২০০১ | পরিবর্তন (%) |
|---|---|---|---|
| মোট তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ঃ | ১৫৯ | ১৬৭ | |
| ক) কোম্পানী | ১৪৬ | ১৫৩ | |
| খ) মিউচুয়্যাল ফান্ড | ৯ | ১০ | |
| গ) ডিবেঞ্চার | ৪ | ৪ | |
| তালিকাভুক্ত সকল সিকিউরিটিজের পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন টাকায়) ঃ | ২৫১৪৯ | ২৭৯২৬ | ১১.০৪% |
| ক) কোম্পানী | ২৪৬৪১ | ২৭৪২১ | |
| খ) মিউচুয়্যাল ফান্ড | ২২৫ | ২৯৫ | |
| গ) ডিবেঞ্চার | ২৮৩ | ২১০ | |
| তালিকাভুক্ত সকল সিকিউরিটিজের মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন ঃ | ৩৯৮০৪ | ৫৬৭৮৮ | ৪২.৬৫% |
| ক) কোম্পানী | ৩৯০৭৯ | ৫৬১৩৩ | |
| খ) মিউচুয়্যাল ফান্ড | ৩৪৪ | ৪৪৮ | |
| গ) ডিবেঞ্চার | ৩৮১ | ২০৭ | |
| শেয়ার মূল্য সূচক ঃ | ১০৮৩.৯৬ | ১৩৭৮.৭৭ | ২৭.২০% |

সারণি-২

## টার্ণওভার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

| মাস | লেনদেন দিবস (সংখ্যা) | মোট লেনদেন (মিলিয়ন টাকা) | দৈনিক গড় লেনদেন (মিলিয়ন টাকা) |
|---|---|---|---|
| ২০০০ | | | |
| জানুয়ারী | ২১ | ৩৯৬ | ১৯ |
| ফেব্রুয়ারী | ১৮ | ৪৪৪ | ২৫ |
| মার্চ | ২৩ | ৬৭৩ | ২৯ |
| এপ্রিল | ২৪ | ৬৯২ | ২৯ |
| মে | ২৫ | ৭৮৯ | ৩২ |
| জুন | ২৩ | ১১০৭ | ৪৮ |
| জুলাই | ২৬ | ৪৩২১ | ১৩২ |
| আগস্ট | ২৪ | ১৩৯৩ | ৫৮ |
| সেপ্টেম্বর | ২৫ | ১০৩৮ | ৪২ |
| অক্টোবর | ২৫ | ১৩০৬ | ৫২ |
| নভেম্বর | ২৫ | ১১২৯ | ৪৫ |
| ডিসেম্বর | ১৭ | ৫৪৬ | ৩২ |
| ২০০১ | | | |
| জানুয়ারী | ২৩ | ৫৬৬ | ২৫ |
| ফেব্রুয়ারী | ১৬ | ৪৫৯ | ২৯ |
| মার্চ | ২১ | ৯৮২ | ৪৭ |



বাঃসঃমুঃ-৪৮০৪এক্স/২০০০-০১/১,২০০ বই, তারিখ ৩০-৫-২০০১ইং।